শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

মাসিক পত্র।

প্রথম খণ্ড।

ন ১৩১৬ সালের কার্ত্তিক হইতে ১৩১৭ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত)

ইণ্ডিয়া প্রেস।

প্রিণ্টার—শ্রীলালমোহন মল্লিক।

২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

* মুষ্টিযোগগুলির কোন পৃষ্ঠায় কয় সংখ্যা পর্য্যন্ত আছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া পরে রোগের নামানুসারে সংখ্যা নির্দ্দেশ করা গেল যথা ১৪ (১-১২) অর্থাৎ ১৪ পৃষ্ঠায় ১ হইতে ১২ সংখ্যা মুষ্টিযোগ আছে। অতিসার ১৬, ১৭, ১৮, ২২, অর্থাৎ ১৬, ১৭, ১৮, ও ২২ সংখ্যায় অতিসারের মুষ্টিযোগ আছে উহার মধ্যে প্রথম তিনটী ১৫ পৃষ্ঠায় কারণ ঐ পৃষ্ঠা ১৩ হইতে ২১ পর্য্যন্ত আছে আর শেষটী ৩২ পৃষ্ঠায়।

আমাদের কার্য্যক্ষেত্র।

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কি করিলে, গৃহস্থালী সুখের হয়—গৃহী পরিজনগণের সহিত সুস্থ শরীরে, সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, সেই সমুদায় তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া, আমরা ক্রমে প্রকাশ করিব। কিরূপে আত্মোন্নতি ও পরিবারবর্গের উন্নতি সাধন এবং সন্তানগণের চরিত্র গঠন ও সুশিক্ষা দান করিতে হয়, সেই সকল তত্ত্ব, সদ্‌গুরু ও সুশিক্ষকগণের সাহায্যে সংগ্রহ পূর্ব্বক, উপন্যাস, উপদেশ বা কথোপকথনচ্ছলে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশিত করিব।

বঙ্গীয় গৃহস্থ রোগের উপদ্রবে বড়ই প্রপীড়িত। এখন আর সেকালের মত বৃদ্ধা নাই। সেকালে প্রতি গৃহে বুদ্ধিমতী বর্ষীয়সীগণ, সাধারণ পীড়ায় সামান্য সামান্য মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়াই আরোগ্য সাধন করিতেন। এখন সামান্য সর্দ্দি হইলেও, চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আমরা সুচিকিৎসকগণের সাহায্যে, সাধারণ রোগের সরল চিকিৎসা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং বিবিধ রোগের মুষ্টিযোগসমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিব।

হিন্দুর সকল কর্ম্মই ধর্ম্মবিজড়িত, সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশ করাও আমাদের অন্যতম প্রতিপাদ্য। ব্যবহারিক শিল্প বিজ্ঞানাদি প্রকাশ করিবারও আয়োজন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ ক্রমে ক্রমে সানুবাদ ব্যাখ্যাদির সহিত প্রকাশ করা হইবে। ঐ সকল গ্রন্থ যাহাতে, সকলে স্বতন্ত্রভাবে বাঁধাইতে পারেন, এরূপ ভাবে, স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দিয়া প্রকাশ করা যাইবে। বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণ, সরল পদ্যানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকাদির সহিত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা গিয়াছে।

আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও, মহতের কৃপাপেক্ষী হইয়া, এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। ভগবদীচ্ছায়, তাঁহাদের কৃপায় কৃতকার্য্য হইব সন্দেহ নাই।

গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গ।

(প্রশ্নোত্তরচ্ছলে গৃহস্থের জ্ঞাতব্যবিষয়ালোচনা*)

ছাত্রজীবন ও ব্রহ্মচর্য্য।

শিষ্য। প্রভো, আমার বর্ত্তমান ছাত্রজীবনে কর্ত্তব্য কি, তাহার নির্দ্দেশ করুন। যেরূপে জীবন যাপন করিলে চিরজীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারিব, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন।

গুরু। সুখ মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য সন্দেহ নাই। নিরন্তর সুস্থ থাকিতে যত্ন কর, তাহা হইলেই সুখে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে।

* এই প্রবন্ধে, লেখক, বাল্যকালাবধি গুরুগণের নিকট যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই প্রধানতঃ সঙ্কলিত হইতেছে। কাহারও মনে এতৎসম্বন্ধে কোনও জিজ্ঞাস্যের উদয় হইলে, আমরা উপযুক্ত লোকের নিকট তাহার সদুত্তর সংগ্রহপূর্ব্বক এই প্রবন্ধেই প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

শিষ্য। কিন্তু, প্রভো, সুস্থ থাকা কি আমার ইচ্ছাধীন?

গুরু। হাঁ তোমারই ইচ্ছাধীন। কিন্তু আগে, ইচ্ছাকে আপনার অধীন করিতে হইবেক।* ইচ্ছাকে আত্মাধীন করিতে পারিলে, যাহা স্ব তাহাতে নিরন্তর থাকিতে পারিবে অর্থাৎ সুস্থ থাকিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

শিষ্য। আজিও ত আমি, ইচ্ছাকে নিজের অধীন করিতে পারি নাই। সুতরাং সুস্থ থাকিবার জন্য, জীবনে আমার নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য কি? তাহাই বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করুন।

গুরু। বৎস, বাল্যাবধি গুরুগণের নিকট কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথাই ত শ্রবণ করিয়াছ। পিতা মাতা ও শিক্ষকগণের নিকট যে সকল কর্ত্তব্য বিষয়ের উপদেশ পাইয়াছ, তদনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিও। প্রাচীন-পরম্পরা-প্রচলিত আচার পালন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য।† ছাত্র-জীবনে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যধারণ প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। সে কালে, ছাত্রজীবনে ব্রতধারণ পূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিবার বিধি ছিল; এখন আর সে রীতি প্রায় দেখা যায় না। উহা অন্ততঃ প্রকারান্তরে সর্ব্বত্রই পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য।‡ মানবজীবন চারি আশ্রমে বিভক্ত§। সেই চারি আশ্রম, যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারি আশ্রমই গৃহস্থাশ্রম-সম্ভূত। প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্য ধারণপূর্ব্বক জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইবেক।‖ তাহার পর বিবাহিত হইয়া গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন করিতে হইবেক। পরে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট পুত্রের উপর সংসারের ভার দিয়া, পরমার্থচিন্তায় প্রবৃত্ত হইতে হইবেক। পরমার্থতৎপর অবস্থায় ক্রমে

* ইচ্ছাকে আপনার অধীন করা সাধন-সাপেক্ষ। তাহা গুরু সন্নিধানে কার্য্যতঃ শিক্ষা করিতে হয়। এজন্য প্রবন্ধে নির্দ্দিষ্ট হইল না।

† "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্ত স্মার্ত্ত এবচ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তঃ নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ।"
(মনু ১।১০৮)

‡ বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে, ছাত্রজীবনের ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা ও গুরুকুল-বাস-জনিত সুশিক্ষার পুনঃ প্রচলনের জন্য উপযুক্ত বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ঐরূপ বিদ্যামন্দিরের বহুল প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। ছাত্রজীবনে পিতা মাতা হইতে দূরে থাকিয়া সদ্‌গুরু পরিচালিত হইলে, যে সুশিক্ষা হয়। তাহার ফল অতি মধুর ও মানব সমাজের পুষ্টির হেতুভূত।

§ "ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থ প্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ।
(মনু ৬।৮৭)

‖ "বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ।
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্য তথাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।
বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ।"

আসক্তির নাশ হইলে, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন কর্ত্তব্য। এই সমুদয় বিষয় আর একদিন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবেক। এক্ষণে ছাত্রজীবনে কিরূপভাবে থাকা উচিত, তাহাই আলোচনা করা যাউক।—ছাত্রজীবন বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অতি পবিত্র অবস্থা। যখন শিশুর মনে কোনও চিন্তা প্রবেশ করে নাই—সাংসারিক ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি, যখন তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করে নাই—সেই সময়ে, কিছুদিনের জন্য, তাহাকে সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, সংসারের কঠোরতার জন্য প্রস্তুত করাই, এই আশ্রমের প্রধান প্রয়োজন। ব্রহ্মচারির অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করা কর্ত্তব্য।* বস্তুতঃ প্রাতরুত্থানের মত স্বাস্থ্যসাধন অতি অল্পই আছে। একটু চেষ্টা করিলেই প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ অভ্যাস্ করা যাইতে পারে। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র, নাসিকার কোন্ ছিদ্রে শ্বাস বহিতেছে লক্ষ্য করিবে, এবং যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে, সেই দিকের হস্ত মুখে বুলাইতে বুলাইতে, ভগবানকে স্মরণ পূর্ব্বক শয্যার উপর উপবেশন করিবে।

শিষ্য। প্রভো, সর্ব্বদাই কি, নাসিকার দুই ছিদ্রে শ্বাস বহে না?

গুরু। না শ্বাস বহনের ক্রম আছে। সে কথা আর একদিন আলোচনা করা যাইবেক। আজ প্রস্তাবিত বিষয়টিই শেষ করা যাউক।—শয্যায় উপবেশন সময়ে, কোনও একটি আসনবদ্ধ হইয়া বসিলে, নিদ্রাজনিত জড়তা সহজেই অপগত হইবে ও শরীরে বিশেষ স্ফূর্ত্তি বোধ হইবেক।† এইরূপে বদ্ধপদ্মাসনে বসিতে পারিলেই ভাল হয় (চিত্র ১)। এই আসন অভ্যাস করিলে

১ম চিত্র।

২য় চিত্র।

৩য় চিত্র।

* সচরাচর চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, নিত্যকর্ত্তব্য সাধনের বিধি দেখা যায়। স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থে "ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত" এই নিদেশবাক্য তাহার প্রমাণ। এবং যাহাতে ব্রহ্মচারী, প্রাতরুত্থানে শিথিল যত্ন না হন, এই জন্য—

"তঞ্চেদভ্যুদিয়াৎ সূর্য্যঃ শয়ানং কামচারতঃ।
নিম্লোচেদ্বাপ্যবিজ্ঞানাজ্জপন্নুপবসেদ্দিনং।"

এই বিধান দৃষ্ট হয়।

† আসন অভ্যাস করিলে, চিরজীবন সে অভ্যাস রাখা উচিত। ঐ গুলি ব্যায়াম বিশেষ, সুতরাং উহা দ্বারা, শারীরিক শক্তির বৃদ্ধি হয়, স্নায়ুমণ্ডল কার্য্যশীল থাকে। অভ্যাস বন্ধ করিলে, বাত প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক ১২।১৩ বৎসর বয়স হইতে ১৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বদ্ধপদ্মাসন অভ্যাস করিতেন, তখন তাঁহার শরীরে বিশেষ শক্তি ছিল এবং ৬।৭ বর্ষ তাঁহার কোন পীড়াই হয় নাই। তারপর সে অভ্যাস ত্যাগ করায়, তুন্দিল ও বাতগ্রস্ত হইয়াছেন। এজন্য তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, যে কেহ যেন ব্যায়ামশীল থাকিয়া, অধিক বয়সে ব্যায়াম ত্যাগ না করেন। শুনিয়াছি, জগদ্বিখ্যাত বলশালী, অধ্যাপক রামমূর্ত্তি নায়ডু, এই সকল আসনাদি যথারীতি সাধন করিয়াই ঐরূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

দেহ রোগশূন্য হইবেক।* যাঁহাদের হাত পা ছোট, তাঁহাদের পক্ষে ঐ আসন সহজ নহে। তাঁহারা এইরূপে (চিত্র ২) মুক্তপদ্মাসনে অথবা এইরূপে (চিত্র ৩) বীরাসনে উপবিষ্ট হইবেন। উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিবে, যে তুমি সেই ভগবানের অভীষ্ট সাধনের জন্যই এ সংসারে আসিয়াছ। তাঁহার অভীষ্ট সাধন বই তোমার অন্য কার্য্য নাই। তিনি পিতা, মাতা. শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু প্রভৃতি রূপে, নিরন্তর তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহার প্রতি তোমার অত্যধিক শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাঁহাকেই ভগবদ্ভাবে ধ্যান করিবে ;—দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে, দীক্ষাগুরুকেই ঐরূপে ভাবনা করা কর্ত্তব্য। ঐ ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে, তাঁহার মূর্ত্তিতে মনঃস্থির করিতে যত্ন করিলে, ক্রমেই মনের একাগ্রতা বর্দ্ধিত হইবে। চিন্তা করিবে. ভগবান ঐরূপে তোমার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ সংসারে যাহা কিছু করিতেছ বা করিবে, তাহা তাঁহারই প্রীতির জন্য। তোমার জীবনে, তাঁহার প্রীতিসাধন বই, অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।

এই ছাত্রজীবনে অশন বসনাদির পারিপাট্য বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই। তোমার গুরুগণ অপেক্ষা, নিজের বেশভূষাদি উৎকৃষ্টতর করিতে যত্ন করিও না। তাই বলিয়া যে মলিন বেশে থাকিতে হইবে তাহাও নয়। প্রত্যূষে স্নান অভ্যাস করা ভাল। কদাচ গুরুভোজন করিও না। অত্যাহার রোগের মূল।† প্রচুর কায়িক ও মানসিক শ্রম করিবে। যখন যে বিষয় আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিবে, তাহাতেই একাগ্র হইবার চেষ্টা করিবে। মনের বিক্ষেপ—অর্থাৎ এক সময়ে মনে নানা চিন্তার স্থান দেওয়া, বড়ই দোষাবহ। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা আশ্রয় করিও না। স্বাধীন শব্দের অর্থ কি? স্ব+অধীন অর্থাৎ নিজের অধীন। ভাবিয়া দেখ, তোমার দেহ, মন, অহঙ্কার বা ইন্দ্রিয়গণের কেহই তুমি নও। তাহারা তোমার নিজত্ব হইতে অপর পদার্থ। সুতরাং তাহারাই পরপদবাচ্য। তাঁহাদের অধীন হইলে অর্থাৎ মনে যাহা আসে তাহা করিলে, অথবা দৈহিক স্বচ্ছন্দ বর্দ্ধনের জন্য নিয়ত ব্যগ্র হইলে অথবা ইন্দ্রিয়নিচয়ের তৃপ্তিকর ব্যাপারের জন্য ব্যস্ত থাকিলে, নিশ্চয়ই তুমি পরাধীন। প্রকৃত স্বাধীন হইতে হইলে, অগ্রে স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, তাহার অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। সে কথা আর এক সময় বলিব। ছাত্রজীবনে তুমি যদি গুরুজনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া নম্রতা ও সৎকার্য্যতৎপরতা আশ্রয় কর, তবেই তুমি স্বাধীন। বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানার্জ্জন ও গুরু-আনুগত্যই তোমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন—

"নোদিতো গুরুণা নিত্যমপ্রণোদিত এব বা।
কুর্য্যাদধ্যয়নে যোগমাচার্য্যস্য হিতেষু চ ॥"

* বদ্ধপদ্মাসন সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা
দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিনা ধৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ম্।
অঙ্গুষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ
এতদ্ব্যাধিবিনাশকারণপরং পদ্মাসনঞ্চোচ্যতে।"

অন্য আসনের প্রমাণ বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। স্বস্তিকাদি অনেক প্রকার আসন আছে।

† "অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যং চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥"

(মনু)

ভাবিয়া দেখ, যাঁহারা তোমার গুরুজন, তাঁহারা বহুদর্শনজনিত জ্ঞানে জ্ঞানী। তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলে, অনায়াসেই জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে। এক্ষণে ছাত্রজীবনে কি কি অকর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মনু বলিয়াছেন—

"বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধমাল্যং রসাং স্ত্রিয়ং।
শুক্তানি চৈব সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনং॥
অভ্যঙ্গঞ্চাঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপাণ্ডত্রধারণং।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্॥
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ।
দ্যূতং চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতং॥
একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেত স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥"

উপরের শ্লোক কয়টি, ছাত্রজীবনে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এজন্য আমি এই কয়টি পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলাম। তোমায় বলিতেছি শ্রবণ কর—

গুরুর আদেশে　　কিম্বা বিনাদেশে
　　সদা পাঠে রবে রত,
তাঁ'র হিতকর　　কার্য্য যে সকল
　　করিবে তাহা সতত।
মদ্য, মাংস, আর　　গন্ধ, মাল্য, রস,
　　নারী সহ আলাপন,
শুক্ত নামে যত　　অতি অম্ল দ্রব,
　　ত্যজহ করি' যতন।
তৈলাভ্যঙ্গ আর　　নয়নে অঞ্জন,
　　উপানৎ ছত্র আর,
কাম, ক্রোধ, লোভ,　　বাদ্য, গীত, নাট,
　　যত্নে কর পরিহার।

দ্যূতক্রীড়া আর　　বৃথা আলাপন,
　　পরনিন্দা, মিথ্যাবাণী,
কামিনী দর্শন　　কিম্বা পরশন
　　ত্যজ অকর্ত্তব্য জানি।
পরের পীড়ন　　করহ বর্জ্জন,
　　একাকী কর শয়ন,
ছাত্র জীবনেতে　　রহ সাবধানে
　　না কর রেতঃ স্কন্দন।
কামবশে যেই,　　রেত নাশ করে,
　　ব্রত নাশ হয় তা'র,
আয়ুঃ, বল আর,　　স্মৃতিনাশ হয়
　　জ্ঞানলাভ হয় ভার।

বর্ত্তমান সময়ে অঞ্জন ধারণের রীতি নাই, এবং সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তনে ছত্র পাদুকা ত্যাগও রীতি বিরুদ্ধ বোধ হইবেক, অবশিষ্টগুলি যে ছাত্রজীবনে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। এতদ্ব্যতীত গুরুজনের বাক্য সর্ব্বদা পালনে যত্নবান থাকিবে। কোনও বিষয়ে কোনও সন্দেহ উপস্থিত হইলে, জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লইবে। প্রয়োজন হইলে বিচারও করিতে পার; কিন্তু যখনই নিঃসন্দেহে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তখন হইতেই তদনুসারে প্রাণপণে কার্য্য করিবে। যদি আপাততঃ কষ্ট বোধও হয়, তথাপি অবহেলা করিও না;

কারণ, যাহা আপাততঃ কষ্টকর হইলেও পরিণামে সুখকর, তাহাই ভাল। তুমি যদি বালক হইতে তাহা হইলে বিনা বিচারেই গুরুজনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে বলিতাম। কারণ শৈশব ও কৌমারে তাহাই কর্ত্তব্য।

শিষ্য। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনি বলিলেন, গুরুকে ভগবান বোধে পূজা করিতে হইবেক: ইহাতে কি ভগবানের কাছে অপরাধী হইতে হইবে না?

গুরু। বৎস, তোমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে শিক্ষিত হইয়াছ। ঐ তত্ত্ব তোমাদের নিকট অযৌক্তিক বোধ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, তোমার ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান হইয়াছে?

শিষ্য। শৈশব হইতেই পড়িতেছি, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন।"

গুরু। তাহা হইলে, তুমি বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর বায়ুর মত নিরাকার অথচ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনুস্যূতভাবে বর্ত্তমান আছেন; কি বল?

শিষ্য। হাঁ সেইরূপ হওয়াই সম্ভব।

গুরু। আমাদের শাস্ত্রেও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে ঐ রূপই বর্ণিত আছে। এখন স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখ, তিনি তোমার আমার এবং বিশ্বের সমুদায় পদার্থেই এমন কি ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যেও অনুস্যূতভাবে বর্ত্তমান আছেন। বেশ স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ—তোমার আমার মধ্যে না থাকিলে—তাঁহার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকা ঘটে না। শুনিয়া রাখ, এবং স্মরণ করিও, যে তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুতে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং তোমার গুরুগণের মধ্যে তাঁহার সত্তার অসদ্ভাব নাই। সর্ব্বদেহে তিনিই দেহী। দেহ তাঁর পরিচ্ছদ মাত্র। সুতরাং গুরুদেহে তাঁহাকে চিন্তা করায় বিন্দুমাত্রও অপরাধ নাই। কালে সাধনফলে সর্ব্বঘটেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া, নিরন্তর আনন্দনীরে নিমজ্জিত থাকিবে। কিন্তু এখন তোমার অধিকার অল্প—সাধনাবসর অল্প—এখন তাঁহাকে গুরুকেন্দ্রেই ভাবনা কর—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যায় বসিয়া ভাব, যে তোমার মস্তক মধ্যে একটি শুক্লবর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম রহিয়াছে, তাহার উপর তোমার অভীষ্ট ইষ্টদেব মহাদেব,—তাঁহাকে কখনও দেখ নাই—কিন্তু তোমার গুরুদেবকে দেখিয়াছ—মনে কর, সেই মহাদেবই এই গুরুরূপে অবতীর্ণ—তিনি শিরস্থিত শ্বেতপদ্মে আসীন। তাঁহার দু'টি চক্ষু, দু'টি হাত, যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখ, সে মূর্ত্তিও সেইরূপই। সেই মূর্ত্তিতে যতক্ষণ পার মন স্থির রাখিতে চেষ্টা কর। প্রথম প্রথম অনেকক্ষণ পারিবে না—মন পুনঃ পুনঃ অন্য দিকে যাইবে—তুমিও যত্নপূর্ব্বক মনকে পুনঃ পুনঃ সেই চিন্তায় নিয়োজিত করিও। তার পর ভাবিও তাঁহারই আদেশ পালন তোমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য।—ভাবিয়া দেখ, সমস্ত দিনে তোমায় কি করিতে হইবে। সেই কার্য্যগুলি তাঁহারই অভীষ্ট বোধে সুসম্পন্ন করিতে যত্ন কর। যদি কিছু ত্রুটি হয়, রাত্রে শয়নের সময়, আবার শয্যায় সেইরূপ স্থিরভাবে বসিয়া, নিজের সেই ত্রুটি-গুলি তাঁহাকে জানাইয়া, হৃদয়ের ভার লাঘব করিও। তাঁহার কৃপায় তোমার শক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইবেক। বৎস, এই রহস্য সম্বন্ধে আর একদিন একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা

যাইবেক, আজ যাহা আলোচনা করা যাইতেছে, সেই সম্বন্ধেই আর কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর—সংযতভাবে পরিমিত আহার করা কর্ত্তব্য, অনর্থক লঙ্ঘন দিবে না। বিনা প্রয়োজনে উপবাস করিতে নাই। আহার্য্যের সারভাগ যথাক্রমে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, ও মজ্জার পুষ্টি সাধন পূর্ব্বক শুক্র ধাতুতে পরিণত হয়। শুক্র ধাতুর পরিণতিতে ওজঃ পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই ওজঃই শরীরের ধারক, এবং বুদ্ধি স্মৃতি ও সত্বাদির বর্দ্ধক জানিবে। এইজন্য ছাত্রজীবনে এই সপ্তম ধাতুর নাশকর কার্য্য হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য। পিতা মাতার একান্ত কর্ত্তব্য—যাহাতে বালকগণ, ছাত্রজীবন সমাপ্তির পূর্ব্বে, কামবর্দ্ধক আলাপাদি দর্শন বা শ্রবণ করিতে না পায়। ছাত্রজীবন শেষ হইলে, তবে পুত্রের বিবাহ সংস্কার করা কর্ত্তব্য।—বর্ত্তমান সময়ে, ছাত্রগণ আপনাদের উন্নতি সাধনের জন্য যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা চিরজীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারিবেক। ইতঃপূর্ব্বে মনুসংহিতার যে কয়টি শ্লোক ও তাহার বাঙ্গালা পদ্য বলিলাম—তাহা স্মরণ করিয়া রাখিলে, তোমার ছাত্রজীবনে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা স্মৃতিপথে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিবে। আজ এই পর্য্যন্ত থাক।

☞ আসনসমূহের মধ্যে যেটি অভ্যস্ত করিবার ইচ্ছা হইবে, সেটি কৃতকর্ম্মা লোকের নিকট দেখাইয়া লইলে ভাল হয়।

শ্রীশঃ—

দুর্গোৎসব

আমি পূজা ক'র্‌বো। এমন শুভদিনে, এ শূন্য ভবনে, যদি মাকে না আন্‌বো, ত কা'কে আন্‌বো বল দেখি?

ওকি, ভাই, তোমরা আমার কথা শুনে হাস্‌চো কেন?—মনে মনে বল্‌চো, আমি পাগল—আমি দরিদ্র—আমার অর্থবল নাই—বিনা অর্থে দুর্গোৎসব হবে না?—আমার ঘরে মা আস্‌বেন না।

ভাই, তোমরা, ভুল বুঝেছ—মায়ের পূজায় ধন চাই না—কেবল মন চাই।—মা আমার যেমন ধনীর মা, তেমনি দরিদ্রেরও মা!—কিন্তু জান না কি ভাই, সকল মায়েরই সক্ষম অপেক্ষা অক্ষম সন্তানের উপরে দয়া বেশী?

আরও একটা গূঢ় কথা বলি—মা আমাদের আসেও না যায়ও না সে বেটী এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চিরদিনই আছে।—জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার, তবে আবার আনা আনি কি রকম?—বলি শোনো—মা আমাদের আছেন সর্ব্বত্র সত্য—কিন্তু আমি ত এক দণ্ডও তাঁ'র কাছে থাকি না। দুরন্ত অবোধ শিশুর মত মাতৃদত্ত খেলেনাগুলি নিয়ে, নিরন্তর মিছে খেলায় মত্ত আছি। শ্রীগুরুদেবের উক্তি—শাস্ত্রবাক্য—মা এখন পুষ্করে প্রকট হ'বেন। এ সময়, তাঁ'র বোধন ক'রে, সেইখানে, তাঁ'র চরণ-কমলে পুষ্পাঞ্জলি দিলে—তাঁ'র কোমল কোলে, সকল ভুলে—থাক্‌তে পারা যায়।—তাই মনে ক'রেছি—পুষ্করে তাঁ'র আসন পেতে, তাঁ'কে বসাব। তাঁ'র সামনে এই শূন্য ঘট্‌টা, ত্রিস্রোতার

পবিত্র সলিলে পূর্ণ ক'রে, তা'র উপর পত্র পুষ্প ফল রেখে, মায়ের বোধন ক'রে—তিনটি দিন তাঁ'র পূজা করবো—পারবো না কি?

যাঁ'র কৃপামধুপানে আমি পাগল, তিনি কি তিনটি দিনের জন্যেও আমায় এ শক্তিটুকু দেবেন না, মনে কর?—নিশ্চয় জেনো তিনি দেবেন।

ঐ দেখ, দেবেন ব'লে, বরাভয়যুক্ত দুটি হাত আমার দিকে—তোমাদের দিকে—প্রসারিত ক'রে রয়েছেন—চেয়ে দেখ না ভাই,—আর একদিকে চেয়ে থাক কেন?—কোলাহলের দিকে কান দেও কেন ভাই?—এস না ভাই সকলে মিলে নিজ নিজ শূন্য ভাণ্ড পূর্ণ ক'রে পূর্ণকুম্ভ করি। তার পর প্রাণ ভ'রে মা মা ব'লে ডাকি।—এস না ভাই, সবাই মিলে, তাঁ'র পানে চেয়ে, তারস্বরে বলি—

"দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপা স্থিতয়া তয়ৈতৎ
আপ্যায্যতে কৃতস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তি॥"

আর দেরি কোরো না ভাই এই বেলা ব'সে যাও—মায়ের বোধন কর—বাজুক ঘণ্টা বাজুক শঙ্খ—বাজুক ত্রিতন্ত্রী, বেণু, মৃদঙ্গ প্রভৃতি—তুমি মায়ের পূজায়, স্থির হ'য়ে ব'সে থাক—যে পর্য্যন্ত না মায়ের চরণামৃত পাও, উঠো না। শুধু প্রাণভ'রে মা মা ব'লে ডাক।

মা আমাদের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন-পালন-লয়কার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থেকেও ডাক্ শোনবার জন্য কান পেতে আছেন—অবোধ শিশু আমরা, খেলায় ভুলে আছি—তাঁ'র পানে চেয়ে দেখি না—কিন্তু তিনি নিরন্তর বলতেছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

আপনাদের—
শ্রীপাগল।

মা আমার।

শ্রীরাগ—আড়াঠেকা।

অন্তরে বাহিরে শরদের শশী হাসি'ছে, ভাসি'ছে ধরা সুখ-নীরে,
হৃদয়ে প্রেমের ডালি সাজাইয়ে, আশা মনে, পূজিবারে জননীরে।
শাখি-শাখে পাখী ডাকি'ছে মা ব'লে, ডাকি'ছে গগন মেঘ-মন্দ্র ছলে,
ডাকি'ছে জগত মা—মা—মা ব'লে, আমিও কাতরে ডাকি ধীরে ধীরে।
এ হৃদয় মোর চির অন্ধকার, নিবিড় নীরদে ঢাকা চারিধার
চপলাও কভু খেলে নি এখানে আলোকের রেখা নাই—
তাই ডাকি, এস, এস, মা আমার, চরণ-কিরণে ঘুচাও অন্ধকার,
অধমের পূজা নে মা একবার, (যেন,) ছেড়ে পা দুখানি আসি নে মা ফিরে।

কমলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্

আষাঢ় মাস। মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে। এমন সময়ে, লোকে নিতান্ত বিপদে না পড়িলে আর ঘরের বাহির হয় না। গ্রাম্যপথ কর্দ্দমে পরিপূর্ণ। রাস্তার মধ্যস্থল দিয়া চলিবার উপায় নাই। ধারে ধারে পথিকের যাতায়াত জন্য যে একটু পথ পড়িয়াছিল, তাহাও এই বৃষ্টিতে জলে মগ্ন। গমনের বড়ই অসুবিধা। এমন সময়ে, এইরূপ পথ দিয়া, একজন চতুর্বিংশতিবর্ষ-দেশীয় যুবা, মলিন বেশে, মলিন বসনে, কি জানি কোথায় চলিয়াছেন। যুবকের মন চিন্তাক্লিষ্ট। মুখেও বিষাদের রেখা স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। দেখিলেই বোধ হয়, যুবা নিতান্ত বিপন্ন। নহিলে, এমন সময়ে, এমন পথে, চলিবার প্রয়োজন হইত না।

যুবা ক্রমে গ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া, একটি প্রশস্ত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক, প্রায় অর্দ্ধক্রোশপথ গমন করিলেন। সম্মুখে একটি উদ্যান। আম্র প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষদ্বারা উদ্যানটি ঘনাচ্ছন্ন। উদ্যানের দ্বার হইতে একটি প্রশস্ত পথ—ইষ্টকনির্ম্মিত—তাহাতে জল কাদা কিছুই নাই—বৃষ্টির জল পড়িবামাত্র পার্শ্বস্থ খাত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যুবা, সেই জলে পদ-প্রক্ষালন পূর্ব্বক, ধীরে ধীরে সেই পথের মধ্য দিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূরে একটি পুষ্করিণী। তাহার চারিধারে পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানের মধ্য দিয়া, সেই প্রশস্ত পথটি পুষ্করিণীকে প্রদক্ষিণ করিয়া রহিয়াছে। পুষ্করিণীর পশ্চিম পারে, ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট। তাহার সম্মুখেই একখানি বৃহৎ আটচালা। যুবক ধীরে ধীরে আটচালায় উপনীত হইলেন। উপরে স্বামী শঙ্করানন্দ অজিনাসনে উপবিষ্ট। তিনি যুবাকে ঈষদ্ধাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্যাম, এখন কি মনে করে?" যুবা, স্বামীজির চরণ-বন্দনা পূর্ব্বক, অদূরস্থিত কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন "প্রভু, আমার সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের একান্ত অভিলাষ, আমায় পথ প্রদর্শন করুন।"

স্বামীজি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "সে ত ভাল কথা, তা এ বৃষ্টিতে কেন?—বৃষ্টিটা ত আর চিরস্থায়ী নয়, [illegible] এলেই ত হত।—এই বৃষ্টিতে ভিজে, হঠাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করবার হেতু কি?"

যুবা। আর সংসার-যন্ত্রনা সহ্য হয় না। সংসার ত্যাগ ক'রে, নিশ্চিন্ত মনে, ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করব?

স্বামীজি। এ ইচ্ছা অতি উত্তম। কিন্তু এত ব্যস্ত কেন। শিশু যেমন ইচ্ছা করলেই যুবা হ'তে পারে না, উপযুক্ত কালের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তেমনি গৃহস্থ, ইচ্ছা করলেই সন্ন্যাস বা বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করতে পারে না। সকল আশ্রমেরই উপযুক্ত সময় আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার প্রথমাশ্রম বাস হয় নাই বলিলেই হয়। পিতা মাতার অনুগ্রহে ষোড়শবর্ষ বয়সেই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেছ।

অতি কষ্টে, শরীর পাত ক'রে, বি, এ পর্য্যন্ত পড়েছ বটে, কিন্তু জ্ঞানের বিকাশ বিন্দুমাত্রও হ'য়েছে ব'লে বোধ হয় না। পিতা মাতার ভারি সাধ ছিল, পৌত্রমুখ দর্শন ক'রে কৃতার্থ হবেন। কিন্তু তাঁ'দের সে আশা সফল হয় নাই। পৌত্রীর মুখ দেখে, দুজনেই ইহ সংসার হ'তে, অবসর গ্রহণ করেছেন। ভাগ্যবশে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বাসটা ঘটে নাই, তা'র ফলস্বরূপ, শারীরিক—বিশেষতঃ মানসিক কষ্ট যথেষ্টই ভোগ করছ। জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, যদি সকল আশ্রমের সার গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হ'য়েছ, তবে সে আশ্রমটি ত্যাগ ক'র্‌তে অত ব্যস্ত হ'য়ো না —বস্তুতঃ তোমার এখন বৈরাগ্যের সময় নয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তুমি ত লোটা চিম্‌টা নিয়ে বেরোবে, তারপর বধুমাতা বালিকাটিকে নিয়ে কি করবেন বল দেখি?—দিন কয়েক দীক্ষা দীক্ষা ক'রে ব্যস্ত হ'য়েছিলে। দীক্ষা ত হ'য়েছে। কিন্তু সাধনায় অগ্রসর হ'তে না হ'তে আজ একেবারে সন্ন্যাস।

যুবা। কি কর্‌বো প্রভো, অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে পারি না। অর্থাভাবে তাঁ'দের যে কষ্ট —তা চক্ষে আর দেখতে পারি না। তাই ভাবচি, যখন দুঃখ ঘুচাতে পার্‌লাম না, তখন আর কেন?

স্বামীজি। তা ত বুঝলাম। তুমি চলে গেলে, অর্থাভাব ঘুচ্‌বে?—এদের চক্ষে না দেখ্‌তে পেলেই, এদের কষ্টের কথা ভুল্‌তে পার্‌বে?—অন্য কোথাও গেলে কি, পত্নী কন্যাকে ভুলে, ভগবানে মন দিতে পার্‌বে?—কখনই না। তা যদি পার্‌তে, ঘরে বসেই পার্‌তে। পাগলের মত, ওরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ক'রো না। ভগবানের দু'টি জীব, তোমার নিকট গচ্ছিত রয়েছে। সেই দু'টিকে, যথাশক্তি যত্নে রক্ষা কর। ও কাজটিও তাঁরই কাজ। ঐ দেখ, মালি বৃষ্টি থাম্‌বামাত্রই, বাগানে কাজ কর্‌তে গেছে। ও বাবুর কথা ভাব্‌চে না; ভাব্‌চে বাবুর কাজের কথা। কিসে বাবুর বাগানটি ভাল থাক্‌বে—কিসে গাছপালাগুলি সতেজ হবে—দিনরাত সেই কথাই ওর জপমালা। ও যদি ঐ সব কাজ না ক'রে—ঘরে ব'সে "বাবুর বড় দয়ার শরীর, বাবু বড় ধার্ম্মিক" ইত্যাদি বাক্যে বাবুর গুণগান কর্‌তো, তা'হ'লে কি তিনি ওরে এ কাজে রাখতেন? সে কাজ করবার লোক আলাদা আছে। তেমনি তোমার এখন ভগবানের গুণগান কর্‌বার সময় নয়—ভগবানের কাজ কর্‌বার সময়—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলে, তাঁ'র গচ্ছিত জীব দু'টিকে যথাশক্তি পালন করা কর্ত্তব্য।—বাবা, রণে ভঙ্গ দেওয়ায় পুরুষার্থ নাই—দারিদ্রের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম কর্‌তে হ'বে। তাঁ'র কাজে যদি প্রাণপণে যত্ন করতে বদ্ধপরিকর হও, কোথা থেকে যে কত সহায় জুটে যাবে, তা দেখে আশ্চর্য্য হবে।—অর্থ উপার্জ্জন কর্ত্তে পার না বল্লে—অর্থোপার্জ্জনের কোনও চেষ্টা করেছ কি? পিতা ত যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করে তোমায় বি, এ পাস, করিয়ে গেছেন। আর দিন কতক বেঁচে থাকলে, তোমার ঘাড়ে আরও কিছু দেনা চাপিয়ে, তোমায় বি, এল পড়িয়ে যেতেন—সেটা ঘটে নাই ভালই হয়েছে। তোমার যেরূপ বিষয়-বুদ্ধি, তা'তে বোধ হয় উকিল হ'লে, শামলা বগলে ক'রে, গাছ তলাতেই ঘুরে বেড়াতে হ'তো।—তোমার চেয়ে বধুমাতা বুদ্ধিমতী। তাঁ'রে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো দেখি, তিনি যদি কোন সৎপরামর্শ দিতে পারেন।

যুবা। তা'রে আর কি জিজ্ঞাসা কর্‌বো?

স্বামী। তবু, আমি বল্‌চি—সর্ব্বত্রই

স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী নয়। ভাল শ্যাম,—সন্ন্যাসী ত হতে চাচ্চ—পৈত্রিক দেনা এখন কত আছে? —কিছু পরিশোধ কর্‌তে পেরেছ কি?

যুবা। আজ্ঞে, সেই আটশই আছে আর তা'র সুদ। একটি পয়সাও পরিশোধ কর্‌তে পারি নি।—ওটাও একটা মহা ভাবনা।

স্বামীজি।—তা বুঝতে পারচি। কিন্তু শুধু ভেবে কিছু হ'বে না; চেষ্টা চাই "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে"।—নিত্য গীতা পড় ত?

যুবা। আজ্ঞা হাঁ, প্রাতে স্ত্রী পুরুষে প্রত্যহ এক অধ্যায় পাঠ করি।

স্বামীজি।—ভগবান, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি প্রকৃতিস্থ করুন। এখন বাড়ি যাও।—তোমার দীক্ষা গ্রহণেরই সময় হয় নাই—তা সন্ন্যাস! —সন্ন্যাস কা'রে বলে, তা একবার ভেবে দেখো।

যবা আর কিছু না বলিয়া, স্বামীজির চরণ বন্দনা পূর্ব্বক, ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। স্বামীজিও আসন ত্যাগ করিয়া, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

আমার বঙ্গভূমি।

(১)

সে ত আমার বঙ্গভূমি।
যার কলনিনাদিনী খর স্রোতস্বিনী,
জাগায় সুপ্ত স্মৃতিখানি;
সে ত আমার বঙ্গভূমি॥

(২)

কোথা　প্রভাত তরুণ অরুণ কিরণ,
প্রীতি মুখরিত সুনীল গগন,
তরল উচ্ছ্বাসে পাপিয়ার তানে,
পুলকে শিহরি এমনি;
সে ত আমার বঙ্গভূমি।

(৩)

কোথা　মধুপ ঝঙ্কার কুসুমিত বন,
সৌম্য অচল সুমন্দ পবন,
নিশিথিনী কোলে চন্দ্রমা ঢলিয়ে,
আকুল করে পরাণি;
সে ত আমার বঙ্গভূমি।

(৪)

কোথা　ধানভরা ক্ষেতে কৃষকের গান,
শিশুহাসিকণা বীরঙ্গনা প্রাণ,
দূর দূরান্তরে শঙ্খ ঘণ্টারোলে,
তড়িৎ প্রবাহে ধমনী;
সে ত আমার বঙ্গভূমি।

কোটী পুণ্যবলে জন্মেছি মা বঙ্গে,
দে মা পা দুখানি কলুষিত অঙ্গে,
জন্মেছি যেথায় মরিব সেথায়,
তোমারে সেবিয়া জননী;
ধর্ম্ম কর্ম্ম মোক্ষ সাধনা স্বরগ তুমি
সে ত আমার বঙ্গভূমি।

শ্রীসু—

মুষ্টিযোগ

মুষ্টিযোগগুলি এখন যেমন ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, সেই ভাবেই সংখ্যা দিয়া প্রকাশ করা হইবেক। বর্ষ শেষে সূচীপত্রে মুষ্টিযোগ শব্দের নিম্নে, রোগানুসারে অকারাদিক্রমে সজ্জিত করিয়া দিলেই, পাঠকের, প্রয়োজনমত বাহির করিয়া লইবার অসুবিধা হইবেক না। এইরূপ* তারকা চিহ্নিত মুষ্টিযোগগুলি সংগ্রহকারের পরীক্ষিত, অপরগুলির কতকগুলি লোকমুখে শ্রুত, আর কতকগুলি সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি হইতে সংগৃহীত। পাঠকগণের কাহারও কোনও মুষ্টিযোগাদি জানা থাকিলে, পাঠাইবেন তাহাও এইসঙ্গে দেওয়া যাইবেক। কোন্ মুষ্টি-যোগ কিরূপে প্রাপ্ত তাহা স্বীকার করা গিয়াছে

* ১। মিষ্ট আম্রের গাছের ছাল দুই তোলা ছেঁচিয়া আধপোয়া জলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, প্রাতে সেই জল এক ছটাক ও পরিষ্কার চুণের জল এক ছটাক, মুখের কাছে লইয়া মিশাইয়া তৎক্ষণাৎ পান করিবে। এইরূপ দুই তিন দিন পান করিলেই আমশয় পীড়া আরোগ্য হয়। মিশাইয়া তৎক্ষণাৎ পান করা উচিত, বিলম্ব হইলে পান করা যায় না। (ভাব)

* ২। পাঁকের মধ্য হইতে পচা আমপাতা এবং কলসীতলস্থ মৃত্তিকা, সমপরিমাণে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে, অতি সত্বর প্রস্রাব বন্ধ ভাল হয়। (ভাব)

* ৩। মধুমিশ্রিত বালাপাতার রস পান করিলে বমি নিবারণ হয়। (ভাব)

* ৪। কর্ণমূল ফুলিলে, আদার রসে মুসব্বর ঘসিয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়। (ভাব)

* ৫। কফজ বেদনায়, কাঁচামুগ কাঁচাদুগ্ধের সহিত বাটিয়া, ঈষদুষ্ণ করিয়া, প্রলেপ দিবে ৪।৫ বার দিলেই বেদনা ভাল হইবেক। (ভাব)

* ৬। আধ পোয়া গরম জলে দুই আনা ওজন নালিতা পাতা ভিজাইয়া, ১০ মিনিট পরে খালিপেটে সেই জল পান করিবে। ৫।৭ দিন ব্যাবহারে পিত্তজনিত হাত পা জ্বালা ভাল হইবে। (প)

* ৭। ধনে, নালতে ও মৌরী মিলিত এক তোলা রাত্রে এক ছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিবে প্রাতে ছাঁকিয়া খাইলে পিত্তজ হাত পা জ্বালা ভাল হইবে। (প)

* ৮। কাঁচা ছোলা ভিজান জল, প্রাতে সৈন্ধব সহ সেবন করিলে, পিত্তজ হাত পা জ্বালা ভাল হয়। (জে)

* ৯। কাঁচা হলুদ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবনে হাত পা জ্বালা ভাল হয়। (প)

* ১০। প্রায়শঃ আহারের অনিয়মেই অজীর্ণ হয়। সেরূপ হইলে, কাঁচ্চাখানেক মৌরী বাটিয়া, ছটাক খানেক জলে মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহাতে আধ ছটাক চুণের জল মিশাইবে। তাহাতে একটি কাগজী নেবুর রস দিয়া, একটি কাঁচের গ্লাসে রাখিবে, এক কাঁচ্চা মাত্রায় দু তিন বার খাইলেই অজীর্ণ ভাল হইবেক। (অ)

* ১১। বৃশ্চিক দংশন করিলে, সেই স্থানের ঘেঁটকোলের মূল বাটিয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ হয়। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে ঐ ঔষধ গরম হয় ও আবার যন্ত্রনা হইতে থাকে। তখন নূতন লেপ দিলে, আবার নিবৃত্ত হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ ৫।৬ বার ঐরূপ লেপ পরিবর্ত্তনের পর আর যন্ত্রনা থাকে না। (অ)

১২। বৃশ্চিক দংশনে গব্যঘৃত ও সৈন্ধব লবণ গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে উপকার হয় এরূপ শুনা যায়। (অ)

* ১৩। বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে, কাঁচা আম তেঁতুল ও সর্ষপাদি দ্বারা প্রস্তত কাসন্দি নামক অম্ল লাগাইয়া দিলে, যন্ত্রণার উপশম হইতে দেখা যায়। (পী)

১৪। গোবর গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে উপশম হয় শুনিয়াছি। (অ)

*১৫। বৃশ্চিক দংশন স্থানে চিটাগুড় মাখাইয়া দিলে জ্বালা থামে (অ)

* ১৬। অত্যন্ত পেটের অসুখ হইলে, নাভির চারিদিকে জায়ফল বাটিয়া, লেপিয়া দিলে উপশম হইবে। (প)

* ১৭। পেটের অসুখের পক্ষে ইক্ষুগুড়ের সহিত বেলপোড়া, আহার ঔষধ দুইই। (জে)

* ১৮। অত্যন্ত পেটের অসুখ হইলে, আমলা বাটিয়া নাভির চারিদিকে আল দিবে ও তাহার মধ্যে প্রচুর আদার রস দিয়া শয়ন করিয়া থাকিবে। অল্প ক্ষণের মধ্যেই পেটের অসুখ সারিয়া যাইবেক। (প)

* ১৯। অত্যন্ত অজীর্ণজন্য পেট ফাঁপিলে,—শুঁট, পিপুল, মরিচ, হিং ও সৈন্ধব এই পাঁচটি জিনিস সমান পরিমাণে লইয়া বাটিয়া, পেটে লেপ দিয়া নিদ্রা যাও। নিদ্রার পর দেখিবে আবার ক্ষুধা হইয়াছে। (প)

* ২০। রক্তবৎ তরল ভেদ হইলে, তাহার সঙ্গে পেটে যন্ত্রণা থাকুক বা না থাকুক, লাউ-পত্রের ডাঁটার (পাতার নলের) রস এক ছটাক ও সাচি চিনি (ইক্ষুগুড় হইতে উৎপন্ন চিনি) এক তোলা মিশাইয়া, দুই তিন বার, দুই ঘণ্টান্তর সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। (প)

* ২১। বর্ষাকালে, কাহারও বা পায়ের অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংলগ্ন বলিয়া, পায়ের অঙ্গুলের গলিতে হাজা পাকুই হয়। তাহাতে পায়ে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। সেরূপ হইলে চূণ ও সর্ষপ তৈল মিশাইয়া, ঈষদুষ্ণ অবস্থায়, শয়নকালে পায়ে লাগাইয়া দিলে, প্রাতে সমুদায় বেদনা দূর হইবে। বেশী হইলে দুই তিন দিনে দূর হয়। (নি)

চিত্র পরিচয়।

শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাপূজা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত। কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র একটি নীলপদ্ম কম দেখিয়া বলিতেছেন

"আর কিবা দেখ ভাই কি করি এখন।
না হৈল দুর্গার কৃপা বিফল জীবন॥
কমললোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে।
এক চক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প পূরণে॥
এত বলি তূন হৈতে লইলেন বাণ।
উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান॥
চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে॥
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে॥"

এই ভাব লইয়া আমাদের বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্র অঙ্কিত

চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ বিখ্যাত নাড়ীজ্ঞানী কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত মুষ্টিযোগগুলি, (ভাব) এই চিহ্নে, চিহ্নিত হইল।

"জে"-চিহ্নিতগুলি আমার জেঠাইমার নিকট পাওয়া।

যে গুলি লোকমুখে শোনা সে গুলি (অ) চিহ্নিত।

(পী) চিহ্নিতগুলি গৌহাটী নিবাসী ৺পীতাম্বর দাস নামক একজন ওঝার নিকট প্রাপ্ত।

(নি) চিহ্নিতগুলি হরিনাভিস্থ মিউনিসিপ্যাল দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক শ্রীযুক্তনিশিকান্ত দাস মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।

(প) চিহ্নিতগুলি হরিনাভির বিখ্যাত কবিরাজ ৺প্যারীমোহন দেবের।

সাময়িক সংবাদ।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের প্রায় চারিশত বর্ষ পরে, কুষণবংশীয় শক সম্রাট কনিষ্ক, গান্ধার প্রদেশের রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হইয়া, পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেসোয়ার) নগরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক, তথায় বহু স্তূপ ও বিহার নির্ম্মাণ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে, ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারি মিঃ মার্শাল ও তাঁহার সহকারী ডাঃ স্কুনার পেসোয়ারে দুইটি ভগ্ন স্তুপ উৎখাত করেন। তাহার মধ্যে ছোট স্তূপটিতে ৩০ ফুট ভূমির নিম্নে প্রস্তরময় সমাধিকক্ষের অভ্যন্তরে মহারাজ কনিষ্কের নামাঙ্কিত একটি পিতলের কৌটায় স্ফটিকাধারে তিন খণ্ড বুদ্ধাস্থি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন ঐ অস্থি কোথায় রাখা হইবে, এই কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। আমরা বলি, ভক্তে যেখানে রাখিয়াছিলেন, উহা সেইখানে সেই ভাবেই থাকুক্। ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধগণ, সকলে মিলিয়া তাহার উপর একটি মন্দির স্থাপন করুন। পেসোয়ার তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হউক।

গত খ্রীঃ ১৯০৬ অব্দের ১১ই মার্চ হইতে বঙ্গে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিষদের তত্ত্বাবধানে নানাস্থানে জাতীয় বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, এই কলিকাতা মহানগরিস্থ নাসন্যাল কলেজ ও স্কুল প্রধান। যাঁহারা ইহার কার্য্য প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই চমৎকৃত হইয়াছেন। যুবকগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনে সমর্থ হয়, এইরূপ শিক্ষাদানই এই বিদ্যামন্দির-সমূহের বিশেষত্ব। প্রতিবৎসর পরিষদের অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ছাত্রকৃত কার্য্য সমুদায়ের প্রদর্শনী হয়। গত বৎসর যে প্রদর্শনী হয়, তাহা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। এই সমুদায় বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ যে যথার্থই মানুষ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের বিদ্যামন্দিরে শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, মহোদয় নিয়মিতরূপে সপ্তাহে দুই দিন গণিত, ও নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, মহোদয় বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন। সাধারণে শ্রবণ করিলে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। এই উপদেশগুলি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

চম্পারণান্তর্গত রামনগর নিবাস শ্রীযুক্ত মোহনবিক্রম সাহ, মতিহারী হাঁসপাতালের উন্নতি সাধনের জন্য এককালীন দুই সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম।

জর্ম্মনীর কনসলেট-জেনেরলের কমার্স্যাল আটাচি, শ্রীযুক্ত হর, এফ্, গস্লিং (Herr F. Gosling) আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে, চৈতন্য লাইব্রেরীর একবিংশতিতম বাৎসরিক অধিবেশনে "জর্ম্মন বাণিজ্য" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, পাইকপাড়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহ মহোদয় কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপালিটির ঔষধালয় গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য পঞ্চসহস্র মুদ্রা মূল্যের ভূমি দান করিয়াছেন।

বাঙ্গালীরা প্রায়ই মির্জাপুর বিভাগের বিন্ধ্যাচলে ভ্রমণার্থ গমন করেন, কিন্তু সেখানে তাহাদের থাকিবার কোনও সুবিধা ছিল না। এই অভাব দূর করিবার জন্য, সম্প্রতি তথায় "বিন্ধ্যাচল স্বাস্থ্যনিবাস" নামে একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। বড়ই শুভ সংবাদ।

শ্রীশ্রী৺পূজা উপলক্ষে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অধ্যক্ষগণ ১০৪৪A মার্কা ধুতি প্রতি জোড়া ১৸৵১৫ পরিবর্ত্তে ১৷৷১০ মূল্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিতেছেন। ঐ ধুতি দশহাতি ও ৪৪ ইঞ্চ বহরের।

ভূমিকা

"যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ

বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো

যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

সনাতনধর্ম্ম-মন্দিরের সুদৃঢ় ভিত্তি, শ্রুতিনিচয়। স্মৃতিগুলি তাহার বেষ্টনপ্রাচীর। অষ্টাদশ মহাপুরাণ, উপপুরাণ ও ইতিহাসাদি তাহাতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। এহেন সুরম্য সুদৃঢ় মন্দিরমধ্যে ষড়্‌দর্শনরূপ ষড়স্তরসোপানযুক্ত সিংহাসনে, পরম-তত্ত্ব অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

বর্ণাশ্রমীগণের চরম লক্ষ্য সেই পরম-তত্ত্ব। তাঁহারা প্রথমে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক, গুরু সমীপে শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া, দ্বিতীয়াশ্রমে প্রবেশ করিবেন। সেই পরম পবিত্র গৃহস্থাশ্রমে, শাস্ত্রালোচনার প্রয়োজন, শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। মনু বলিয়াছেন -

"বুদ্ধিবৃদ্ধিকরাণ্যাশু ধন্যানি চ হিতানি চ।

নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্ ॥

যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।

তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানঞ্চাস্য রোচতে ॥

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।

নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥"

অর্থাৎ (গৃহস্থগণ) বুদ্ধিবৃদ্ধিকরী (পুরাণাদিশাস্ত্র), ধন্য অর্থাৎ ধনের সাধক (বার্হস্পত্য, ঔশনসাদি অর্থশাস্ত্র), হিতকর (জ্যোতিষ, চিকিৎসাদি প্রত্যক্ষ ফলদ শাস্ত্র) এবং বেদার্থবোধক নিগম শাস্ত্রাদি (যথাশক্তি) নিত্য আলোচনা করিবেন। যে ব্যক্তি, যে শাস্ত্র বিশেষরূপে অভ্যাস করেন, তাঁহার তদ্বিষয়ক জ্ঞান পরিস্ফুট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য শাস্ত্রাদির জ্ঞানও প্রদীপ্ত হয়। তিনি ঋষিযজ্ঞাদি পঞ্চযজ্ঞ কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। এই ঋষিযজ্ঞই শাস্ত্রালোচনা। পুরাণশাস্ত্র সেই আলোচ্য শাস্ত্রনিচয়ের অন্যতম। পুরাণ দ্বিবিধ—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ। নিম্নে মহাপুরাণগণের নাম ও শ্লোক সংখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে—

"পরং ব্রহ্মপুরাণঞ্চ সহস্রাণাং দশৈব চ।

পঞ্চোনষষ্টিসাহস্রং পাদ্মমেব প্রকীর্ত্তিতং।

ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং বৈষ্ণবঞ্চ বিদুর্ব্বুধাঃ।
চতুর্বিংশতিসাহস্রং শৈবমেব নিরূপিতং।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রং শ্রীমদ্ভাগবতং বিদুঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রং নারদীয়ং প্রকীর্ত্তিতং।
মার্কণ্ডেয়পুরাণন্তু নব সাহস্রকং বিদুঃ।
চতুঃশতাধিকং পঞ্চদশসাহস্রমেব চ।
পরমগ্নিপুরাণঞ্চ রুচিরং পরিকীর্ত্তিতং।
চতুর্দ্দশসহস্রানি পরং পঞ্চশতাধিকং।
পুরাণপ্রবরঞ্চৈব ভবিষ্যং পরিকীর্ত্তিতং।
অষ্টাদশসহস্রঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তমীরিতং।
সর্ব্বেষাঞ্চ পুরাণানাং সারমেনং বিদুর্ব্বুধাঃ।
একাদশসহস্রঞ্চ পরং লিঙ্গপুরাণকং।
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং বারাহং পরিকীর্ত্তিতং।
একাশীতিসহস্রঞ্চ পরমেব শতাধিকং।
বরং স্কন্দপুরাণঞ্চ সদ্ভিরেবং নিরূপিতং।
বামনং দশসাহস্রং কৌর্ম্মং সপ্তদশৈব চ।
মাৎস্যং চতুর্দ্দশং প্রোক্তং পুরাণং পণ্ডিতৈস্তথা।
ঊনবিংশতিসাহস্রং গারুড়ং পরিকীর্ত্তিতং।
পরং দ্বাদশসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতং।
এবং পুরাণসংখ্যানং চতুর্লক্ষমুদাহৃতং॥

১।	ব্রহ্মপুরাণের	শ্লোকসংখ্যা	১০০০০	দশ হাজার
২।	পদ্মপুরাণের	”	৫৫০০০	পঞ্চান্ন হাজার
৩।	বিষ্ণুপুরাণের	”	২৩০০০	তেইস হাজার
৪।	শিবপুরাণের	”	২৪০০০	চব্বিশ ”
৫।	শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের	”	১৮০০০	আঠার হাজার
৬।	নারদীয়পুরাণের	”	২৫০০০	পঁচিশ হাজার
৭।	মার্কণ্ডেয়পুরাণের	”	৯০০০	নয় হাজার
৮।	অগ্নিপুরাণের	”	১৫৪০০	পনর হাজার চারিশত

৯।	ভবিষ্যপুরাণের	”	১৪৫০০	চৌদ্দ হাজার পাঁচশত
১০।	ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের	”	১৮০০০	আঠার হাজার
১১।	লিঙ্গপুরাণের	”	১১০০০	এগার হাজার
১২।	বরাহপুরাণের	”	২৪০০০	চব্বিশ হাজার
১৩।	স্কন্দপুরাণের	”	৮১১০০	একাশী হাজার একশত
১৪।	বামনপুরাণের	”	১০০০০	দশ হাজার
১৫।	কূর্ম্মপুরাণের	”	১৭০০০	সতর হাজার
১৬।	মৎস্যপুরাণের	”	১৪০০০	চৌদ্দ হাজার
১৭।	গরুড়পুরাণের	”	১৯০০০	উনিশ হাজার
১৮।	ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের	”	১২০০০	বার হাজার
	সমুদয় পুরাণে	”	৪০০০০০	চারিলক্ষ

অধুনা পুরাণসমূহের যেগুলি লোকসমাজে প্রচলিত আছে, তাহাতে উক্ত সংখ্যার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। তাহার দুইটি কারণ। প্রথমতঃ কোন কোন পুরাণে, প্রত্যেক পর্ব্বাকাই, এক একটি শ্লোকমন্ত্র, অর্দ্ধ শ্লোকমন্ত্র বা পাদাদিমন্ত্ররূপে কল্পিত আছে। আবার কোথাও বা শ্লোকবিশেষের দ্বিরাবৃত্তিদ্বারা দুই শ্লোক কল্পিত হইয়াছে। এই মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্যের মধ্যে ঋষিরুবাচ একশ্লোক, নমস্তস্যৈ একশ্লোক ইত্যাদির কথা অনেকেই অবগত আছেন। মহর্ষি বেদব্যাস যে, চতুষ্পাদযুক্ত সপ্তশত শ্লোকে, উহা পূর্ণ করিতে পারিতেন না এমন নহে, কিন্তু ঐরূপ করিবার গূঢ় হেতু আছে। যাঁহারা, সদ্‌গুরু সমীপে দীক্ষিত হইয়া, শক্তিসমন্বিত সপ্তশতী জপের অধিকারী হন, তাঁহারাই সে গূঢ় রহস্য জানিবার অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহারাই ঐ সপ্তশতী জপদ্বারা প্রকৃতপক্ষে দ্বাদশাধ্যায়োক্ত ফল প্রদানে সমর্থ। অন্য কারণ লিপিকার প্রমাদে, শ্লোকাদির লোপ বা গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সমাবেশ।

এই পুরাণ সমুদায় সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে, শ্রীবিষ্ণু, নারদীয়, শ্রীমদ্ভাগবত, গারুড়, পাদ্ম ও বরাহ এই ছয় খানি, সাত্ত্বিক পুরাণ। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ এই ছয় খানি রাজস পুরাণ এবং অবশিষ্ট ছয় খানি অর্থাৎ মাৎস্য, কৌর্ম্ম, লৈঙ্গ, শৈব, স্কান্দ ও আগ্নেয় পুরাণ তামস শ্রেণীভুক্ত। এই সমুদায় পুরাণে, কল্পভেদ জন্য, অনেক স্থলে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে। কিন্তু উপযুক্ত গুরুসমীপে অধ্যয়ন করিলে, সে অসামঞ্জস্য, দোষ বলিয়া আর মনে হইবেক না। পুরাণসমূহ সাধারণতঃ সর্গাদি পঞ্চলক্ষণযুক্ত। যথা—

“সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ।
বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥”

এই সকল পুরাণশাস্ত্রানুশীলনে সকলেরই অধিকার আছে। কিন্তু সদ্‌গুরু সমীপে উপদিষ্ট

না হইলে, যথার্থ অর্থ বোধের সম্ভাবনা নাই। শ্রীমন্মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণ খানি যে রাজস পুরাণ তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। কর্ম্মী গৃহস্থের এইখানি বড় আদরের ধন বিশেষতঃ এতদন্তর্গত শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্য সপ্তশতী চণ্ডী গৃহস্থের নিত্য আলোচ্য। বর্ণাশ্রমাচারী গৃহস্থগণ অন্ততঃ নৈমিত্তিকভাবেও ইহা শ্রবণ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে এই মহাপুরাণ পাঠাদির ফল সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা পুরাণমিদমাদরাৎ।
মার্কণ্ডেয়াভিধং বৎস স লভেৎ পরমাং গতিং।
যস্তু ব্যাকুরুতে চৈতৎ শৈবং স লভতে পদং।
তৎ প্রযচ্ছেল্লিখিত্বা য সৌবর্ণকরিসংযুতং।
কার্ত্তিক্যাং দ্বিজবর্য্যায় স লভেদ্ব্রহ্মণঃ পদং॥" ইত্যাদি।

যাহাতে বর্ণাশ্রমাচারী গৃহস্থগণ, এই মহাপুরাণ সপরিবারে যথাশক্তি আলোচনা পূর্ব্বক, চতুর্ব্বর্গলাভের অধিকারী হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে আমরা মূলগ্রন্থখানি, বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যাহাতে ইহার মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে মূলানুগত সরল পদ্যানুবাদও প্রদত্ত হইল। পাঠকগণের একটুও আনন্দ বিধানে সমর্থ হইলেই, আমাদের যত্ন ফলদ হইল মনে করিব। ইত্যলং—

অনুবাদক।

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

যদ্‌যোগিভির্ভবভয়ার্ত্তিবিনাশযোগ্যং
আসাদ্য বন্দিতমতীববিবিক্তচিত্তৈঃ।
তদ্বঃ পুনাতু হরিপাদসরোজযুগ্মং
আবির্ভবৎ ক্রমবিলঙ্ঘিতভূর্ভুবঃস্বঃ ॥১॥

পায়াৎ স বঃ সকল কল্মষভেদদক্ষঃ
ক্ষীরোদকুক্ষিফণিভোগনিবিষ্টমূর্ত্তিঃ।
শ্বাসাবধূতসলিলোৎকণিকাকরালঃ
সিন্ধুঃ প্রনৃত্যমিব যস্য করোতি সঙ্গাৎ ॥২॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥৩॥

সংসার-বিরাগী যত মহাযোগিগণ,
ভবভয়নাশকারী জানি' যে চরণ,
প্রশান্ত হৃদয়ে সদা, একান্তে বসিয়া,
বন্দনা করেন, যাহা হৃদয়ে ধরিয়া ;
বলিযজ্ঞে আবির্ভূত হ'য়ে যে চরণ
ক্রমে ক্রমে তিনলোক কৈল আক্রমণ;
শ্রীহরির সে যুগল চরণ-কমল
তোমাদের হৃদিক্ষেত্র করুন অমল। ১ ॥

যে হরি, ক্ষীরোদনীরে অনন্ত-শয়নে
আছেন সতত অতি প্রফুল্লিত মনে ;
যাঁরে বক্ষে পেয়ে, সিন্ধু আনন্দ অন্তরে,
তরঙ্গহিল্লোলচ্ছলে সদা নৃত্য করে ;
অশেষ কলুষহারী সেই দয়াময়,
রক্ষা করিবেন সবে হইয়া সদয়। ২ ॥
নারায়ণ, নর নরোত্তম, ভারতীরে,
ব্যাসদেবে নমি, জয়* উচ্চারিবে পরে। ৩ ॥

---

* জয় শব্দে পুরাণাদি শাস্ত্র বুঝায় ; যথা—
"অষ্টাদশপুরাণানি রামস্য চরিতন্তথা।
বিষ্ণুধর্ম্মাদি শাস্ত্রাণি শিবধর্ম্মাশ্চ ভারত।
কার্ষ্ণং পঞ্চমো বেদঃ যন্মহাভারতং স্মৃতং।
সৌরাশ্চ ধর্ম্মা রাজেন্দ্র, মানবোক্তা মহীপতে।
জয়েতি নাম এতেষাং প্রবদন্তি মনীষিভিঃ।"

তপঃস্বাধ্যায়নিরতং মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিং।
ব্যাসশিষ্যো মহাতেজা জৈমিনিঃ পর্য্যপৃচ্ছত ॥৪॥

ভগবন্ ভারতাখ্যানং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা।
পূর্ণমস্তমলৈঃ শুভ্রৈর্নানাশাস্ত্রসমুচ্চয়ৈঃ।
জাতিশুদ্ধি সমাযুক্তং সাধুশব্দোপশোভিতম্।
পূর্ব্বপক্ষোক্তিসিদ্ধান্তপরিনিষ্ঠাসমন্বিতম্ ॥৫॥

ত্রিদশানাং যথা বিষ্ণুর্দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা।
যথায়ুধানাং কুলিশমিন্দ্রিয়াণাং যথা মনঃ।
তথেহ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মহাভারতমুত্তমম্ ॥৬॥

অত্রার্থশ্চৈব ধর্ম্মশ্চ কামমোক্ষশ্চ বর্ণ্যতে।
পরস্পরানুবন্ধাশ্চ সানুবন্ধাশ্চ তে পৃথক্ ॥৭॥

ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং শ্রেষ্ঠমর্থশাস্ত্রমিদং পরম্।
কামশাস্ত্রমিদঞ্চাগ্র্যং মোক্ষশাস্ত্রং তথোত্তমম্ ॥৮॥

চতুরাশ্রমধর্ম্মাণামাচারস্থিতিসাধনম্।
প্রোক্তমেতন্মহাভাগ বেদব্যাসেন ধীমতা ॥৯॥

তথা তাত কৃত্যং হ্যেতদ্ব্যাসেনোদারকর্ম্মণা।
যথা ব্যাপ্তং মহাশাস্ত্রং বিরোধৈর্নাভিভূয়তে ॥১০॥

স্বাধ্যায়-তপস্যা-রত, মহামুনিবর,
মার্কণ্ডেয়, মহাজ্ঞানী, খ্যাত চরাচর।
একদিন, ব্যাসশিষ্য তেজস্বী জৈমিনি,
আসিয়া তাঁহার পাশে জিজ্ঞাসে আপনি। ৪ ॥
ভগবন্, পড়িয়াছি ভারত আখ্যান—
ব্যাস-বিরচিত যাহা খ্যাত সর্ব্বস্থান ;
বিবিধ শাস্ত্রীয় কথা আছে যাহে ভরা,
অতীব অমল, যাহে পরিশুদ্ধা ধরা,
জাতিশুদ্ধি-সমাযুক্ত, সাধুশব্দময়,
পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত-পূরিত সমুদয়। ৫ ॥
দেবগণ মাঝে বিষ্ণু প্রধান যেমন—
মনুষ্যগণের মাঝে যেমন ব্রাহ্মণ—
ভূষণগণের মাঝে যথা চূড়ামণি—
আয়ুধগণের মাঝে যথা বজ্র জানি—
ইন্দ্রিয়গণের মাঝে যেইমত মন—
সর্ব্বশাস্ত্র মাঝে মহাভারত তেমন। ৬ ॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বর্ণিত তাহায়,
কোথাও কথার ছলে, শুধু বা কোথায়। ৭
ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, আর,
মোক্ষশাস্ত্র নাহি শ্রেষ্ঠ সমান তাহার। ৮ ॥
চতুর্ব্বিধ আশ্রমধর্ম্মের নিরূপণ
বর্ণিলা আচার আদি ব্যাস তপোধন। ৯ ॥
বিরোধ শাস্ত্রের সনে যাহে নাহি হয়,
বর্ণিলা এরূপে ইহা ব্যাস মহাশয়। ১০ ॥

ব্যাস বাক্যজলৌঘেন কুতর্কতরুহারিণা ।
বেদশৈলাবতীর্ণেন নীরজস্কা মহী কৃতা ॥১১॥
কলশব্দমহাহংসং মহাখ্যানপরাম্বুজম্ ।
কথাবিস্তীর্ণসলিলং কাৎর্স্নং বেদং মহাহ্রদম্।
তদিদং ভারতাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরম্ ।
তত্ত্বতো জ্ঞাতুকামোঽহং ভগবংস্ত্বামুপস্থিতঃ ॥১২॥
কস্মান্মানুষতাং প্রাপ্তো নির্গুণোঽপি জনার্দ্দনঃ ।
বাসুদেবো জগৎসূতিস্থিতিসংহারকারণঃ ॥১৩॥
কস্মাচ্চ পাণ্ডুপুত্রাণামেকা সা দ্রুপদাত্মজা ।
পঞ্চানাং মহিষী কৃষ্ণা হ্যত্র নঃ সংশয়ো মহান্ ॥১৪॥
ভেষজং ব্রহ্মহত্যায়া বলদেবো মহাবলঃ ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন কস্মাচ্চক্রে হলায়ুধঃ ॥১৫॥
কথঞ্চ দ্রৌপদেয়াস্তেঽকৃতদারা মহারথাঃ ।
পাণ্ডুনাথা মহাত্মানো বধমাপুরনাথবৎ ॥১৬॥
এতৎসর্ব্বং বিস্তরশো মমাখ্যাতুমিহার্হসি ।
ভবন্তো মূঢ়বুদ্ধীনামববোধকরাঃ সদা ॥১৭॥

ব্যাস-বাক্য-জলধারা বেদশৈল হ'তে
পতিত হইয়া বেগে, এই ত জগতে,
নাশিল কুতর্ক ধূলি, পবিত্র ভূতল।
ব্যাসবাক্যজলধারা অতি নিরমল। ১১ ॥
সে জলেতে মহাহ্রদ হইল সর্জ্জন,
মহাখ্যানচয় তাহে, অম্বুজ যেমন।
সুমধুর শব্দশ্রেণী, হংসশ্রেণী তায়,
সজ্জন-শ্রবণ তুষি' ফিরিয়া বেড়ায়।
সেই ত ভারতাখ্যান বেদবাক্যময়,
অল্পবুদ্ধিজনের বুদ্ধির গম্য নয়।
যে সব সন্দেহ আছে অন্তরে আমার,
আসিলাম নাশিতে, নিকটে আপনার। ১২ ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় কটাক্ষে যাঁহার,
নরদেহ ধারণের কিবা হেতু তাঁর ?
নির্গুণ পুরুষ সেই দেব নারায়ণ,
গুণাশ্রয় দেহ, তাঁর, কিসের কারণ ? ১৩ ॥
কেন বা দ্রুপদকন্যা, পঞ্চ পাণ্ডবেরে
স্বামীরূপে বরিলেন ? বল তাহা মোরে।
এই দুই বিষয়ে সন্দেহ অতিশয়।
আরো বলি, শুন, দেব, হ'য়ে কৃপাময়। ১৪
কেন বা সে মহাবলী দেব হলধর,
ব্রহ্মহত্যা পাপে হ'য়ে কাতর অন্তর,
তীর্থযাত্রা করিয়া করিলা পাপক্ষয় ?
বিশেষি' বর্ণিয়া মোর নাশহ সংশয়। ১৫ ॥
কেন বা সে দ্রৌপদীর যত পুত্রগণ,
কৌমার সময়ে গেল শমনভবন ?
মহাবলবান সবে মহাধনুদ্ধর,
মহাত্মা, অকৃতদার, পাণ্ডুবংশধর।
সনাথ হ'য়েও সবে অনাথের মত
থাকিতে শ্রীনাথ, হ'লো নিশারণে হত। ১৬।
এ সব সন্দেহ মোর করহ ভঞ্জন,
বিস্তারিয়া সমুদায় করিয়া বর্ণন।
মূঢ়বুদ্ধি আমি দেব, তুমি জ্ঞানময়,
কৃপা করি কর নাশ আমার সংশয়। ১৭ ॥

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ।
দশাষ্টদোষরহিতো বক্তুং সমুপচক্রমে ॥১৮॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ক্রিয়াকালোঽয়মস্মাকং সম্প্রাপ্তো মুনিসত্তম ।
বিস্তরেণাপি বক্তব্যে নৈষ কালঃ প্রশস্যতে ॥১৯॥
যে তু বক্ষ্যন্তি বক্ষেঽদ্য তানহং জৈমিনে তব ।
তথা চ নষ্টসন্দেহং ত্বাং করিষ্যন্তি পক্ষিণঃ ॥২০॥
পিঙ্গাক্ষশ্চ বিবোধশ্চ সুপুত্রঃ সুমুখস্তথা ।
দ্রোণপুত্রাঃ খগশ্রেষ্ঠাস্তত্ত্বজ্ঞাঃ শাস্ত্রচিন্তকাঃ ॥২১॥
বেদশাস্ত্রার্থবিজ্ঞানে যেষামব্যাহতা মতিঃ ।
বিন্ধ্যকন্দরমধ্যস্থাস্তানুপাস্য চ পৃচ্ছ চ ॥২২॥
এবমুক্তস্তদা তেন মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা ।
প্রত্যুবাচর্ষিশার্দ্দূলো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥২৩॥

জৈমিনিরুবাচ ।

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মণ্ খগবাগিবমানুষী ।
যৎ পক্ষিণস্তে বিজ্ঞানমাপুরত্যন্তদুর্ল্লভং ॥২৪॥

অষ্টাদশদোষ-হীন,* মহামুনিবর,
মার্কণ্ডেয় শুনি' হেন, পুলক অন্তর,
বলিতে লাগিলা, মুনি, করহ শ্রবণ—১৮ ॥
ক্রিয়ার সময় মোর হ'য়েছে এখন,
বিস্তারি' তোমার প্রশ্নে করিতে উত্তর,
এ হেন সময়ে, মোর নাহি অবসর। ১৯ ॥
যাঁহাদের কাছে গেলে সন্দেহ তোমার,
নষ্ট হ'বে, এবে আমি বলি শুন সার। ২০ ॥
দ্রোণপুত্র তত্ত্বজ্ঞ খগেন্দ্র চারিজন,
সতত শাস্ত্রের অর্থ করেন চিন্তন।
পিঙ্গাক্ষ, বিবোধ আর সুপুত্র, সুমুখ,
শাস্ত্রকথা আলাপনে তাঁহাদের সুখ। ২১ ॥
বেদবাক্যে অব্যাহত-মতি তাঁ' সবার
তাঁরাই সন্দেহ নাশ করিবে তোমার।
বিন্ধ্যকন্দরেতে এবে আছে চারি জন,
জিজ্ঞাসহ সমাদরে করিয়া পূজন। ২২ ॥
মার্কণ্ডেয়মুখে, হেন শুনিয়া বচন,
বলে মুনি বিস্ময়েতে উৎফুল্ল নয়ন। ২৩ ॥
অতীব অদ্ভুত কথা করিনু শ্রবণ
পক্ষীতে বলিতে পারে মনুষ্য বচন।
তাহে পুনঃ তত্ত্বজ্ঞানী পক্ষী চতুষ্টয়।
যেই জ্ঞান ইহলোকে সুদুর্ল্লভ হয়। ২৪ ॥

---

* অষ্টাদশ দোষ মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে—
"লোকদ্বেষ্যং প্রাতিকূল্যং অভ্যসূয়া মৃষাবচঃ। অর্থহানির্বিবাদশ্চ মাৎসর্য্যং প্রাণিপীড়নং।
কামক্রোধৌ পারতন্ত্র্যং পরিবাদোঽথ পৈশুনং। ঈর্ষামোহোঽতিবাদশ্চ সংজ্ঞানাশোঽভ্যসূয়িতা।"

পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

INDIA PRESS, CALCUTTA.

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সনাতন ধর্ম্মানুগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নীতি, এবং শিল্প বিজ্ঞানাদি প্রকাশক

সচিত্র মাসিক পত্র

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্যঃ ইব ষট্পদঃ॥

প্রথম খণ্ড।] অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ দ্বিতীয় সংখ্যা।

দুটি কবিতা।

পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

হে সাধকচূড়ামণি, ভক্তের সম্বল,
কে আছে তোমার মত এ ভবমণ্ডলে!
অনায়াসে আরোহিলে, সাধন-অচল!
দাঁড়া'য়ে শিখরে তা'র, দেখিলে—দেখা'লে-
ভক্তের অসাধ্য কিছু নাহি ভূমণ্ডলে।

গঙ্গোত্তরী হ'তে যথা ঝ'রে গঙ্গাজল,
উপদেশ-সুধা, তব মুখে অবিরল
প্রবাহিত হইয়া ভাসা'য়ে চারিধার
পবিত্র করিল বিশ্ব। আনন্দে সাঁতার
দিয়ে তা'হে ভক্তগণ ফিরে অনিবার।

কি আছে মধুর, উপদেশ-সুধা সম,
সেই সুধা পানে মত্ত সদা প্রাণ মম।
তব পদে মন প্রাণ লুটাইতে চায়।
বিতরি' করুণা মোরে রাখ রাঙ্গা পায়।

শ্রীসারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

পুষ্পাঞ্জলি।

আমি নিতি নিতি কত তুলি' বন-ফুল
হৃদয়-কানন মাঝে;
সাধ পূজিতে তোমারে দিতে তব পায়,
সাজা'য়ে মোহন সাজে।

তাই নিতুই নূতন গাঁথি কত মালা,
হয় না মনের মত,
তবু দিই রাঙ্গা পায় সাজে নাকো হায়
অভাব থাকে গো কত।

সদা চন্দন মাখা'য়ে কুসুম-অঞ্জলি
ও চরণে দিতে চাই,
নাহি ভকতি-চন্দন শূন্য এ ভাণ্ডার
আকুল হ'য়েছি তাই।

তাই গন্ধপুষ্প হায় দেওয়া ত হ'লো না
পূরিল না মন আশ।
তবু অঞ্জলি ভরিয়া এই বন-ফুল
দিল তব পদে দাস।

অকিঞ্চন।

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

যস্যেচ্ছাবশবর্ত্তিনো গ্রহগণাঃ ভানাঙ্গগৈরন্বিতাঃ
দেবানাম্পথি সঞ্চরন্ত্যবিরতং বিশ্বস্য পত্যুর্বিভোঃ।
পিত্রাদের্বপুষাবতীর্য্য বিনয়ত্যার্য্যস্য যো মানবান্
তস্যানুগ্রহতোঽস্তু পূর্ত্তিমচিরাজ্জ্যোতিঃপ্রসঙ্গস্য মে॥

উপক্রম।

গুরু। বৎস জ্ঞানেন্দ্র, তোমার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। তুমি এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েও, যে আমাদের মত লোকের কাছে, দেশের প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা কর্‌বার জন্য এত ব্যগ্র, এতে আমার বড়ই আনন্দ বোধ হয়। সে দিন তোমার পিতা বল্‌ছিলেন, তাঁ'র একান্ত ইচ্ছা, এই সময়ে, তুমি বিবাহ ক'রে সংসারী হও, কিন্তু তুমি না কি তা'তে আপত্তি ক'রেছ?

জ্ঞানেন্দ্র। হাঁ প্রভো, আপনি বলেছিলেন, যে ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে থাক্‌তে হয়। ছেলেবেলা হ'তে খড়ি হ'লে, আমি যখন, আপনার কাছে, দিনকতক বাঙ্গলা প'ড়েছিলাম, সেই সময়ে একদিন, আপনি ঐ ব্রহ্মচর্য্যের কথা ব'লেছিলেন। আমি সেই দিন থেকে মনে মনে স্থির ক'রে রেখেছি, বিদ্যা-শিক্ষা শেষ না হ'লে, গৃহস্থ হ'বো না। বাবা ত আজিও বৃদ্ধ হন নাই, অনায়াসেই সাংসারিক বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তে পারেন, আমি এই সুযোগে, কিছু শাস্ত্রচর্চ্চা ক'রে নিই না।

গুরু। দেখ বাপু, এখন আর সে কালের মত শিক্ষা-পদ্ধতি নাই। তখন ছাত্রের গুরু-গৃহে বাস কর্‌বার সময়, গৃহস্থালীর সমস্ত কাযই শিখে ফেল্‌তো; এখন, কালেজি শিক্ষার প্রচলনে, সে সুযোগ আর নাই। তোমার বয়স প্রায় ২৪।২৫ হ'য়ে থাক্‌বে। আমি বলি, এই সময়ে একটি বালিকাকে পত্নী-রূপে গ্রহণ ক'রে, তাঁ'কে নিজের অনুরূপ ধর্ম্ম-পত্নী ক'রে নাও। আমার মতে আজকালকার শিক্ষিত বয়স্থা পত্নী অপেক্ষা, অল্পশিক্ষিতা বালিকাকে যদি তুমি নিজে যত্ন ক'রে, নিজের মনোগত শিক্ষিতা ক'রে নিতে পার, তবে বড়ই ভাল হয়। তোমার পিতা সে দিন তোমার ও একটি পাত্রীর কোষ্ঠী আমার নিকট এনে ছিলেন, দেখ্‌লাম বালিকাটি অষ্টমবর্ষীয়া সুলক্ষণা, ও তোমাদের উভয়ের কোষ্ঠীতে রাজ-যোটক মিল আছে।* তদ্ব্যতীত, বালিকাটির বিশেষ সৌভাগ্যযোগও আছে। এই বালিকাটিকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'র্‌লে, তুমি নিশ্চয়ই সুখী হ'বে সন্দেহ নাই।

জ্ঞানেন্দ্র। আমার কতকগুলি বক্তব্য আছে, সে সকল কথায় হয় ত আপনার কাছে ধৃষ্টতা প্রকাশ হ'বে, কিন্তু আপনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন, সুতরাং আমার শত দোষ যে মার্জ্জনা কর্‌বেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই।

* আজকালকার দিনে অত অল্পবয়স্কার বিবাহ জ্যোতির্ব্বিশারদ মহাশয়ের মত বৃদ্ধ ও প্রাচীন মতের লোকের বই সাধারণের অনুমোদিত নয়।—(গৃহস্থ-সম্পাদক।

গুরু। তোমরা যা কিছু সন্দেহ থাকে, সকলই আমায় বল্‌তে পার। হয় ত, তুমি ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বয়স্থা পত্নী গ্রহণ শ্রেয়ঃ বিবেচনা কর। কিন্তু, বৎস, বর্ণাশ্রমাচারীগণ বিবাহকে যে চক্ষে দর্শন করেন, তাহাতে বালিকা পত্নী গ্রহণই শ্রেয়ঃ বলে বোধ হয়। সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকাটিকে সহজে আপনার মনের মত ক'রে নিয়ে, সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। কিন্তু, বয়স্থা পত্নী গ্রহণ করলে, পতিকেই চেষ্টা ক'রে পত্নী মনের মত হ'তে হয়।

জ্ঞানেন্দ্র। আচ্ছা, গুরুদেব, আমি আপনার এ উপদেশটি একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখ্‌বো। আমি আপনাকে ঐ কথাই বল্‌বো মনে করেছিলাম। বাস্তবিকই আমার মনে ঐরূপ সংস্কার বদ্ধমূল আছে। সে সংস্কার দূর করতে একটু সময় চাই।

গুরু। তুমি বুদ্ধিমান, নিশ্চয়ই সুমীমাংসায় উপনীত হ'বে সন্দেহ নাই। কিন্তু দু'টা কথা বলে দিই। ইন্দ্রিয় সুখে গা ঢালিয়া দেওয়া বিবাহের উদ্দেশ্য নয়, ইন্দ্রিয়-সংযমই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। নর নারী একত্রিত হ'য়ে এক হ'বে ইহাই বিবাহের উদ্দেশ্য। মানুষ কতকগুলি কল্পিত সুখের সৃষ্টি ক'রে, দিন দিন অধঃপাতের দিকে যা'চ্চে সে সব কথা সময়ান্তরে হ'বে। * এখন যদি তোমার আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করবার থাকে ব'ল্‌তে পার।

জ্ঞানেন্দ্র। অপর জিজ্ঞাস্য কোষ্ঠীর সার্থকতা কি?—যে মিলের কথা বল্‌লেন তা'রই বা প্রয়োজন কি?

গুরু। আগে কোষ্ঠীর সার্থকতা কি বলি তা' হ'লেই তুমি, বিবাহাদিতে কোষ্ঠীর মিলের কি প্রয়োজন, তা' অনায়াসেই বুঝ্‌তে পারবে। যে সময় কোনও জীব জন্মগ্রহণ করে, সেই সময়ে আকাশের কোন স্থানে কোন্ গ্রহ অবস্থিত, তাহাই কোষ্ঠীতে অঙ্কিত করা হয়। তদনুসারে জাতকের, আকৃতি, প্রকৃতি, রোগ-প্রবণতা প্রভৃতি বহু বিষয় বিচার করা হয়। এতদ্ব্যতীত জীবনের কোন সময়ে কিরূপ অবস্থা ঘটবার সম্ভাবনা আছে, তাহাও নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু, মানুষ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুরূপ যে অদৃষ্ট ল'য়ে আসে, তা' সর্ব্বত্র অখণ্ডনীয় নহে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি জ্ঞানীগণ নির্ণয় ক'রেছেন, মন্ত্র বা পুরুষকার দ্বারা তা' খণ্ডিত হ'তে পারে। এই পুরুষকার যে কি তা' আর এক দিন আলোচনা করা যাবে, কারণ ঐ বিষয়ে বলা, অল্প সময় সাপেক্ষ নয়।

জ্ঞানেন্দ্র। তা' আমার এখন শোনবারও প্রয়োজন নাই। আপনি যা' বল্‌লেন, তা'তে বুঝ্‌লেম, কোষ্ঠীর সাহায্যে প্রকৃতির সামঞ্জস্য নির্ণীত হ'লেই মিল হ'বে। আপনার বাক্যে আমার সন্দেহ করবার কোনও হেতু নাই। কিন্তু আমি ঠিক এরূপ শুনে বিশ্বাস করতে চাই না। আমাকে আমাদের দেশের জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিন। পাশ্চাত্য গণিত-জ্যোতিষ আমি পড়েছি। যদিও সে পড়া তত ভাল ক'রে হয় নাই; কারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'বার মতই অভ্যাস ক'রেছিলাম, বস্তুতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হ'য়ে পড়ি নাই। কিন্তু বোধ হয় নিজে নিজে আলোচনা ক'র্‌লে, এখন ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারবো। আমি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জ্যোতিষে তুলনা ক'রে পড়্‌তে চাই।

গুরু। ভাল কথা; পাশ্চাত্যে গণিতাংশ

* এই বিষয় গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল।

খুব সূক্ষ্ম, কিন্তু, প্রাচ্য-সিদ্ধান্তে, উহা অপেক্ষাকৃত স্থূল। ফলিতাংশে কিন্তু আমাদের দেশে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হ'য়েছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এখন ক্রমে সে সকলের সার্থকতা উপলব্ধি কর্‌তেছেন। গণিতের সাহায্যে গ্রহসংস্থান, অর্থাৎ কোথায় কোন্ গ্রহ আছে, তাহা নির্ণয় করা হয়। তাহার প্রণালী আগে ব'ল্‌বো? না সিদ্ধান্তাংশ এখন রেখে, আগে ফলিতাংশ বল্‌বো?

জ্ঞানেন্দ্র। আমি আগে আমার ইংরাজী জ্যোতিষের বইখানি একবার ভাল ক'রে নিজে দেখে নিই, তা'র পর গণিতাংশ আলোচনা ক'র্‌বো। এখন এই পঞ্জিকা খানিতে যে সকল জ্যোতিষ বচন আছে, সেই গুলিই আমায় বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিন।

গুরু। ও গুলির অর্থ ত ওতেই আছে। তা' ছাড়া তুমি ত সংস্কৃতও বেশ জান; তবে ওগুলি আর কি বুঝা'ব?

জ্ঞানেন্দ্র। ওতে যে বচনগুলি আছে তা'র অধিকাংশেরই অর্থ পরিষ্কার ক'রে লেখা নাই।—দেখুন প্রথম শ্লোক আছে—

রবিঃ সোমোমঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ শনিঃ।
এতেষাং নামতো বারাঃ সপ্তৈব কথিতাঃ পুরা॥

ইহার বাঙ্গালা লেখা রয়েছে "রবি১ সোম২ মঙ্গল৩ বুধ৪ বৃহস্পতি৫ শুক্র৬ শনি৭ এই সপ্ত বার।" ঐ শ্লোকের অর্থ—কি এই? শ্লোকানুরূপ অর্থ কর্‌লে পাই রবি সোম মঙ্গল বুধ জীব অর্থাৎ বৃহস্পতি সিত অর্থাৎ শুক্র এবং শনি ইহাদের নামানুসারে সাতটি বার পূর্ব্বে কথিত হ'য়েছে। সুতরাং বোধ হ'চ্ছে যে রব্যাদি সাতটি গ্রহের নামানুসারেই সাতটি বারের নাম কল্পিত হ'য়েছে।

গুরু। তুমি ঠিক অনুমান ক'রেছ। সাতটি গ্রহের নামানুসারেই সাতটি বারের নাম অতি প্রাচীন কাল হ'তেই অর্থাৎ সৃষ্টির পরই কল্পিত হ'য়েছে। শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তাদি প্রাচীন সিদ্ধান্তসমূহেও ঐ সাতটি বার নির্দ্দিষ্ট আছে।

জ্ঞানেন্দ্র। কিন্তু বার গুলির নামের ক্রম ওরূপ হ'লো কেন?—যদি ঔজ্জ্বল্য হিসাবে ধরি, রবির পর চন্দ্র (সোম) হ'লেও, সোমের পর বোধ হয় শুক্র হ'লেই হ'তো ভাল। আর যদি দূরত্ব হিসাবে ধরি, বৃহস্পতির পরে শুক্র না হ'য়ে শনিই হওয়া উচিত।

গুরু। উত্তম প্রশ্ন ক'রেছ। বারের ক্রম ঐরূপ হ'লো কেন, তা' বল্‌চি অবহিত হ'য়ে শোনো। শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তে আছে—"মন্দামরেজ্যভূপুত্রসূর্য্যশুক্রেন্দুজেন্দবঃ" এই ক্রমে খ-চক্রে গ্রহগণ অবস্থিত। অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটে চন্দ্র, তারপর ইন্দুজ অর্থাৎ বুধ তারপর শুক্র, তারপর রবি, তারপর ভূপুত্র অর্থাৎ মঙ্গল তারপর অমরেজ্য অর্থাৎ বৃহস্পতি তারপর মন্দ অর্থাৎ শনৈশ্চর।

জ্ঞানেন্দ্র। পৃথিবীর নিকটে চন্দ্র এ কথা স্বীকার কর্‌লাম। এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি সূর্য্য অপেক্ষাও দূরে তাহাও না হয় স্বীকার কর্‌লাম; কিন্তু বুধকে শুক্রের আগে দেওয়া হ'লো কেন?—আর যখন শুক্র ও বুধ সূর্য্যের অপরপারে যায় তখন এ দুটিকেও দূরতর স্বীকার করা হয় নাই কেন?

গুরু। সময় সময় শুক্র ও বুধকে সূর্য্যবিম্বের উপর দিয়ে যেতে দেখা যায়, এই জন্য ও দু'টিকে সূর্য্যের এ ধারে বলা হ'য়েছে। আর বুধ আর শুক্রকে এক জায়গায় দেখতে পেলে প্রায়ই শুক্রকে দূরে দেখা যায় সেই জন্যই শুক্রকে বুধ অপেক্ষা দূরে স্বীকার করা হ'য়েছে। যত দিন পাশ্চাত্য প্রদেশে, সূর্য্যকে

কেন্দ্র স্বীকার করা না হ'য়েছে, তত দিন সে দেশেও এই ক্রম স্বীকৃত হ'তো।

জ্ঞানেন্দ্র। হাঁ তা' দেখেছি। কিন্তু তদনুসারেও ত বারের ক্রম হয় না।

গুরু। বারের ক্রম ওরূপ হ'বার হেতু কি বল্‌ছি শোনো। বর্ত্তমান কল্পে, যে দিন প্রথম বিশ্ব সূর্য্যালোকে আলোকিত হ'য়েছিল, সে দিন, সেই হোরার আধিপত্য সূর্য্যকে প্রদান পূর্ব্বক, পরবর্ত্তী হোরা গুলির আধিপত্য যথাক্রমে পর-পর-বর্ত্তি গ্রহগণকে দেওয়া হয়, এইরূপে চব্বিশ হোরাধিপত্যের পর পঁচিশের হোরার অধিপতি হ'লেন চন্দ্র, কাজেই পরবর্ত্তি বার হ'লো সোম, এই দেখ একটি চক্র অঙ্কিত ক'রে দেখাচ্ছি—

	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
১	র	চ	ম	বু	বৃ	শু	শ
২	শু	শ	র	চ	ম	বু	বৃ
৩	বু	বৃ	শু	শ	র	চ	ম
৪	চ	ম	বু	বৃ	শু	শ	র
৫	শ	র	চ	ম	বু	বৃ	শু
৬		শু	শ	র	চ	ম	বু
৭		বু	বৃ		শ	র	চ
৮		চ	ম	বু	বৃ	শু	শ
৯		শ	র	চ	ম	বু	বৃ
১০	বু	বৃ	শু	শ	র	চ	ম
১১	চ	ম	বু	বৃ	শু	শ	র
১২	শ	র	চ	ম	বু	বৃ	শু
১৩	বৃ	শু	শ	র	চ	ম	বু
১৪		বু	বৃ	শু	শ	র	চ
১৫				বু	বৃ	শু	শ

	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ	শুক্র	শনি
১৬	শু	শ	র	চ	ম	বু	বৃ
১৭	বু	বৃ	শু	শ	র	চ	ম
১৮	চ	ম	বু	বৃ	শু	শ	র
১৯	শ	র	চ	ম	বু	বৃ	শু
২০	বৃ	শু	শ	র	চ	ম	বু
২১	ম	বু	বৃ	শু	শ	র	চ
২২	র	চ	ম	বু	বৃ	শু	শ
২৩	শু	শ	র	চ	ম	বু	বৃ
২৪	বু	বৃ	শু	শ	র	চ	ম

এখন দেখ কেমন আপনা হ'তেই রবি প্রভৃতি বারের ক্রম হ'য়ে গেছে শুধু তাহাই নয় এইরূপ ত্রিশ দিনের পর যে বার হ'বে, সেই বারাধিপতিই পর মাসের মাসাধিপতি, আবার ঐরূপে বার মাসের পর যে বার প্রথম হ'বে সেই বারাধিপতিই পর বৎসরের বর্ষাধিপতি। তাঁহাকেই পঞ্জিকাতে পর বর্ষের রাজা বলা হ'বে। যিনি তৎপর বর্ষের রাজা হ'বেন তিনিই পূর্ব্ব বর্ষের মন্ত্রী, তৃতীয় বর্ষে যিনি রাজা হ'বেন তিনিই জলাধিপতি এবং চতুর্থ বর্ষের রাজাই শস্যাধিপতি হ'য়ে থাকেন। এই ক্রমে গ্রহগণ সৃষ্টিকাল হ'তে, হোরা বার মাস ও বর্ষাধিপতি হ'য়ে আসছেন। মাসবর্ষাধিপতিচক্রটি দেখ, বুঝতে পারবে। (পর পৃষ্ঠায় চক্র দেখ)

জ্ঞানেন্দ্র। কিন্তু আপনি যা বল্‌লেন তা'তে ত, মাসের প্রথম বারাধিপতিই মাসাধিপতি এবং বর্ষের প্রথম বারাধিপতিই বর্ষাধিপতি হ'বার কথা।

গুরু। হয় ও তা'ই কিন্তু পঞ্জিকাতে চান্দ্র দিনের মত রবিদিন চিহ্নিত থাকে না ব'লেই বুঝতে পারা যায় না। বস্তুতঃ ঐ বিভাগ রবি-

বর্ষমাষাধিপতি চক্র।

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ
২	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম
৩	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু
৪	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ
৫	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু
৬	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	৩	শ
৭	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র
৮	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ
৯	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম
১০	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু
১১	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ
১২	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু
১৩	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	ব	শু	র	ম	বৃ	শ
১৪	শ	চ	বু	শু	র	ঃ	বৃ	শ	চ	বু	শু	র
১৫	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ
১৬	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	চ	ম
১৭	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু
১৮	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ
১৯	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু
২০	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ
২১	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র
২২	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ
২৩	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম
২৪	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু
২৫	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ
২৬	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু
২৭	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ
২৮	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র
২৯	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ
৩০	চ	বু	শু	র	ম	বৃ	শ	চ	বু	শু	র	ম

এই চক্রে ঊর্দ্ধাধঃভাবে প্রত্যেক মাসের ৩০ দিনাধিপতি নির্দ্দিষ্ট আছে। পার্শ্বস্থ ছত্রে পর পর মাসের দিনাধিপতি লিখিত আছে। কোণাকুনি ভাবে যে স্থূলাকারের গ্রহাক্ষর, তাহাদ্বারা পর পর বৎসরের বর্ষাধিপতি, সুতরাং যে বৎসর যে রাজা তাহার পরেরটি মন্ত্রী তৎপরেরটি জলাধিপতি ও তৎপরেরটি শস্যাধিপতি। কোনও বর্ষের মন্ত্রীই পর বৎসরের রাজা।

দিনাত্মক। আমরা যে ৩০ দিনে মাস ও ৩৬০ দিনে বৎসর গণনা করি সে গণনা সূর্য্যোদয়াত্মক নয় অর্থাৎ এক সূর্য্যোদয় হ'তে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত দিন গণিলে হয় না। যেমন চন্দ্রের ত্রিশ তিথিতে চান্দ্র মাস এবং মলমাস না থাক্‌লে ৩৬০ তিথিতে চান্দ্র বর্ষ হয়; তেমনি সূর্য্যের রাশিচক্রের প্রতি অংশ ভ্রমণে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহার নাম এক রবিদিন, এবং সেইরূপ ত্রিশ দিনে এক মাস এবং ৩৬০ দিনে এক বৎসর। সূর্য্যের মাস-প্রবৃত্তি সময় পঞ্জিকায় চিহ্নিত আছে, কিন্তু দিন-প্রবৃত্তি সময় চিহ্নিত নাই। বস্তুতঃ ঐরূপ দিনের ২৪ ভাগের এক ভাগ হোরা। এইরূপ ৩০ দিনে রবি মাস এবং ৩৬০ দিনে রবিবর্ষ এ'টি বস্তুতই বিজ্ঞানসম্মত বিভাগ। এই যে রবিদিন, ইহাই রবি সোম প্রভৃতি বারের নামে চিহ্নিত হ'লে, মাস-প্রবৃত্তি সময়ে যে বার আরম্ভ হয়, তাহাই মাসাধিপতি এবং বর্ষ-প্রবৃত্তি সময়ের বারাধিপতিই বর্ষাধিপতি হইবেন। আমাদের কাল বিভাগ যে কেমন সুন্দর, বৈজ্ঞানিক ও গূঢ়ার্থ যুক্ত, তাহা জ্যোতিষশাস্ত্র যতই আলোচনা ক'র্‌বে ততই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

জ্ঞানেন্দ্র। ৩৬০ দিনের বৎসর তবে ভুল নয়! বরং ৩৬৫ দিনের বছরই ভুল!

গুরু। ৩৬৫ দিনের বছর ত ভুল, ৩৬৫¼ দিনে বছরও ভুল! আমাদের কাল বিভাগ সম্বন্ধে আর একদিন আলোচনা করা যাবে। আজ এই পর্য্যন্তই থাক

জ্ঞানেন্দ্র। আপনি বল্‌ছিলেন, পঞ্জিকার বচন গুলি নিজেই বথাতে পার্‌বো। এর ভিতর, এত কথা ত আপনার বল্‌বার ছিল।

গুরু। প্রসঙ্গতঃ অনেক কথাই বলা যেতে পারে। আরও যা' জিজ্ঞাস্য এ'রবার থাকে ভেবে ঠিক ক'রো। আগামী দিনে আলোচনা করা যা'বে। হয় ত কোন কথা এখন বুঝেছ ব'লে মনে ক'রচো। এর পর তা'তেই নূতন জিজ্ঞাস্য বাহির হ'তে পারে

জ্ঞানেন্দ্র। যে আজ্ঞা, আজ তবে আসি। প্রণাম।

৩।

বেহাগ-একতালা।

জানি, তুমি হে আমার।
জেনেও ভুলে থাকি তিলেকো না ডাকি
নাহি চাই যেতে নিকটে তোমার।

সুখ আসে হেথা সেথা ধেয়ে যাই,
একবার যদি ও পদে লুটাই
কি জানি কে যেন ভুলা'য়ে আমারে,
তাই নিশি দিন ভাসি আঁখি-ধারে,
কবে ঘুচে যা'বে সে মোহ আঁধার,
শ্রীমুখ হেরিয়ে, নয়ন আমার

সুখ কোথা তা'তো জানিতে না চাই
দুঃখ, শোক, তাপ, থাকে নাকো আর।
রেখেছে সুদূরে, ভুলেছি তোমারে
হেরি সব অন্ধকার—
হেরিব হৃদয়ে শ্রীপদ তোমার—
আনন্দ-সাগরে দিবে হে সাঁতার

কমলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥"

আবার সূর্য্য প্রকাশিত হইয়াছেন। যদিও আকাশ মেঘমুক্ত হয় নাই; তথাপি পূর্ব্বাকাশে পরিষ্কার—বিশেষতঃ সূর্য্যের নিকট একখানিও মেঘ নাই। কিন্তু এ অবস্থা বহুক্ষণ থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। জগতের কোন্ অবস্থাই বা চিরস্থায়ী—কান্নার পর হাসি জগতের রীতি। —হাসি কান্না ভুলিতে না পারিলে, এ জগতে সুখের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঐ যে অষ্টাদশবর্ষদেশীয়া যুবতীটি, একটি তিন বৎসরের বালিকার সঙ্গে, গৃহ-প্রাঙ্গণে বসিয়া ক্রীড়া করিতেছে, উহার দিকে একবার চাহিয়া দেখ—যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণামূর্ত্তি—সহাস্য বদন—বালিকার জন্য মৃত্তিকার দ্বারা রন্ধনপাত্র প্রস্তুত করিতেছেন। বেলা এক প্রহরেরও অধিক হইয়াছে, কিন্তু এখনও সাংসারিক রন্ধনাদির উদ্যোগ নাই!—ক্রমে রন্ধনপাত্র নির্ম্মাণ হইল। যুবতী বলিলেন "মা, কমলা, এই দেখ কেমন হাঁড়ী হ'লো। এটা শুকুক্, পুড়িয়ে দিলে তুমি খেলা ক'র্বে, এখন ভেঙ্গ না?"

কমলা বলিল "তবে আমি আর একটা গড়ি।"—এই বলিয়া সে ও গড়িতে লাগিল, কিন্তু সুবিধা করিতে পারিল না, কাজেই মাতা তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে, একজন প্রৌঢ়া বিধবা প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "কিলো, বৌ, তুই এখনও রান্না বান্নার উজ্জুগ না ক'রে, মেয়েকে নিয়ে খেলা কচ্চিস্? মেয়েটার যখন খিদে পা'বে তখন্ খেতে দিবি কি?"

যুবতী বলিলেন "কি কর্‌বো, ঠাকুরঝি, তিনি না এলে রান্না চড়া'ব কি? সব জিনিষই যে বাড়ন্ত।"

প্রৌঢ়া বলিলেন "তা, আমাদের বাড়ী থেকে আজ্‌কের মত চাল ধার ক'রে আন্‌লিনি কেন? বেলা ত কম হয় নি?

যুবতী। "দেখ ঠাকুরঝি, তোমাদের বাড়ী থেকে অনেক ধার ক'রে এনেচি, আর চাইতে ভয় ক'রে।"

পৌঢ়া। ভয় কিলো? তুই কি আমাদের পর মনে করিস্ নাকি? তোদের সঙ্গে আমাদের, পাক্ পৈতের ভেদ বই ত আর কোন তফাত নেই।—বাবার মুখে শুনিচি—তোমার দাদাশ্বশুরের চৌবাড়ীতে একশ দেড়শ ছেলে পড়্‌তো, কত দেশ থেকে যে কত ছেলে আস্‌তো তা'র সংখে নেই।—আজ্ তোদের এত কষ্ট! দেখে বড়ই দুঃখ্ হয়। বাবা বলেন, তোর দাদাশ্বশুর তাঁ'রে নিজের ছেলের মত ভালবাস্‌তেন। বাবার, ছেলে বয়েসে বাপ মা মরে যায়—তোর দাদাশ্বশুরই তাঁ'রে নিজের বাড়ী রেখে, লেখাপড়া শিখিয়ে, বে থা দিয়ে, সংসারী ক'রে দেছিলেন। সেই

জন্যে বাবা বলেন, যে তোদের যখন যা দরকার হ'বে তাই চেয়ে আনিস্।"

যুবতী। "তুমি ভাই তোমাদের মত কথাটি বল্‌লে, কিন্তু বল দেখি ভাই, হাত পা থাক্‌তে কা'রও গলগ্রহ হওয়া কি ভাল?"

প্রৌঢ়া। "কি কর্‌বে বোন্? ভগবান যখন যেমন ঘটান্। তাই সহ্য কর্‌তে হয়।—তা নৈলে আজ এমন হ'বে কেন? তোমার দাদা-শ্বশুরের ভাই, হিল্লি দিল্লি থেকে বিদেয়ের পত্র আস্‌তো—কত রাজ-বাড়ীতে, কত জমিদার বাড়ীতে, তাঁ'র চৌবাড়ীর জন্যে বার্ষিক বন্দোবস্ত ছিল,—তোমার শ্বশুরের কি মতি হ'লো, তিনি টোল তুলে দিয়ে, জমিজমার কতক বন্ধক দিয়ে, কতক বিক্রি ক'রে, ছেলেকে ইংরিজি পড়ালেন। বাবা কত দুঃখু করেন—তোমার সোয়ামির নাম ক'রে বলেন, বি এ পাশ ক'রে উনি ঘরে ব'সে রইলেন—যদি নিজেদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতি ব্যবসাটাই রাখ্‌তেন, মন্দ হ'তো না, এক রকমে দিন চ'লে যেতো। যখন লেখা পড়া শিখেছেন, না হয় চাক্‌রী বাকরীই করুন—না হয় বাবার কাছ থেকে কিছু নিয়ে একটা কারবার টারবার করুন। বাবা ত কারবার ক'রেই এতটা ক'রেছেন। কারবারের মত কি আছে ভাই?—তা যা'ক এখন আর মিছে গপ্প কর্‌বো না, নাইতে যাচ্ছিলাম—একবার বাড়ি যাই—আজ পূর্ণিমে। পূর্ণিমের দিন মা বামণবাড়ীতে সিধে দেন। আজগের সিধেটা তোদের বাড়ীতেই দিতে ব'লে—তা'র পর নাইতে যাব।—তুই ভাই, যখন যা অনটন হয়, আমায় গিয়ে চুপে চুপে বলিস্। পর মনে করিস্‌নে ভাই।" এই বলিয়া প্রৌঢ়া ত্বরিত পদে চলিয়া গেলেন।

যুবতী, কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ মা কমলা, ওঁর যেমন মন, উনি তেমনি বল্লেন, তা' ব'লে কি রোজ রোজ লোকের বাড়ী যেতে পারা যায়?—ভগবান দিলে তবে অভাব ঘোচে—নইলে মানুষে দিয়ে কি মানুষের অভাব ঘুচাতে পারে?—গুরুদেব কৃপা ক'রে যখন সুবিধে ক'রে দেন তখনি সুবিধে হয়। আজ মনে করেছিলুম, কোথাও আর ধার চাইতে যা'ব না। কেন যা'ব? ইচ্ছাময়ের মেয়ে হ'য়ে যা'র তা'র কাছে দাও দাও করে যা'ব কেন? —তিনি দেন তোমরা পা'বে—না দেন উপুসি থাক্‌বে—তোমাদের কষ্টে কি তাঁ'র কষ্ট হ'বে না?—আজ তোমাদের উপুসি রাখ্‌বেন না ব'লেই ত ঠাকুরঝিকে পাঠিয়েছিলেন।"

মাতার বাক্য যে বালিকা কিছু বুঝিল, এমন বোধ হয় না। কিন্তু সে কান পাতিয়া জননীর মধুমাখা কথাগুলি শুনিল। তা'তে কিছু ফল হইল কি?

হইল বই কি? জগতের কোনও কার্য্যই ব্যর্থ হয় না। শিশুকে সৎ কথা শুনাইলে তাহা ব্যর্থ হইতে পারে না। অসৎ কথা শুনাইলেও ব্যর্থ হইতে পারে না। শ্রুতিপথে প্রবেশ পূর্ব্বক চিত্তপটে সে কথাটি অঙ্কিত হইবেই—তা'র কার্য্য বহুদিন পরে হইবেই—এই জন্যই মহাপুরুষেরা উপদেশ দিয়েছেন শিশুর সমক্ষে কখনও অসৎ কথা আলাপন বা অসৎ কার্য্য করিতে নাই।

যখন মাতা, কন্যার সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃতা ছিলেন। সেই সময় আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত যুবাটি গৃহ-প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, যুবতী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। বালিকাটি বলিল "বাবা, আজ আমাদের বাড়ি তোমার নেমন্তন্ন।"

যুবা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন

কাজেই। আজ তুমি যা' রাঁধ্‌বে তা'ই খেয়েই আমাদের থাকৃতে হ'বে।"

এমন সময়ে যুবতী এক ঘটি জল ও একখানা গামছা আনিয়া বলিলেন—"আজ হঠাৎ এত বৈরাগ্য কেন ?"

যুবা চমকিত হইলেন, ভাবিলেন "সে কথা এ কেমন ক'রে জান্‌লে ?"—বলিলেন "হঠাৎ মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল ব'লেই, সকলে, একবার স্বামীজির চরণ দর্শন ক'র্‌তে গিয়েছিলাম।"

যুবতী বলিলেন "শ্রীগুরুদেবের চরণ দর্শন করবার ইচ্ছা হ'য়েছিল, সে ত সুখের কথা।—আমরা স্ত্রীলোক আমাদের ভাগ্যে, সে সুখ সহজে ঘটে না। তা এখন বসো—পা ধোও।"

যুবতী এতক্ষণ যে কাষ্ঠাসনে বসিয়া কন্যার সহিত কথা কহিতেছিলেন। যুবা সেই আসনেই উপবেশন করিলেন।

যুবতী পদ ধৌত করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইলে, যুবা বলিলেন "মনোরমা, যে দরিদ্র—যে নিজের পত্নী-তনয়ার প্রতিপালনে অসমর্থ —তা'র পদসেবা কেন ?"

যুবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তোমার কেবলই ভুল। তুমি কি আমাদের প্রতি-পালনে অসমর্থ ?—কর না—সে তোমার ইচ্ছা —তা ব'লে আমি আমার কর্ত্তব্য ভুল্‌বো কেন ? এই বলিয়া স্বামীর পদ ধৌত করিয়া মুছিয়া দিলেন।

এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবিষ্টা হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র মনোরমা অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধা সধবা—তাঁহার সীমন্তে সুস্থূল সিন্দূররেখা, করপ্রকোষ্ঠে শঙ্খ, পরিধান পট্টবস্ত্র। তিনি গৃহ-প্রাঙ্গণে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া বলিলেন "এই যে বাবা, আজ পূন্নিমে, একটি সিধে নিয়ে এসেছি, স্বীকার ক'রে আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন পতিপুত্তুর রেখে যেতে পারি।" এই বলিয়া গলবস্ত্রা হইয়া, প্রণাম করিলেন। সেই সময়ে, একজন ভারবাহক দুইখানি চাঙ্গারিতে চাউল, ডাইল, ঘৃত, সৈন্ধব প্রভৃতি রন্ধনোপকরণ লইয়া বাটিতে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা বলিলেন "সদয়, সিধেটি দালানের উপর তুলে দাও, এখানে নামালে বৌমার তুল্‌তে কষ্ট হ'বে।

শ্যামসুন্দর বৃদ্ধাকে কি আশীর্ব্বাদ করিলেন বলিতে পারি না—কিন্তু দেখিয়াছি, যখন বৃদ্ধা প্রণাম করেন, তখন নিজের দক্ষিণহস্তদ্বারা ললাট স্পর্শ করিয়াছিলেন। ওটা বোধ হয় অভ্যাসের দোষ।

বৃদ্ধা চলিয়া গেলে, মনোরমা বাহিরে আসিয়া বলিলেন "গুরুদেবের কৃপায় ত দিনকয়েকের অন্নসংস্থান হ'লো। আর রোদে ব'সে কেন ? যাও কমলাকে নিয়ে বড় ঘরে গিয়ে বই টই পড়গে। আমি ততক্ষণ রান্নাবান্নার চেষ্টা দেখি।

শ্যামসুন্দর কন্যাটিকে কোলে লইয়া, গৃহ মধ্যে গমনোদ্যত হইলেন। এমন সময় দূরে কোলাহল শ্রুত হইল। শ্যামসুন্দর বলিলেন, "মনোরমা, তুমি খুকিকে নিয়ে রান্নাঘরে যাও, আমি দেখে আসি কিসের গোলমাল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥”

আমরা যে গ্রামের কথা বলিতেছি, তাহার নাম কালীনগর। প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে, এই অঞ্চলের জমিদার বংশে কালীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামে একজন মহাত্মা জন্মিয়াছিলেন। তিনি, অত্যন্ত সদাশয়, দয়াবান ও নিয়ত ধর্ম্মকার্য্যতৎপর ছিলেন। তিনিই গঙ্গাতীরে—এই গ্রামটি স্থাপনপূর্ব্বক, এখানে স্বীয় অভীষ্ট-দেবতা শ্রীশ্রী৺কালীমূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং তাঁহার মন্দিরের অদূরে আপনাদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় সপরিবারে বাস করিতে থাকেন

আমরা এই গ্রামের ও এই জমিদার পরিবারের বিস্তৃত বিবরণ পরে বলিব। ঐ বংশের বর্ত্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ও অতিপবিত্রচেতা মহাপুরুষ। তাঁহার সুগৌর নাতিস্থূল দেহটি দর্শন করিলে, স্বতঃই হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়—স্বতঃই তাঁহার চরণধূলি লইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে চরণধূলি একান্ত দুর্লভ। যদিও মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে কেহ কখনও পাদুকা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ—যদিও তিনি, নিজের জমিদারীর প্রজাগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য, প্রায়শঃই গ্রামে গ্রামে, অনাবৃতপদে—অনাবৃতদেহে—একখানি উত্তরীয় স্কন্ধে লইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন—কিন্তু আচণ্ডাল সর্ব্বজাতীয় মানবের যে কেহ তাঁহাকে নমস্কার করে, তিনি তখনি “নমো নারায়ণায়” বলিয়া তাহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া থাকেন। যদি কেহ সাহস করিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অতি হীন জাতীয় হইলেও, তৎক্ষণাৎ তিনি, “করেন কি ?” বলিয়া তাহাকে নিজবক্ষে ধারণ করেন। কাজেই, সে ব্যক্তি, জীবনে আর কখনও তাঁহার পদধূলির জন্য অগ্রসর হইতে সাহস করে না।

এরূপ জমিদারের অধিকার মধ্যে যাহারা বাস করে, তাহাদের সুখের সীমা নাই। আমাদের পরিচিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর যদিও কালীনগরেরই অধিবাসী; কিন্তু তিনি, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের প্রজা নহেন। তাঁহার বাসস্থান ও ভূসম্পত্তি যাহা আজিও অবশিষ্ট আছে, সমুদায়ই ব্রহ্মোত্তর। তবে জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের সহিত তাহার অন্য সম্বন্ধ আছে। সে কথা পরে বলিব।

আজ প্রাতে, অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে।—মুখোপাধ্যায় মহাশয় আজ আর বাহির হইতে পারেন নাই। প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া, বৈটকখানায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। পার্শ্বে পুত্র সত্যেন্দ্রনারায়ণ, অধ্যয়নে নিযুক্ত। সম্মুখে জমিদারীর প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ঘোষ। তাঁহার বয়স প্রায় সপ্ততি বর্ষ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেহ আজিও বেশ বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ আছে। আমরা এখানে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিব না, ক্রমে তিনি আপনা হইতেই পরিচিত হইবেন।—তিনি জমিদার মহাশয়ের নায়েব—রাজাবাবুর মন্ত্রী—ইষ্টেটের ম্যানেজার ইত্যাদি বহু নামেই প্রজাগণের নিকট পরিচিত। যদিও তিনি জাতিতে কায়স্থ, তথাপি তাঁহার ভাগ্যেও, কখন এই ব্রাহ্মণ-প্রভুর

পদধূলি-লাভ ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহার স্মরণ হয় না। তিনি বর্ত্তমান প্রভুর পিতার আমলের কর্ম্মচারী। সেই সময়ে, তিনি ষোড়শবর্ষ বয়সের সময় এই সংসারে কর্ম্ম স্বীকার করিয়া, নিজের কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ, ধীরে ধীরে এই উন্নতপদে অধিরূঢ় হইয়াছেন। তাঁহার স্বর্গীয় প্রভু ৺আনন্দনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মৃত্যুকালে, তাঁহার হস্তে স্বীয় পুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া যান। তখন জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের বয়স সতর বৎসর মাত্র। তিনি তখন হইতেই রামেশ্বরকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং নিজের জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত মনে করিতেন। কারণ তাহাই তাঁহার পিতার মৃত্যু-সময়ের আদেশ।

এইক্ষণে, আমরা এই প্রভু ও ভৃত্যের কথোপকথনের কিয়দংশ বলিব।

রামেশ্বর বলিলেন "দেখ্‌চি, ক্রমেই বাঁড়ুয্যেদের সঙ্গে মোকর্দ্দমা অনিবার্য্য হ'য়ে উঠ্‌লো। পরম্পরায় শুন্‌তে পাচ্ছি, প্রতাপ বাঁড়ুয্যে মশাই নাকি আমাদের বাজার ভেঙ্গে বাজার বসা'বেন। এতে যদি আমরা কোন কথা না বলি, তবে আমাদের একটা সম্পত্তি নষ্ট হ'য়ে যায়।

জ্ঞানেন্দ্র। সম্পত্তি কা'র দাদা? তুমি আমি কে, যে প্রতাপের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রে, অনর্থক প্রজাগণের কষ্টের কারণ হ'বো? আমার এ পৈত্রিক রাজত্ব মায়ের—বাজারের ধারে মা ব'সে থাকৃতে, তাঁ'র সম্পত্তির একচুলও কি প্রতাপ নষ্ট ক'রতে পারে, দাদা?—আপনি চুপ ক'রে ব'সে দেখুন, আর মা'র চরণে মন রে'খে আপনার কার্য্য ক'রে যা'ন। আমিও যথাশক্তি মায়ের সেবা করি, আর দেখি, যা'তে তাঁ'র প্রজাগুলি—তাঁ'র সন্তানগুলি—কোন কষ্ট না পায়। আমিও শুনিচি, প্রতাপ আজ কালীগঞ্জ ভেঙ্গে, নূতন বাজার বসা'বে?—পারে, করুক না—সেও ত মায়ের সন্তান। মা যদি তাঁ'কে ও সম্পত্তিটা দেন, তা'তে তুমি আমি বাধা দেবার কে?

রামেশ্বর। আপনি যদি ঐ ভাবে ঔদাস্য প্রকাশ করেন, তা হ'লে একে একে সমুদায় জমিদারীই বাঁড়ুয্যে মশাই গ্রাস ক'রবেন।

জ্ঞানেন্দ্র। এ পর্য্যন্ত কি কিছু নিতে পেরেছে দাদা?—আমার মায়ের শক্তি যে না জানে, সেই আমাকে, ও ভয় দেখা'তে পারে। দাদা, আপনি ত অনেক দেখেছেন, অনেক শুনেছেন। বলুন দেখি, আমার ইচ্ছাময়ী মায়ের বিরুদ্ধে, কে, কোন্ দিন কি ক'রতে পেরেছে? আমি বেশ জানি, প্রতাপ অবোধ বালক। সে আমার ছোট ভাই। যাই হউক, দু'দিন বাদে যখন বুঝ্‌তে পারবে, অন্যায় ক'রেছে, তখনই মায়ের ছেলে, মায়ের পদতলে লুটিয়ে প'ড়বে। আমাদের কিছুই ক'রতে হ'বে না।

রামেশ্বর। আমার বোধ হয়, বাজারে দু'দশ জন লোক রাখ্‌লে হ'তো!

জ্ঞানেন্দ্র। কিছু প্রয়োজন নাই। লোকের দরকার হয়, মা জোগাড় ক'রে নেবেন। আমরা যদি জন কত লোক পাঠাই, প্রতাপের লোকের সঙ্গে, তা'দের বিরোধ হ'বে। তা'র ফল—রক্তা-রক্তি। আমাদের তা'র আয়োজন ক'রতে হ'বে না—রক্তারক্তির দরকার হয়, তা'ও মা অনায়াসেই করতে পারেন। আর বিনা রক্ত-পাতে জয় করবার দরকার হয়, তা'ও তিনি ক'রতে পারেন।

রামেশ্বর। অতটা ঔদাস্য প্রকাশ করলে কি সংসার চলে?

জ্ঞানেন্দ্র। ঔদাস্য প্রকাশ কর্‌ছি কি?—দাদা, মায়ের কার্য্যে অবহেলা ক'রেছি কি?—মা আমার হাতে তাঁ'র যতটুকু সম্পত্তি দিয়েছেন, তা'র যথাশক্তি রক্ষার ত্রুটি হ'য়েছে কি?—আমার হৃদয় ত বল্‌চে, হয় নাই।—নররক্তপাতের ভার ত মা আমায় দেন নাই। সংহার কার্য্য, তিনি মহাকালের সাহায্যে নিজেই ক'র্‌বেন—ক'র্‌চেন—ক'রেচেন। দাদা, জগন্নাথপুরের জমিদারের কথা একবার ভেবে দেখ। কিসে কি হ'লো?

রামেশ্বর। হাঁ, সে ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত! কিসে কি হ'লো, কিছুই বুঝতে পার্‌লাম্ না সে বারেও আপনি বলেছিলেন মায়ের সম্পত্তি, মা রক্ষা করেন, থাক্‌বে—না করেন, যাবে। অমার তা'তে কি?

জ্ঞানেন্দ্র। বাবা, সত্যেন্দ্র, তুমি পড়া বন্ধ ক'রে আমাদের কথা শুন্‌চো। পাঠে অবহেলা ক'রো না। যখন আমরা কোন কথায় ব্যস্ত থাক্‌বো, তুমি বরং ও ঘরে—কি অন্য কোনও ঘরে গিয়ে প'ড়ো।

সত্যেন্দ্র। বাবা, জগন্নাথপুরে, কি হ'য়েছিল?

জ্ঞানেন্দ্র। শুন্‌বে বাবা, মায়ের লীলার কথা?—শোনো।—জগন্নাথপুরের চৌধুরীরা আমাদের দৌহিত্রসন্তান। আমার প্রপিতামহ, তোমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ স্বর্গীয় জগৎনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, স্বীয় কন্যা সারদাসুন্দরীকে, অজিতনাথ চৌধুরী মহাশয়ের হাতে সমর্পণ ক'রে তাঁ'কে জগন্নাথপুরের কিয়দংশ দান করেন ও সেখানে তাঁ'র বাটি প্রস্তুত করিয়ে দেন। অজিতনাথের পৌত্র শ্যামানাথ এখন সেখানে আছেন। তিনি আমাদের কে বল দেখি বাবা?

সত্যেন্দ্র। তাঁ'র পিতামহী ত আপনার পিতামহের ভগ্নি। তবে তিনি আপনার ভাই। বোধ হয় আপনার চেয়ে ছোট. তা'হ'লে, তিনি আমার কাকাবাবু। আমি তাঁ'কে কখন দেখি নি।

জ্ঞানেন্দ্র। হাঁ, শ্যাম তোমার কাকা! তোমার প্রতাপকাকাকে দেখেছ?

সত্যেন্দ্র। হাঁ দেখেচি তিনি বড় রাগী। লোকজনকে কেবল বকেন।—তা বাবা ওকথা থাক্ জগন্নাথপুরের কথা বলুন।

জ্ঞানেন্দ্র। শ্যাম ছেলে মানুষ তা'র খেয়াল হ'লো, জগন্নাথপুরের বাকী জমিটুকু নেবে। জগন্নাথপুরে, গঙ্গার ধারে, স্বর্গীয় প্রপিতামহদেব একটি শিব প্রতিষ্ঠা ক'রে, তা'র নাম রাখেন "জগন্নাথ" গ্রামের নাম রাখেন "জগন্নাথপুর" তা'র আগে ও গ্রামটার নাম ছিল "চালতা-ডাঙ্গা"। পুরাণো কাগজপত্রে এখনও সে নাম দেখ্‌তে পাবে। সেখানে মায়ের মূর্ত্তিও স্থাপন ক'রেছিলেন, তার নাম "জগত্তারিণী"। তাঁ'দের নিত্য সেবার জন্য, যে জমিটুকুর প্রয়োজন, তদ্ব্যতীত জগন্নাথপুরের আর সমুদায় অংশই তিনি অজিতনাথকে দিয়ে যান। শ্যাম এক বারও ভাব্‌লে না, মা জগত্তারিণীর সেবার জন্য যে ক'টি ধান হয়, তা' নিলে, তাঁ'র সেবার অসুবিধা হ'বে। সে মনে ক'রলে, জগন্নাথ-পুরের মাঝে একটুখানির ভার, আর একজনের হাতে থাক্‌বে কেন?—সে অবোধ, যদি মায়ের কাছে চাইত। যদি বল্‌তো, মা আজ থেকে আমি তোমার সেবায় দেহপাত ক'রবো। মা দিতেন। তা' না ক'রে, মা'র কাছ থেকে কেড়ে নেবার ইচ্ছা তা'র হ'লো! তা' কি কেউ কখনও পারে বাবা?—মা আমার ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী। তাঁ'র কাছে জোর ক'রতে গেলে হ'বে কেন?—শ্যাম-ভাই, সে কথা না বুঝে মনে কর্‌লেন, তাঁ'র জ্ঞানা দাদা,

বল্‌বে না—ধান হ'লে জোর ক'রে সব কেটে নেবে। তা'র পর আর বছর থেকে আর মায়ের চাকর নফরদের ও জমিতে ঢুকতে দেবে না। তাই ধান ক'টি কাট্‌বার মত হ'লে, এক দিন শতাবধি লাঠিয়াল জোগাড় ক'রে ভায়া, আমার স্বশরীরে, জন মজুর নিয়ে, ধান কাট্‌তে আরম্ভ ক'রে দিলেন। আমি আগে খবর পেয়ে, ধান কাট্‌বার জন্য জন কত মজুর পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। দাদা আমায় সেবারও লাঠিয়াল পাঠা'তে ব'লেছিলেন। আমি ভেবে দেখ্‌লাম—মা আমারও মা—শ্যামারও মা—এতদিন আমায় সেবা করতে দিয়েছিলেন এখন যদি তা'র সেবাই তাঁ'র প্রীতিকর হয়, দিন কতক সে সেবা করুক না। তাই আমি বল্‌লাম, লাঠিয়াল পাঠাবার দরকার নেই। শ্যামের লোক যদি ধান কাটে ত, আমার লোকের আর ধান কাট্‌বার দরকার নেই। তাই যেই শ্যাম লোকজন নিয়ে ধান কাট্‌তে এলো, আমাদের লোকেরা সব ক্ষেত ছেড়ে উঠে গেল। কাজেই দাঙ্গার আর দরকার হ'লো না। কিন্তু মায়ের লীলা বোঝ্‌বার শক্তি কা'র আছে? ইচ্ছাময়ীর যা' ইচ্ছা, তা'ই হয়। সেই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, মফঃস্বল থেকে ফিরে, সদরে যাবেন ব'লে, সেই পথে জগন্নাথপুরের ঘাটে যা'চ্ছিলেন। তিনি জনতা দেখে, নিজের সেরেস্তাদারকে দিয়ে সম্বাদ নিলেন। শুনে তাঁ'র ক্রোধ হ'লো। তিনি শ্যামকে ডেকে, তখনি ব'লেদিলেন, যে মুখুর্য্যেদের দেবোত্তরের উপর হস্তক্ষেপ করলে, তাঁ'র সমূহ বিপদ হ'বে। সেই পর্য্যন্ত ভায়া একটু শান্ত হ'য়েছেন।

রামেশ্বর। এবারেও না হয় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সম্বাদ দিন।

জ্ঞানেন্দ্র। তা'রি বা দরকার কি?—সে বারেও ত আমি সম্বাদ দিতে যাই নি। এবারেও যদি দরকার হয়, মা যা হয় ক'র্‌বেন। প্রতাপ যদি মায়ের সেবা ক'রে জীবন সফল ক'রতে চায়, মা তা'রে বাজারটা দিয়ে দেবেন, তা'তেই বা আমার ক্ষতি কি? কি বল বাবা সত্যেন্দ্র?

সত্যেন্দ্র। তিনি যখন সবই কর্‌চেন, তখন মাঝে থেকে, আমাদের আবার কর্ত্তৃত্ব ক'র্‌তে যা'বার দরকার কি?—তোমার কাজে—মা'র কাজে—আমার কি কোন কথা ক'বার দর্‌কার হয়—তোমরা যা' ভাল তা'ইত কর। আমার, কি খাবার কি পর্‌বার দরকার, সবই ত তোমরা আপনা হ'তে কর। আমার কি উচিত, কি অনুচিত, তোমরাই ত ব'লে দাও। আচ্ছা বাবা, তোমার এ মা, আমার কে?—আমি ত তাঁ'কে কখনও দেখি নি।

জ্ঞানেন্দ্র। বাবা, এ মা জগতের মা।—তিনি আমারও মা তোমারও মা। তাঁ'কে দেখেছ বই কি, তবে চেন নি। উপনয়ন হ'ক, শ্রীগুরুদেব দীক্ষা দিয়ে চিনিয়ে দেবেন।

রামেশ্বর। এতটা নির্ভর মানুষে পারে না।

জ্ঞানেন্দ্র। পশু পক্ষীতে পারে, কীট পতঙ্গে পারে, মানুষে যদি না পারে, সে মানুষের দোষ!

এমন সময়, দূরে কোলাহল শোনা গেল।

রামেশ্বর বলিলেন 'ঐ বাজার ভাঙ্গচে।'

সত্যেন্দ্র বলিল 'ভাঙ্গুক'।

জ্ঞানেন্দ্র হাসিলেন।

সাময়িক সংবাদ।

আমাদের একান্ত ইচ্ছা, গৃহস্থগণ আকাশ-চারী গ্রহগণের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করেন, এজন্য মাসে মাসে সম্বাদস্তম্ভে গ্রহসম্বাদ অর্পণ করিব। আগামী অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি অপরাহ্নে পূর্ব্বাকাশের উর্দ্ধে রক্তবর্ণ মঙ্গলগ্রহ দর্শকমাত্রেরই নেত্রপথে পতিত হইবেন। এরূপ সুন্দর রক্তবর্ণ আর কোনও গ্রহেরই নাই, সুতরাং মঙ্গলকে চিনিয়া লওয়া কঠিন নয়। মঙ্গল ক্রমে ক্রমে চন্দ্রের সন্নিহিত হইয়া, ৬ই তারিখে প্রায় যেন একত্রিত হইবেন, আবার ৭ই হইতে চন্দ্র মঙ্গলকে ছাড়িয়া ক্রমে পূর্ব্বগামী হইবেন। জ্যোতিষীগণ এই যোগকে অশুভ বলেন।

১লা চন্দ্রকে শুক্রগ্রহের সন্নিহিত দেখা যাইবে। শুক্রের আলোক শুভ্র ও উজ্জ্বল। চন্দ্র ও শুক্র সন্ধ্যাকালে পশ্চিমাকাশে লক্ষিত হইবেন।

* * *

এই সময়ে প্রাতঃকালের কিছু পূর্ব্বে যে তারাটি পূর্ব্বাকাশে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত থাকেন, সেইটি বৃহস্পতি। বৃহস্পতির প্রভা রজত-ধবল। বৃহস্পতি ২১এ অগ্রহায়ণ চন্দ্রের সন্নিহিত হইবেন।

শনৈশ্চর এখন সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া থাকেন। ইহাঁর প্রভা অনুজ্জ্বল ও নীলাভ। এজন্য যাঁহারা এটিকে না চেনেন, তাঁহারা সহজে চিনিতে পারিবেন না। দূর-বীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে, অর্দ্ধরাত্র সময়ে দেখিবার সুবিধা হয়। ইহার অঙ্গুরীয়ক ইহাকে পরিচিত করিয়া দেয়। ৮ই অগ্রহায়ণ শনি চন্দ্রের সন্নিহিত হইবেন, এবং চন্দ্র হইতে উত্তরদিকে দৃষ্ট হইবেন। সেই দিন চিনিবার চেষ্টা করিলে, সুবিধা হইবে।

যাঁহারা হর্সেল, উরেনস, বা বরুণগ্রহকে চিনেন, তাঁহারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন হইলে, চর্ম্ম-চক্ষে তাঁহাকে দেখিবার অধিকারী। ১লা ও ২৯এ অগ্রহায়ণ তিনি চন্দ্র সন্নিহিত হইবেন, এবং চন্দ্রের অবস্থিতি স্থানের দক্ষিণাকাশে অবস্থিত হইবেন। ৭ই অগ্রহায়ণ ইনি শুক্র সন্নিহিত হইবেন এবং শুক্রের অল্প উত্তরে লক্ষিত হইবেন। বহুবার দর্শন করিতে করিতে গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিচিত হইয়া থাকে। উপরে যে উত্তর, দক্ষিণ বা পূর্ব্ব পশ্চিম বলা হইয়াছে তাহা ঠিক উত্তরাদি নহে। গ্রহ দেখিয়া তাহার নিকটস্থ কোনও তারা লক্ষ্য করিয়া রাখিলে, কয়েকদিন পরে গ্রহটিকে সেই তারা হইতে দূরে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কারণ গ্রহ গতিশীল।

অগ্রহায়ণ মাসে একটি চন্দ্রগ্রহণ ও একটি সূর্য্যগ্রহণ হইবেক, কিন্তু কোনটিই আমাদের দেশে দেখা যাইবেক না।

* * *

আগামী ৪ঠা অগ্রহায়ণ শনিবার সোদপুর পিঞ্জরপোলে গোষ্ঠাষ্টমী বা গোপাষ্টমী উপলক্ষে মেলা হইবে। এই উৎসব উপলক্ষে, প্রতি বৎ-সরই, মেলা হইয়া থাকে। রেলওয়ে কোম্পানী যাত্রীগণের সুবিধার জন্য স্পেসেল ট্রেন দিয়া থাকেন। এ বৎসরও শনিবার সকাল হইতে অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত যাইবার এবং ঐ দিন তিনটা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত আসিবার জন্য স্পেসেল ট্রেন চলিবে মেলায় হাটবাজার বসে, এবং নাচ তামাসা ও বাজী হইয়া থাকে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ময়মনসিংহের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়, গত কার্ত্তিক মাসে শ্রীশ্রী৺ গয়াক্ষেত্রে প্রায় চারিশত অধ্যাপক ও আত্মীয়

স্বজন সঙ্গে, গমন পূর্ব্বক, স্বীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের সাম্বৎসারিক শ্রাদ্ধ দানসাগর ও গয়াশ্রাদ্ধাদি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সুপুত্রের প্রধান কর্ত্তব্যই এই।

বেঙ্গলী সংবাদ পত্রে দেখিলাম, জাহ্নবী দাসী নামে একটি স্ত্রীলোক, ভবানীপুর নিবাসী গোপীনাথ দত্ত নামক কোনও গৃহস্থের অন্তঃপুরে গিয়া, স্ত্রীলোকদিগের নিকট গল্প করে, যে দুটি লোক আছে, তাহারা পিত্তল তামা প্রভৃতি ধাতুকে সোনা করিতে পারে। তাহার হাতের বালা দুগাছি আগে পিতলের ছিল। তারাই ঐ দুইগাছি সোনা করিয়া দিয়াছে। সেই কথায় লোভ প্রযুক্ত স্ত্রীলোককে লোকদুটিকে বাটিতে আনাইয়া, সোনা করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য একশত পঁচাত্তর টাকা দিয়াছিল। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত আর তাহাদের সম্বাদ নাই। শেষে এ কথা গোপীনাথের কর্ণগোচর হওয়ায়; তিনি আলিপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সম্বাদ দিয়াছেন। এরূপ নানা প্রকারের জুয়াচুরীই কলিকাতায় চলে। গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য, স্ত্রীলোকদিগকে সেই সব সম্বাদ দিয়া সাবধান করা। আর স্ত্রীলোকদিগেরও কর্ত্তব্য পুরুষগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা।

আলবর্ট বিক্টর হাঁসপাতালে, আরও ষাইটটি নূতন রোগীর স্থান করা হইতেছে। তাহার জন্য দুই শত ধুতি, দুই শত জামা ও দুই শত কম্বল প্রয়োজন। সাধারণের সাহায্য প্রার্থনীয়। যাঁহারা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, ৫নং বেলগেছিয়া রোড্, ঠিকানায় সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন। (বেঙ্গলী)

দিল্লির বাজারে, কতক গুলি চিত্র পাওয়া গিয়াছে। ঐ গুলি নিতান্ত পুরাতন না হইলেও শেষ মোগল সম্রাটদিগের সময়ের। দিল্লির মিউজিয়ম অব আর্কিওলজির জন্য সে গুলিসং গৃহীত হইয়াছে। ছবিগুলির মধ্যে সম্রাট সাহজহাঁর প্রতিকৃতিখানি বড় সুন্দর। (বেঙ্গলী)

মুষ্টিযোগ।

(প্রথমখণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠার পর)

২২। বাবলা গাছের কচিপাতা বাটিয়া খাইলে পেটের অসুখ ভাল হয়। (প)

* ২৩। হাজা পাঁকুই হইলে, পানের বোঁটা ছেঁচিয়া তাহার সহিত সর্ষপ তৈল উত্তপ্ত করিয়া লাগাইলে, দুএক দিনেই উপশম হইবে। (পী) কতকগুলি পানের বোঁটা অল্প ছেচিয়া কতকটুকু সর্ষপতৈলে দিয়া ফোটাইবে, সেই তৈল লাগাইলেও ঐ ফল পাওয়া যাইবে।

* ২৪। ঐরূপ স্থানে মেদী পাতা ও পাপড়ী খদির সমভাগে মিশাইয়া উত্তপ্ত করিয়া লাগাইলেও উপকার হয়, কিন্তু পায়ে দাগ ধরে। অভাবে শুধু খদির জলে ঘন করিয়া গুলিয়া গরম গরম দিলেও উপকার হয়। (পী)

* ২৫। কোনও স্থান পুড়িয়া গেলে, সেই স্থানে কাঁচা আলু বাটিয়া প্রলেপ দিলে, জ্বালা ভাল হয়। (পী)

* ২৬। ঐরূপ স্থলে, নারিকেল তৈল ও চূণ ফেনাইয়া দিলেও উপকার হয়। (প)

* ২৭। ইংরাজী কাল কালী লাগাইলেও উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। ঐ কালী টগরি, হীরতকী, বহেড়া, আমলকী ও হীরাকস সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত হয়। (অ)

* ২৮। অম্লপিত্তরোগে, আমলকীর রস মধুর সহিত সেবন করিলে উপকার হয়। (প)

* ২৯। শুধু ঢেঁড়স সিদ্ধ জলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। (পী)

তির্য্যগ্‌যোন্যাং যদি ভবস্তেষাং জ্ঞানং কুতোঽভবৎ
কথঞ্চ দ্রোণতনয়াঃ প্রোচ্যন্তে তে পতত্রিণঃ ॥২৫।
কশ্চ দ্রোণঃ প্রবিখ্যাতো যস্য পুত্রচতুষ্টয়ম্ ।
জাতঃ গুণবতাং তেষাং ধর্ম্মজ্ঞানং মহাত্মনাম্ ॥২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতোভূত্বা যদ্বৃত্তং নন্দনে পুরা ।
শক্রস্যাপ্সরসাঞ্চৈব নারদস্য চ সঙ্গমে ॥২৭॥
নারদোনন্দনেঽপশ্যৎপুংশ্চলীগণমধ্যগম্ ।
শক্রং সুরাধিরাজানং তন্মুখাসক্তলোচনম্ ॥২৮॥
স তেনর্ষিবরিষ্ঠেন দৃষ্টমাত্রঃ শচীপতিঃ ।
সমুত্তস্থৌ স্বকঞ্চাস্মৈ দদাবাসনমাদরাৎ ॥২৯॥
তং দৃষ্ট্বা বলবৃত্তঘ্নমুত্থিতং ত্রিদশাঙ্গনাঃ ।
প্রণেমুস্তাশ্চ দেবর্ষিং বিনয়াবনতাঃ স্থিতাঃ ॥৩০॥
তাভিরভ্যর্চিতঃ সোঽথ উপবিষ্টে শতক্রতে
যথার্হং কৃতসম্ভাষঃ কথাশ্চক্রে মনোরমাঃ ৩১।
ততঃ কথান্তরে শক্রস্তমুবাচমহামুনিং ।

শক্র উবাচ।

দেহ্যাজ্ঞাং নৃত্যতামাসাং তব যাভিমতেতি বৈ ॥৩২॥

তির্য্যক্ যোনিতে যদি জনম সবার,
কিরূপে হইল হেন জ্ঞানের সঞ্চার;
কেন বা বলিলে তারা দ্রোণের নন্দন ?
কেবা সেই দ্রোণ বল বিশেষি' এখন।
কেমনে বা তাহাদের জ্ঞানের সঞ্চার ?
শুনিতে বাসনা বড় হ'তেছে আমার।২৫-২৬॥
মার্কণ্ডেয় বলে, মুনি করহ শ্রবণ,
নন্দন কাননে ঘটে অদ্ভুত ঘটন।
একদা অপ্সরা সনে দেব পুরন্দর,
ছিলেন নন্দন মাঝে, আনন্দ-অন্তর।
হেন কালে তথায় নারদ তপোধন
উপনীত হইলেন প্রফুল্ল বদন। ২৭-২৮॥
হেরি তাঁরে শচীপতি সভক্তি অন্তরে
তটস্থ হইয়া উঠে যোড় করি করে।
আপন আসন দিলা করিয়া আদর।
প্রণমে চরণে তবে অপ্সরানিকর। ২৯-৩০
অর্চিত হইয়া মুনি, বসিয়া আসনে,
নানা আলাপন করে পুরন্দর সনে। ৩১॥
কথার প্রসঙ্গে, তবে দেব পুরন্দর,
বলিলা মুনিরে " আজ্ঞা দেহ মুনিবর,
অপ্সরাগণের কেহ করুক নর্ত্তন।
আদেশহ যারে ইচ্ছা, দেব তপোধন, ৩২॥

রম্ভা বা কর্কশা বাথ উর্বশ্যথ তিলোত্তমা।
ঘৃতাচী মেনকা বাপি যত্র বা ভবতো রুচিঃ ॥৩৩॥
এতচ্ছ্রুত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠো বাচং শক্রস্য নারদঃ।
বিচিন্ত্যাপ্সরসঃ প্রাহ বিনয়াবনতাঃ স্থিতাঃ ॥৩৪॥
যুষ্মাকমিহ সর্ব্বাসাং রূপৌদার্য্যগুণাধিকাম্।
আত্মানং মন্যতে যা তু সা নৃত্যতু মমাগ্রতঃ ॥৩৫॥
গুণরূপবিহীনায়াঃ সিদ্ধির্নাট্যস্য নাস্তি বৈ।
চার্বধিষ্ঠানবন্নৃত্যং নৃত্যমন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥৩৬॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তদ্বাক্যসমকালঞ্চ একৈকাস্তানতাস্ততঃ।
অহং গুণাধিকা ন ত্বং ন ত্বং চান্যা ব্রবীদিদং ॥৩৭॥
তাসাং সম্ভ্রমমালোক্য ভগবান পাকশাসনঃ।
পৃচ্ছ্যতাং মুনিরিত্যাহ বক্ত্রায়াং বোগুণাধিকাং ॥৩৮॥
শক্রচ্ছন্দানুযাতাভিঃ পৃষ্টস্তাভিঃ স নারদঃ।
প্রোবাচ যত্তদাবাক্যং জৈমিনে তন্নিবোধ মে ॥৩৯॥

রম্ভা, কি কর্কশা, কিম্বা উর্ব্বসী সুন্দরী,
তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, মেনকা বিদ্যাধরী,
যার নৃত্য দেখিবারে হয় তব মন,
আজ্ঞা দেহ, সেই জন করুক নর্ত্তন। ৩৩॥
ইন্দ্রের বচন শুনি, নারদ তখন,
বিনীতা অপ্সরাগণে বলেন বচন—৩৪॥
"তোমাদের মাঝে যেবা রূপগুণবতী
সেই ত করিবে নৃত্য কৈনু অনুমতি। ৩৫॥
বিচার করিয়া নৃত্য করহ এখন,
রূপগুণবিহিনের বিফল নর্ত্তন।
হাবভাবযুক্ত নৃত্য—নৃত্য সুনিশ্চয়,
তা বিনা ইতর নৃত্য বিড়ম্বনাময়।" ৩৬॥

মার্কণ্ডেয় বলে, মুনি করহ শ্রবণ,
শুনি নারদের মুখে এ হেন বচন,
আরম্ভিল বিসম্বাদ অপ্সরা সকলে,
তুমি নও আমি বড়, পরস্পর বলে। ৩৭॥
তাহা দেখি, কৌতুকী হইয়া পুরন্দর,
বলিলেন, কেন সবে কলহে তৎপর?
মুনিবরে জিজ্ঞাস, রূপসী কোন জন?
কেবা গুণবতী? জান জিজ্ঞাসি এখন। ৩৮॥
ইন্দ্র বাক্যে, মুনি পাশে আসিয়া সকলে,
বিবাদ ভঞ্জন তরে, করযোড়ে, বলে।
তাদের বাসনা জানি, নারদ তখন
বলিলেন যাহা, বলি, করহ শ্রবণ। ৩৯॥

নারদ উবাচ।

তপস্যন্তং নগেন্দ্রস্থং যা বঃ ক্ষোভয়তে বলাৎ।
দুর্ব্বাসসং মুনিশ্রেষ্ঠং তাং বো মন্যে গুণাধিকাম্ ॥৪০॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বা বেপিতকন্ধরাঃ।
অশক্যমেতদাস্মকমিতিতাশ্চক্রিরে কথা ॥৪১॥
তত্রাপ্সরা বপুর্নাম মুনিক্ষোভনগর্ব্বিতা।
প্রত্যুবাচানুযাস্যামি যত্রাসৌ সংস্থিতো মুনিঃ ॥৪২॥
অদ্য তং দেহযন্তারং প্রযুক্তেন্দ্রিয়বাজিনং।
স্মরশস্ত্রগলদ্রশ্মিং করিষ্যামি কুসারথিং ॥৪৩॥
ব্রহ্মাজনার্দ্দনো বাপি যদি বা নীললোহিতঃ।
তমপ্যদ্য করিষ্যামি কামবাণক্ষতান্তরং ॥৪৪॥
ইত্যুক্ত্বা প্রজগামাথ প্রালেয়াদ্রিং বপুস্তদা।
মুনেস্তপঃপ্রভাবেন প্রশান্তশ্বাপদাশ্রমং ॥৪৫॥

নারদ বলেন " সবে শুনহ বচন,
গিরি শিরে, দুর্ব্বাসা, তপেতে নিমগন,
যে জন পারিবে মুগ্ধ করিতে তাঁহারে,
গুণাধিকা বলি আমি জানিব তাহারে।" ৪০
মার্কণ্ডেয় বলেন, শুনহ তপোধন,—
নারদের সেই বাক্য করিয়া শ্রবণ,
ভয়ে কম্পান্বিতা হয়ে অপ্সরা সকলে,
'আমাদের সাধ্য নয়' এই কথা বলে। ৪১
অপ্সরাগণের মাঝে ছিল একজন,—
বপু নাম—রূপগর্ব্বে অহঙ্কৃত মন—
বহু তাপসের পূর্ব্বে কৈল তপোনাশ—
সে সাহসে মনে তার বড়ই উল্লাস।
সগর্ব্বে বলিল—"যাব নিকটে তাঁহার,
মহিত করিব তাঁরে, সন্দেহ কি তার? ৪২
দেহ-রথে তাঁর, অশ্ব ইন্দ্রিয়নিচয়
মনো-রশ্মি-যোগে বদ্ধ আছে সুনিশ্চয়।
বুদ্ধি হয়ে সারথি তাহাতে [illegible]
সে রথে চালিত, মুনি আছে অনুক্ষণ।
আমি গিয়া কাম-বাণ করিব ক্ষেপণ
নাশিব সারথি, রশ্মি করিব ছেদন;
ছিন্ন রশ্মি অশ্বগণ চালাবে বিপথে।
না হইবে সে অশ্ব সংযত কোন মতে।৪৩।
দুর্ব্বাসা কি বেশী আর? দেব জনার্দ্দন,
পদ্মযোনি, কিম্বা সেই দেব পঞ্চানন,
অনায়াসে সবারে পারি করিতে কাতর,
মদনের পঞ্চ শরে করি' জর জর।৪৪"
এতেক বলিয়া, বপু, চলে হিমালয়ে,
ভাঙ্গিতে মুনির তপ, গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে।
দুর্ব্বাসার প্রভাবে, প্রশান্ত তপোবন।
শ্বাপদেরা হিংসা ভুলি' করি'ছে ভ্রমণ,
অশান্তির ছায়া মাত্র না দেখি নয়নে,
চলে সে আশ্রমে, বপু গজেন্দ্র গমনে। ৪৫ ॥

সা পুংস্কোকিলমাধুর্য্যা যত্রাস্তে স মহামুনিঃ।
ক্রোশমাত্রং স্থিতস্তস্মাদগায়ত বরাপ্সরাঃ ॥৪৬॥
তদ্‌গীতধ্বনিমাকর্ণ্য মুনির্বিস্মিতমানসঃ।
জগাম তত্র যত্রাস্তে সা বালা রুচিরাননা ॥৪৭॥
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীং মুনিঃ সংস্তভ্য মানসং।
ক্ষোভণায়াগতাং জ্ঞাত্বা কোপামর্ষসমান্বিতঃ ॥৪৮॥
উবাচেদং ততোবাক্যং মহর্ষিস্তং মহাতপাঃ ॥৪৯॥
যস্মাদ্দুঃখার্জ্জিতস্যেহ তপসোবিঘ্নকারণাৎ।
আগতাসি মদোন্মত্তে মম দুঃখায় খেচরি ॥৫০॥
তস্মাৎ সুপর্ণগোত্রে ত্বং মৎক্রোধকলুষীকৃতা।
জন্মং প্রাপ্স্যসি দুষ্প্রাজ্ঞে যাবদ্বর্ষাণি ষোড়শ ॥৫১॥
নিজরূপং পরিত্যজ্য পক্ষিণীরূপধারিণী।
চত্বারস্তে চ তনয়া জনিষ্যন্তেঽধমাপ্সরাঃ ॥৫২॥
অপ্রাপ্য তেষু চ প্রীতিং শস্ত্রপূতা পুনর্দিবি।
বাসমাপ্স্যসি বক্তব্যং নোত্তরং তে কথঞ্চন ॥৫৩॥

ইতি বচনমসহ্যং কোপসংরক্তদৃষ্টিঃ
চলকলবলয়াস্তাং মানিনীং শ্রাবয়িত্বা।
তরলতরতরঙ্গাং গাং পরিত্যজ্য বিপ্রঃ
প্রথিতগুণগণৌঘাং সংপ্রয়াতঃ খগঙ্গাং ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে বপুশাপকথনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

পুংস্কোকিল জিনি' তা'র সুমধুর স্বর,
গাহিতে লাগিল গান, প্রফুল্ল অন্তর।
যথায় সে মহামুনি ধ্যানে মগ্ন ছিল,
এক ক্রোশ দূরে তা'র, গান আরম্ভিল। ৪৬ ॥
গান শুনি' সবিস্ময়ে চমকিল মুনি,
যথা বালা সেই স্থানে চলিলা অমনি। ৪৭ ॥
বুঝিলেন দেখি তা'রে—তপ নাশিবারে
আসিয়াছে, মত্ত হ'য়ে, আশ্রম মাঝারে।
অমনি ক্রোধেতে—যেন দীপ্ত হুতাশন—
বলিতে লাগিলা, তা'রে, করিয়া তর্জ্জন —৪৮-৪৯ ॥
"রে পাপিনি, দুঃখার্জ্জিত তপোনাশ তরে
এসেছ আশ্রমে মোর, মায়াছলা ক'রে? ৫০ ॥
শুন মদোন্মত্তে, এই আমার বচন,
পক্ষী হ'য়ে জন্ম লহ ভবেতে এখন।
রহিবি ষোড়শ বর্ষ পক্ষী দেহ ধ'রে,—
চারটি তনয় তুই ধরিবি উদরে। ৫১-৫২ ॥
কিন্তু তনয়ের মুখ না হ'বে দর্শন,
শস্ত্রহতা হ'য়ে তুই ত্যজিবি জীবন।
শাপ মুক্তা হ'য়ে পুনঃ অমর ভবনে,
আসিবি কহিনু স্থির, রেখো ইহা মনে।
কোনো কথা না শুনিব, না কহ বচন,
ভুঞ্জহ এখন ফল কর্ম্মের মতন। ৫৩ ॥
এত বলি, ক্রোধে মুনি আরক্তনয়ন
বারি করে ল'য়ে তা'রে অভিশাপ করি'
ধরণী ত্যজিয়া তবে করিয়া গমন
আকাশগঙ্গার তীরে গেলা ত্বরাত্বরি। ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে বপুশাপ নামক প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অরিষ্টনেমি পুত্রোঽভূদ্গরুড়ো নাম পক্ষিরাট্।
গরুড়স্যাভবৎ পুত্রঃ সম্পাতিরিতি বিশ্রুতঃ ॥১॥
তস্যাপ্যাসীৎ সুতঃ শূরঃ সুপার্শ্বো বায়ুবিক্রমঃ।
সুপার্শ্বতনয়ঃ কুন্তিঃ কুন্তিপুত্রঃ প্রলোলুপঃ ॥২॥
তস্যাপি তনয়াবাস্তাং কঙ্কঃ কন্ধর এব চ ॥৩॥
কঙ্কঃ কৈলাসশিখরে বিদ্যুদ্রূপেতি বিশ্রুতম্।
দদর্শাম্বুজপত্রাক্ষং রাক্ষসং ধনদানুগম্ ॥৪॥
আপানাসক্তমমলস্রগ্দামাম্বরধারিণম্।
ভার্য্যাসহায়মাসীনং শিলাপট্টেঽমলে শুভে ॥৫॥
তদ্দৃষ্টমাত্রং কঙ্কেন রক্ষঃ ক্রোধসমন্বিতঃ।
প্রোবাচ কস্মাদায়াতস্তমিতোঽগুজাধম ॥৬॥
স্ত্রীসন্নিকর্ষে তিষ্ঠন্তং কস্মান্মামুপসর্পসি।
নৈষ ধর্ম্মঃ সুবুদ্ধীনাং মিথোনিস্পাদ্য বস্তুষু ॥৭॥

কঙ্ক উবাচ।

সাধারণোঽয়ং শৈলেন্দ্রো যথা তব তথা মম।
অন্যেষাঞ্চৈব জন্তূনাং মমতা ভবতোঽত্র কা ॥৮॥

মার্কণ্ডেয় মহামুনি বলিলা তখন—
মন দিয়া শুনহ জৈমিনি তপোধন।
অরিষ্টনেমির এক জনমে কুমার,
পক্ষীর ঈশ্বর সে, গরুড় নাম তা'র ॥
গরুড়ের পুত্র সে সম্পাতি নাম ধরে। ১ ॥
সুপার্শ্ব তাহার পুত্র খ্যাত চরাচরে।
বায়ুর সমান সেই মহাবলবান,
সুপার্শ্বতনয় কুন্তি শুন মতিমান।
কুন্তির হইল পুত্র প্রলোলুপ নাম।
তা'র পুত্র কঙ্ক ও কন্ধর গুণধাম। ২-৩ ॥
একদা হেরিল কঙ্ক কৈলাসশিখরে,
বিদ্যুদ্রূপ নামেতে রাক্ষস কেলি করে;
ধনেশের অনুচর মহারূপবান,
ললিতকমলনেত্র সুন্দর বয়ান, ৪ ॥
পত্নী সনে বসিয়া রয়েছে শিলাতলে,
সুরাপানে আসক্ত অমল মাল্য গলে। ৫ ॥
অদূরে বসিয়া কঙ্ক করে দরশন,
হেরি, তা'রে, রক্ষ ক্রোধে বিচলিত মন,
বলে রে অণ্ডজাধম এলি কোথা হ'তে?
মনেতে কি লজ্জা নাহি হ'লো কোন মতে? ৬ ॥
বিরলে রমণী সনে রয়েছি বসিয়া,
এখানে আসিলি তুই বল কি লাগিয়া?
রমণীর সনে যদি থাকে কোন জন,
সেথা কভু সুবুদ্ধি না করে আগমন। ৭ ॥
কঙ্ক বলে, গিরি-শির সাধারণ স্থান,
এই স্থানে অধিকার সবার সমান।
তুমি আমি কিম্বা জন্তু অন্য যে হেথায়,
যখনি আসিবে কিছু বাধা নাহি তায়,
তবে তুমি হেন কথা বল কি কারণ?
কেন বা আমারে কর আসিতে বারণ? ৮ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ব্রুবাণমিত্থং খড়্গেন কঙ্কং চিচ্ছেদ রাক্ষসঃ ॥৯॥
ক্ষরৎক্ষতজবীভৎসং বিস্ফুরন্তমচেতনম্ ।
কঙ্কং বিনিহতং শ্রুত্বা কন্ধরঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
বিদ্যুদ্রূপবধয়াশু মনশ্চক্রেঽণ্ডজেশ্বরঃ ॥১০॥
স গত্বা শৈলশিখরং কঙ্কো যত্র হতঃ স্থিতঃ ।
তস্য সঙ্কলনঞ্চক্রে ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য খেচরঃ ।
কোপামর্ষবিবৃত্তাক্ষো নাগেন্দ্র ইব নিঃশ্বসন্ ॥১১॥
জগামাথ স যত্রাস্তে ভ্রাতৃহা তস্য রাক্ষসঃ ।
পক্ষবাতেন মহতা চালয়ন্ ভূধরাম্বরান্ ॥১২॥
বেগাৎ পয়োদজালানি বিক্ষিপন্ ক্ষতজেক্ষণঃ ।
ক্ষণাৎ ক্ষয়িতশত্রুঃ স পক্ষাভ্যাং ক্রান্তভূধরঃ ॥১৩॥
পানাসক্তমতিং তত্র তং দদর্শ নিশাচরং ।
আতাম্রবক্ত্রনয়নং হেমপর্য্যঙ্কমাশ্রিতম্ ॥১৪॥
স্রগ্দামাপূরিতশিখং হরিচন্দনভূষিতং ।
কেতকীপত্রগর্ভাভৈর্দন্তৈর্ঘোরতরাননং ॥১৫॥
বামোরুমাশ্রিতাঞ্চাস্য দদর্শায়তলোচনাম্ ।
পত্নীং মদনিকাং নাম পুংস্কোকিলকলস্বনাম্ ॥১৬॥

মার্কণ্ডেয় বলে মুনি করহ শ্রবণ,
এত শুনি ক্রোধে রক্ষ আরক্ত নয়ন,
খড়্গেতে কঙ্কের মুণ্ড কাটিয়া ফেলিল,
ঝর ঝর ধারে রক্ত ঝরিতে লাগিল । ৯ ॥
প্রাণহীন হ'য়ে কঙ্ক পড়িল ভূতলে,
সে বারতা পাইয়া কন্ধর কোপে জ্বলে ।
বিদ্যুৎরূপের তরে বধিতে জীবন,
সেইত স্থানেতে আসে অণ্ডজ-রাজন । ১০॥
অগ্রজের দেহ আগে সংগ্রহ করিয়া,
ক্রোধেতে আরক্ত চক্ষু চলে নিঃশ্বসিয়া
ত্যজয়ে নিঃশ্বাস ক্রুদ্ধ নাগেন্দ্র যেমন,
তেমতি নিঃশ্বাস ফেলে অণ্ডজ রাজন । ১১ ॥
যথা ভ্রাতৃঘাতী সে রাক্ষস দুরাচার,
উপনীত হৈলা বীর নিকটে তাহার ।
পক্ষবাতে কম্পান্বিত করিয়া ভূধর,
রক্ত আঁখি ক্রোধভরে গর্জ্জে ভয়ঙ্কর ১২ ॥
মেঘজাল পক্ষবাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়,
রাক্ষস সমীপে যায় বীর ক্রোধময় । ১৩ ॥
দেখে বীর, সে রাক্ষস মত্ত সুরাপানে,
রক্তবর্ণ চক্ষু মুখ, রয়েছে শয়নে, ১৪ ॥
সুবর্ণ পর্য্যঙ্কপরে শিরে ফুলহার,
হরিচন্দনেতে অঙ্গ ভূষিত তাহার,
মত্ত হয়ে হাসে করি দশন বিস্তার,
বদন হয়েছে তাহে ভয়াল আকার ;
কেতকী-কুসুমে গর্ভ-পত্র যেই মত ।
সেইমত শুভ্র অতি তার দন্ত যত । ১৫ ॥
কামিনী বসিয়া তার বাম উরুপরে,
পুংস্কোকিল জিনি, কলকণ্ঠে গান করে ;
মদনিকা নাম তার রূপ অনুপম,
কমল-আয়ত-নেত্রে মধুর বিভ্রম । ১৬ ॥

ততোরোষপরীতাত্মা কন্ধরঃ কন্দরস্থিতং।
তমুবাচ স্থদুষ্টাত্মন্নেহি যুধ্যস্ব বৈ ময়া ॥১৭॥
যস্মাজ্জ্যেষ্ঠো মম ভ্রাতা বিশ্রব্ধো ঘাতিতস্ত্বয়া।
তস্মাত্ত্বাং মদসংসক্তং নয়িষ্যে যমসাদনম্ ॥১৮॥
বিশ্বস্তঘাতিনাংলোকা যে চ স্ত্রীবালঘাতিনাম্।
যাস্যসে নিরয়ান্ সর্ব্বাংস্তাংতমদ্য ময়া হতঃ ॥১৯॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যেবং পতগেন্দ্রেণ প্রোক্তং স্ত্রীসন্নিধৌ তদা।
রক্ষঃ ক্রোধসমাবিষ্টং প্রত্যভাষত পক্ষিণম্ ॥২০॥
যদি তে নিহতো ভ্রাতা পৌরুষং তদ্বিদর্শিতং।
ত্বামপ্যদ্য হনিষ্যেঽহং খড়্গেনানেন খেচর।
তিষ্ঠ ক্ষণং নাত্র জীবন্ পতগাধম যাস্যসি ॥২১॥
ইত্যুক্ত্বাঞ্জনপুঞ্জাভং বিমলং খড়্গমাদদে ॥২২॥
ততঃ পতগরাজস্য যক্ষাধিপভটস্য চ।
বভূব যুদ্ধমতুলং যথা গরুড়শক্রয়োঃ ॥২৩॥
ততঃ স রাক্ষসঃ ক্রোধাৎ খড়্গমাবিধ্যবেগবৎ।
চিক্ষেপ পতগেন্দ্রায় নির্ব্বাণাঙ্গারবর্চ্চসম্ ॥২৪॥

কন্দরে কন্ধর আসি, রোষযুত মনে।
গর্জ্জন করিয়া বলে ভীষণ বচনে
আয় আয়, দুরাচার, ত্বরা মোর পাশ,
যুদ্ধ করি' মোর সঙ্গে পুরা মোর আশ। ১
বিশ্রব্ধ জ্যেষ্ঠেরে মোর করিলি সংহার,
আয় ত্বরা প্রতিফল লইব তাহার,
এখনি পাঠা'ব তোরে শমন ভবনে,
কি দশা হইবে তব নাহি জান মনে? ১৮
বিশ্বস্ত লোকের যেবা বধয়ে জীবন,
নারী আর শিশু যেবা করয়ে হনন,
তা'রা সবে যায় যেই ভীষণ নরকে,
মোর হাতে তথায় যাইতে হ'বে তোকে।
মার্কণ্ডেয় বলে মুনি করহ শ্রবণ,
রমনী সম্মুখে আসি করিয়া তর্জ্জন,
পক্ষীন্দ্র বলিল, যদি এ সব বচন,
তাহা শুনি রক্ষ হ'য়ে ক্রুদ্ধঅতিশয়,
বলিতে লাগিল অতি প্রমত্ত হৃদয়। ২০॥
পৌরুষ দেখাতে এসে হত তোর ভাই,
তোরও সেই দশা হ'বে কিছু চিন্তা নাই,
এই খড়্গে তোরও আমি বধিব জীবন,
ক্ষণেক বিলম্ব তুই কর্‌রে এখন;
জীবন লইয়া তুই না ফিরিবি আর,
নিশ্চয় নিশ্চয় এই কহিলাম সার। ২১॥
এত বলি মহাখড়্গ করিল গ্রহণ,
জিনিয়া অঞ্জনপুঞ্জ ভীষণ দর্শন। ২২॥
যক্ষরাজানুগ রক্ষ ক্রোধযুত মনে,
আরম্ভিল ঘোর যুদ্ধ পক্ষীরাজ সনে,
যথা গরুড়ের সনে দেব পুরন্দর,
করিয়াছিলেন যুদ্ধ অতি ঘোরতর। ২৩॥
নির্ব্বাপিত অঙ্গার বরণ খড়্গ ল'য়ে,
নিক্ষেপ করিল রক্ষ ক্রোধযুক্ত হ'য়ে। ২৪॥

পতগেন্দ্রশ্চ তং খড়্গং কিঞ্চিদুৎপ্লুত্যভূতলাৎ।
বক্ত্রেণ জগ্রাহ তদা গরুড়ঃ পন্নগং যথা ॥২৫॥
বক্ত্রপাদতলৈর্ভঙ্‌ক্ত্বা চক্রে ক্ষোভমথাণ্ডজঃ।
তস্মিন্ ভগ্নে ততঃ খড়্গে বাহুযুদ্ধমবর্ত্তত ॥২৬॥
ততঃ পতগরাজেন বক্ষস্যাক্রম্য রাক্ষসঃ।
হস্তপাদকরৈরাশু শিরসা চ বিযোজিতঃ ॥২৭॥
তস্মিন্ বিনিহতে সা স্ত্রী খগং শরণমভ্যগাৎ।
কিঞ্চিৎসঞ্জাতসন্ত্রাসা প্রাহ ভার্য্যা ভবামি তে ॥২৮॥
তামাদায় খগশ্রেষ্ঠঃ স্বকং গৃহমগাৎ পুনঃ।
গত্বা স নিষ্কৃতিং ভ্রাতুর্বিদ্যুপনিপাতনাৎ ॥২৯॥
কন্ধরস্য চ সা বেশ্ম প্রাপ্যেচ্ছারূপধারিণী।
মেনকাতনয়া সুভ্রূঃ সৌপর্ণং রূপমাদদে ॥৩০॥
তস্যাং স জনয়ামাস তার্ক্ষীংনাম সুতাং তদা।
মুনিশাপাগ্নিবিপ্লুষ্টাং বপুমপ্সরসাম্বরাম্।
তস্যা নাম তদা চক্রে তার্ক্ষীমিতি বিহঙ্গমঃ ॥৩১॥
মন্দপালসুতাশ্চাসংশ্চত্বারোঽমিতবুদ্ধয়ঃ।
জরিতারিপ্রভৃতয়ো দ্রোণান্তা দ্বিজসত্তমাঃ ॥৩২॥

উৎপ্লুত হইয়া তবে পক্ষীর ঈশ্বর,
চঞ্চুপুটে ধরে সেই খড়্গ ভয়ঙ্কর.
গরুড়ের মুখে শোভে পন্নগ যেমন,
কন্ধরের মুখে খড়্গ শোভিল তেমন। ২৫
মুখে আর চরণে ধরিয়া খড়্গবর.
দুই খণ্ড করে তাহা পতগঈশ্বর :
খড়্গ ভঙ্গ হ'লে দোঁহে মল্লযুদ্ধ হয়.
দোঁহে বলে সমতুল্য, কেহ ন্যূন নয়। ২৬
বহুক্ষণ পরে তবে পতগ-রাজন,
রাক্ষসের বক্ষদেশ করি' আক্রমণ,
হস্ত পদ শির ছিন্ন করিলা তাহার,
মরিল রাক্ষস হ'য়ে ভয়াল আকার। ২৭
পত্নী তা'র হত তা'রে করি দরশন,
অবিলম্বে নিল আসি খগের শরণ ;
ভয়ে ভয়ে বলে রক্ষা করহ আমায়,
তোমার অধিনী হ'য়ে ভজিব তোমায়। ২৮॥
সঙ্গে ল'য়ে তা'রে তবে পতগ-ঈশ্বর,
আপনার গৃহে আসে প্রফুল্ল অন্তর।
বিদ্যুদ্রূপে বধি ভ্রাতৃবধ অপমান.
ক্রোধানলসনে বীর করিল নির্ব্বাণ। ২৯ ॥
কন্ধরের গৃহে আসি সেইত রমণী
মায়ায় পক্ষিণীরূপ ধরিল অমনি। ৩০ ॥
মায়ারূপধারিণী সে মেনকানন্দিনী.
জনমনমোহিনী অতীব মায়াবিনী।
মুনিশাপে জন্মে বপু তাহারি উদরে,
কন্ধরের ঔরসে পক্ষিণী দেহ ধ'রে।
তার্ক্ষীনাম রাখে তা'র খগেন্দ্র কন্ধর।
দেখিতে হইল কন্যা অতি মনোহর। ৩১ ॥
মন্দপাল তনয় আছিল চারিজন,
জরিতারি আদি সবে বুদ্ধে বিচক্ষণ। ৩২ ॥

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, সি.

India Press, Calcutta.

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সনাতন ধর্ম্মানুগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নীতি, এবং শিল্প বিজ্ঞানাদি প্রকাশক

সচিত্র মাসিক পত্র।

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥

প্রথম খণ্ড।] পৌষ, ১৩১৬ [তৃতীয় সংখ্যা

স্বর্গীয়

রমেশচন্দ্র দত্ত, C. I. E.

বঙ্গের একজন কৃতী সন্তান, অনন্ত কালের কোলে লীন হইয়াছেন। তিনি খ্রীঃ ১৮৪৮ অব্দের ১৩ই আগষ্ট এই কলিকাতা নগরে, রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হওয়াতে, তিনি স্বীয় খুল্লতাত, সুবিখ্যাত ইংরাজী লেখক শশীচন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত হয়েন। খ্রীঃ ১৮৬৮ অব্দে, তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ [illegible]। বিখ্যাত বাগ্মীসুরেন্দ্র নাথ ও বি, এল, গুপ্ত তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। খ্রীঃ ১৮৬৯ অব্দে পরীক্ষায় তাঁহারা তিনজনেই উত্তীর্ণ হন। রমেশচন্দ্র, উত্তীর্ণগণের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীঃ ১৮৭১ অব্দে, ভারতে আগমন পূর্ব্বক ১৮৯৭ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গের নানাস্থানে, বিবিধ রাজকার্য্যে অতিবাহিত করিয়া, অবসর গ্রহণ করেন। খ্রীঃ ১৮৯৭ হইতে ১৯০৪ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি প্রায়শঃ ইংলণ্ডেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড অবস্থান কালে, তিনি বহুদিন লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজে ভারতেতিহাস বিষয়ের উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত ছিলেন। খ্রীঃ ১৯০৪ অব্দে বরদা-রাজের রাজস্ব-মন্ত্রীর পদ গ্রহণ পূর্ব্বক, তিন বৎসর ঐ কার্য্য করেন, এবং ১৯০৭ অব্দের জুলাইমাসে, কিছু দিনের জন্য বিদায় লইয়া, শান্তিতে অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু, তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ডিসেণ্ট্র্যালাইজেসন কমিসন উপলক্ষে আবার তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়। খ্রীঃ ১৯০৮ অব্দে আবার তিনি বিলাতে গমন করেন, তথা হইতে মার্চ মাসে ভারতবর্ষে আসিয়া, আবার বরদায় রাজকার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে

আর পরিশ্রম সহিল না, গত ৩০শে নবেম্বর মঙ্গলবার প্রাতে ৯টার সময় বরদা নগরে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ, ও ইংরাজী ভাষায় ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বঙ্গবিজেতা প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাস ও বালকগণের পাঠোপযোগী একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ইংরাজী ভাষায় History of the Ancient Civilisation in India, Indian Epics, Economic History of India প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ সর্ব্বত্র সাগ্রহে আলোচিত হইয়া থাকে। দেশের সকলেই তাঁহার মরণে শোক-সন্তপ্ত। আমরাও তাঁহার কার্য্যময় জীবনের দু'টা কথা বলিয়া একটু অশ্রুপাত করিলাম।

দুটি কবিতা।

অনন্ত।

অই চাঁদ হেসে হেসে আকাশের গায়ে মিশে যায় ;
অই রবি ধীরে ধীরে অস্তাচলে লই'ছে আশ্রয়।
অই তারা মিটি মিটি গগনের কোণে নিবে যায় ;
অই ফুল বনে ফুটি বনে পুনঃ নীরবে শুকায়।
সকলি কালের বশে অনন্তের কোলে মিশে যায় ;
জীবন, যৌবন, রূপ, ধীরে ধীরে অনন্তে মিলায়।

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

আপন।

এনে এ ভবের হাটে মা আমায় কাঁদাবি কত ?
যতই ডাকি মা মা ব'লে, ভাবিস্ তুই কি পরের ছেলে ?
বল্ দেখি মা এমন ক'রে কেন আছিস্ পরের মত ?
আপন ভেবে ডাক্‌না মোরে, আপন মোরে নে মা ক'রে ;
আপন ভেবে আদর ক'রে, দেখ্ মা আপন ছেলের মত।

শ্রীমাধবচন্দ্র মিত্র

গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গ।

মনুষ্য কি পশুর অধম?

শিষ্য। প্রভো, আমি আপনার উপদেশ মত, সেই দিন হ'তে বদ্ধ-পদ্মাসন অভ্যাস করছি।

গুরু। দেখ, বৎস, শুধু বদ্ধ-পদ্মাসন হ'লেই হ'বে না। বদ্ধ-পদ্মাসন দ্বারা ক্রমে শরীর রোগ শূন্য হ'বে বটে, কিন্তু আরও কিছু চাই। আসন প্রভৃতি অভ্যাসে যে শরীর নিরোগ হয়, তার প্রমাণ, তুমি প্রত্যক্ষ ক'রেছ। তোমাদের পরিবার মধ্যে, এক জন অষ্টমবর্ষ বয়স হ'তে তাঁর পিতার উপদেশ মত, যোগাঙ্গ অভ্যাস ক'রচেন। তুমি গত চারি বৎসর তাঁ'কে দেখ্‌চো, কোনও দিন বোধ হয় একটু সামান্য অসুখও তাঁর হ'তে দেখ নাই। আমি কা'র কথা বল্‌চি তা বুঝতে পাচ্ছ না?—যাঁ'র সাহায্যে তুমি আসন-অভ্যাসে সমর্থ হ'য়েছ, তোমার সেই পত্নীর কথাই বল্‌চি। তুমি যে এত অল্প বয়সে বিবাহিত হ'য়েছ, তা আমি আগে বুঝতে পারি নাই। তুমি মনে করচো, আমি এ সম্বাদ পেলাম কোথায়?—দেখ, বৎস, যদিও তোমাদের বাটী এখান থেকে প্রায় দু ক্রোশ হ'বে—যদিও আমার এই স্থূল দেহ তোমাদের গ্রামে, কখনও প্রবেশ করে নাই।—যদিও তোমার পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা অন্য কাহাকেও আমি কখনও চর্ম্মচক্ষে দেখি নাই—তথাপি তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী প্রভৃতি সকলকেই আমি সূক্ষ্ম দেহে প্রত্যক্ষ করেছি। কিরূপে? তাহা বল্‌ছি। তোমায় কিছুই জিজ্ঞাসা করতে হবে না, স্থির হ'য়ে শ্রবণ কর। আমাদের এই জড় দেহ, পরস্পর অনুস্যূত কয়েকটি আবরণ দ্বারা [illegible]। সেই অনুস্যূত ভাবটি বোঝবার জন্য [illegible] দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। যেন একটা বাটিতে [illegible] পরিষ্কার জল আছে তাতে কোনও কিছুর মিশান নাই, তথাপি তাতে তা'র উপাদান [illegible] অবশ্যই পরস্পর অনুস্যূত ভাবে আছে। তুমি বল্‌তে যাচ্ছিলে, অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন জলের উপাদান। বেশ, সেই কথাই [illegible] অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন [illegible] অনুস্যূত ভাবে মিলিত হ'লে, জল [illegible] কারণ হয়; সেই অনুস্যূত [illegible] প্রত্যেক সূক্ষ্মতম বিন্দুতে বর্ত্তমান [illegible] কি বল?

শিষ্য। হাঁ।

গুরু। আমরা কিন্তু জলের উপাদান কারণ অন্যরূপ স্বীকার করি। ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতই আমাদের মনীষিগণের মতে ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় পদার্থের উপাদান কারণ। এখন এই পঞ্চভূত কি কি পদার্থ, তা' বুঝাবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করব। একটু ধীরভাবে শ্রবণ কর। যত পদার্থ তুমি প্রত্যক্ষ ক'রেছ, সেই সমুদায়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ, এই পাঁচটি গুণ বা তা'তে আর কিছু পে'য়েছ কি? বেশ ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখ। তদ্ব্যতিরিক্ত যদি কিছু দেখতে পাও, আমায় বলো। আপাততঃ যা বলি তা শোনো, যতক্ষণ না ভাল ক'রে বুঝতে পারবে, ততক্ষণ জিজ্ঞাসা করতে কুণ্ঠিত হ'য়ো না। তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জ্ঞানলাভের উপায়।

তন্মাত্রাদি পঞ্চ তন্মাত্রই জগতের যাবতীয় পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

উপাদানভূত পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতম অবস্থা।

শিষ্য। তন্মাত্র কি?

গুরু। তৎ-মাত্র অর্থাৎ যে উপাদান থাকাতে, পদার্থমাত্রেই অল্পাধিক গন্ধ আছে তাহাই গন্ধতন্মাত্র বা ক্ষিতিতত্ত্ব। যাহা থাকাতে পদার্থমাত্রেই অল্পাধিক রস বর্ত্তমান আছে, তাহাই রসতন্মাত্র বা অপতত্ত্ব। যে উপাদান রূপের হেতু, তাহাই রূপতন্মাত্র বা তেজস্তত্ত্ব। যাহা থাকাতে পদার্থমাত্রই স্পর্শ গ্রাহ্য, তাহাই স্পর্শতন্মাত্র বা বায়ুতত্ত্ব। পদার্থমাত্রের শব্দোৎপাদিকা শক্তির উপাদানই ব্যোমতত্ত্ব বা শব্দতন্মাত্র। ইহাদের সত্ত্বা, জড়েন্দ্রিয়ের পূর্ণ-বিকাশ দ্বারা প্রত্যক্ষ হ'তে পারে।

শিষ্য। জড়েন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিকাশ কি?

গুরু। যে ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্য, তাহা সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পূর্ণরূপে সাধিত হবার শক্তি লাভের নাম, সেই ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ-বিকাশ

শিষ্য। সে ত মানুষের বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে আপনা আপনি হ'য়ে থাকে।

গুরু। তা' হয় না বাবা! তা'র প্রমাণস্বরূপ এই তুমিই আমার সম্মুখে র'য়েছ। তোমার দর্শন-ইন্দ্রিয়ের যদি পূর্ণ বিকাশ হ'তো, তা'হ'লে আজ তোমায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞানাবিষ্কৃত কাচ-চক্ষুর সহায়তা গ্রহণ করতে হ'তো না। অন্য কোন্ ইন্দ্রিয়ের কি অবস্থা, তা ও আমি প্রত্যক্ষ করছি, কিন্তু সে কথা এখন বল্‌বো না। সে কথা সময়ান্তরে হ'বে। এখন আমরা কথা প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় হ'তে অনেক দূরে এ'সে পড়িচি। এখন শোনো, জলে যেমন সব উপাদানগুলি পরস্পর অনুস্যূতভাবে থেকে জলের হেতু হ'য়েছে; সেইরূপ ঐ উপাদানপঞ্চই পরস্পর অনুস্যূতভাবে বর্ত্তমান থেকে, তোমার আমার স্থূল দেহের হেতু হ'য়েছে। এতদ্ব্যতীত আরও কিছু এই জলে ও তোমাতে আমাতে এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থে বর্ত্তমান আছে। সে কথাও আর একদিন হ'বে। এখন শোনো; তারপর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিকাশ সাধন ক'রে, প্রত্যক্ষ করো। আমাদের দেহ যে পরস্পর অনুস্যূত আবরণ বা কোষ সমষ্টি, এ কথাটা আপাততঃ শোনাই থাক্। সকল বিষয়ই ত আর প্রত্যক্ষ ক'রে বিশ্বাস কর নাই। তাজমহল আছে, একথা শুনে আর ছবি দেখেই ত বিশ্বাস ক'রেছ,— কেন না যাঁ'রা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁ'রাই ও সব লিখেছেন। তেমনি আমিও যে সব কথা বল্‌ছি, সে সব কথা আর্য্য মহর্ষিগণ প্রত্যক্ষ ক'রে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁ'দের আদিষ্ট উপায়ে ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি ক'রে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করেছি, আর সমদায়ও প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌বে তখন বিশ্বাস করি। তুমিও চেষ্টা কর্‌লে পার। জগতের সকলেই পারে। যা দেখ্‌তে পাও নি বা বুঝ্‌তে পার না তা, ভুল মনে না ক'রে, দেখ্‌বার বোঝ্‌বার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। হ'তে পারে না একথা বলো না। উপযুক্ত গুরুর কাছে উপায় জেনে, যত্ন ক'রে দেখো, বুঝ্‌তে পার্‌বে, হয় কিনা?—এখন শোনো—আমাদের সেই আবরণগুলির মধ্যে স্থূলাবরণের শক্তি অতি অল্প এবং জড় প্রতিবন্ধকে তা' অবরুদ্ধ এবং সহজে নষ্টও হ'য়ে যেতে পারে। যেমন চক্ষু,— এই দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তির যতই পূর্ণতা সাধিত হোক না কেন, অনন্ত আকাশের অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখবার ক্ষমতা হ'তে পারে না। কিন্তু অপর কোষ সমূহে তত্তৎ ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশে ঐ শক্তির

অনন্ত বিকাশ অসম্ভব নয়। প্রমাণ আমার সূক্ষ্ম দেহে কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, তোমার অপেক্ষা কিছু বেশী হ'য়েছে, তা'রি ফলে, আমি সেই সূক্ষ্ম দেহাশ্রয় ক'রে, দূরস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং তা'দের মনোভাবও অবগত হ'তে পারি। প্রমাণ চাও?—শোনো। গত শুক্রবারের কথা স্মরণ করতে পারবে কি?

শিষ্য। গত শুক্রবারের কখন?

গুরু। যখন, রাত্রি শেষে তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়,—তা'র পর—যখন তোমার শয়ন কক্ষের ঘড়িটিতে, দুটা বাজে, তখন থেকে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত।

শিষ্য। স্মরণ আছে।

গুরু। তুমি কয়দিন এখানে এসো নি ব'লে, ঐ দিন নিশীথ-সাধনান্তে, তোমার কথা স্মরণ হয়। তখনি আমি সূক্ষ্ম দেহে তোমার শয্যার পার্শ্বে উপনীত হ'লাম। দেখ্‌লাম—তুমি ও তোমার পত্নী শয়ন ক'রে রয়েছ। তখন যদিও আলো ছিল না, কিন্তু, সূক্ষ্ম দেহের দর্শন-ক্রিয়ায়, আলোকের অপেক্ষা রাখে না। আমি আগে তোমাকে অবিবাহিত বলেই মনে করতাম। এখন দেখ্‌লাম সুতরাং—তোমার পিতৃদেব তোমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় বিবাহিত করেছেন। তারি বিষময় ফলস্বরূপ তুমি এই অল্প বয়সে চারি বৎসর পত্নী সহবাস-দ্বারা, নিজের স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি নাশ করেচো। সে কথা ভেবে আমার বড়ই কষ্ট হ'লো। ভাবলাম, ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করে শিক্ষা সমাপন করতে হয় এ শাস্ত্র-বাক্য ভুলে, বঙ্গীয় হিন্দুসন্তানেরা দেশের কি দুর্দ্দশাই ঘটিয়েছে! এমন সময়, তোমার পত্নী, তোমায় একটি কথা বল্লেন, কথাটি বড় মধুর—বড় সারগর্ভ—তিনি বল্লেন "মিছি মিছি এ সব আমোদে কি হয়?"—ভাবলাম এ দেবী কে? অমনি বুঝতে পারলাম, আমার সতীর্থ মহেন্দ্রনাথের কন্যা।—অমনি মহেন্দ্রনাথকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হলো, দেখ্‌লাম, তিনি আত্মানন্দে বিভোর হ'য়ে যোগাসনে আসীন। আবার তোমাদের দিকে দৃষ্টি করলাম; তখন, তোমার পত্নী বল্লেন, আজ আসন অভ্যাস করবে না?—চা'টে ত অনেকক্ষণ বেজে গেছে, বোধ হয় মিনিট বাজে। তুমি 'হাঁ উঠ্‌চি' ব'লে, উঠে বস্‌লে। তিনি তোমার চরণ-ধূলি নিয়ে, বদ্ধপদ্মাসনে ব'সে, তোমারই মূর্ত্তি চিন্তা করতে লাগলেন।

শিষ্য। আমার মূর্ত্তি!

গুরু। হাঁ। স্ত্রীলোকের যে স্বামীকে নারায়ণের সহিত অভিন্ন ভেবে চিন্তা কর্ত্তব্য এ কথা তিনি তার পিতার নিকট শিখে, এই সাধনায় বিশেষ পরিপক্ক হয়েছেন। দেখলাম, তুমি কতবার ঘর থেকে বাইরে গেলে—আলো জ্বাল্‌লে—বিছানার উপর বসে, কতবার বদ্ধ পদ্মাসনে বস্‌বার চেষ্টা দেখ্‌লে, কিন্তু তিনি প্রায় আড়াইটে থেকে সাড়ে চারটে পর্য্যন্ত বদ্ধ-পদ্মাসনে নিবাতনিষ্কম্প-প্রদীপশিখার ন্যায় নিশ্চল হ'য়ে, একতানমনে পতি-নারায়ণ ধ্যানে মগ্ন রহিলেন; আর আমি, মায়ের অবোধ সন্তান, নিশ্চল হ'য়ে, লীলাময়ীর লীলা দেখ্‌তে লাগলাম। আর মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম—মা, আনন্দময়ি, মা গো, আবার কতদিনে বঙ্গের ঘরে ঘরে, এমনি দেবী মূর্ত্তিতে বিরাজ করবে মা? যাবো বাবা, তোদের বাড়ীতে একদিন যাবো, এ দেবী-মূর্ত্তিটি চর্ম্মচক্ষে দেখে, চক্ষু সার্থক করবো। বহুদিন মায়ের এমন মূর্ত্তি দেখি নাই। ও কথা

যাক। এখন বুঝতে পার্‌লে কি বাবা—'হয়,' একজন মানুষে যা করতে পারে, তা' আর একজন পারবে না কেন? এখন তোমায় একটি কথা বলি, তোমায় একটি কদভ্যাস ত্যাগ কর্‌তে হবে, নইলে এ দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ বৃথা হ'বে। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে চেয়ে দেখ, বাবা, সামান্য কীট, পতঙ্গ, পশু পক্ষীরাও বিনা প্রয়োজনে নারীসহবাস ক'রে না। প্রয়োজন, জীব প্রবাহ-রক্ষা। মানুষ হ'য়ে, তুমি কেন পশুর অধম হ'বে বাবা?—বাবা, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েছ, জীবনের অপব্যবহার ক'রো না। শরীর পোষণের ক্রম সে দিন বলেছি। চরম ধাতু অপচয়ের ফলে, ক্রমে ক্রমে এক একটি রোগ এসে আক্রমণ কর্‌চে—হয়ত সে নিরপরাধিনী বালিকাটির দেহও ভগ্ন ও রুগ্ন হবে এই বেলা সাবধান হও। যা বল্‌চি তা করা সহজ নয় সত্য; কিন্তু, একেবারে অসম্ভব ও নয়; আজ আর বেশী ক্ষণ কথোপকথনের সময় নাই, আমায় কার্য্যান্তরে যেতে হবে। শীঘ্র এসো, কি কর্ত্তব্য, বিচার করা যাবে এখন তোমার পরীক্ষার সময় প্রায় নিকট হ'য়ে এসেছে সত্য; কিন্তু, তুমি যে ভাবে জীবন ক্ষেপণ করচো, তাতে পরীক্ষায় সুফল লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। এখন মনকে কেবল স্বীয় কর্ত্তব্যেই নিয়োজিত রাখা উচিত।—কারণ এখন জ্ঞানার্জনের সময়, এখন সংসার সুখ-স্পৃহা ত্যাগ ক'রে, কায়-মন জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত রাখ্‌তে হবে। আজ যা, বল্‌লাম, যদি তার কোনও অংশ বুঝতে না পেরে থাকো, জিজ্ঞাসা ক'রো, মীমাংসা করা যাবে। তোমার পত্নী তোমার সহায় আছেন সুতরাং তোমার মঙ্গল হ'বে, সন্দেহ নাই।

শিষ্য। তবে এখন আসি প্রণাম।

শ্রীশ—

কমলা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥"

পূর্ব্বকথিত কালীনগরের চতুঃপার্শ্ব, প্রশস্ত রাজপথদ্বারা সীমাবদ্ধ। গ্রামের পূর্ব্বসীমাস্থিত রাজপথের অপর পার্শ্বে, জগন্নাথপুর গ্রাম। উত্তর সীমাস্থিত গ্রামের নাম ছিল মনোহরপুর, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান অধিকারী, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, নিজ নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্য, সেই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, ঐ গ্রামটির নাম রাখিয়াছিলেন "প্রতাপনগর"। এই প্রতাপনগরের, প্রকাণ্ড প্রাসাদের একটি সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠ মধ্যে, প্রতাপচন্দ্র, কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। সম্মুখে একটি মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত টেবিল, অদূরে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত টেবিলের নিকট, একটি লোক লিখনপঠনকার্য্যে ব্যাপৃত। তাঁহার নাম ভৈরবচন্দ্র দাস। ইনিই প্রতাপনগরাধীশ্বর প্রতাপচন্দ্রের উপযুক্ত মন্ত্রী। ভৈরবচন্দ্রের চক্ষু দু'টি দেখিলে বুঝিতে পারা

যায়, যে তিনি বড় সহজ লোক নহেন। গৃহের বাহিরে—দ্বারদেশে আরও দুইটি লোক ভূমির উপর উপবিষ্ট। তাহাদের আকৃতি অতি ভীষণ।

প্রতাপচন্দ্র বলিলেন "হাঁরে, নিমে, বাজার ভাঙ্‌বার জন্যে ক'জন গেছে?"

নিমে। "আজ্ঞে, একশত লেঠেল পেটিয়েচি। মুকুর্য্যে ঠাকুদ্দের ত ঐ বার চোদ্দো জন ছাতুখোর ভর্সা। তারাও আবার বাজারে থাকে না।"

প্রতাপ। দাওয়ানজী কি ব'লো? এত কম লোকে কি, হ'বে?

ভৈরব। হ'বে বৈকি, মহারাজ! আপনার নামের জোরেই কাজ হাঁসিল হ'বে। কাল যখন ওদের বাজারে ঢেঁড়া দিলাম, যে কাল থেকে মুকুন্দপুরের গঙ্গার ধারে বাজার বস্‌বে। যারা স্বেচ্ছায় সেখানে নিজের নিজের দোকান নিয়ে যাবে, তাদের পাকা দোকানঘর দেওয়া যাবে. এক বছর সে ঘরের ভাড়া নেওয়া হ'বে না। তখনই পাঁচ সাতজন দোকানদার, নিজেদের দোকান নিয়ে যেতে চেয়েছে। তা'রা ত আপনার বিক্রম জানে। আপনি সাক্ষাৎ বিক্রমাদিত্য! যেটি ধর্‌বেন সেটি কর্‌বেনই। তখন কে আর আপনার প্রতিবাদী হ'বে বলুন।

প্রতাপ। তুমি ঠিক ব'লেছ। আমি মনে কর'লে, সবই কর্ত্তে পারি। কালীনগরের মুখুয্যেরাই বল, আর জগন্নাথপুরের চাটুর্য্যেরাই বল, কেউই আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।—আমার মতলবটা কি জান। ও মুকুন্দ ফুকুন্দ কোন পুরই রাখ্‌বো না? গঙ্গার কিনারা পর্য্যন্ত প্রতাপনগরের সীমানা হওয়া চাই। মুকুন্দপুরের বেশী অংশই ত কিনে নিচি। খানিকটা আছে ঐ শ্যামসুন্দরের। তা' সে টুকুও আমারই কবলে। তর্কপঞ্চানন সে টুকুও বন্ধক রে'খে গেছেন, সুদে আসলে ওটা বিক্রি হ'য়ে আমার হাতেই আস্‌বে। কি বল?

ভৈরব। তার আর সন্দেহ কি, মহারাজ? শ্যামঠাকুর আর টাকা পাবেন কোথায়?—এক রকম ভিক্ষে ক'রেই চল্‌চে। উনি অত গুলো পাস ক'রে ঘরের কোণে ব'সে আছেন, আর বৌ ছুঁড়ী, এর বাড়ী তার বাড়ী থেকে চাল্‌টে তেল্‌টা নুন্‌টো চেয়ে চেয়ে তার উদরের সেবা কর্‌চে। অমন সব লোকের কি ভদ্রাসন থাকে? শেষে গাছ তল সার হয়।

প্রতাপ। ভদ্রাসন, বাগান বাগিচা সবই ত বন্ধক। কোনও রকমে, কালীসাগর, আর বাজারটা দখল কর্‌তে পার্‌লেই ত গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত প্রতাপনগরের সীমা হয়।

ভৈরব। তা হ'বে, মহারাজ, তা হবে। আপনার চেষ্টা বিফল হবার নয়।

প্রতাপ। তার পর এর মুখুর্য্যে ভায়া ত বাইশ বছর বয়সে পত্নী হারিয়েছেন, আর বিবাহ কর্‌লেন না। বলেন, সংসার বন্ধন ছিঁড়েচে, তখন আবার কেন? বৌ ছ'মাসের ছেলেটিকে রে'খে গেছেন, এখন ঐটিই তার বন্ধন। ওটি যদি ছেঁড়ে, তবে তিনিও মুক্ত—আমিও মুক্ত—

ভৈরব। আজ্ঞা ঠিক ব'লেছেন।—ঐটিই সোজা পথ!

কিন্তু এ কথোপকথনের শেষ হইল না। একজন লোক কম্পান্বিত কলেবরে আসিয়া সংবাদ দিল—হুজুর সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। গঙ্গার ধারে যে সব পাকা দোকান ঘর করেছিলেন সমস্ত ভেঙ্গে গঙ্গা গর্ভে পড়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। বাজার!

লোক। বাজার বসে নাই।

প্রতাপ। কেন?

লোক। লাঠিয়ালেরা হৈহৈ ক'রে গেছেলো বটে, কিন্তু কালীমন্দিরের রকে সাক্ষাৎ শিব, ত্রিশূলহস্তে দাঁড়িয়ে তাঁ'কে দেখে, তারা সব ভয়ে কাঁপতে লাগ্‌লো—কিছুই কর্‌তে পার্‌লে না। বাজার যেমন বসে—কালীগঞ্জেই বসেছে।

প্রতাপ। এ, ঐ সন্নিসি বেটারই বুজরুকি। নিমে, দে বেটার ঘরে আগুন দিয়ে। বেটাকে পুড়িয়ে মার।

নিমে। আজ্ঞে, পরমহংস—সাক্ষাৎ শিব!

প্রতাপ। রে'খে দে তোর হংস। এক-একটা ক'রে পালক ছিড়ব তবে আমার নাম প্রতাপ বাঁড়ুয্যে। আজ রাত্রে, আমি যাব—আমি নিজে যাব। তুই, কালা, আর ভৈরব আমার সঙ্গে যাবি।

ভৈরব। হুজুর! মহারাজ আপনি যাবেন? আমি কিঙ্কর থাক্‌তে আপনি যাবেন? আর কোনো শালা না যায়—এ দাস মহারাজের আদেশে গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা কিছুতেই পিছ-পাও নয়। কি'রে নিমে, ক'রে কালা,—সঙ্গে যেতে পার্‌বি? না একাই যাব?

নিমে। এজ্ঞে যাব—কিন্তু আগুনটো আপনি দে'বে।

ভৈরব। তাই হ'বে। আজ শঙ্করানন্দের আনন্দ বের কর্‌ব। রাত দুপুরের পর আমার বাড়ীতে যাস্।

প্রতাপ। ভৈরব তুমি যথার্থ প্রভুভক্ত।

ভৈরব। আমি আপনার অন্নে প্রতিপালিত কিঙ্কর।

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

ফলিত জ্যোতিষের বৈজ্ঞানিকতা।

জ্ঞানেন্দ্র। প্রভো, আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা কর্‌তে আরম্ভ করেছি ব'লে, আমার সহপাঠীরা আমায় উপহাস কর্‌তে আরম্ভ করেছে। যদি যুক্তি-তর্ক-দ্বারা ফলিত জ্যোতিষের সারবত্তা, বুঝিয়ে দিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাদিগকে বুঝিয়ে উপহাসের হাতে নিষ্কৃতি লাভ কর্‌তে পারি।

গুরু। তাঁরা যে যে যুক্তির দ্বারা ফলিত জ্যোতিষের অসারতা প্রমাণ কর্‌তে চান, সে গুলি একে একে বল, যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়—আমি সে যুক্তিগুলির অসারতা একে একে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করি।

জ্ঞানেন্দ্র। তাঁরা বলেন, এবং আমিও বলি, পৃথিবীকে কেন্দ্র স্বীকার করা, একটি মহা ভুল।

গুরু। আর্য্য ঋষিরাও দৃশ্যমান তপন দেবকে, সৌরজগতের কেন্দ্র ও জীবন স্বীকার করেন, তার প্রমাণ আমি তোমায় পরে দিব। কিন্তু বস্তুতঃ পৃথিবীকে বা আমাকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র বল্‌লে কিছুই ভুল হয় না।

জ্ঞানেন্দ্র। কেন?

গুরু। শোনো। পৃথিবী, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়, সামান্য পরমাণু বল্‌লেও অত্যুক্তি হ'বে না। আমি এই পৃথিবীর উপর একটি ক্ষুদ্র বিন্দু! এই আমার দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উর্দ্ধে, অধে যে দিকে চেয়ে দেখ না কেন, অনন্ত-সৌরজগত-পূরিত

অনন্ত আকাশ নয় কি?—তবে পৃথিবীকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র স্বীকার ক'রে, সপ্তলোক যে তা'কে বেষ্টন ক'রে র'য়েছে এ কথায় দোষ কি? ভুলই বা কি? শুধু আমাদের জ্যোতিষ কেন, গণনার সময়ে, তোমাদের পাশ্চাত্য জ্যোতিষেও কি, সূর্য্যের কল্পিত গতি স্বীকার করা হয় না? ওরূপ স্বীকার করায় গণনার সুবিধা আছে। পৃথিবী সম্পর্কে কোন্ গ্রহ নক্ষত্র কখন কোথায় আছে, তার নির্দ্দেশ করারও সুবিধা হয়। দেখ, বাবা, যুগযুগান্তর থেকে কত বড় বড় পণ্ডিতে যা'র সারবত্তা স্বীকার ক'রে গেছেন—তোমরা কেন, দু দশ দিন তা'র একটু আলোচনা ক'রেই দেখ না?—না দেখে শুনে হঠাৎ, ও সব কিছুই নয়, ব'লে, নাসিকা কুঞ্চিত করলে চল'বে কেন?—একটু খেটে দেখ, কিছু না থাকে, ছেড়ে দিতে কতক্ষণ?—আমি বলি, ফলিত জ্যোতিষই জ্যোতিষ শাস্ত্রের সার। ফিজিওলজি বা শারীর বিজ্ঞানের সহিত মনোবিজ্ঞান বা সাইকোলজীর যে সম্বন্ধ, গণিত-জ্যোতিষের সহিত ফলিতজ্যোতিষেরও সেইরূপ নিকট সম্বন্ধ; অথবা এ কথা বললেও অত্যুক্তি হ'বে না, যে শেষোক্তটির নিগূঢ় জ্ঞানের জন্যই প্রথমোক্তটির আলোচনার প্রয়োজন।

জ্ঞানেন্দ্র। শারীরবিজ্ঞানের প্রয়োজন কি শুধু মনস্তত্ত্ব আলোচনার জন্য, তা'র কি স্বতন্ত্র কোনও প্রয়োজন নাই?

গুরু। অন্য প্রয়োজন যে নাই তা বলছি না; জ্ঞানের প্রয়োজন বিশ্বপতির রচনাকৌশল দেখে, তাঁ'তে প্রগাঢ় প্রীতির উদয়। তা'ই বস্তুতঃ জ্ঞানলাভের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে তা না দেখিল, তা'র মূর্খ থাকাই ভাল।—কিন্তু শারীর-বিজ্ঞান যেমন মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি, আবার মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে যেমন আমরা মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের উপায় স্থির করতে পারি—তেমনি, গণিতজ্যোতিষই ফলিতজ্যোতিষের দৃঢ় ভিত্তি। কিন্তু ফলিতজ্যোতিষের সাহায্যে আমরা মানুষকে মনুষ্যত্ব লাভের পন্থা দেখিয়ে দিতে পারি।

জ্ঞানেন্দ্র। কি রূপে?

গুরু। সে কথা দু দশ দিন পরে আলোচনা করলে, তোমার পক্ষে বোঝবার সুবিধা হ'বে। আমি তোমায় কোন কথা বিশ্বাস করতে বলছি না, নিজে হাতে কলমে ক'রে, দেখে বিশ্বাস হয়, স্বীকার ক'রো। এখন দু'কথায় শোনো। কোষ্ঠীতে অঙ্ক কষলেই বুঝতে পারা যায়, যে জাতকের মানসিক প্রকৃতি কিরূপ হওয়া সম্ভব। প্রায় কোন জাতকের সমুদায় বৃত্তিগুলিই বীজরূপে বর্ত্তমান—কাহারই বিকাশ হয় নাই। বীজ যেমন রোপিত হ'লেও বায়ু তাপাদির অভাবে অঙ্কুরিত না হ'তে পারে, হ'লেও তেমন বলবান হ'তে পারে না—অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ যেমন ইন্ধনাভাবে জ্বলতে পারে না—সেইরূপ ঐ সব অপ্রকাশিত বৃত্তিতে যদি পোষণোপযোগী উপাদান সংযোজিত না করা যায়, তবে সে গুলি নিশ্চয় অঙ্কুরিত হ'বে না। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষক যেমন শিশুচরিত্র গঠিত ক'র্ত্তে পারেন, যত্ন করলে, জ্যোতিষের সাহায্যে পিতামাতাগণ, সেইরূপ নিজ নিজ পুত্র কন্যাকেও, ইচ্ছানুরূপ গঠিত ক'র্ত্তে পারেন।

জ্ঞানেন্দ্র। যদি কোষ্ঠীর নির্দিষ্ট ফলের অপলাপ হওয়া সম্ভব হ'লো, তবে আর কোষ্ঠীর প্রয়োজন কি?

গুরু। কোষ্ঠীর প্রয়োজন চরিত্রগঠন, আর বিপদে আত্মরক্ষা। যেমন, কোনও অজানিত প্রদেশে যেতে হ'লে, লোকে, সেই স্থানের একখানি মানচিত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক, কোন্

পথে যেতে হবে? পথে কোনও রূপ বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা? এই সকল তত্ত্ব জেনে, যথোচিত প্রস্তুত হয়ে গেলে, সহজে গন্তব্য স্থানে উত্তীর্ণ হ'তে পারেন, সেইরূপ, জীবের এই ভবাটবীতে এসে, কোন পথে যেতে হ'বে, সেটা ঠিক ক'রে লওয়াই কোষ্ঠীর মুখ্য প্রয়োজন।

জ্ঞানেন্দ্র। তবে অদৃষ্টের অবশ্যম্ভাবিতা কই?

গুরু। আমাদের আলোচ্য বিষয় থেকে দূরে যা'চ্চ। অদৃষ্ট সম্বন্ধে—দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে—আর এক দিন আলোচনা করা যাবে। আজ ফলিত জ্যোতিষের অসারত্ব সম্বন্ধে তোমার যে সব যুক্তি আছে বল। —সূর্য্য যে সৌর জগতের কেন্দ্র সে কথা অস্বীকার করি না। পৃথিবী সূর্য্যের চারি ধারে ঘুরচে কি না? সে তত্ত্বের উপরে জ্যোতিষের সারবত্বার নির্ভর করে না। ফলিত জ্যোতিষের সারবত্তা বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এ কথা অল্লায়াসে প্রমাণিত করা যায়।

জ্ঞানেন্দ্র। অনেক পণ্ডিতে মানে না।

গুরু। এলোপাথিক ডাক্তারেরা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সারবত্তা স্বীকার করেন না, তা'বলেই কি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী অসার বলে ত্যাগ করতে হ'বে নাকি? স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির ন্যায় পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র আলোচনা ক'রে তা'তে সার পেয়ে, এলোপ্যাথিক পদ্ধতি ত্যাগ ক'রেছিলেন, এতেও কি হোমিওপ্যাথিকে অসার বলা যায়? যদিই—কেউ বলেন, তাঁরা ভুল বুঝেছিলেন, তা'হ'লে, তাদের আমি বলি, ঈশ্বরদত্ত ইন্দ্রিয়গুলির সদ্ব্যবহার ক'রে, একটু তলিয়ে দেখে, তার পর সার কি অসার ঠিক করলে ভাল হয় না কি?—পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেইত তোমার বিজ্ঞান পড়ে নি, কাজেই তা'রা তোমার ইলেক্‌ট্রিসিটি, ম্যাগ্‌নেটিজম্‌ প্রভৃতির ধার ধারে না; কাজেই মানেও না, তা'তে কি বিজ্ঞানের কিছু আসে যায়? যা' সত্য তা' চিরদিন সত্যই থাকে। লোকের কথায় মিথ্যা হয় না। আমি এ কথা বল্‌চি না, যে ভাস্করাচার্য্য, প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতে মেনেছেন ব'লে, তোমাকে আমাকে মানতে হবে। সেই গ্রহ নক্ষত্র সবই এখনও বর্ত্তমান আছেন, একটু কষ্ট করে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে দোষ কি?

জ্ঞানেন্দ্র। কি উপায়ে, তাঁ'দের, সন্দেহ ভঞ্জন হ'তে পারে?

গুরু। একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে, দিন কত পড়ে দেখলেই ঠিক হয়। যদি তত কষ্ট করা সুবিধা না হয়, তাঁদের জন্ম সন তারিখ জন্মস্থান আর জন্ম সময়—আর এক একটি টাকা হ'লেই তা'দের অন্তর্বহিঃপ্রকৃতির এক একটি ছবি তুলে দেওয়া যেতে পারবে। বিস্তৃত বিচার কিছু ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। আজ এই পর্য্যন্ত থাক। তাঁদের কাছে যা কিছু যুক্তি আছে নিয়ে এসো, গুরুদেবের কৃপায় বুঝিয়ে দিতে পারবো এমন আশা করি।

জ্ঞানেন্দ্র। তবে আজ আসি, প্রণাম।

উল্ বৃক্ষ।

বিশ্বপতির বিশাল বিশ্বরাজ্যে যে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে, তাহা নির্ণয় করা সামান্য মানবশক্তির অতীত, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহারই কৃপায়, মানব সময়ে সময়ে, তাঁহার সৃষ্টিচাতুর্য্যের এক এক কণা বুঝিতে পারিয়া, আপনাকে মহা-আবিষ্কারক মনে করিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া থাকেন। কিন্তু সেই আবিষ্কারও যে তাঁহারই কৃপাকণা, তাহা ভুলিয়া যান। বস্তুতঃ, তদ্গতভাবে, সৃষ্টিরহস্য আলোচনা করিলে, তাঁহার শক্তিমাহাত্ম্য হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, এবং সেই অনন্তশক্তির, অনন্ত শক্তিমত্বা উপলব্ধি করিতে করিতে, হৃদয়ের প্রসার বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইজন্য আজ বিশ্বস্রষ্টার একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টির বিষয় লইয়া, একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম, জানি না তাঁহাদের ইহাতে মনোরঞ্জন হইবে কি না। এই প্রবন্ধে আমরা উল বৃক্ষের বিষয় আলোচনা করিব।

উল বৃক্ষ সরল কাণ্ড বিশিষ্ট হইয়া, ১৫০ একশত পঞ্চাশ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। ইহাকে ল্যাটিন্ ভাষায় Eriodendron anfractuosum কহে। আমরা উল-বৃক্ষের একটি চিত্র দিলাম। বর্ষান্তে ইহার একবার পত্রোদ্গম হয়। তাহার কতকগুলি বৃক্ষচ্যুত হয় এবং অবশিষ্টগুলি বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত বৃক্ষে থাকিয়া যায়। ইহার ফুলে পাঁচটি পাপড়ি থাকে। (চিত্র দেখ) তন্মধ্যে একটি ঈষৎ লোহিত ও পীত বর্ণ বিশিষ্ট। কখন কখনও প্রায় শ্বেতবর্ণেরও দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্পগুলির বহির্ভাগে পাঁচটি পত্র থাকে। দেখিলে বোধ হয় যেন এই পঞ্চপল্লবের মধ্যভাগে পুষ্পগুলির আবাসভূমি নির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি পঞ্চপর্ব্ব বিশিষ্ট ঈষৎ বহির্মুখীন ডিম্বাকৃতি আবরণীদ্বারা পুষ্পগুলি সমাবৃত। এই আবরণী দৈর্ঘ্যে তিন হইতে চারি ইঞ্চি ও প্রস্থে
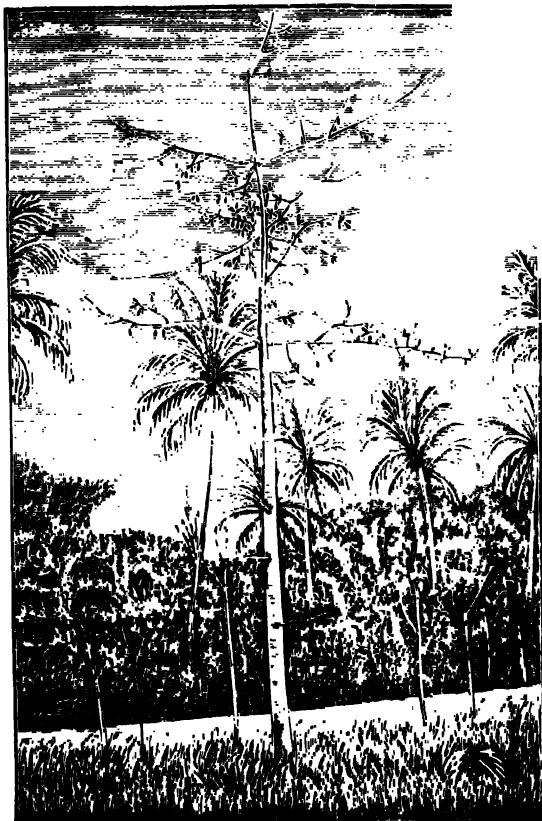
এক ইঞ্চি হইয়া থাকে। তাহার পাঁচটি দ্বার আছে। তন্মধ্যদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বীজে পরিপূর্ণ এবং কালে তাহাই উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট শ্বেতাভ উলে পূর্ণ হইয়া থাকে।

দেখিলে মনে হয়, উল ও তুলা একভাবে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ সহকারে দর্শন করিলে, সে ভ্রম বিদূরীত হয়। তুলা বীজ হইতে পৃথক নহে, কিন্তু উলের বীজ উলের মধ্যে অবিন্যস্তভাবে দৃষ্ট হয়। উলের গাছের গঠন অতি মনোহর এবং আকারও বৃহৎ। এই জাতীয় একশ্রেণীর বৃক্ষ পারস্য উপ-

সাগরের দ্বীপ সমূহে উৎপন্ন হয়। তদুৎপন্ন উলদ্বারা মহামূল্যবান পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারত আক্রমণকারী বীর আলেক্‌জান্দার যখন ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি এদেশে তুলার মত একপ্রকার উলের গাছ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে পোষাকাদি প্রস্তুত হইত। সেই সময় হইতেই আসিয়া মহাদেশের উলবৃক্ষ, ক্রমশঃ সুদূর পাশ্চাত্য রাজ্যসমূহেও উৎপন্ন হইতে লাগিল। ইউরোপের অধিবাসীগণ উক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করিবার জন্য, কঠোর পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন। কালচক্রে, কতিপয় উপনিবেশে ইহার প্রসার অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদের ধনাগমের পথ প্রশস্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে ইহা একটি প্রধান বাণিজ্যশিল্পোপকরণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

এই জাতীয় বৃক্ষ দ্বিবিধ উপায়ে উৎপন্ন করা যায়। বীজের দ্বারা অথবা এই বৃক্ষের কিয়দংশ কর্ত্তন পূর্ব্বক অন্যত্র ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া। ইহার চয়ন প্রণালী অতীব সহজ সাধ্য। ইহার ফল সুপক্ক হইলে, প্রায়শঃ নিম্নে পতিত হয়, তখন লোকে তাহা সংগ্রহ করে। অবশিষ্ট যাহা বৃক্ষে থাকে, আকর্ষণী (আঁকুসী) দ্বারা শাখাচ্যুত করা হয়। এই সংগ্রহকার্য্য আমাদের দেশের শিমুলতুলা সংগ্রহের অনুরূপ। অনন্তর দ্বিবিধ উপায়ে উহাকে বীজ হইতে পৃথক করা হয়। কখন হস্তদ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, কখনও বা পুরাতন প্রথানুযায়ী, সওয়া তিন হাত লম্বা বাঁশের অগ্রভাগে দশখানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁশের কাঠি উল্টা-ভাবে বাঁধিয়া মন্থন দণ্ড প্রস্তুত পূর্ব্বক, একটি আধারে সবীজ উলগুলি রাখিয়া দিয়া, দধি হইতে মাখন উদ্ধারের ন্যায় মন্থন করিলে, উলগুলি উপরে উঠিয়া থাকে ও বীজগুলি নিম্নে পড়িয়া যায়। এই কার্য্য স্ত্রীলোকেরাই সম্পন্ন করে। আধারগুলি ছিদ্রযুক্ত হইলে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়। বড় বড় কারখানায় তাহাই করা হইয়া থাকে। উহাতে বীজগুলি ঐ ছিদ্র দিয়া একেবারে বাহির হইয়া পড়ে। তখন ঐ পরিস্কৃত উলের উপরে পুনরায় সবীজ উল দেওয়া হয়। ক্রমে একসঙ্গে সকলগুলিই বীজ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে, তৎপরে উল শুষ্ক করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

জাভাদ্বীপে, জামপ্রিটে, উল হইতে বীজ পৃথক করিবার জন্য এক কল স্থাপন করা হইয়াছে। জলস্রোতের শক্তিতে এই কল চালিত হয়।

তদ্দারা, প্রতিদিন ৩০০ পাউণ্ড বা প্রায় ১৫০ সের (তিন মণ ত্রিশ সের) শুষ্ক উল পরিষ্কৃত হইতে পারে। বিশুষ্ক না হইলে, কিছু কম হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন জাভাদ্বীপের ললনাগণ নব নব কৌশলে বহুতর উল পরিষ্কার করিয়া থাকে। তদনন্তর পরিচাপ যন্ত্রদ্বারা এই সকল উলের গাঁইট বাঁধা হয়। কিন্তু ভাড়া বাঁচাইতে গিয়া, বেশী চাপ দিলে ইহার স্থিতিস্থাপকতা বিনষ্ট হয়। কারণ উলের আঁস এই চাপে নষ্ট হইলে, তাহাতে আর ভাল সুতা প্রস্তুত হয় না। উলের নম্বরের (গুণের) তারতম্যানুসারে মূল্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। প্রথম নম্বরের উলকে "সর্ব্বোৎকৃষ্ট" উল বলিয়া গণ্য করা হয় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে শিল্পানুমোদিত প্রক্রিয়ায় যে উল, বীজ হইতে পৃথক করা হয়, তাহা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় নম্বর বা দ্বিতীয় শ্রেণীর উলকে "উত্তম" উল কহে। ইহা কোনও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বাহির করা হয় না। কেবল হস্তদ্বারাই পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া হয়। তাহাতে স্বল্প পরিমাণে বীজ মিশ্রিত থাকে। এই সকল কারণে উহাকে দ্বিতীয়শ্রেণীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। তৃতীয় নম্বর বা তৃতীয় শ্রেণীর উলকে "সাধারণ উল" কহে; কারণ উহা সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গণ্য এবং উহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বীজ থাকিয়া যায়।

উল রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল এবং প্রায়শঃ বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণেরই হইয়া থাকে। কদাচিৎ উহা ধূসরবর্ণেরও দৃষ্ট হয়। এই প্রকারের উল, অন্যান্য বর্ণে রূপান্তরিত করা নিতান্ত সু-কঠিন। তবে উহাকে যে অন্যবর্ণে পরিবর্ত্তিত করা অসম্ভব তাহা নহে। পরিষ্কৃত করিবার পূর্ব্বে শীতল নাইট্রিক্যাসিডে উহা ডুবাইয়া লইতে হয়। ইহাতে উলের কোষগুলি কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তুলা ও উলের কত পার্থক্য। ইহাদের উৎপত্তি হইতে সকল বিষয়েই সমতা দৃষ্ট হয়। প্রথম দৃষ্টিতে অনেকটা এক বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উলের এক একটি আঁস সাধারণতঃ সরল এবং দীর্ঘাকৃতি, তুলার আঁস চ্যাপ্টা ও কুঞ্চিত। উল দগ্ধ করিলে অতি অল্প ছাই পাওয়া যায়। এবং দাহনকালে কেশের ন্যায় গন্ধ বাহির হয়। তুলায় তাহা হয় না।

ইহার স্থিতিস্থাপকতা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ, এবং ইহা শৈত্য এবং আর্দ্রতা নিবারক।

উল, কৃষ্ণসার কেশ, ও কর্ক, যদ্দারা শিশির ছিপি প্রস্তুত হয়, এই তিন দ্রব্য পৃথকরূপে জলমগ্ন করিলে, তাহাদের শক্তির কি প্রকার তারতম্য লক্ষিত হয়, তাহা পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। নিম্নে সেই পরীক্ষার ফল প্রদত্ত হইল।

পদার্থের নাম	ওজন	জলে নিমজ্জন	সমুদ্রজলে সপ্তাহ নিমজ্জন
(১) উল	১৫ পাউণ্ড	১৮ পাউণ্ড	১৫ পাউণ্ড
(২) কৃষ্ণসারকেশ	১০ ..	১২ ..	৮ ..
(৩) কর্ক		১৫	

উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহাতে উলের বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারা যায় এবং তাহা সপ্তাহ পর্য্যন্ত লবণাক্ত সমুদ্র-জলে নিমগ্ন থাকিলেও বলের এক অংশ মাত্র হ্রাস হইয়া থাকে। এই কারণে নৌপোতাদিতে উলের গোলাকার পিণ্ডাদি রক্ষিত হয়। পাঠকগণের অনেকেই বোধ হয়, জাহাজের "বয়া" দেখিয়াছেন। সেইরূপ "বয়া" প্রস্তুত করিতে হইলে এই শ্রেণীর উল তাহার মধ্যে প্রদান করিয়া, তাহার উপরিভাগ মোমজমা কাপড়

প্রভৃতিদ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে সামান্য উলের দ্বারা কত মহামূল্য জীবন রক্ষা পাইয়া থাকে। এই প্রকার "বয়ার" তুল্য বিপদের বন্ধু, ভগবান ভিন্ন কেহই নাই। জাহাজ নিমগ্ন হইবার সময়ে একটি "বয়া" লইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারিলে, তাহার জীবনের আশা কিয়ৎ পরিমাণে থাকে বলিয়া মনে হয়। এই উলের চাষ আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে হওয়া কর্ত্তব্য। গ্রেস্‌হফ (Gresshoff) নামে একজন জর্ম্মণ পণ্ডিত বলেন, জলের মধ্যে উলের ওজন অপেক্ষা ৩৮গুণ গুরুদ্রব্য উহারা বহন করিতে পারে। কর্ক কিন্তু ৫গুণের অধিক বহন করিতে সমর্থ নহে। জগতে উলের তুল্য মহদুপকারী দ্রব্য অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইহার আঁস অতি মসৃণ, অনতিদীর্ঘ ও হীনতেজ বলিয়া, ইহার দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে না। ইহার দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিলে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়, অথচ কাগজও ভাল হয় না। ইহার দ্বারা কেবল ব্লটিং (শোষক) কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। মূল্যবান ব্লটিং কাগজ এই উলের দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি পরিচালনোপযোগী "কুষন" রূপে অত্যধিক পরিমাণে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ব্যবহার করিলে, মাটী, খড় বা অন্য কোন আবর্জ্জনা ঘূর্ণ্যমান চক্রে পতিত হইয়া কলের পরিচালন ক্ষমতা নষ্ট করিতে পারে না। এইটিও ইহার একটি প্রধান গুণ। ইহা, কাঠবিড়াল, ইন্দুর, পোকা, উৎকুন প্রভৃতি গল কীটপতঙ্গাদিতে, নষ্ট করিতে পারে না। শীতপ্রধান দেশে, অধিকাংশ পোষাকপরিচ্ছদাদি ইহার দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই পোষাকাদির মধ্যে শৈত্য প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার দ্বারা অর্ণবযানাদিতে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিলে, সামুদ্রিক সিক্ততার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ডাক্তারগণ, শস্ত্রচিকিৎসাদির সময়, ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। অস্ত্রকার্য্য সম্পন্ন হইলে, সেই ক্ষতস্থানে, ইহার দ্বারা ব্যাণ্ডেজের কার্য্য করা হয়। এই উলের যথেষ্ট বিষনাশক শক্তি আছে। ১৪০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপেও ইহার গুণাবলী নষ্ট হয় না। কিন্তু এই জাতীয় অপর দ্রব্যাদি অধিক উত্তাপে নষ্ট হয়। মেক্সিকো দেশে উলের দ্বারা বাতির পলিতা বা সলিতা প্রস্তুত হয়। উল হইতে যে বীজ বহিষ্কৃত হয়, তাহা অব্যবহার্য্যরূপে ফেলিয়া দেওয়া হয় না। উহা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির করা হয়, তাহা প্রদীপে জ্বালিতে ও সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যবসায়ীগণ তৈল এবং তামাকে ইহা মিশাইয়া থাকে। ইহার "খৈল" অশ্ব, গো, মেষাদির বিচালীতে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয় এবং জমিতে সাররূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাভাদ্বীপবাসীগণ উলের বৃক্ষের ত্বক ও মূল ঔষধরূপে ব্যবহার ক'রে। তাহারা ইহার ক্বাথ উদরাময়, আমাশয় এবং আরও কতিপয় পীড়ায় ব্যবহার করিয়া থাকে।

ব্যবসায়ীরা উলের সহিত তুলা মিশাইয়া থাকে। এই প্রকারে মিশ্রিত উলের অন্য কোনও গুণ নষ্ট হয় না ; কেবল স্থায়ীত্ব শক্তি অল্প হয়। নষ্ট তুলা মিশ্রিত করিলে, ইহার স্থায়ীত্ব শক্তি প্রভৃতি সমস্ত গুণই লোপ পায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উলের বিশুদ্ধতা কেবল চক্ষুদ্বারা লক্ষিত হইতে পারে না। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ইহার দোষ গুণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়।

জর্ম্মণ উপনিবেশসমূহে, বহুদিন পূর্ব্বে এক

প্রকার উল আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহা জাভাদ্বীপের অনুরূপ। জর্ম্মনীতে এক মণ দশ সের উলের মূল্য, তদ্দেশের মুদ্রানুযায়ী ৫০ হইতে ৭৫ "মার্ক"। বহুদিন হইতে এই ব্যবসা চলিতেছে। ক্রমেই উহার চাষ বাড়িতেছে। সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ, ভারতবর্ষে প্রায় এক লক্ষ, আটচল্লিশ হাজার, তিন শত বিরানব্বই মণ এবং জাভাদ্বীপে প্রায় এক লক্ষ, উনত্রিশ হাজার, এক শত, পঁচানব্বই মণ উল উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের বিশাল ভারতক্ষেত্রের পক্ষে এরূপ উপকারী দ্রব্যের দুই এক লক্ষ মণ যথেষ্ট নহে। সর্ব্বত্রই ইহার চাষ হওয়া আবশ্যক। ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও উলের আদর যথেষ্টই বর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু উহার চাসের আদর বর্দ্ধিত না হওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

শ্রীগণপতি রায়।
লাইব্রেরিয়ান, ন্যাশনেল কালেজ, কলিকাতা।

মুষ্টিযোগ।

(দ্বিতীয় খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠার পর)

৩০। আমলকীচূর্ণ গুড়সহ সেবন করিলে শীতপিত্তরোগ নষ্ট হয়। (ভা)

* ৩১। আমের বীজাভ্যন্তরস্থ শস্য শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবে। কাহারও ক্রিমিরোগ হইলে ঐ চূর্ণ প্রাতে ৵ ওজনে শীতল জলের সহিত ব্যবহার করিতে দিবে। অল্পবয়সের বালকবালিকার পক্ষে, বয়স অনুসারে মাত্রা অর্দ্ধেক ও সিকি। (প)

৩২। আমগাছের আঠা নেবুর রসে মাড়িয়া পাঁচড়ায় দিলে, নাকি পাঁচড়া সারে। (অ)

৩৩। সোঁদালের পাতা সর্ষপতৈলে ভাজিয়া খাইলে আমাশয় ভাল হয়। (ভা)

* ৩৪। আদার রস, বৎসরাধিক পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য ভাল হয়। (শা)

* ৩৫। আদার রসের কিম্বা শুণ্ঠিচূর্ণের নস্যে মাথা ধরা, ও শ্লেষ্মা ভাল হয়। (ভাব)

৩৬। ওল মাটিতে লেপিয়া পোড়াইবে। সুসিদ্ধ হইলে তিলতৈল ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া, যথেচ্ছ পরিমাণ ভোজন করিলে অর্শের উপকার হয়। ইহা আমার ঔষধ দুই। (শা)

*৩৭। কাঁটাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে কদলি ভোজন করিবে। (ভা)

*৩৮। কদলীজনিত অজীর্ণ ঘৃতে নষ্ট হয়। (ভা)

*৩৯। ব্রহ্মীশাক ভাজিয়া খাইলে গলাধরা সারে। (অ)

*৪০। একটা পাতি বা কাগজীনেবু গোবরের মধ্যে রাখিয়া পোড়াও, তাহার রস গরম গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে গলাধরা তখনি সারে। (প)

(চ) চিহ্নিতগুলি "চক্রদত্ত" নামক বৈদ্যকগ্রন্থের। (ভা) চিহ্নিতগুলি "ভাবপ্রকাশ" নামক বৈদ্যকগ্রন্থের। (শা) চিহ্নিতগুলি "শার্ঙ্গধর" নামক বৈদ্যকগ্রন্থের। সংগৃহীত মুষ্টিযোগগুলি আমার কথিত স্থান ব্যতীত অন্যত্র থাকিলেও থাকিতে পারে। যাঁহার নিকট যাহা পাইয়াছি লিখিলাম, তিনি কোথায় পাইয়াছেন, আমি জানি না। * চিহ্নিতগুলি ব্যতীত অপরগুলি আমার পরীক্ষিত নয়।

৪১। এক টুকরা সোহাগা গালে রাখিলেও গলধরা সারিতে পারে। (অ)

৪২। বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত সেবনে ক্রিমি ভাল হয়। (অ)

৪৩। পলাশবীজচূর্ণ মধুর সহিত সেবনে ক্রিমি ভাল হয়। (অ)

*৪৪। আনারসের পাতার শ্বেতাংশ ছেঁচিয়া তাহার রস, সমপরিমাণ চূণের জলের সহিত খালিপেটে খাইলে ক্রিমি ভাল হয়। (জে

* ৪৫। সর্দ্দিতে মধু মিশ্রিত আদার রসে উপকার হয়। (জে)

* ৪৬। ব্যাকুড়ের (বৃহতী) ফল ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে কাসি ভাল হয়। (জে)

*৪৭। ব্যাকুড়ের ফল লবণ মাখিয়া একটা পাথরে রাখিলে, তাহা হইতে যে জল বাহির হয়, তাহা খাইলে কাসি ভাল হয়। (পী

৪৮। কণ্টিকারি সিদ্ধ জল একছটাক, পিপুঁলের গুড়া দুই আনা মিসাইয়া খাইলে কাসি ভাল হয়। (প)

* ৪৯। বকুল ফল চিবাইলে দাঁত নড়া ভাল হয়। (প)

* ৫০। পানের বোটা থেঁতো করিয়া ঘৃতের সঙ্গে ফুটাইবে. সেই ঘৃত বুকে মালিস করিলে, শিশুদের বুক ঘড় ঘড়ানি ভাল হয়। (পী)

* ৫১। ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম মধু মিশ্রিত করিয়া চাটাইবে, শিশুর বসা সর্দ্দি ভাল হইবে। (পী)

* ৫২। মকরধ্বজ এক আনা, পুরাতন আঁমড়ার আঁটির ভিতরের শাঁস এক আনা ও মধু দুই আনা, শিশুর বসা সর্দ্দিতে বিশেষ উপকারী। (প)

* ৫৩। যবের ছাতু ঘৃতে গুলিয়া ফুটাইয়া লাগাইলে ফোড়া পাকে। (প)

* ৫৪। হলুদ, নিমপাতা ও একটু সৈন্ধব বাটিয়া মাখিলে চুলকনার উপকার হয়। (পী)

* ৫৫। কতকগুলা কাঁচা পলতা ছেঁচিয়া তাহার সহিত কতকটা সর্ষপ তৈল পাক কর। ইহা পোড়া ঘায়ের ভাল ঔষধ (পী)

সাময়িক সংবাদ

গ্রহ সংবাদ। বুধকে আগামী জানুয়ারি মাসের ১০ই সন্নিহিত সময়ে, সন্ধ্যার পর পশ্চিমাকাশে দেখিবার সুবিধা আছে। ১৬ই ডিসেম্বর চন্দ্র ও শুক্র সন্নিহিত হইবেন. ঐ দিন সন্ধ্যার পর হইতে চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, চন্দ্র কেমন ধীরে ধীরে শুক্রের সন্নিহিত হন দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। ২১এ চন্দ্র মঙ্গলের ও ২২এ মঙ্গল শনির সন্নিহিত হইবেন। এই সকল সময়ই গ্রহ পরিচয়ের উপযুক্ত অবসর। ৩রা জানুয়ারি চন্দ্র বৃহস্পতির, ১২ই বুধের, ১৪ই শুক্রের, ১৭ই শনির ও ১৮ই মঙ্গলের সন্নিহিত হইবেন। আগামী ১৯১০ অব্দে হর্সেল বা বরুণ গ্রহকে চর্ম্মচক্ষে দেখিবার সুবিধা নাই।

চৈতন্য লাইব্রেরী। চৈতন্য লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণ মধ্যে মধ্যে, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পারিতোষিক ঘোষণা করেন। এই রূপে তাঁহারা অনেকগুলি সৎ প্রবন্ধ প্রস্তুত করাইয়াছেন। গত বৎসরে তাঁহাদের বিজ্ঞাপিত বিষয় ‘ কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য ও কবিত্ব।” প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন. এম,এ, বি,এল, মহাশয় প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়া, ছাপরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রতিনাথ মজুমদারকে বিশম্ভর সেন পদক ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র সেনকে শ্রীনাথ পদক প্রদান করিতে বলিয়াছেন। আগামী বর্ষের জন্য “স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, (C.I.E.) মহোদয়ের জীবন ও গ্রন্থাবলী” বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই বিষয়ে যে দুই জনের প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহাদিগকে রৌপ্য পদকদ্বয় প্রদত্ত হইবেক। খ্রীঃ ১৯১০ অব্দের ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে বিডন ষ্ট্রীট-স্থিত চৈতন্য লাইব্রেরীর অবৈতনিক সম্পাদকের নিকট, প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবেক।—(বেঙ্গলী)

তেষাং জঘন্যো ধর্ম্মাত্মা বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
উপযেমে স তাং তার্ক্ষীং কন্ধরানুমতে শুভাং ॥৩৩॥
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তার্ক্ষী গর্ভমবাপ হ।
সপ্তপক্ষাহিতে গর্ভে কুরুক্ষেত্রং জগাম সা ॥৩৪॥
কুরুপাণ্ডবয়োর্যুদ্ধে বর্ত্তমানে সুদারুণে।
ভাবিত্বাচ্চৈব কার্য্যস্য রণমধ্যে বিবেশ সা ॥৩৫॥
তত্রাপস্যত যুদ্ধং সা সর্ব্বেষাং পৃথিবীক্ষিতাম্।
শরশক্ত্যৃষ্টিভির্ভীমং যথা দেবাসুরং রণম্ ।৩৬।
তত্রাপশ্যত্তদা যুদ্ধং ভগদত্তকিরীটিনোঃ।
নিরন্তরং শরৈরাসীদাকাশ শলভৈরিব ॥৩৭॥
পার্থকোদণ্ডনির্মুক্তমাসন্নমতিবেগবৎ।
তস্যা ভল্লমহিশ্যামং ত্বচং চিচ্ছেদ জাঠরীম্ ॥
ভিন্নে কোষ্ঠে শশাঙ্কাভং ভূমাবণ্ডচতুষ্টয়ম্।
আয়ুষ সাবশেষত্বাত্তূলরাশাবিবাপতৎ ॥৩৯॥
তৎপাতসমকালঞ্চ সুপ্রতীকাদ্গজোত্তমাৎ।
পপাত মহতী ঘণ্টা বাণসংছিন্নবন্ধনা ॥৪০॥

তাঁদের কনিষ্ঠ দ্রোণ, বেদে বিচক্ষণ,
কন্ধর আদেশে করে তার্ক্ষীরে গ্রহণ ।৩৩॥
কিছুদিনে হলো তার গর্ভের সঞ্চার,
সেইকালে কুরুক্ষেত্রে হলো মহামার।
সপ্ত পক্ষ গর্ভ আছে তার্ক্ষীর উদরে,
কুরুক্ষেত্রে ঘুরে তার্ক্ষী গগন উপরে ।৩৪॥
কুরু পাণ্ডবের যদ্ধ অতীব ভীষণ।
খণ্ডিতে কে পারে বল বিধির লিখন,
দৈববশে তার্ক্ষী তথা গমন করিল,
ভীষণ সমর সেই দেখিতে লাগিল ।৩৫॥
দেবাসুর যুদ্ধসম সেই মহারণ,
সমবেত পৃথিবীর যত রাজা গণ,
শর শক্তি আদি যত আয়ুধ নিচয়,
চলিতেছে চারিদিকে দেখে হয় ভয় ।৩৬॥

দেখে ভগদত্ত পার্থে হয় ঘোর রণ
উভয়ে করিছে রোষে বাণ বরিষণ,
আকাশেতে উড়ে যেন শলভ-নিচয়,
সেইরূপ ছুটিতেছে বাণ নভোময় ।৩৭॥
কৃষ্ণসর্প-সম ভল্ল পার্থ ধনু হ'তে,
দৈববশে-আসি বিন্ধে তার জঠরেতে ।৩৮॥
শশিশুভ্র ডিম্ব চারি জঠর হইতে
স্খলিত হইয়া, আসি' পড়িল ভূমিতে।
আয়ু ছিল বলি' ডিম্ব ভগ্ন নাহি হলো,
তুলা সম পচা মাংস উপরে পড়িল, ৩৯॥
দেখহ দৈবের খেলা সেই ত সময়ে,
পড়ে মহা ঘণ্টা এক বাণছিন্ন হ'য়ে,
ঘণ্টা সেই সুপ্রতীক গজের গলার
আবরণ করি' রহে উপরে তাহার ।৪০॥

সমং সমন্তাৎ প্রাপ্তা তু নির্ভিন্নধরণীতলা ।
ছাদয়ন্তী খমণ্ডানি স্থিতানি পিশিতোঽপরি ॥৪১॥
হতে চ তস্মিন্নৃপতৌ ভগদত্তে নরেশ্বরে।
বহূন্যহন্যভূদ্‌যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসৈন্যয়োঃ ॥৪২॥
বৃত্তে যুদ্ধে ধর্ম্মপুত্রে গতে শান্তনবান্তিকম্ ।
ভীষ্মস্য গদতোঽশেষাং শ্রোতুন্ধর্ম্মান্মহাত্মনঃ ॥৪৩॥
ঘণ্টাগতানি তিষ্ঠন্তি যত্রাণ্ডানি দ্বিজোত্তম ।
আজগাম তমুদ্দেশং শমীকো নাম সংযমী ॥৪৪॥
স তত্র শব্দমশৃণোচ্চিচীকুচীতিবাশতাম্ ।
বাল্যাদস্ফুটবাক্যানাং বিজ্ঞানেঽপি পরে সতি ॥৪৫॥
অথর্ষি শিষ্যসহিতো ঘণ্টামুৎপাট্য বিস্মিতঃ ।
অমাতৃপিতৃপক্ষাণি শিশুকানি দদর্শ হ ॥৪৬॥
তানি তত্র তথাভূমৌ শমীকো ভগবান্মুনিঃ।
দৃষ্ট্বা স বিস্ময়াবিষ্টঃ প্রোবাচানুগতান্ দ্বিজান্ ॥৪৭॥
সম্যগুক্তং দ্বিজাগ্র্যেণ শুক্রেণোশনসা স্বয়ং ।
পলায়নপরং দৃষ্ট্বা দৈত্যসৈন্যং সুরার্দ্দিতং ॥৪৮॥

একালে অণ্ড আর ঘণ্টার পতন,
মাংসরাশি পরে ডিম্ব—ঘণ্টা আবরণ ।৪১॥
ভগদত্ত হত হৈল সেই ত সমরে,
তার পর হলো যুদ্ধ কতদিন ধ'রে,৪২॥
যবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হলো অবসান,
ভীষ্ম পাশে যুধিষ্টির করিলা প্রয়াণ ;
ভীষ্মমুখে বহু তত্ত্ব করিলা শ্রবণ ;
সে কালে আসিলা তথা যত মুনিগণ ।৪৩॥
পক্ষিডিম্ব ছিল যথা ঘণ্টার ভিতর,
সেই পথে আসেন শমীক মুনিবর ।৪৪॥
ঘণ্টার ভিতরে চিচীকুচি রব শুনি,
পক্ষীশাবকের রব বুঝিলেন মুনি ।
বাল্য বশে অস্ফুট করি'ছে কলরব,
যদিও প্রাক্তন-ফলে জ্ঞানী তারা সব ।৪৫॥
শিষ্য সনে সেই ঘণ্টা করি, উত্তোলন,
অতীব অপূর্ব্ব মুনি করে দরশন ।
ঘণ্টা মধ্যে পক্ষীশিশু অতি চমৎকার,
পিতা মাতা নাহি, নাহি পক্ষের সঞ্চার ।৪৬॥
বিস্মিত হইয়া অতি পক্ষী দরশনে,
বলিতে লাগিলা মুনি, সঙ্গী দ্বিজগণে,৪৭॥
এবে পড়ে মনে মোর শুক্রের বচন—
অতি সত্য বলিলা উশনা তপোধন,
যবে দেব সনে রণে হইয়া কাতর,
দৈত্য সৈন্য পলাইল সভয় অন্তর ।৪৮॥

ন গন্তব্যং নিবর্ত্তধ্বং কস্মাদ্ব্রজথ কাতরাঃ
উৎসৃজ্য শৌর্য্য যশসী ক্ব গত্বা ন মরিষ্যথ ॥৪৯॥
নশ্যতো যুধ্যতো বাপি তাবদ্ভবতি জীবিতম্।
যাবদ্ধাতাসৃজৎ পূর্ব্বং ন যাবন্মনসেপ্সিতম্ ॥৫০॥
একে ম্রিয়ন্তে স্বগৃহে পলায়ন্তোঽপরে জনাঃ।
ভুঞ্জন্তোঽন্নং তথৈবাপঃ পিবন্তো নিধনং গতাঃ ॥৫১॥
বিলাসিনস্তথৈবান্যে কাময়ানানিরাময়াঃ।
অবিক্ষতাঙ্গাঃ শস্ত্রৈশ্চ প্রেতরাজবশং গতাঃ ॥৫২॥
অন্যে তপস্যভিরতা নীতাঃ প্রেতনৃপানুগৈঃ।
যোগাভ্যাসে রতাশ্চান্যে নৈব প্রাপুরমৃতাম্ ॥৫৩॥
শম্বরায় পুরা ক্ষিপ্তং বজ্রং কুলিশপাণিনা।
হৃদয়েঽভিহতস্তেন তথাপি ন মৃতোঽসুরঃ ॥৫৪॥
তেনৈব খলু বজ্রেণ তেনৈবেন্দ্রেণ দানবাঃ।
প্রাপ্তে কালে হতা দৈত্যাস্তৎক্ষণান্নিধনং গতাঃ ॥৫৫॥
বিদিত্বৈবং ন সন্ত্রাসঃ কর্ত্তব্যো বিনিবর্ত্তত ॥৫৬॥

'বলিলেন', পলায়ো না হইয়া কাতর,
কোথা গিয়া এড়াইবে শমনের কর?
কেন শৌর্য্য যশ আর, কর পরিহার?
কে বাঁচে বলহ, কাল হলে মরিবার?৪৯॥
জ্ঞানের সঞ্চার তব হয় নি যখন,
বিধাতা মরণকাল লিখিলা তখন,
যুদ্ধ কর কিম্বা দূরে কর পলায়ন,
সুনিশ্চয় সেই কালে হইবে মরণ।
ইচ্ছামত বাঁচিতে কাহারো সাধ্য নাই,
তবে কেন পলাইয়া যেতেছ সবাই?৫০॥
কেহ মরে গৃহ মাঝে থাকি আপনার,
মৃত্যুভয়ে পলাইয়া প্রাণ রয় কা'র?
খেতে খেতে কেহ যায় শমন ভবনে,
জল পান করিতে মরিল কত জনে।৫১॥
কেহ বা বিলাসী [illegible] শরীর,
অক্ষত শরীরে গেল শমন মন্দির।৫২
কেহ বা তপস্যা করি কাটাইত কাল,
হেরিল কালের মুখ কুটিল করাল।
যোগাভ্যাসে রত থাকি কেহ কত জন,
মৃত্যুভয়ে নিস্তার না পাইল কখন।৫৩॥
আবার দেখহ ইন্দ্র বজ্র লয়ে করে,
দারুণ আঘাত কৈল অসুর শম্বরে।
সে বজ্রের, হৃদয়েতে হইল পতন,
তবু ও তাহাতে তার না গেল জীবন।৫৪
কিছুকাল পরে কালপূর্ণ হলো যা'র,
সেই বজ্রে মৃত্যু দেখ হইল তাহার।৫৫
তাই বলি, ভয়ে বল কিবা প্রয়োজন?
ফের সবে, প্রাণপণে কর আসি রণ।৫৬

ততো নিবৃত্তাস্তে দৈত্যাস্ত্যক্ত্বা মরণজং ভয়ং ॥৫৭॥
ইতি শুক্রবচঃ সত্যং কৃতমেভিঃ খগোত্তমৈঃ ।
যে যুদ্ধেঽপি ন সংপ্রাপ্তাঃ পঞ্চত্বমতিমানুষে ॥৫৮॥
ক্বাণ্ডানাং পতনং বিপ্রাঃ ক্ব ঘণ্টাপতনং সমং ।
ক্ব চ মাংসবসারক্তৈর্ভূমেরাস্তরণক্রিয়া ॥৫৯॥
কেঽপ্যেতে সর্ব্বথা বিপ্র নৈতে সামান্য পক্ষিণঃ ।
দৈবানুকূলতা লোকে মহাভাগ্যপ্রদর্শিনী ॥৬০॥
এবমুক্ত্বা স তান্ বীক্ষ্য পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥৬১॥

শমীক উবাচ ।

নিবর্ত্ততাশ্রমং যাত গৃহীত্বা পক্ষিবালকান্ ॥৬২॥
মার্জ্জারাখুভয়ং যত্র নৈষামণ্ডজজন্মনাম্ ।
শ্যেনতো নকুলাদ্বাপি স্থাপ্যতাং তত্র পক্ষিণঃ ॥৬৩॥
দ্বিজাঃ কিং বাতিযত্নেন মার্য্যন্তে কর্ম্মভিঃ স্বকৈঃ ।
রক্ষ্যন্তে চাখিলা জীবা যথৈতে পক্ষিবালকাঃ ॥৬৪॥

শুক্রবাক্যে দৈত্যগণ আশ্বস্ত হইয়া,
যুদ্ধ করেছিল আসি ভয় তেয়াগিয়া ।৫৭॥
সেই শুক্রবাক্য-তত্ত্ব দেখহ এখন,
সম্পূর্ণ ফলিত কৈল এই খগগণ ।
কুরুপাণ্ডবেতে ঘোর হইল সমর,
জীবিত রয়েছে এরা তাহার ভিতর ।৫৮॥
বিচার করিয়া মনে দেখ বিপ্রগণ,
কোথা হ'তে হলো হেথা অণ্ডের পতন ?
সমকালে গজ-ঘণ্টা পতিত হইয়া,
রক্ষা করি এ ক'টি রেখেছে চাপা দিয়া.
বসামাংসরক্তে ভূমি আচ্ছাদিত হয়ে,
কেন বা আছিল হেথা কোমল হইয়ে ?৫৯॥
দৈব অনুকূল হ'য়ে রাখিল যাহায়,
মহাভাগ্যবান তা'রা কি সন্দেহ তায় ?
কখন সামান্য পক্ষী এরা নাহি হবে,
সুনিশ্চয় শাপবশে জনমিল ভবে ।৬০॥
এতবলি, বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ,
মুনিবর শিষ্যগণে বলিলা তখন ।৬১॥
আদেশিলা শিষ্যগণে যাও পক্ষী লয়ে,
আশ্রমেতে রাখ গিয়ে যতন করিয়ে ।৬২॥
ইন্দুর-বিড়াল-শ্যেন-নকুলের ভয়,
নাহি যথা, রাখ তথা লয়ে পক্ষীচয় ।৬৩॥
(ব্রাহ্মণের কার্য্য এই শুন বৎসগণ,
নিখিল জীবের সদা করিবে রক্ষণ ।)
যদিও সকলে ভবে নিজ কর্ম্মফলে,
রক্ষা পায়, যথা রক্ষা পেলে এ সকলে ।৬৪॥

তথাপি যত্নঃ কর্ত্তব্যো নরৈ সর্বেষু কর্ম্মসু ।
কুর্ব্বন্ পুরুষকারন্তু বাচ্যতাং যাতি নো সতাং ॥৬৫॥
ইতি মুনিবরচোদিস্ততস্তে
মুনিতনয়াঃ পরিগৃহ্য পক্ষিণস্তান্ ।
তরুবিটপসমাশ্রিতালিসংঘং
যযুরথ তাপসরম্যমাশ্রমং স্বং ॥৬৬॥
স চাপি বন্যং মনসাভিকামিতং
প্রগৃহ্য মূলং কুসুমং ফলং কুশান্ ।
চকার চক্রায়ুধরুদ্রবেধসাং
সুরেন্দ্রবৈবস্বতজাতবেদসাম্ ॥৬৭॥
অপাংপতের্গোষ্পতিবিত্তরক্ষিণোঃ
সমীরণস্যাপি তথা দ্বিজোত্তমঃ ।
ধাতুর্বিধাতুস্ত্বথ বৈশ্বদেবিকাঃ
শ্রুতিপ্রযুক্তা বিবিধাস্ত সৎক্রিয়াঃ ॥৬৮॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে চটকোৎপত্তিকথনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

দৈব বটে সব কার্য্য করেন সাধন,
তবু মানুষের হয় উচিত যতন ।
যতনেতে যদি কোন কার্য্যসিদ্ধি ঘটে,
পুরুষকারের কার্য্য বলি সবে রটে ।৬৫॥
মুনির বচন শুনি, শিষ্যগণ,
পক্ষীশিশু ল'য়ে করিল গমন ।
তরুলতাঘেরা সেই তপোবনে,
হৈল উপনীত প্রফুল্লিত মনে ।৬৬॥

এদিকে শমীক ভ্রমিয়া কানন,
ফল, ফুল, কুশ, কৈলা আহরণ,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সুরেশ তপন,
জাব, জলপতি, অগ্নি, সমীরণ,
কুবের, বিধাতা, বিশ্বদেবগণে,
বেদবিধিমতে পূজে একমনে ।
বৈদিক বিবিধ কার্য্য করি সমাপন,
আপন আশ্রমে পরে করিলা গমন ।৬৭-৬৮॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে চটোকোৎপত্তি কথন নামক দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অহন্যহনি বিপ্রেন্দ্র স তেষাং মুনিসত্তমঃ।
চকারাহার পয়সা তথা গুপ্ত্যা চ পোষণম্ ॥১॥
মাসমাত্রেণ জগ্মুস্তে ভানোঃ স্যন্দনবর্ত্মনি।
কৌতূহলবিলোলাক্ষৈর্দৃষ্টা মুনিকুমারকৈঃ ॥২॥
দৃষ্ট্বা মহীং সনগরাং সাম্ভোনিধিসরিদ্বরাম্।
রথচক্রপ্রমাণান্তে পুনরাশ্রমমাগতাঃ।
শ্রমক্লান্তান্তরাত্মানো মহাত্মানো বিযোনিজাঃ ॥৩॥
জ্ঞানঞ্চ প্রকটীভূতং তত্র তেষাং প্রভাবতঃ ॥৪॥
ঋষেঃ শিষ্যানুকম্পার্থং বদতো ধর্ম্মনিশ্চয়ং ॥৫॥
কৃত্বা প্রদক্ষিণং সর্ব্বে চরণাবভ্যবাদয়ন্।
ঊচুশ্চ মরণাদ্ ঘোরান্মোক্ষিতাঃ স্ম ত্বয়া মুনে।
আবাস ভক্ষ্যপয়সাং ত্বং নো দাতা পিতা গুরু ॥৬॥

মার্কণ্ডেয় মহামুনি বলেন, শুন জৈমিনি,
পরে যেবা হইল ঘটন,—
প্রতিদিন মুনিবর হইয়া যতনপর
পক্ষীশিশু করেন পালন।
গুপ্তস্থানমাঝে রাখি, যতনে পালেন পাখী,
দুগ্ধ আদি আহরি' যতনে।১॥
একমাসে পক্ষীচয় অতি হৃষ্টপুষ্ট হয়
ক্রমে উড়ি উঠিল গগনে।
মুনির কুমারগণ হ'য়ে পুলকিত মন
পক্ষী খেলা করে দরশন ;২॥
শূন্যে শূন্যে পক্ষী চারি হইয়া আকাশচারী
নানা স্থান করে নিরীক্ষণ,
নদী হ্রদ পারাবার পৃথ্বী রথচক্রাকার,
নগরাদি হেরিয়া কানন,
আবার আসিল ফিরে ক্লান্ত অতি ধীরে ধীরে,
হেরি সবে পুলকিত মন।৩॥
ক্রমে দৈবপ্রভাবেতে, জন্মে জ্ঞান মানসেতে,
পরে শুন অদ্ভুত ঘটন।৪॥
একদিন, মুনিবর শাস্ত্রতত্ত্বকথাপর,
বসিয়া পাশেতে শিষ্যগণ।৫॥
হেনকালে পাখীগণ, অতি ভক্তিযুক্ত মন,
প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহারে
বন্দিয়া চরণ তাঁর বলে, বাক্য সুধাধার,
রক্ষা তুমি কৈলা মো সবারে,
মৃত্যুমুখে ছিনু যবে, অনাহারে ক্ষীণ সবে
দয়া করি' আনিয়া আলয়,
রক্ষিলে মোদের প্রাণ, করিয়া করুণা দান
তুমি দেব হ'য়ে কৃপাময়।
তুমি দেব মহাদাতা, তুমি গুরু, তুমি পিতা,
তুমি মাতা, আমা সবাকার, ৬॥

গর্ভস্থানাং মৃতা মাতা পিত্রা নৈবাপি পালিতাঃ।
ত্বয়া নো জীবিতং দত্তং শিশবো যেন রক্ষিতাঃ ॥৭॥
ক্ষিতাবক্ষতত্তেজাস্ত্বং ক্রমীণামিব শুষ্যতাম্।
গজঘণ্টাং সমুৎপাট্য কৃতবান্ দুঃখরেচনম্ ॥৮॥
কথং বর্দ্ধেয়ুরবলাঃ স্বস্থান্দ্রক্ষ্যাম্যহং কদা।
কদা ভূমেদ্রুমং প্রাপ্তান্দ্রক্ষ্যে বৃক্ষান্তরং গতান্ ॥৯॥
কদা মে সহজা কান্তিঃ পাংসুনা নাশমেষ্যতি।
এষাং পক্ষানিলোত্থেন মৎসমীপবিচারিণাম্ ॥১০॥
ইতি চিন্তয়তা তাত ভবতা প্রতিপালিতাঃ।
তে সাম্প্রতং প্রবৃদ্ধাঃ স্মঃ প্রবুদ্ধাঃ করবাম কিং ॥১১॥
ইত্যৃষির্বচনন্তেষাং শ্রুত্বা সংস্কারবৎ স্ফুটম্।
শিষ্যৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বৈঃ সহ পুত্রেণ শৃঙ্গিণা ॥১২॥
কৌতূহলপরো ভূত্বা রোমাঞ্চপটসম্বৃতঃ।
উবাচ তত্ত্বতো ব্রূত প্রবৃত্তেঃ কারণং গিরঃ ॥১৩॥

ছিনু যবে গর্ভ-বাসে মাতা গেল কাল-বাসে
পিতা নাহি দেখিলেন আর।৭॥
তোমা হ'তে এই প্রাণ তোমা হ'তে পাইনু জ্ঞান,
নহে গজঘণ্টার ভিতর,
ক্রিমি সম শুষ্ক হয়ে যেতাম শমনালয়ে
নাহি দেখি তপনের কর।৮॥
তুমি দেব প্রাণপণে পালিলে অতি যতনে
মনে সদা ভাবিতে এমন,
কবে ক্ষীণ পক্ষী গণ গগনে করি গমন
ইতস্ততঃ করি বিচরণ,
বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে যাইবে আনন্দভরে
হেরে আমি জুড়া'ব নয়ন।৯॥
ভঙ্গুর এ দেহ মোর শিয়রে শমন ঘোর
এরা সবে বড় হ'লে পরে,
এদের সম্মুখে হেরি যদি মরিবারে পারি
মরি তবে নিশ্চিন্ত অন্তরে।১০॥
হেন চিন্তা করি মনে পালিয়াছ যতনে
তোমার দয়ার নাহি পার,
এবে বড় হইয়াছি, উড়িবারে পারিয়াছি
বল কিবা করিব তোমার?১১॥
তা'দের বদনে মুনি এ হেন বচন শুনি'
সুসংস্কৃত অতি সুললিত,
আশ্চর্য্য হইলা অতি, শিষ্যগণ ফুল্লমতি,
মুনিবর অতি হরষিত।
শৃঙ্গী নামে পুত্র তাঁর নিকটে আছিল আর
শিষ্য যত কৌতূহলপর,
তাহা, পাখীগণে জিজ্ঞাসে অতি যতনে
আদর করিয়া মুনিবর।
বল মোরে পাখীগণ বিস্তারিয়া বিবরণ
কেমনেতে জ্ঞানের সঞ্চার—১২-১৩॥

কস্য শাপাদিয়ং প্রাপ্তা ভবদ্ভির্বিক্রিয়া পরা।
রূপস্য বচসশ্চৈব তন্মে বক্তুমিহার্হথ ॥১৪॥

পক্ষিণ উচুঃ।

বিপুলস্বানিতিখ্যাতঃ প্রগাসীন্মুনিসত্তমঃ।
তস্য পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে সুকৃষস্তুম্বুরুস্তথা ॥১৫॥
সুকৃষস্য বয়ং পুত্রাশ্চত্বারঃ সংযতাত্মনঃ।
তস্যর্ষের্বিনয়াচারভক্তিনম্রাঃ সদৈবহি ॥১৬॥
তপশ্চরণশক্তস্য শাস্যমানেন্দ্রিয়স্য চ।
যথাভিমতমস্মাভিস্তদা তস্যোপপাদিতং ॥১৭॥
সমিৎপুষ্পাদিকং সর্ব্বং যচ্চৈবাভ্যবহারিকং।
এবং তত্রাথ বসতাং তস্যাস্মাকঞ্চ কাননে ॥১৮॥
আজগাম মহাবর্ষ্মা ভগ্নপক্ষোজরান্বিতঃ।
আতাম্রনেত্রঃ স্রস্তাত্মা পক্ষী ভূত্বা সুরেশ্বরঃ ॥১৯॥
সত্যশৌচক্ষমাচারমতীবোদারমানসম্।
জিজ্ঞাসুস্তমৃষিশ্রেষ্ঠমস্মচ্ছাপভবায় চ ॥২০॥

পক্ষ্যুবাচ।

দ্বিজেন্দ্র মাং ক্ষুধাবিষ্টং পরিত্রাতুমিহার্হসি।
ভক্ষণার্থী মহাভাগ গতির্ভব মমাতুলা ॥২১॥

হলো তোমা সবাকার? কার শাপে পক্ষ্যাকার?
সবে বল নিকটে আমার।১৪॥
শুনিয়া মুনির কথা করি' সবে হেঁট মাথা
বলে, গুরো, করহ শ্রবণ,
নামেতে বিপুলস্বান্, ছিলা মুনি মতিমান,
তাঁর পুত্র ছিল দুই জন।
সুকৃষ, তুম্বুরু আর নাম সেই দোঁহাকার
মোরা সেই সুকৃষ-তনয়, ১৫॥
তাঁহার সুশিক্ষাগুণে সদা ভক্তিযুতমনে
ছিনু, হৃদে পূরিত বিনয়।১৬॥
পিতা তপঃপরায়ণ জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধ মন,
রত সদা ধর্ম্ম আচরণে,
মোরা সমিধাদি তাঁর, আনিতাম অনিবার,
থাকিতাম সতত কাননে।১৭-১৮॥
একদিন সুরেশ্বর, ধরি, পক্ষী কলেবর,
আশ্রমে করিলা আগমন,
ভগ্নপক্ষ, মহাকায়, জরান্বিত দেহ তায়,
লোল অঙ্গ, আতাম্রনয়ন।১৯॥
শাপিতে মো সবাকারে আসিলা পক্ষী আকারে
ইচ্ছা করি, হেন মনে লয়,
সত্য-শৌচ-ক্ষমাচার, পিতা আমা সবাকার,
বলে পক্ষী তাঁরে সে সময়।২০॥
ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে, আসিয়াছি তবালয়ে,
রক্ষা কর মোরে মুনিবর,
আহার্য্য অর্পণ করি' রাখ প্রাণ দয়া করি'
এ মিনতি তোমার গোচর।২১॥

গৃহস্থ।

ঠাকুর শ্রীশ্রীহরনাথ।

India Press, Calcutta.

শ্রীগুরবে নমঃ।

সনাতন ধর্ম্মানুগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নীতি, এবং শিল্প বিজ্ঞানাদি প্রকাশক

সচিত্র মাসিক পত্র

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥

প্রথম খণ্ড।] মাঘ, ১৩১৬। চতুর্থ সংখ্যা।

প্রেমিক ভক্ত শ্রীযুক্ত

হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভক্তচূড়ামণি শ্রীমৎ হরনাথ ঠাকুর, সন ১২৭২ সালের ২০এ আষাঢ়, শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রার দিনে, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী গ্রামে, জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জনক স্বর্গীয় জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শিবতুল্য ব্যক্তি এবং মাতা শ্রীমতী ভগবতী দেবী সাক্ষাৎ ভগবতী-স্বরূপা ছিলেন। হরনাথ ঠাকুরের যখন দুই বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। তাঁহার মাতৃভক্তি অতুলনীয়। প্রকাশিত পত্রাবলীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; তিনি কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে থাকিবার সময়ে, তাঁহার পত্নীকে সর্ব্বদাই জননীর কথা লিখিয়াছেন। কখনও লিখিয়াছেন—

"যখন কাক কিম্বা অন্য কোন ছোট প্রাণী আপন সন্তানগুলিকে খাওয়ায়, তখন মাকে মনে পড়ে, আর আপনা আপনি, চক্ষু জলে ভরে যায়। ভাই, এ সংসারে যে বস্তুর উপর নজর পড়ে, সেই খানেই, মায়ের পুত্রের প্রতি ভালবাসা দেখিতে পাই। মনে হয়, যদি এ পৃথিবীতে মায়ের ভালবাসা না থাকিত, তাহা হইলে, এক মুহূর্ত্তও এ সংসার থাকিত না। যেমন জল বিনা কোন ফসলই থাকিতে পারে না, তেমনি মাতৃস্নেহ

ব্যতীত এ সংসার কখনই থাকিতে পারে না। এমন মাকে ছাড়িয়া থাকার মত কষ্ট আর কি হইতে পারে? এমন মায়ের চরণসেবা না করিতে পাইবার মত বিপদ ও দুঃখ এ সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। তবে ভরসা করি, তুমি আমার হইয়া মায়ের সেবা করিয়া, আমাকে চরিতার্থ করিবে। আমি তোমার নিকট অন্য কিছুই চাই না, আর চাহিবও না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি মাকে সন্তুষ্ট করিতে পারগ হও। তিনিও তোমার উপর সদা সন্তুষ্ট থাকেন।"—(পত্রাবলী দ্বিতীয়খণ্ড ৩৬শ পত্র, ৬৯ পৃষ্ঠা।)

আর একখানি পত্রে. নিজের অসুখ ও আরোগ্য সংবাদ দিয়া লিখিয়াছেন—

"মা আশীর্ব্বাদ করিলে কখনও কাহারও কষ্ট থাকে না। এই জন্যই বারবার তোমাদিগকে বলিয়াছি, মাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। মা সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, এ জগতে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না, সর্ব্বদাই সুখ সচ্ছন্দে থাকিয়া, অন্তিমে কৃষ্ণপদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভাই, যাহার মা কান্দেন, তাহার সোনার সংসারও দেখিতে দেখিতে ছারখার হইয়া যায়।"—(পত্রাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯শ পত্র, ৭০ পৃষ্ঠা)

ঐ পত্রের আর এক স্থানে লিখিত আছে—

"যে ব্যক্তি আপনার ঠাকুরটীই ঠাকুর, আর অপরের ঠাকুর কিছু নয় মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাপ করে। এখন দেখ, জগতে যত স্ত্রী আছে, সকলেই কাহারও না কাহারও মা, এজন্য সকল স্ত্রীলোকই পরম পূজনীয়া। স্ত্রীলোকমাত্রেই পরম পূজনীয়া, এইটী মনে করিয়া, তাঁহাদের যথাযোগ্য মান্য করিতে শিখ। তোমরাই ধন্য, তোমরাই মান্যের, তোমরাই আদরের ধন, তোমরা যাহাকে অনুমতি দিয়াছ, তাহারাই কেবল নির্ব্বিঘ্নে ও পরমানন্দে সেই নিত্য বৃন্দাবনে যাইতে পাইয়াছে ও পাইতেছে।—(ঐ পৃষ্ঠা।)

আর একখানি পত্রে লিখিয়াছেন "মা গাভী, মা পৃথিবী, মা-ই দেবতা, মা-ই সাধু, মা-ই গুরু। এক মা সন্তুষ্ট হইলে, এই সমস্তগুলিই সন্তুষ্ট হন। এমন মায়ের সেবা আমি করতে পারিলাম না।—(পত্রাবলী ২য় খণ্ড, ৪২শ পত্র, ৮৮ পৃষ্ঠা।)

বিমলা। তা বল্‌বে বটে দিদি! শুন্‌লুম্ তুমি নাকি আজকাল পড়াশুনা নিয়ে বড় ব্যস্ত আছ? তা বেশ! তবে কিনা আমাদের না ভুল্‌লেই হয়।

সরলা। তোমাদের আবার ভুল্‌বো? তা আর বোল্‌তে হবে না! আর কি-ই-বা পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌বো? যাক্ সে কথা! বলি, তোমরা সব কেমন আছ?

বিমলা। আমরা দিদি, বেশ ভালই আছি। তুমি নাকি এখন "মনুসংহিতা" পড়ছো? কৈ, সে কথা তো বল্‌লে না।

সরলা। ওঃ বুঝেছি! এ নিশ্চয়ই চারুর কাজ! সে বুঝি এ কথা তোমায় এসে বলেছে? আমার কি এখন অত অবসর আছে যে, বসে বসে কেবল পড়বো? সংসারের পাঁচ কাজ করে, যখন একটু আধটু সময় পাই, তখন "মনুসংহিতা" কিংবা অন্য একটা কিছু নিয়ে বসি। সে দিন চারু আমার হাতে "মনুসংহিতা" দেখেছিল কিনা, তাই এ কথা তোমায় এসে বলেছে।

বিমলা। তা যেই এসে বলুক না কেন দিদি, আমায় কি সে কথাটী বল্‌তে নেই?

সরলা। কি আর বল্‌বো বোন্? তোমরা হাল্-ফ্যাসনের নব্য শিক্ষিতা "সভ্যা ভব্যা লোক," তোমাদের কি সে সব বইএর কথা ভাল লাগ্‌বে?

বিমলা। কেন দিদি আমায় এমন বোল্‌ছ? নব্য শিক্ষিতাদের কথা ছেড়ে দাও। তুমি কি আমাতে এমন কোন দোষ দেখেছ, যাতে তোমার মনে কোন প্রকার কষ্ট পেতে পার?

সরলা। না বোন্, তুমি সুশিক্ষিতা হলেও তোমার পক্ষে এ কথাটা খাঁটে না বটে! তবে কিনা আজকালের ধরণই ঐ! যা হোক, কিছু মনে টনে করো না।

বিমলা। কি আর মনে করবো দিদি? তুমি তো আমার বড়, দুকথা বল্‌লেও চুপ ক'রে শুনে, থাক্‌তে হয়! আচ্ছা দিদি! "মনুসংহিতায়" কি কি বিষয় আছে?

সরলা। 'মনুসংহিতাতে' কি কি বিষয় আছে, তা কি আমি এক মুখে তোমায় বুঝাতে পারি? তবে এককথায় বল্‌তে গেলে, তুমি তা'তে যা চাও, তাই পা'বে।

বিমলা। তা দিদি অনেক বিষয় তোমাদের আশীর্ব্বাদে জান্‌তে পারি। কিন্তু আজকালকার দিনে অতিথিসৎকার টৎকার তো একরকম উঠেই যাচ্চে! ছেলেবেলায় তবুও বাপের বাড়ী দু একটা অতিথি দেখ্‌তে পেতুম। তাই মাঝে মাঝে জান্‌তে ইচ্ছে করে, এ বিষয়ে কোন কথা কোথাও আছে কি না?

সরলা। তা বেশ্! 'মনুসংহিতাতে' এ বিষয়ে অনেক কথা আছে, তুমি যদি দেখ্‌তে ইচ্ছে কর, তবে না হয় সেই বইখানিই এনে দেব এখন।

বিমলা। না দিদি, আমি সে বইখানি হয়ত বুঝতেও পারবো না। যেমন আজকালকার আমাদের দশা! তা তুমিই দিদি! আমাকে তা হতে দু একটা কথা বুঝিয়ে বল না কেন? তা হলে আমি বেশ বুঝ্‌তে পারবো।

সরলা। আচ্ছা বোন্! আমিই না হয় তোমায় দু একটা বলি। তা ভুলটুল হ'লে কিছু মনে করো না। আচ্ছা বোন্, আমি তো তোমাকে 'মনুসংহিতার' কথা বল্‌বো। তুমি 'মনুসংহিতাটা' কি জিনিস, তা জান কি?

বিমলা। তা দিদি! আমি কি আর তা

জানি নে? সে কত হাজার হাজার বছর আগেকার একখানা পুরাণো বই যাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় লেখা আছে। কেমন না?

সরলা। হাঁ, বোন্, ঠিক বলেছ! কিন্তু কেবল তা নয়! অতি পূর্ব্বকালে "মনু" নামে একজন মহামুনি ছিলেন সেই "মনু" হ'তেই আমরা উৎপন্ন ব'লে "মানব" নামে পরিচয় দিচ্চি। সেই মহামুনি অন্যান্য ঋষিগণকে যে উপদেশ দেন, তাই সংগৃহীত হয়ে "মনু-সংহিতার" জন্ম হয়েছে। বুঝ্লে?

বিমলা। হাঁ দিদি! কতকটা বুঝ্তে পেরেছি। এখন আসল কথা বল্তে থাক।

সরলা। আচ্ছা বল্ছি শুন। 'মনুসংহিতার' তৃতীয় অধ্যায়ে আছে:—

সংপ্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নঞ্চৈব যথাশক্তি সংকৃত্য বিধিপূর্ব্বকং॥

বিমলা। বাঃ দিদি! তুমি যে বামন-পণ্ডিতের মত আরম্ভ করলে! আমি যে কিছুই বুঝতে পার্লুম না! বুঝিয়ে বল না দিদি!

সরলা। অস্থির হও কেন বোন্? আমি একেএকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। ও শ্লোকের অর্থ এই—

"(গৃহস্থ) স্বয়ং অতিথিকে বিধান অনুসারে সংকার করিয়া আসন, পদপ্রক্ষালনের জল ও যথাশক্তি অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিবেন।"

বিমলা। বেশ কথা তো! এমন সুন্দর বিষয় সকল শুন্লেও যে পুণ্য হয়! এ বিষয়ে আর কি কি কথা আছে দিদি?

সরলা। বল্ছি শুন। আর এক জায়গায় বলেছেন—

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥"

অর্থাৎ "শয়নীয় তৃণ, বিশ্রাম ভূমি, পাদ-প্রক্ষালনার্থ জল, ও প্রিয়বচন, অতিথিসেবার জন্য এ সকল, ভদ্রলোকের গৃহে কখনও অপ্রাপ্য হইতে পারে না অর্থাৎ শয্যাদি দান ও মিষ্ট বচন অবশ্য উচিত।" ভেবে দেখ, যদি কোনও দরিদ্রের গৃহে সায়ংকালে একটি অতিথি এলেন, ঘরে আহার্য্য নাই। কিন্তু সে সময় অতিথির আহারের প্রয়োজন থাক্‌লেও প্রধান অভাব থাক্‌বার স্থান। সম্মুখে রাত্রি, নিরা-শ্রয়ে কোথায় থাক্‌বেন? তখন অকপটে নিজের দারিদ্র্য জানিয়ে, তাঁকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট ক'রে, একটু থাকবার স্থান দিলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আহারের অভাবে কষ্ট হ'লেও দুঃখিত হ'বেন না। কেমন, কি মনে কর?

বিমলা। খুব ভালই ত। কিন্তু দিদি! আমার বোধ হয়, তুমি যদি পণ্ডিতের মত সংস্কৃত শ্লোকগুলি আবৃত্তি না করতে, তা হ'লেও আমি বেশ বুঝ্তে পারতুম; সুতরাং সে গুলি ছেড়ে দিলে ভাল হয় না?

সরলা। হাঁ, তা'হলে তোমার বোঝবার অসুবিধা হ'তে পারে না বটে। কিন্তু আমি যদি শ্লোকগুলি ছেড়ে দিই, তা হ'লে আমার কথা-গুলি তোমার বিশ্বাসযোগ্য না হ'লেও হ'তে পারে। আচ্ছা, আমি না হয় সে গুলি বাদ দিয়েই যাচ্ছি।

বিমলা। তোমার কথা দিদি! আমার অবিশ্বাস হ'বে? যাক, তুমি শ্লোকগুলি বাদ দিয়েই বল। আমার আরও শুনতে ইচ্ছে হ'চ্ছে!

সরলা। আচ্ছা বোন্, তাই হোক! কিন্তু তোমার যে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা এত ভাল লাগ্‌বে, তা, তো আমি আগে বুঝ্তে পারিনি! তোমার আগ্রহ দে'খে বড় সুখী হ'লেম। দেখ,

এক জায়গায় মহর্ষি মনু কেমন সুন্দর নিয়ম বলেছেন :—

"সূর্য্য অস্তমিত হইলে, গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহাগত অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। অতিথি দ্বিতীয় বৈশ্বদেব বলির সময়েই আসুন, বা ভোজন সমাপন হইলেই আসুন, তিনি কখনই গৃহস্থ ভবনে অনশনে অবস্থান করিবেন না; তাঁহাকে অবশ্য ভোজন করাইতে হইবে।"

"ঘৃত, দধি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য অতিথিকে না দিয়া ভোজন করিবেন না; যেহেতু অতিথি-সেবার দ্বারা বিপুল সম্পত্তি, যশঃ, আয়ু ও স্বর্গ লাভ হয়।"

বিমলা। বেশ সুন্দর দিদি! তবে "বৈশ্য-দেব বলি" কি বুঝলুম না!

সরলা। না বুঝবারই কথা, কারণ এখন ত আর আমাদের দেশে সে সব চলন নেই; সে কালে যে নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞবিধি ছিল তা আর এখন নেই বল্লেই হয়। সুতরাং আমিও যে ওকথার ঠিক অর্থ বুঝি এমন বল্‌তে পারিনি। তবে ঐ তৃতীয় অধ্যায় ৮০ শ্লোক হ'তে কয়েকটী শ্লোকে যা বর্ণিত আছে, তা থেকে উহার বিষয় যেরূপ বুঝেছি তা'তে বোধ হয় উহা এক প্রকার হোমকর্ম্ম। বিশ্ব-দেব অর্থাৎ সমুদায় দেবতার উদ্দেশে পক্ব অন্ন দ্বারা যে হোম কার্য্য তারি নাম 'বৈশ্বদেব বলি।' সুতরাং উহা সকালের ও বিকালের পাকের পর প্রদত্ত হতো, কিরূপে কি মন্ত্রে, কেমন ক'রে ঐ কার্য্য সম্পন্ন হতো? তাও সেই খানেই লেখা আছে। তা শুনে আর কি করবে? অপরাহ্নের বৈশ্বদেব বলির নাম দ্বিতীয় বৈশ্বদেব বলি। নিত্য বলি কর্ম্মের পরই অতিথি ভোজনের কাল, তার পর তাঁরা আপনারা ভোজন করতেন।

বিমলা। হাঁ, এখন এক রকম বুঝেছি। যত তোমার মুখে এ সব চমৎকার কথা শুন্‌ছি, ততই আরও শুন্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে!

সরলা। তা তো বল্‌বে! তুমি যদি নিজে একবার সেই বইখানা পড়ে দেখ্‌তে, তবে বুঝ্‌তে, তার মধ্যে আরও কত সুন্দর সুন্দর বিষয় আছে।

বিমলা। এ সম্বন্ধে কি আর কিছু নেই?

সরলা। থাক্‌বে না কেন? তখন যে অতিথি সেবা মুক্তির প্রধান উপায় ছিল। এক জায়গায় আছে,—"অতিথি-সেবাদ্বারা বিপুল সম্পত্তি, যশ, আয়ু ও স্বর্গ লাভ হয়।" আর এক জায়গায় এও আছে, গৃহস্থের বাড়ী হ'তে অতিথি যদি নিরাশ হ'য়ে ফেরেন, তবে তিনি গৃহস্থকে নিজের সমস্ত পাপ দিয়ে তাঁর পুণ্যগুলি নিয়ে যান। এ সবগুলিদ্বারা বুঝা যা'চ্ছে, যে তখনকার দিনে, অতিথি-সেবা অতি মহৎ ব্যাপার ছিল এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরা অতিথিকে দেবতার মত দেখ্‌তেন। তার-পর শুধু "মনুসংহিতা" কেন? পুরাকালের হিন্দুদের যে সমস্ত বই আছে, প্রায় প্রত্যেক-টাতেই অতিথিসৎকার বিষয়ে সুন্দর সুন্দর নিয়ম ও সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। তুমি কি দাতাকর্ণের কথা কখনও শুন নাই?

বিমলা। হাঁ সেই ছেলে বেলায় মা'র মুখে সেই গল্পটী শুনেছিলুম বৈ কি! এখন কিন্তু অত মনে নেই। আর এখন তো সে সব বইও তো কই দেখ্‌তে পাইনে!

সরলা। কেন? তোমার স্বামী কি এ সব বই ভাল বাসেন না?

বিমলা। সে কি আর দিদি! জিজ্ঞেস কর্ত্তে হয়? তা যদি হ'তো, তা'হলে আর আমার দশা হ'তো না!

সরলা। এখন একবার ভেবে দেখ, একটা লোক আশ্রয় পাবে ব'লে, কত আশা ক'রে তোমার দুয়ারে এসে'ছে; তুমি যদি তাকে খেতে না দিয়ে—তার তৃষ্ণাতুর শুষ্ক কণ্ঠে এক বিন্দু জলও না দিয়ে, তাকে নিষ্ঠুরের মত তাড়িয়ে দাও; তা হ'লে তা'র সেই পরিশ্রান্ত প্রাণে—তার সেই বিশ্রামলোলুপ শরীরে কত কষ্ট হয়।

বিমলা। তা সত্য বটে দিদি! কিন্তু আজকাল কত ভাল ভাল 'হোটেল' হয়েছে, সে তো সেখানে অনায়াসে আশ্রয় নিতে পারে।

সরলা। 'হোটেল' ত আর পাড়াগাঁয়ে নেই। আর সহরে বা অন্যত্র স্থানে স্থানে থাকলেও হয়ত সেই লোকটীর কাছে একটী পয়সাও নাই অথবা এমন পয়সা নেই যাতে সে 'হোটেলে' গিয়ে থাকতে পারে।

বিমলা। তাও ঠিক বটে!

সরলা। কিন্তু শুধু তা নয়! আবার এমনও হতে পারে যে, অতিথির শরীর পথ-ক্লেশে একান্ত অসুস্থ। সে জন্য সে এসময়ে ভাল রকম সেবাশুশ্রূষা না পেলে, মারা গেলেও যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় টাকা দিলেও কি সে 'হোটেলে' তেমন উপযুক্ত ঔষধ-পথ্য পেতে পারে, ঠিক যেমনটী ভদ্রলোকের গৃহে পাওয়া যায়? এ অবস্থায় তুমি যদি তাকে তাড়িয়ে দাও, তবে তুমি তার মৃত্যুর জন্য কতক দায়ী হবে না কি?

বিমলা। হাঁ, তা ঠিক কথা। কেননা আমারই অবিবেচনায় তার অকালে প্রাণ নাশ হ'লো বৈ কি।

সরলা। ঠিক বলেছ বোন! এখানে আরও একটা বিষয় একটু ভাববার আছে, আমাদের দেশে পূর্ব্বেও তো নানাস্থানে প্রায় 'হোটেলেরই' মত সরাইখানা ছিল, এমন কি বিনা ব্যয়ে থাকতে পারবার মত অনেক অতিথিশালাও ছিল, সেখানে গিয়ে একটু [illegible] পারলেই অতিথির আর কোন চিন্তাই থাকত না; তবু সে সময়ে অতিথি-সৎকার এমন গৌরবের জিনিস ছিল কেন বল দেখি? এখন আসি সন্ধে হয়ে এল!

বিমলা। তোমায় তো দিদি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে যায় না! সব সময়ে তোমার মুখে ভাল ভাল কথা শুনতে ও শিখতে যে কত ইচ্ছে করে দিদি! কি আর বলব? [illegible] এসো দিদি।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

দাস্যাদি পাচন।

দেশের লোক জ্বরের পীড়নে বড়ই ব্যতিব্যস্ত। অনেকেই কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধের অপব্যবহারের ফলে জীর্ণ জ্বরে ভুগিতেছেন; তাই আজ আমরা একটি মহোপকারী পাচনের কথা বলিব। পল্লীগ্রামে, একটু চেষ্টা করিলে ইহা সংগ্রহ করা যায়, সুতরাং এই প্রকার ঔষধ সহজ লভ্য।

১ নীল ঝাঁটী, ২ দেবদারু, ৩ ইন্দ্রযব, ৪ মঞ্জিষ্ঠা, ৫ শ্যামালতা, ৬ আকনাদি (নিমুকা) ৭ শটী, ৮ শুঁট, ৯ বেণারমূল, ১০ চিরতা, ১১ গজপিপুল, ১২ বলাডুমুর, ১৩ পদ্মকাষ্ঠ, ১৪ হাড়জোড়া, ১৫ ধনে, ১৬ শুঁঠ, ১৭ মুথা, ১৮ সরলকাষ্ঠ, ১৯ সজিনামূলের ছাল, ২০ বালা, ২১ বাসক, ২২ হরীতকী, ২৩ কণ্টিকারী,

২৪ ক্ষেতপাপড়া ২৫ কুশার মূল, ২৬ কটকী, ২৭ অনন্তমূল, ২৮ গুলঞ্চ, ২৯ কুড়,* এই কয়েকটি দ্রব্য সমান সমান মিলিত দুই তোলা লইতে হইবেক, সুতরাং প্রত্যেক দ্রব্য ইংরাজী ১৩৷৷ গ্রেণ হিসাবে লইলেই হইবে। কুঁচ দিয়া ওজন করিলে ৭ কুঁচ ওজনে প্রত্যেক দ্রব্য লওয়া ভাল। কারণ সকল কুঁচ ওজনে সমান নহে। ঔষধের ফর্দ্দে দুইবার শুঁট লেখা, উহা দুইবার লইতে হইবেক।

এই দ্রব্যগুলি আন্দাজ আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া লইবে। এবং শীতল হইলে আধতোলা মধুর সহিত পান করিবে। পুরাতন জ্বরে এই পাচন আশু ফলপ্রদ। যাঁহারা অনেক দিন জ্বরে ভুগিতেছেন তাঁহারা এক রতি মকরধ্বজ মধু দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক এই পাচনের সহিত সেবন করিলে, বিশেষ উপকার পাইবেন। এই ঔষধ তিন সপ্তাহ কিম্বা একমাস কাল ব্যবহার করিলে জ্বর নির্দ্দোষ হইয়া আরোগ্য হইবেক, এবং সম্ভবতঃ বহুদিন জ্বর না হইতে পারে। ইহা বিশেষ পরীক্ষিত পাচন।

কমলা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

শ্যামসুন্দর গোলোযোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে বহির্গত হইয়া, যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। দেখিলেন অসংখ্য পুরুষ সশস্ত্র হইয়া বাজারের দিকে চলিয়াছে, বাজারে মহাগণ্ডগোল হইতেছে তিনি 'ব্যাপার কি?' ভাল বুঝিতে পারিলেন না ভাল করিয়া দেখিবার জন্য, অগ্রসর হইতেও সাহস হইল না। তাঁহার ন্যায় আরও কতকগুলি লোক, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য আসিতেছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকের অবস্থাই তাঁহার মত। কিন্তু একি? সহসা এত কলরব একেবারে স্থির হইল কেন? আবার কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহাদের পশ্চাৎ ভাগে এক ভীষণ শব্দ! একি?—কয়েক মাস যাবৎ বহু অর্থব্যয় করিয়া, নূতন বাজারের জন্য যে সকল পাকা গৃহ প্রস্তুত হইতেছিল, তাহার অধিকাংশই ভীষণ শব্দে নদীগর্ভে পতিত হইয়াছে সকলই নির্ব্বাক—সকলেই নিস্পন্দ—এমন সময়ে শ্যামসুন্দরের কর্ণগোচর হইল কেহ বলিতেছে "আমাদের পুণ্যাত্মা জমীদার জ্ঞানেন্দ্রবাবুর কি পুণ্যবল! দেখ প্রতাপ বাবু জোর ক'রে বাজার ভাঙ্‌তে লোক পাঠিয়েছিলেন। মা আনন্দময়ীর এ আনন্দ বাজার রক্ষা করবার জন্য স্বয়ং শিব ত্রিশূল হস্তে এসে দাঁড়ালেন!—এ পুণ্য রাজ্যের প্রজারা শিব দর্শন করে' মুক্ত হ'লো। সকলি আমাদের রাজার পুণ্য বল!'

* দাসীদারুকলিঙ্গলোহিতলতা শ্যামাকপাঠাশটী
শুণ্ঠৌশীরকিরাতকুঞ্জরকণাত্রায়ন্তিকাপদ্মকৈঃ।
বজ্রীধান্যকনাগরান্দসরলৈঃ শিগ্রুঘ্নসিংহীশিবা
ব্যাঘ্রীপর্পটদর্ভমূলকটুকানন্তামৃতাপুষ্করৈঃ॥
ধাতুস্থং বিষমং ত্রিদোষজনিতং চৈকাহিকং দ্ব্যাহিকং
কামৈঃ শোকসমুদ্ভবঞ্চ বিবিধং ষড়ুর্দ্দ্ধীযুক্তং নৃণাং।
পীতো হন্তি ক্ষয়োদ্ভবং সন্ততকং চাতুর্থকং ভূতজং
যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতো জীর্ণজ্বরে দুস্তরে॥

শ্যামসুন্দর কথা ক'টি শুনিলেন বটে, কিন্তু কিছুই মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। শিবের সশরীরে আসা, তাহার সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না। তিনি একটা স্তূপের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। বাজারের দিকে দৃষ্টি করিবামাত্র, দেখিলেন —অপূর্ব্ব দৃশ্য!—সত্যই কি শিব না কি?—বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন,—সন্দেহ ভঞ্জন হইল—তাহারই গুরুদেব শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ স্বামী ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান! তাঁহার সে তেজঃপুঞ্জ শরীর যদিও দেশের লোকে অনেকবার দেখিয়াছে তথাপি তাঁহাকে শিব বলিয়াই ভ্রম হইয়াছিল। শ্যামসুন্দর ভাবিলেন—"তাই সম্ভব! লোকে ভাল করিয়া দেখে নাই—তাই—চিনিতে পারে নাই" এমন সময় কে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিল। তিনি মন্দিরের সে মূর্ত্তি হইতে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন, শঙ্করানন্দ স্বামী তাঁহার পার্শ্বে—কই—তাঁহার হস্তে ত ত্রিশূল নাই। তিনি ফিরিয়া মন্দিরের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, কেহ নাই। তিনি অনুচ্চস্বরে বলিলেন "তবে কি সত্যই শিব!"

শঙ্করানন্দ স্বামী ঈষৎহাস্যাস্যে বলিলেন—

"চিদানন্দরূপং শিবোহহং শিবোহহং।"

এখন চল বাড়ী যাই; মা মনোরমা আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি খেতে এসেছি।"

এই বলিয়া শ্যামসুন্দরের হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাহাদের বাটীর দিকে চলিলেন।

জনস্রোত হইতে দূরে আসিয়া স্বামীজী বলিলেন "বড় অদ্ভুত ব্যাপার, না?"

শ্যামসুন্দরের বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই।

স্বামীজী বলিলেন "অবাক হ'য়ে ভাবছো কি?—শিব রহস্য!—সে আমি—কিন্তু স্থূল নয় সূক্ষ্ম!—তুমি বাগান হ'তে চলে আসবার একটু পরে—মা মনোরমা আমায় স্মরণ করলেন, তিনি ব্যাকুলভাবে আমায় দেখবার আশা করলেন, তার সে ব্যাকুলতা আমার প্রাণ আকুল ক'রেছিল, তাই তোমাদের বাড়ী এলাম। তখন তুমি বাহির হ'য়েছ। আমি তোমাদের বাড়ীতে আসবামাত্র মা আমার নিমন্ত্রণ করলেন, আমি তোমার গৃহে ব'সে সূক্ষ্মদেহটিকে মা আনন্দময়ীর মন্দিরে পাঠিয়ে দাঙ্গাটি নষ্ট ক'রে বাজারটি রক্ষা করলাম; ভগবানের ইচ্ছা এইরূপেই পূর্ণ হয়। রান্না বান্না হ'য়ে গেছে। মা বল্লেন যাও, তোমার বাবাকে ডেকে আন, তাই আমি তোমায় খুঁজতে এসেছি। তবে আমার সূক্ষ্মদেহটিও স'রে গেছে

শ্যামসুন্দর বলিলেন "আপনি যখন স্পর্শ ক'রেছিলেন, তখনও ত সে মূর্ত্তি মন্দিরে ছিল।

শঙ্করানন্দ বলিলেন—"মন্দিরে নয়, দর্শকের চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ চিত্রপটে! এখনও সেখানে যা'রা দেখ্‌ছে, তা'রা সেইরূপই দেখ্‌ছে, ক্রমে সে ছবি মিলিয়ে গেলে, তা'রা মনে ক'রবে, শিব অন্তর্দ্ধান হ'লেন।"

এইরূপ কথা প্রসঙ্গে তাঁহারা দুইজনে শ্যামসুন্দরের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া, স্বামীজী বলিলেন "মা, বাবাকে ধ'রে এনেছি। এখন তাঁকে তেল গামছা দাও।

* * * *

স্নানাহার হইয়া গিয়াছে। শ্যামসুন্দরের শয়ন কক্ষে একখানি আসনে স্বামীজী, তাঁহার সম্মুখে আর একখানি আসনে শ্যামসুন্দর, তাঁহার পশ্চাতে একখানা কম্বলে, মনোরমা ও তাঁহার কায়েত ঠাকুরঝি। মনোরমা, তাঁহাকে গুরুর আগমন সম্বাদ দিয়া আসিতে

বলিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি মধ্যাহ্ন সময় হইতেই এই বাটীতে আসিয়াছেন। প্রাণ-পণে, সাংসারিক কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। এখন একটি ভাল কথা শুনিবার জন্য আসিয়া বসিয়াছেন। তাহার নাম বিমলা।

স্বামীজী বলিলেন, "মা মনোরমা, তোমার স্বামী ত সংসার চালাবার উপায় না পে'য়ে সন্ন্যাসী হ'বার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছেন, তা তোমার তা'তে মত কি?"

মনোরমা কিছুই বলিলেন না।

স্বামীজী বলিলেন, নীরব রৈলে কেন মা? স্বামীর সাক্ষাতে আমার সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা হচ্চে?—কিছুই লজ্জা নাই তুমি উত্তর দাও।

মনোরমা লজ্জাবনত বদনে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন আমি কি বল্‌বো, ওঁর যা ইচ্ছা হ'বে তাই করতে পারেন, তা'তে আমার মতামত দেবার অধিকার কি?

স্বামীজী। সে কথা ভাল। স্বামীর মতানু-বর্ত্তিনী হওয়াই স্ত্রীলোকের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু উনি যদি আজ সন্ন্যাসী হ'য়ে চলে যান, তা' হ'লে কি হ'বে?

মনোরমা। কি হ'বে তা আমি জানি না, জান্‌বার কোনও প্রয়োজন দেখি না। আমার যা কর্ত্তব্য তা আমি যথাশক্তি কর্‌বো, তা'র পর যা আপনার ইচ্ছা তাই হ'বে।

স্বামীজী। তোমার কি কর্ত্তব্য মা?

মনোরমা। আপনি যা বলে দেছেন।

স্বামীজী। সে গুলি একবার বল দেখি, শুনি, ঠিক্ ঠিক্ মনে আছে কি না?

মনোরমা। আপনি বলেছিলেন স্বামীকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে নিরন্তর ধ্যান করতে, আর আপনার দত্ত মন্ত্র মনে মনে জপ করতে। আর যাতে জীবের কষ্ট না হয় এমন কার্য্য করতে। আর সকল জীবের কষ্ট যথাশক্তি দূর করতে চেষ্টা করতে। আমি সব গুছিয়ে বল্‌তে জানি নে। কিন্তু আপনি ত বুঝ্‌তে পারচেন যে আপনার আদেশ আমি ভুলি নি।

স্বামীজী। হ্যাঁ মা, তা জানি বই কি। ছেলেতে মায়ের মনের কথা সবই জানে। আমার যা শোন্‌বার তা' শোনা হয়েছে। কিন্তু মা তোমার স্বামী যদি চলে যান, তবে তাঁর সেবা কর্‌বে কিরূপে?

মনোরমা। তিনি যদি আমার সেবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হ'য়ে স্থানান্তরেই থাকেন, তা'তেই বা ক্ষতি কি? তাঁর চরণ ধ্যানই ত আপনার আদেশ, তা'তে কোনও বাধা হ'বার সম্ভাবনা নেই।

স্বামীজী। এই শিশুবালিকাটি আর তোমার ভরণপোষণের উপায় কি হবে?

মনোরমা। যে বিশ্বপতি সামান্য কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবের আহারদাতা, তিনি যখন মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে আমাদের কৃপা ক'রেচেন তখন আর ও সকল সামান্য বিষয়ের জন্য ভাব্‌বো কেন?

স্বামীজী। শুনলে শ্যাম? এই কথাগুলি মনে রেখো। তোমার যা কর্ত্তব্য, এ অবলারও তাই কর্ত্তব্য। প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালনে যত্ন কর। আর গুরুদত্ত নাম, দিবানিশি জপ কর। স্থান, কাল, শুচি, অশুচি ও সব কিছুই ভাববার দরকার নাই। মা বিমলে, তুমিও মনে রেখো পতির চরণ ধ্যান—পতিকে নারায়ণ জ্ঞানে নিরন্তর ধ্যান করাই নারীর প্রধান কর্ত্তব্য। তিনি দূরে থাক্‌লেও তা'রে ভাববার কোনও অসুবিধা নাই। তুমি মনে করচো, তাঁকে ভাবতে গেলে মনে কষ্ট হয়। ওটা তোমার ভুল। কিসের জন্য কষ্ট বল দেখি? আমরা

যাঁ'কে ভালবাসি, তিনি যদি আমাদের নিকট থেকে দূরে থাকলে ভাল থাকেন, তা'তে আমাদের কষ্ট বোধ করা কি ভাল? ভেবে দেখ, তোমার স্বামী এখানে রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। চিকিৎসকে তাঁ'কে আরাম করতে পাচ্ছিল না। দু বৎসরেরও অধিক কাল কষ্ট স'য়ে, শেষে সেই কষ্টের আধার দেহটি ত্যাগ ক'রে এখন সুখে আছেন, এতে কি তোমার কষ্ট করা উচিত না? তুমি দিন কত প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে আর রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একমনে তোমার স্বামীকে ভেবো, মনে কোরো তিনি স্বর্গে দিব্যদেহ ধারণ ক'রে নারায়ণ মূর্ত্তিতে বিরাজিত। তোমার শয়ন গৃহে যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি আছেন, মনে করো এখন তাঁর আকৃতি ঐ রকম হয়েছে। কিছুদিন পরে তুমি আবার তাঁর চরণ সেবার অধিকারী হ'বে। দেখো মা, তুমি যদি দিন কতক এই রকম ভাবতে পার, তা'হ'লে বুঝতে পারবে যে এ ভাবনাতে কত আনন্দ। তোমার মনের কষ্ট নিশ্চয় দূর হয়ে যা'বে।

বিমলা। আমি কি নিজের জন্য ভাবি, ও পাড়ার বামনেদের সৌদামিনী, আহা তার জ্ঞান কি এই সবে এগার উৎরে বারতে পা দিয়েছে, এই সবে এক বছর বিয়ে হয়েছিল, আহা তা'র পোড়া কপাল পুড়ে গেল। জন্মের মত তা'র স্বামীসুখ ঘুচে গেল।

স্বামীজী। এতক্ষণে বেটি মনের কথা ব'লে ফেলেছ। সেই স্বামীসুখের অভাবে তোমার কষ্ট, তাই তা'র কষ্ট হ'বে ভেবে আকুল হ'য়েছ। কিন্তু, বেটি, তার তা হ'বে না। যারা শিক্ষার দোষে, ঐ কল্পিত সুখের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে, তারাই কষ্ট বোধ করে। তারা পুরুষ হ'লে পুনরায় দার-পরিগ্রহ ক'রে গলগ্রহ সংগ্রহ করে। আর নারী হ'লে কেঁদে কেঁদে খুন হয়। জীবকে প্রেম শিখাইবার জন্যই ভগবানের পতি পত্নী রূপে অবতার হওয়া। তাই যেখানে প্রেমের পরিবর্ত্তে কাম চর্চ্চা অধিক সেইখানেই দুজনের একজন অকালে চলে যায়, আর একজন বিরহানলে দগ্ধ হ'তে থাকে। সোনা যেমন পোড়াতে পোড়াতে পাকা হয়, জীবও তেমনি পুড়ে পুড়ে খাঁটি হ'য়ে শেষে প্রেমময় হয়। যা বেটী, যা বল্লুম করিস। ও সব কথা ভাবিস্ না। সুখ কি? সুখ আর দুঃখ একই, ওটা অভ্যাসের ফল — মনের খেলা বই আর কিছুই নয়।

বিমলা। কেমন ক'রে?

স্বামীজী। ভাল আহারে আমরা সুখ মনে করি। তোরা দু বেলা ভাত আজ চর্ব্বচোষ্য ক'রে খাওয়ালি, বেশ সুখ হোলো না? কিন্তু যা খেয়েছি যদি তা'র চারগুণ খেতাম! চারগুণ সুখ হ'ত কি?

বিমলা। তা'হ'লে সুখ না হ'য়ে দুঃখ হ'ত।

স্বামীজী। তা'র চেয়ে বাড়ালে কেন, এখন চর্ব্বণাদি বাদের সামান্য কষ্ট হ'য়েছে উদর সামান্য ভার হয়েছে ব'লে বেশী কষ্ট বোধ হচ্চে না? আহারটা বেশী হ'লে উদর গুরু-ভার হ'য়ে আরও বেশী কষ্ট হ'ত। দেখ মা, যে যেরূপ আহারে অভ্যস্ত নয় তারে সে দ্রব্য আহার করতে দিলে তার কষ্ট হয়, সে আহার করতে পারে না। সুতরাং লৌকিক সুখ দুঃখ গুলো সবই অভ্যাসের ফল। যাতে যথার্থ সুখ হয়, তাতে ডুবে থাকলেও সুখ বই দুঃখ হ'তে পারে না। ও সব কথা তোমরা কেউই এখন বুঝতে পারবে না। বাবাজী বি, এ পড়েছেন বটে, কিন্তু উনিও ও কথাটা কোনও দিন

ভাব্‌বার অবসর পান্ নি। নইলে আজ সন্ন্যাসী হ'তে যাবেন কেন? হয়ো বাবা সন্ন্যাসী দিন কত যাক্। শুধু লোটা চিমটা নিয়ে, গেরুয়া কাপড় পর্‌লেই সন্ন্যাসী হওয়া হয় না। পিতার অনুগত হ'য়ে ধাপে ধাপে উঠে যাও। সময় এলে সব আপনা আপনি হ'য়ে যাবে। জোরের কাজ নয় বাবা। যে পথ দেখিয়ে দিচি সেই পথে চলে যাও। জগৎ-গুরু তোমাদের মধ্যে আছেন, তাঁতে নির্ভর ক'রে, সোজা পথে চলে যাও, তিনি হাতধরে এগিয়ে নেবেন তখন আপনা হ'তেই সন্ন্যাসী হ'য়ে পড়্‌বে লোটা চিম্‌টে কিছুরই দরকার হবে না। আমার মা অনেকটা সন্ন্যাসিনী বটেন। না হ'বে কেন, সেই বেটীই একটা পোষাক বদ্‌লে এসে বসেছে বই ত নয়। মা মনোরমে, মা বিমলে, তোমরা সেই আদ্যা-শক্তি ভগবতীর অংশ। মা আপনাকে ভুলো না, আর শিবস্বরূপ স্বামীকে ও ভুলো না। এই কথা বলিয়া, স্বামী শঙ্করানন্দ, চকিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পাগল।

অনেকদিন হইল আমার প্রপিতামহ তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া এই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উপার্জ্জন করিয়া বহু-বাজারে একখানি ছোট বাড়ী করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব সেখানে বাস করিতেন। এখন আমি আছি, আমার পরে কে থাকিবে জানি না। পত্নীর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়াছে, সুতরাং বংশধর লাভের আর আশা রাখি না।

সে অনেক দিনের কথা। তখন আমার বয়স বাইশ বৎসর। সবে আট বৎসর মাত্র সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছি। সংসারে আমার অষ্টাদশবর্ষীয়পত্নী বই আর কেহ ছিল না। পিতা মাতা উভয়েই পরলোকগত হইয়া-ছিলেন।

আমি বিশেষ কোনও কাজ করি না. পিতৃ সঞ্চিত অর্থে কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করি। আমার নিত্যকর্ম্ম প্রত্যহ প্রাতে বহুবাজারষ্ট্রীট বা ধর্ম্মতলাষ্ট্রীট ধরিয়া গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত গিয়া, তথা হইতে গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরিয়া, বরাবর নিমতলা পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক মা আনন্দময়ীর চরণে একটি প্রণাম করিয়া নিমতলাষ্ট্রীট ও বিডনষ্ট্রীট দিয়া কোনও দিন সার্কুলাররোড, কোনও দিন বা কর্ণওয়ালীস ও কলেজষ্ট্রীট পার হইয়া বাটীতে আগমন করি। এ অভ্যাসটি আমার অনেক দিনের। স্বর্গীয় পিতৃদেবের সঙ্গে বার তের বৎসর বয়সের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজিও পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন করিতেছি। তবে, পিতৃদেব এই ভ্রমণ প্রসঙ্গে, তাঁর বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া বাটীতে আসিতেন। আমি গঙ্গার ঘোলা জলে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে ঘোরার পক্ষপাতী না হওয়াতে, তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎকালে প্রচলিত রাজবেশে সজ্জিত হইয়া ভ্রমণ করিতাম। কিন্তু সে বেশ ব্যবহার, আমার, বহুদিন ঘটে নাই। কেন, তাহা বলিতেছি।

একদিন, পৌষমাসে, তখন আমার বাইশ বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নাই, আমি নিত্য ভ্রমণ প্রসঙ্গে নিমতলা পর্য্যন্ত উপনীত হইলাম।

যথারীতি মা আনন্দময়ীকে প্রণাম করিলাম। শুধুই প্রণাম। কার্য্যটি যেন নিত্য আহারের মত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। মা আনন্দময়ীর কৃপায় এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ঐ কার্য্য একদিনও বাধা পড়ে নাই—মাঝে মাঝে সামান্য সর্দ্দি বই কখনও কোনও অসুখ হয় নাই। পিতাও আমার নীরোগ শরীরে এই নিয়ম পালন পূর্ব্বক পঁচাশী বৎসর বয়সে, কেবল মাত্র তিনটি দিন জ্বর ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, আমারও একবার জ্বরটি হইবে আর যমদূতেরা আসিয়া আমায় কাঁধে করিবেন।

পৌষ মাসের শীতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্যাণ্ট ও কোটের উপর একটি আপাদলম্বী আলষ্টার চাপা দিয়াছি; মাথায় টুপী কম্ফর্টরের দ্বারা আবদ্ধ; পায়ে বুট। মাকে প্রণাম করিবার জন্য কখনও জুতা খুলিতাম না, কেবল মন্দিরের গায়ে মাথাটি ঠেকাইয়া চলিয়া আসিতাম। শৈশবে পিতার সঙ্গে নিত্যই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর, রাজবেশ ধারণ করিয়া অবধি আর দর্শন করি নাই। এই দিন, মাকে প্রণাম পূর্ব্বক কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম! দেখিলাম, একটি পাগল জঞ্জালস্তূপের উপর বসিয়া গান করিতেছে, আর বহুলোকে তাহাকে ঘিরিয়া সেই গান শুনিতেছে। পাগলের কণ্ঠস্বর বড়ই মধুর, সে গাইতেছে—

"তোমায় দেখবো বলে আমি ঘুরে ঘুরে সারা হলুম।
এ ধারে ও ধারে সে ধারে যে ধারে দু চোক যায়
আমি খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি
আমি খুঁজে খুঁজে সারা হলুম।"

এই ত তার গান। কিন্তু কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য শ্রোতাগণের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষন করিতেছিল। নহিলে এত লোক জমিবে কেন? সে পুনঃ পুনঃ ঐ গান গাইতেছে, মাঝে মাঝে কীর্ত্তনীয়াদের মত আখর দিতেছে। এই গান একবার শুনিলাম যে আমার মুগ্ধ হইয়া গেল। অন্যান্য লোকেরা, আসিতেছে, দুই এক মিনিট শুনিতেছে, চলিয়া যাইতেছে। আমি কিন্তু শুনিতেছি আর যেমন একটু ফাঁক পাইতেছি অমনি অগ্রসর হইতেছি। পাগলের মুখেও বুঝি কি মাধুরী আছে, নহিলে আমার চক্ষু দু'টি তার মুখ হইতে অন্য দিকে যায় না কেন? ক্রমে ক্রমে আমার নিজের অজ্ঞাতসারে আমি পাগলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। অমনি সে গান বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং নিজ দক্ষিণ হস্তে সহসা আমার বাম হস্তটি ধারণ পূর্ব্বক বলিল "বড় খিদে পেয়েছে আমায় কিছু খেতে দিবি?"

কথা ক'টি কি মধুর! মুখ খানি কি সুন্দর! আমার সাধের আলষ্টারে কাদা লাগিয়াছে, কিন্তু সে জন্য আমার রাগ হইল না। পাগল যেন আমার কে! তার সে মধুমাখা কথা কটি আমায় বিভোর করিল। আমি বলিলাম "কি খাবে বাবা?"

পাগল বলিল "যা দিবি, ছাই পাঁশ যা তোর ছেদ্দা হয়।"

আমি তাহার হাত ধরিয়া চলিলাম। সম্মুখে সন্দেশের দোকান। দোকানদারকে বলিলাম, "এক সের সন্দেশ দাও।"

পাগল বলিল "এখানে নয় ভাল দোকানে চল্।"

উভয়ে চলিলাম। এক জন ম্লেচ্ছবেশধারী উলঙ্গ, কেবল একটু কোপীন পরিধান—সর্ব্বাঙ্গে ধূলা—পৌষমাসের শীতে গায়ে একটু

ছিন্নবস্ত্র ও নাই। হেদোর ধারে আসিয়া পাগল বলিল "দাঁড়া, একটা কথা বলি, দুজনে এক সঙ্গে থাক্‌লিই ক্রমে ভাব হয়। আমার বোধ হচ্ছে আমি তোরে যেন একটু ভালবেসে ফেলিছি, কেন তা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু তুই ত সাহেব, বড় মানুষ লোক: আমি কাঙ্গালা হাঙ্গলা লোক পেট্ জলেছিলো, তাই তোর কাছে খেতে চাইলুম্; তোর সঙ্গে দেখা না হ'লে আজও হয়ত খাবার কথা মনে হ'ত না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুইও কি আমায় ভালবাস্‌বি? না দুটি ভাত দিয়ে দূর ক'রে দিবি?"

তাঁর কথাগুলি বড়ই প্রাণস্পর্শী—ক্ষণেক চক্ষের দেখায়, যে কেউ কারো প্রাণ অধিকার কর্‌তে পারে তা আগে বিশ্বাস কর্‌তাম না। একবার চক্ষের দেখায় ভালবাসা কবি-কল্পনা বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি এ ভবে সকলি সম্ভবে। মনে ভাবিলাম, নিশ্চয়ই ইনি কোনও মহাপুরুষ আমায় কৃপা করিবার জন্য আসিয়াছেন। বলিলাম "বাবা, যেমন সময়ে সময়ে দেখা যায়, সুন্দরী স্ত্রীলোক, স্বরূপ গুণবান স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে নির্গুণ পরপুরুষে আসক্ত হয়, তেমনি আমার মন, আপনার পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়্‌তে চাচ্চে।"

তিনি সহাস্য বদনে বলিলেন "বটে? তবে তুইও আমায় ভালবেসেছিস্?—আমার মধ্যে তুই সেই নির্গুণ পর পুরুষ কে দেখ্‌তে পেয়েছিস্ নাকি?—কিন্তু তুই যে আমায় ভাল বেসেছিস্ তা বুঝ্‌বো কি ক'রে?—আমি শীতে কষ্ট পাচ্চি আর তুই অতগুলো কি গায়ে জড়িয়ে ঘেমে খুন হচ্চিস? আমায় যদি ভালই বাস্‌তিস্ তাহলে নিদেন তোর বড় জামাটাও ত আমার গায়ে দিয়ে দিতিস"

আমি তখনি আমার আলষ্টারটি খুলিয়া তাঁহার গায়ে দিলাম। তাঁহার চক্ষু দুটি যেন উৎফুল্ল হইল। আমার প্রাণে যেন কি এক আনন্দ লহরী খেলিল। একটু পরেই আমি বুঝিতে পারিলাম, বস্তুতই আমার খুব ঘাম হইতেছিল। কারণ এখন বেলা প্রায় নটা। তবে কি আমার কষ্ট দূর করবার জন্যই আমার ও বোঝাটি নিজে নিলেন তাঁর মনের কথা তিনিই জানেন। আমার ত মনে হয় তাই। নইলে যিনি দারুণ শীতের সময়ে অনাবৃত গাত্রে ছিলেন শীত বোধের কোনও চিহ্নই ছিল না এত বেলায় তার আলষ্টার গায় দিবার কোনও প্রয়োজন হওয়া সম্ভব নহে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বহুবাজারের নিকট উপস্থিত হইয়াছি এমন সময়ে তিনি বলিলেন "দেখ্, অনেক-দিন ভাত খাই নি। আজ চাট্টি ভাত খাবো। আমার মাকে বল্‌বো, মা, আজ আমার জন্ম-তিথি আজ পাঁচ বেন্নূন ভাত খাবো। একটু দই সন্দেশ ক্ষীর খেতে দিবি ত? জন্মদিনে যা যা খেতে হয় সব দেবে?"

আমি বলিলাম "হাঁ বাবা, আপনি যা বল্‌বেন, তাই কর্‌বো।"

তিনি বলিলেন "আমি বল্‌বো তবে করবি? আমার মনবুঝে কর্‌তে পারবিনি? তবে আর ভালবাসা কি?"

আমি আর কিছু না বলিয়া, তাঁহার সঙ্গে প্রবেশ করিলাম। এবং নানা প্রকার তরকারী ও ফলমূল ক্রয় করিয়া মৎস্য কিনিতে যাইব এমন সময়ে তিনি বলিলেন ওদিকে গে কাজ নি, ওগুলো সব ছট্‌ফট্ কর্‌চে দেখ্‌লে কষ্ট হ'বে। যা কেনা হ'য়েছে এতেই হ'বে এখন তার পর আমি সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও দধি

ও ক্ষীর ক্রয় পূর্ব্বক মুটিয়াকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দুইজনে পাশাপাশি চলিলাম। একটু পরেই আমার বাড়ী দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কি আশ্চর্য্য আমার বাড়ীটি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র তিনি আমার পাশ হইতে, দ্রুতপদে বাটীর দ্বারে উপনীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "মা, বেরিয়ে দেখ, আমি এসেছি।" যেন ইঙ্গিতে আমায় জানাইলেন এ বিশ্বে কিছুই আমার অগোচর নাই।

আমার পত্নী, আমার বিলম্ব দর্শনে পথপানে চাহিয়াছিলেন। দূর হইতে আমায় দেখিয়া, দ্বারোদঘাটনার্থ আসিয়াছিলেন। তিনি, তাঁহাকে দেখিয়াই থতমত খাইয়া একটু পাছু হটিলেন। তাই দেখিয়া, পাগল বলিলেন "কি বেটি, ছেলেকে চিন্‌তে পার্‌লিনি? তা চিন্‌বিই বা কি করে? প্রসব ক'রেই মরে গিয়েছিলি, তারপর সারা জীবনটাই—

'তোমায় দেখ্‌বো বলে আমি কেঁদে কেঁদে
সারা হলুম
এধারে ওধারে সেধারে
যেধারে দু চোক চায়
আমি খুঁজি খুঁজি নারি
যে পায় তারি
আজ দেখা পেলুম।'

মা আজ তোর ছেলের জন্ম তিথি। তোর কোলের ছেলে, কোলে এল মা!"

আমার স্ত্রীর আর সে সঙ্কোচভাব নাই। কাছে আসিয়া তাঁহার আলষ্টারটি খুলিয়া লইলেন। তার পর তাঁহার সেই নগ্নবেশ দর্শন পূর্ব্বক, যেমন শিশু পুত্রের সম্মুখে স্ত্রীলোকে স্বামীর সম্মুখে কথা কয় সেইরূপ ভাবে বলিলেন "শীগীর যাও, এক জোড়া নূতন কাপড় কিনে আন।"

পাগল বলিলেন "দেখ দেখি বাবা তুমি বল্‌ছিলে আমি বল্‌লে ভেবে জোগাড় কর্‌বে, কিন্তু দেখ দেখি, মা আদ্যাশক্তির কাছে, সকল জীব জন্তুই, যখন যা দরকার, তা না চাই-তেই পায়।"

আমার স্ত্রী বলিলেন "বাবা, ঘরে এসো।"

তিনি বলিলেন "না, মা, আমায় আর ত ঘরে আস্‌তে নাই! ঘর যে মা আমি বিশ্বে-শ্বরকে দিয়ে দিয়েছি! এই রকে বস্‌লাম। দেখ্ মা আমি আর এখন বড় কোনও বন্ধনের ধার ধারি না। যে এক স্নেহের বন্ধনে বেঁধেছিস্ মা, তারি দৌলতেই অস্থির, কোথায় নিমতলা আর কোথায় বৌবাজার—একেবারে হিড় হিড় করে টেনে আনলি! মাগো একে ভেবে দেখ্‌ অস্থির তার ওপর স্নেহের বন্ধনের টান এর ওপর আর গৃহ বন্ধন সইবে না। আমি, মা, বনের পাখীর মত উড়ে উড়ে বেড়াব আর মাঝে মাঝে তোর দোরে এসে "মা, মা," বলে ডেকে যাব। ঐ মা বল্‌লি—বড়ই ভাল বাসি মা। আমায় ঘরে খাঁচায় পুরিস্‌নে মা, বড় কষ্ট হবে। এখন একটু ভেবে দেখি কি করা উচিত।" এই বলিয়া তিনি চুপ করিয়া রকের উপর দুখানি পা ঝুলাইয়া বসিলেন, আর আমার পত্নী, মাতৃস্নেহরূপ অমৃতের প্রস্রবণ ছুটাইয়া একবাটি সর্ষপ তৈল গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে মাখাইতে বসিলেন, আমি এক দৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলাম।—আমার পত্নী বলিলেন "শীগীর এক জোড়া লাল পেড়ে ধুতি আন, নইলে বাবা নেয়ে পর্‌বেন কি?" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে তৈল মাখাইতে লাগিলেন আমি কাপড় আনিতে গেলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একজোড়া কাপড় ও

একখানা গামছা লইয়া ফিরিলাম। আমার পত্নী, এক বালতী জল আনয়ন পূর্ব্বক, সেই নূতন গামছা দিয়া তাঁর গাত্র মার্জ্জনে ব্যাপৃতা হইলেন। আমি নির্ব্বাক হইয়া এক দৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম।

মায়ে যেমন শিশুকে যত্ন পূর্ব্বক স্নান করায়, আমার পত্নী অল্প বয়স্কা হইলেও বাৎসল্য পূত হৃদয়ে এই অকস্মাৎ প্রাপ্ত কুমারটিকে সযত্নে স্নান করাইতেছেন। তিনি আজ "প্রসব না করিয়াই কানাইয়ের জননী" হইয়াছেন। এই বাৎসল্য ভাবটি বুঝি নারী জাতির নিত্য সিদ্ধ ভাব। তাই আজ তিনি এ ভাবে বিভোর। ক্রমে স্নান করান হইল,—নূতন বস্ত্র পরান হইল—আসনে বসান হইল—

এতক্ষণ দেখিনাই—এখন—তাঁহার গলদেশে যজ্ঞো পবীত। আমার পত্নী এই বার প্রণাম করিতে গেলেন। কিন্তু তিনি বাধা দিয়া বলিলেন "ছিমা, আমি তোর ছেলে যে! আমায় কি গড় করতে আছে? অকল্যান হবে যে!—ঐ রকের ধারে, "নমো নারায়ণায়" বলে মাথা ঠেকিয়ে তাকে গড় কর। সে এই হৃদয়েও আছে—সর্ব্বত্রই আছে।" তার পর আমার দিকে দেখিয়া বলিলেন "বাবা, ও পোষাক গুলো ভাল দেখাচ্চে না—ও গুলো খুলে ফেল—আমি তোমায় বাবা বলে চিন্‌তে পারচি নি—মাও বোধ হয় চিন্‌তে পার্‌চেন না। যার যা তার তা না হলে কি মানায়? এই দেখ না কেন, আমি এতদিন মাখেকো ছেলে ছিলুম, কেউ আমায় যত্ন কর্‌তো না কাদা ধুলো মেখে, যেথায় সেথায় বেড়াতুম তখন তাই মানাত,—আবার আজ মা পেয়েছি—আর সে বেশ নেই—এখন আমি আবার মার আদরের ছেলে—যাও বাবা ও গুলো ফেলে আমার বাবা হয়ে এস।"

আমি আর বিলম্ব করিলাম না। শীঘ্র গৃহ মধ্যে গমন পূর্ব্বক, জন্মের মত সেই পোষাক ত্যাগ করিয়া ধুতি পরিলাম।

আমি বাহিরে আসিবা মাত্র তিনি বলিলেন "এই এতক্ষণের পর, বাবা বলে চিন্‌তে পার্‌লুম। এতক্ষণ একটা ইড়্ পিড়্ বলে মনে হচ্ছিল, না মা?—মা বাবাকে একটু তেল দাও। অনেক বেলা হয়েছে—তুমি চাট্টি ভাত রাঁধো। অনেকদিন ভাল কোরে ভাত খাইনি।"

আমার পত্নী বলিলেন "বাবা আপনি যে বাহ্মণ?"

তিনি বলিলেন "এই সুতো ক'গাছা?" এই বলিয়া তাঁহার উপবীত খুলিয়া আমার গলায় দিলেন! বলিলেন "এই দেখ্ বেটী, আমার বাবা বামন হলো কাজে কাজেই তুইও বাম্‌নী। পাষাণের বেটী, আমার সঙ্গে চালাকী কেন?—তুমি যে আদ্যাশক্তি মহামায়া, তাকি ভুলে গেছো? নিশ্চয়ই ভোলো নি—কেবল ন্যাকামী বইত নয়। বরং ভোলা ভুল্‌তে পারে—কিন্তু তুমি বেটী ভোল্‌বার মেয়ে নয়—তুমি বেটী আমায় ভোলাবার জন্য দেখাচ্ছো যেন ভুলেছ—কিন্তু আমি ভুলি নি, আর ভুল্‌বোও না—চিরদিন এই হৃদয়ে গাঁথা থাক্‌বে—

"বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদা
স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।"

যা বেটী পাষাণের মেয়ে, রাঁধগে যা, আমি যখন বল্‌চি তখন তোর ভাববার দরকার কি? বেটী জগত সংসার তোর প্রসাদ খেয়ে মানুষ আর আজ একটা মানুষের চামড়া গায়ে দিছিস বলে কি আমি ভুল্‌বো? আগে বাবার স্নান হ'ক্ তারপর, বুঝিয়ে দেব তুই কে?

বাঁধলেই ত আর দেওয়া হলো না? যতক্ষণ ঠিক্ বুঝ্‌তে না পারবি, যে দোষ নাই ততক্ষণ দিবি কেন?"

পত্নী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রন্ধন করিতে গেলেন। আমি স্নান করিলাম তারপর সেই মহাপুরুষ, আমাদিগকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে কৃতার্থ করলেন। তারপরে পিতা পুত্রে এক স্থানে বসিয়া ভোজন!

আহারের পর তিন জনে সেই ঘরকে বসিলাম। তিনি আমার পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "আমি যে তোমার গর্ভজ সন্তান তাকি বুঝ্‌তে পেরেছ?"

আমার পত্নী বলিলেন "হাঁ বাবা!"

তিনি বলিলেন "দেখ, মা, তুমি আমায় প্রসব করেই প্রাণত্যাগ করে ছিলে। তারপর তিন বার দেহ পরিবর্ত্তন ক'রে এ দেহ ধারণ ক'রেছ আর আমি মা তোমায় একটি বার মা ব'লে জন্ম সার্থক করবো বলে, আজ দুই কুড়ি বৎসর, হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে বসে ছিলাম, যেমন তুমি টেনেছ অমনি সেই হিমালয় থেকে মা বলে ডাকবো বলে এখানে এসেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বাবা আপনি কি কৈলাশেশ্বর শঙ্কর?"

তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন "সোঽহম্" সে গম্ভীরস্বরে আমাদের [illegible]টি কাঁপিয়া উঠিল। আমরা চমকিত হইলাম। তার পর আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তত্ত্বমসি"। এই মহাপুরুষ [illegible] দিন মাত্র সেই ঘরকে একখানি কম্বলাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া নিরন্তর অমৃত ধারায় আমাদিগকে স্নান করাইয়াছিলেন। সে অমৃত [illegible]টুকু ধরিতে পারিয়াছি আজ জগতে [illegible] দিয়া, আমরা দুজনে, তাঁর আনন্দ [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিব, স্থির করিয়াছি।

শ্রীবিনোদবিহারী হালদার।

ফলিত জ্যোতিষ ও শিশুবিনয়ন

বিশ্বপতির বিশাল বিশ্বরাজ্যের বিবিধ পদার্থ পরস্পর সুসম্পর্কিত থাকিয়া, পরস্পরের ক্রমবিকাশে নিরন্তর সহায়তা করিতেছে। ভূলোকের স্থূলশরীরীসমূহ, ভুবর্লোকের সূক্ষ্মশরীরীগণ, দ্যুলোকের দেবরন্দ, অধিক কি চতুর্দ্দশভুবনগত সমুদায় পদার্থই পরস্পর দুশ্ছেদ্য দৃঢ়বন্ধনে সুসংবদ্ধ। জীবগণ, প্রথম দেহধারণাবধি নিরন্তর এই সমুদায় লোকে গমনাগমনপূর্ব্বক পরস্পরের সংঘর্ষজনিত বল দ্বারা নিরন্তর ক্রমবিকশিত হইতেছে। তত্ত্বনিচয় এই বিকাশের প্রধান সহায়। খতলচারী গ্রহনক্ষত্রগণ ভূতলবাসী জীবগণের ক্রমবিকাশ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন। গ্রহনক্ষত্রগণের যেটিতে যে তত্ত্বের প্রাধান্য আছে, সেইটি সেই তত্ত্বের পোষক। যেমন হরিদ্রা চূর্ণ সহযোগে লৌহিত্য লাভ করে। নীল পীতযোগে বিবিধ প্রকার হরিতের হেতু হয়। সর্ব্ববর্ণসমবায়ে যেমন শ্বেতবর্ণের উদ্ভব হইয়া থাকে, সেইরূপ গ্রহনক্ষত্রনিচয়ের শক্তিসমবায়ে, নিরন্তর যে বিভিন্ন প্রকারে [illegible] অনুরণন উৎপন্ন হইতেছে, তাহারই [illegible] প্রকৃতি ও প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। জীবের প্রকৃতি, গর্ভকোষ হইতে [illegible] হইবার পূর্ব্ব হইতেই বীজাকারে বর্ত্তমান থাকে। লক্ষলতাদির বীজ যেমন [illegible] সলিলাতপাদির সাহচর্য্যে অঙ্কুরিত বা অকাল [illegible] নষ্ট হয়, নবজাতজীবের প্রবৃত্তিনিচয় [illegible] অমনি অনুরূপ অনুরণন সাহচর্য্যে অঙ্কুরিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে। যেমন [illegible] করিলে শীতাতপবর্ষাদি হইতে [illegible] করিতে পারে, সেইরূপ ঐ সকল [illegible]তিক অনুরণন গ্রহণ করা না-করা কিয়ৎপরিমাণে মানবের ইচ্ছাধীন বটে। মানব, ইন্দ্রিয়ের দাস না হইয়া ইন্দ্রিয়কে দাস করিতে পারিলে অনায়াসেই এই কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারে। অন্যথা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসরণ করিলে কিয়ৎপরিমাণে সমর্থ হইবেন [illegible] নাই এই জন্য, শিশুর জন্ম সময়ে, তাহার জন্মপত্র প্রস্তুত

করিয়া, তাৎকালিক গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান-জনিত শক্তি জ্ঞাত হইবেন; পরে জাতশিশুর কোন্ কোন্ বৃত্তি কি পরিমাণে বীজরূপে বর্ত্তমান আছে, তাহা অবগত হইয়া, অভীষ্ট বৃত্তির অনুরূপ অনুরণন গ্রহণ এবং অনভীষ্ট বৃত্তির অনুরূপ অনুরণন পরিহার পূর্ব্বক, সেই বৃত্তির পুষ্টি বা নাশ সাধনে সতত সচেষ্ট হইবেন। ঐ চেষ্টা গর্ভাধানের সময় হইতে করিতে পারিলেই ভাল হয়। কিরূপে ঐ কার্য্য করিতে হয়, তাহা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। পরাশরাদি ঋষিপ্রণীত গ্রন্থনিচয়ে সে বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। জ্যোতিষ-প্রসঙ্গের প্রসঙ্গকর্ত্তা ঐ সকল প্রসঙ্গের দ্বারা পাঠকগণকে প্রীত ও উপকৃত করিবেন সন্দেহ নাই*। তদনুসারে কার্য্য করিলে শিশু-বিনয়ন কার্য্য সহজ হইবেক।

শ্রীমহেশ্বর জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য।

সাময়িক সংবাদ।

গ্রহ-সংবাদ। আগামী ১৬ই মাঘ চন্দ্র বুধের অত্যন্ত সন্নিহিত হইবেন। ২রা ফাল্গুন চন্দ্র ও শনৈশ্চরে সম্মিলন হইবেক। ঐ দিন বিকালে উভয় গ্রহকে পরস্পরে সন্নিহিত দেখা যাইবে। পরদিন চন্দ্র মঙ্গলের এবং ১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতির সন্নিহিত হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে মঙ্গল ও শনি সন্নিহিত আছেন, বড়ই সুন্দর দৃশ্য।

জুবিলি আর্ট একাডেমি। গত ১৯এ পৌষ, সোমবার অপরাহ্ন সময়ে বৈটকখানা রোডের ৯৭।১ সংখ্যক স্থানে, কাশীমবাজারাধীশ্বর মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্ত্তৃক উক্ত শিল্প বিদ্যালয়ের ভিত্তি-স্থাপন-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। সভাস্থলে অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই শিল্পবিদ্যালয়টি বঙ্গবাসীর স্বায়ত্ত চেষ্টার দ্বারা স্থাপিত শিল্পবিদ্যালয় সমূহের অন্যতম। বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রণদাপ্রসাদ গুপ্ত উদ্যোগী পুরুষ। তাঁহার চেষ্টার সুফল দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

এয়ারোপ্লেন। আমরা আনন্দের সহিত আমাদের পাঠকগণকে জানাইতেছি, যে বোম্বেনিবাসী শ্রীযুক্ত সোকার বোপাজী তলপুদে, এয়ারোপ্লেন প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার দণ্ডেকার তাঁহাকে দাদর সন্নিহিত উপযুক্ত পরিমাণ ভূমি কারখানা স্থাপনের জন্য দিয়াছেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থী।

জাপানে বঙ্গীয় যুবক। এসোসিয়েসন ফর দি এড্ভান্সমেণ্ট অব সায়ণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এডুকেশন অব ইণ্ডিয়ান্স্ নামক সমিতির যত্নে ও বায়ানুকূল্যে শ্রীযুক্ত রসিক রঞ্জন ঘোষ নামক একটি যুবক, জাপানে, রেসম উৎপাদনকার্য্য শিক্ষার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি টোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরি-কালচার বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া, বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ঐ বিষয়ে বিশেষ বুৎপন্ন হইয়াছেন। তাহার দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

(বেঙ্গলী)

---

* জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়, তাহার ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে যে কথাগুলির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, যে সকলেরই কিয়ৎ পরিমানে জ্যোতিষ-তত্ত্ব জানা প্রয়োজন। আমরাও সেই কথা বিশ্বাস করি বলিয়া, গৃহস্থে জ্যোতিষ-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি। কিরূপে কোষ্টি করিতে হয় সেই কথা কয়েকটি প্রস্তাবে প্রকাশ পূর্ব্বক একে একে রাশি, গ্রহ ও নক্ষত্রগণের স্বরূপ ও শক্তি প্রভৃতির আলোচনা করিব ও সেই সমুদায়ের সাহায্যে কিরূপে, স্ব স্ব সন্তানগণের ও নিজের প্রকৃতি গঠিত করিতে হয় তাহা জ্যোতিষ-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইবেক।—গৃহস্থ সম্পাদক।

বিন্ধ্যস্য শিখরে তিষ্ঠন্ পত্রিপত্রেরিতেন বৈ।
পতিতোঽস্মি মহাভাগ শ্বসনেনাতিরংহসা ॥২২॥
সোঽহং মোহসমাবিষ্টো ভূমৌ সপ্তাহমস্মৃতিঃ।
স্থিতস্তত্রাষ্টমেনাহ্না চেতনাং প্রাপ্তবানহম্ ॥২৩॥
প্রাপ্তচেতাঃ ক্ষুধাবিষ্টো ভবন্তং শরণং গতঃ।
ভক্ষার্থী বিগতানন্দো দূয়মানেন চেতসা ॥২৪॥
তৎকুরুষ্বামলমতে মত্ত্রাণায়াচলাং মতিম্।
প্রযচ্ছ ভক্ষং বিপ্রর্ষে প্রাণযাত্রাক্ষমং মম ॥২৫॥
য এবমুক্তঃ প্রোবাচ তমিন্দ্রং পক্ষিরূপিণম্।
প্রাণসন্ধারণার্থায় দাস্যে ভক্ষ্যং তবেপ্সিতং ॥২৬॥
ইত্যুক্ত্বা পুনরপ্যেনমপৃচ্ছৎ স দ্বিজোত্তমঃ।
আহারঃ কস্তবার্থায় উপকল্প্যো ভবেন্ময়া ॥২৭॥
স চাহ নরমাংসেন তৃপ্তির্ভবতি মে পরা ॥২৮॥

ঋষিরুবাচ।

কৌমারং তে ব্যতিক্রান্তমতীতং যৌবনঞ্চ তে।
বয়সঃ পরিণামস্তে বর্ত্ততে নূনমণ্ডজ ॥২৯॥
যস্মিন্নরাণাম্ সর্ব্বেষামশেষেচ্ছা নিবর্ত্ততে।
স কস্মাদ্বৃদ্ধভাবেঽপি সুনৃশংসাত্মকো ভবান্ ॥৩০॥

ছিনু বিন্ধ্যগিরিশিরে বসি' তাল-বৃক্ষোপরে,
মহাবেগে বহিয়া পবন,
পাতিত করিল মোরে, পড়িলাম অতি জোরে,
তালপত্রে ক্ষতাঙ্গ এমন।২২॥
সপ্তাহ মূর্চ্ছিত হ'য়ে ছিলাম, এ দেহ ল'য়ে,
পরে হ'ল চেতনা সঞ্চার; ২৩॥
ক্ষুধায় কাতর অতি, চলিতে নাহি শকতি,
আসিলাম আশ্রমে তোমার।২৪॥
এবে হ'য়ে কৃপাময়, দেহ ভক্ষ, যাহে হয়
ক্ষুধা নাশ, দেহে বলাধান;
নহে মোর প্রাণ যায়, আর না দেখি উপায়,
রাখ রাখ মুনি মোর প্রাণ।২৫॥
শুনিয়া তাহার কথা, হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা,
বলিলেন জনক আমার,
'কিবা চাও বল মোরে, আনি' দিব ত্বরা ক'রে
যাহে বাঁচে পরাণ তোমার।
কিবা প্রিয় ভক্ষ্য তব বল ওহে অণ্ড-ভব
দিব তা'ই এখনি তোমায়।২৬-২৭॥
শুনি' পক্ষী বলে তাঁ'রে, প্রীতি নরমাংসাহারে,
তা'ই আনি যোগাও আমায়।২৮॥
ঋষি বলে "হে অণ্ডজ, করহ শ্রবণ,
কৌমার, যৌবন, তব অতীত এখন,
যে কালে জীবের মনে বাসনা-নিচয়
একে একে সমুদায় হ'য়ে যায় ক্ষয়,
সেই ত বার্দ্ধক্যদশা উদিত এখন,
তথাপি এ ভাব তব আজো কি কারণ? ২৯-৩০॥

ক্ব মানুষস্য পিশিতং ক্ব বয়শ্চরমং তব।
সর্ব্বথা দুষ্টভাবানাং প্রথমো নোপপদ্যতে ॥৩১॥
অথবা কিং ময়ৈতেন প্রোক্তেনাস্তি প্রয়োজনম্।
প্রতিশ্রুত্য সদা দেয়মিতি নো ভাবিতং মনঃ ॥৩২॥

পক্ষিণ উচুঃ।

ইত্যুক্ত্বা তং স বিপ্রেন্দ্রস্তথেতি কৃতনিশ্চয়ঃ।
শীঘ্রমস্মান্ সমাহূয় গুণতোঽনুপ্রশস্য চ ॥৩৩॥
উবাচ ক্ষুব্ধহৃদয়ো মুনির্বাক্যং সুনিষ্ঠুরং।
বিনয়াবনতান্ সর্ব্বান্ ভক্তিযুক্তান্ কৃতাঞ্জলীন্ ॥৩৪॥
কৃতাত্মানো দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋণৈর্যুক্তা ময়া সহ।
জাতং শ্রেষ্ঠমপত্যম্মো যূয়ং মম যথা দ্বিজাঃ ॥৩৫॥
গুরুঃ পূজ্যো যদি মতো ভবতাং পরমঃ পিতা।
ততঃ কুরুত মে বাক্যং নির্ব্যলীকেন চেতসা ॥৩৬॥
তদ্বাক্যসমকালঞ্চ প্রোক্তমস্মাভিরাদৃতৈঃ।
যদ্বক্ষ্যতি ভবাংস্তদ্বৈ কৃতমেবাবধার্য্যতাম্ ॥৩৭॥

কোথা নরমাংসাহার?—কোথা বৃদ্ধ দশা?
হা! কি কষ্ট! দুষ্ট লোকে ছাড়ে না দুষ্টাশা!!
কিন্তু সে কথায় মোর কিবা প্রয়োজন?
করিয়াছি অঙ্গীকার, করিব পালন। ৩২॥
পক্ষিগণ বলে মুনি, করহ শ্রবণ,
সে পক্ষির প্রতি, হেন বলিয়া বচন,
মনেতে করিয়া স্থির, পিতা মহাশয়
ডাকিলেন মো সবারে বিষণ্ণ-হৃদয়। ৩৩॥
বিনয়াবনত হ'য়ে আমরা সকলে
প্রণাম করিনু গিয়া তাঁর পদতলে,
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে পরে রহিনু তথায়
ক্ষুব্ধচিত্তে পিতা হেন বলিলা সবায়—৩৪॥
"কৃতবিদ্য হইয়াছ তোমরা সকলে,
হয়েছ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সকলেই বলে।
উপযুক্ত পুত্রলাভ হয়েছে সবার
ঋণমুক্ত এবে সবে, কি সন্দেহ তা'র।
তোমরা যেমন সবে সন্তান আমার,
সে রূপ সৎপুত্র জন্মিয়াছে সবাকার। ৩৫
পিতা আমি, পূজ্য, গুরু, যদি কর মনে,
অকপটচিত্তে বল আমার সদনে,
যে আদেশ করি' তাহা করিবে পালন,
তবেই সফল হয় আমার জীবন।" ৩৬॥
পিতার এ হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ
সত্বরে বলিনু সবে সাদর বচন;
পিতা গো আদেশ তব পশিলে শ্রবণে
অবিলম্বে পালন করিব ফুল্ল-মনে। ৩৭॥

ঋষিরুবাচ।

মামেষ শরণং প্রাপ্তো বিহঙ্গঃ ক্ষুত্তৃষান্বিতঃ।
যুষ্মন্মাংসেন যেনাস্য ক্ষণং তৃপ্তির্ভবেত বৈ।
তৃষ্ণাক্ষয়শ্চ রক্তেন তথা শীঘ্রং বিধীয়তাম্ ॥৩৮॥
ততো বয়ং প্রব্যথিতাঃ প্রকম্পোদ্ভূতসাধ্বসাঃ।
কষ্টং কষ্টমিতি প্রোচ্য নৈতৎ কুর্ম্মেতি চাব্রুবন্ ॥৩৯॥
কথং পরশরীরস্য হেতোর্দ্দেহং স্বকং বুধঃ।
বিনাশয়েদ্ ঘাতয়েদ্বা যথা হ্যাত্মা তথা সুতঃ ॥৪০॥
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং যান্যুক্তানি ঋণানি বৈ।
তান্যপাকুরুতে পুত্রো ন শরীরপ্রদঃ সুতঃ ॥৪১॥
তস্মান্নৈতৎ করিষ্যামো নোচীর্ণং যৎ পুরা ...।
জীবন্ ভদ্রাণ্যবাপ্নোতি জীবন্ পুণ্যং করোতি চ ॥৪২॥
মৃতস্য দেহনাশশ্চ ধর্ম্মাদ্যুপরতিস্তথা।
আত্মানং সর্ব্বতো রক্ষ্যমাহুর্ধর্ম্মবিদো জনাঃ ॥৪৩॥

বলিলেন তিনি তবে "শুন বৎসগণ,
এই পক্ষী লইয়াছে আমার শরণ।
কাতর হ'য়েছে পাখী ক্ষুধা পিপাসায়,
নররক্ত আর মাংস খাইবারে চায়।
অতএব শুন সবে বচন আমার
নিজ নিজ দেহ দেহ করিতে আহার।
প্রতিশ্রুত আছি আমি নিকটে ইহার:
যতনে সকলে রক্ষ মোর অঙ্গীকার। ৩৮ ॥
শুনি হেন, হৈনু সবে ব্যথিত হৃদয়,
কম্পান্বিত কলেবর, হৈল বড় ভয়।
"অতিশয় কষ্টকর কার্য্য ভয়ঙ্কর,
নারিব সাধিতে, ভয়ে কাঁপিছে অন্তর। ৩৯
পণ্ডিত হইয়া কেবা পরদেহ তরে,
মিছামিছি আপনার দেহ নষ্ট করে?
আত্মাকে রক্ষিবে সদা সন্তান সমান,
এই কথা বলে সদা, শাস্ত্রে মণ্ডিত জন। ৪০
পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ আর
ব্যক্ত আছে নরঋণ শাস্ত্রের মাঝার।
সেই সব ঋণ নাশ করে পুত্রগণ,
দেহপাত করিবার নাহি দেখি কারণ। ৪১ ॥
অতএব ক্ষম পিতঃ ধরি তব পায়
এ নিষ্ঠুর আজ্ঞা নাহি কর মো সবায়;
এ কার্য্য করিতে মোরা নারিব নিশ্চয়,
শুনিয়া এ কথা দেখ কাঁপি'ছে হৃদয়।
হেন কার্য্য ভবে কেহ করেনি কখন,
বাঁচিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ বলে সর্ব্বজন।
থাকিলে জীবন ভবে পণ্যলাভ হয়, ৪২ ॥
দেহনাশে সর্ব্বনাশ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
পণ্ডিতেরা শাস্ত্রে হেন বলিলা বচন
'সযতনে কর সদা আত্মার রক্ষণ।'" ৪৩

ইত্থং শ্রুত্বা বচোঽস্মাকং মুনিঃ ক্রোধাদিব জ্বলন্।
প্রোবাচ পুনরপ্যস্মান্নির্দহন্নিব লোচনৈঃ ॥৪৪॥
প্রতিজ্ঞাতং বচো মহ্যং যস্মান্নৈতৎ করিষ্যথ।
তস্মান্মচ্ছাপনির্দগ্ধাস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রযাস্যথ ॥৪৫॥
এবমুক্ত্বা তদা সোঽস্মাংস্তম্বিহঙ্গমমব্রবীৎ।
অন্ত্যেষ্টিমাত্মনঃ কৃত্বা শাস্ত্রতশ্চোর্দ্ধদৈহিকম্ ॥৪৬॥
ভক্ষয়স্ব সুবিশ্রব্ধো মামত্র দ্বিজসত্তম।
আহারীকৃতমেতত্তে ময়া দেহমিহাত্মনঃ ॥৪৭॥
এতাবদেব বিপ্রস্য ব্রাহ্মণত্বং প্রচক্ষ্যতে।
যাবৎ পতগজাত্যগ্র্য স্বসত্যপরিপালনং ॥৪৮॥
ন যজ্ঞৈর্দক্ষিণাবদ্ভিস্তৎ পুণ্যং প্রাপ্যতে মহৎ।
কর্ম্মণান্যেন বা বিপ্রৈর্যৎ সত্যপরিপালনাৎ ॥৪৯॥
ইত্যৃষের্বচনং শ্রুত্বা সোঽন্তর্বিস্ময়নির্ভরঃ।
প্রত্যুবাচ মুনিং শক্রঃ পক্ষিরূপধরস্তদা ॥৫০॥
যোগমাস্থায় বিপ্রেন্দ্র ত্যজেদং স্বং কলেবরম্।
জীবজ্জন্তুং হি বিপ্রেন্দ্র ন ভক্ষ্যামি কদাচন ॥৫১॥

আমাদের মুখে শুনি, এ হেন ভারতী,
পিতৃদেব হইলেন কোপান্বিত অতি,
রোষে রক্তবর্ণ হৈল তাঁহার নয়ন,
হইতে লাগিল যেন অগ্নি উদ্গীরণ।
দগ্ধ করিবারে যেন আমা সবাকারে
বলিতে লাগিলা অতি কুপিত অন্তরে; ৪৪ ॥
"রে দুর্ব্বৃত্ত পুত্রগণ, কর্ রে, শ্রবণ,
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি, করিব পালন।
না রাখিলি বাক্য সবে প্রতিজ্ঞা করিয়া,
মমতা হইল তুচ্ছ প্রাণের লাগিয়া?
মোর শাপে দগ্ধ হ'য়ে ত্যজিয়া জীবন,
তির্য্যগ্‌যোনিতে সবে কর্ রে গমন। ৪৫ ॥
এত বলি, করিলা অন্ত্যেষ্টি আপনার,
মরণ সময়ে কার্য্য যেবা আছে আর। ৪৬॥
পরে আসি' বসিলেন সেই পক্ষী পাশ,
বলিলেন, "ভক্ষ' মোরে পূর্ণ কর আশ। ৪৭ ॥
হে পতগশ্রেষ্ঠ, তাঁ'রে জানিও ব্রাহ্মণ,
যেই জন সত্য করি' করয়ে পালন। ৪৮ ॥
সত্যের পালনে সদা যেই পুণ্য হয়,
সদক্ষিণ যাগযজ্ঞে তাহা কভু নয়। ৪৯ ॥
পক্ষিরূপী ইন্দ্র, শুনি' বচন তাঁহার,
বিস্ময় হৃদয়-মাঝে হইল অপার।
বলিলেন, বিপ্রবর শুনহ বচন, ৫০ ॥
যোগাশ্রয়ে নিজ দেহ ত্যজহ এখন।
পশ্চাতে ও দেহ তব করিব আহার
জীবিত যে জীব, নহে ভক্ষ সে আমার। ৫১ ॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা যোগযুক্তোঽভবন্মুনিঃ ॥৫২॥
তং তস্য নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা শক্রোঽধ্যাহ স্বদেহভৃৎ।
ভো ভো বিপ্রেন্দ্র বুদ্ধ্যস্ব বুদ্ধ্যাবোদ্ধ্যং বুধাত্মক।
জিজ্ঞাসার্থং ময়াঽয়ন্তে অপরাধঃ কৃতোঽনঘঃ ॥৫৩॥
তৎ ক্ষমস্বামলমতে কা চেচ্ছা ক্রিয়তাং তব।
পালনাৎ সত্যবাক্যস্য প্রীতির্মে পরমা ত্বয়ি ॥৫৪॥
অদ্যপ্রভৃতি তে জ্ঞানমৈন্দ্রং প্রাদুর্ভবিষ্যতি।
তপস্যথ তথা ধর্ম্মে ন তে বিঘ্নো ভবিষ্যতি ॥৫৫॥
ইত্যুক্ত্বা তু গতে শক্রে পিতা কোপসমন্বিতঃ।
প্রণম্যশিরসাস্মাভিরিদমুক্তো মহামুনিঃ ॥৫৬॥
বিভ্যতাং মরণাত্তাত ত্বমস্মাকং মহামতে।
ক্ষন্তুমর্হসি দীনানাং জীবিতপ্রিয়তা হি নঃ ॥৫৭॥
ত্বগস্থিমাংসসংঘাতে পূয়শোণিতপূরিতে।
কর্ত্তব্যা নরতির্যত্র তত্রাস্মাকমিয়ং রতিঃ ॥৫৮॥

তবে পিতা, দেহত্যাগ করিবার আশে
যোগযুক্ত হ'য়ে বসিলেন পক্ষি-পাশে। ৫২।
নিশ্চয় সংকল্প তাঁর বুঝিতে পারিয়া,
নিজ দেহ ধরি' পক্ষি-দেহ তেয়াগিয়া,
হাসিতে হাসিতে ইন্দ্র বলিলা তখন—
"পণ্ডিতাগ্রগণ্য, ঋষি, শুনহ বচন।
বোদ্ধব্য বিষয় যত আছে এ ভুবনে
বুদ্ধিযোগে বুঝিতে যতন কর মনে।
ভালরূপে জানিবারে স্বরূপ তোমার
জ্ঞানকৃত অপরাধ এই ত আমার। ৫৩॥
ক্ষমা কর মোরে, বল কি আজ্ঞা আমায়
অবিলম্বে সম্পাদিব সন্দেহ কি তা'য়? ৫৪
আজি হ'তে ঐন্দ্র-জ্ঞান লব্ধ হৈল তব;
তপোবিঘ্ন না হ'বে, হইবে সব ভব।" ৫৫

এতেক বলিয়া তবে সহস্রলোচন
অমর-আলয়ে ত্বরা করিলা গমন।
মোরা সবে তবে পিতৃপদে ক'রে নতি,
বলিলাম,—"আমাদের অতীব দুর্ম্মতি, ৫৬॥
তেঁই সে মরণ ভয়ে হইয়া কাতর
অপরাধী হইয়াছি তোমার গোচর।
ক্ষমা কর, দয়া করি' মো সবার প্রতি
তোমার করুণা বিনা নাহি অন্য গতি। ৫৭॥
অস্থি মাংস ত্বক আর পূয় রক্তময়
বিড়ম্বনা-ময় দেহ, জেনে সুনিশ্চয়
তবুও মমতাবশে হইয়া কাতর,
এ দেহ রক্ষিতে চেষ্টা করি' নিরন্তর,
বাড়িয়াছে অনুরাগ এ দেহের প্রতি,
তোমার করুণা বিনা নাহি অন্য গতি। ৫৮॥

শ্রূয়তাঞ্চ মহাভাগ যথা লোকোবিমুহ্যতি।
কামক্রোধাদিভির্দ্দোষৈরবশঃ প্রবলারিভিঃ ॥৫৯॥
প্রজ্ঞাপ্রাকারসংযুক্তমস্থিস্থূণং পরং মহৎ।
চর্ম্মভিত্তিমহারোধং মাংসশোণিতলেপনম্।
নবদ্বারং মহায়াসং সর্ব্বতঃ স্নায়ুবেষ্টিতম্ ॥৬০॥
নৃপশ্চপুরুষস্তত্র চেতনাবানবস্থিতঃ।
মন্ত্রিণৌ তস্য বুদ্ধিশ্চ মনশ্চৈব বিরোধিনৌ।
যতেতে বৈরিনাশায় তাবুভাবিতরেতরং ॥৬১॥
নৃপস্য তস্য চত্বারো নাশমিচ্ছান্তিবিদ্বিষঃ।
কামক্রোধস্তথালোভো মোহশ্চান্যস্তথা রিপুঃ ॥৬২॥
যদা তু স নৃপস্তানি দ্বারাণ্যাবৃত্যতিষ্ঠতি।
সদাস্বস্থবলশ্চৈব নিরাতঙ্কশ্চ জায়তে ॥৬৩॥
জাতানুরাগো ভবতি শত্রুভির্নাভিভূয়তে ॥৬৪॥
যদা তু সর্ব্বদ্বারাণি বিবৃতানি স মুঞ্চতি।
রাগো নাম তদা শত্রুর্নেত্রাদিদ্বারমৃচ্ছতি ॥৬৫॥

শুনেছি প্রবল রিপু কাম ক্রোধ আর
মুগ্ধ করি' রাখিয়াছে নরে অনিবার। ৫৯ ॥
প্রজ্ঞারূপ প্রাকারে বেষ্টিত দেহ-পুর
অস্থিস্থূণা* চর্ম্ম ভিত্তি, শোণিত-প্রচুর
মাংস সে কর্দ্দমরূপে লেপিত তাহায়
নয়টি প্রবেশদ্বার যাহে শোভা পায়।
সেই পুরে, চারিধারে স্নায়ুর বন্ধন
এই মত, দেহ-পুর, বিচিত্র গঠন। ৬০ ॥
চেতনা-পুরুষ করে সে রাজ্য শাসন:
মন আর বুদ্ধি মন্ত্রী আছয়ে দু'জন।
কিন্তু সে দু'জনে সদ্ভাবের লেশ নাই,
পরস্পরে বিনাশিতে সযত্ন সদাই। ৬১ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, আর মোহ দুরাচার,
চারি শত্রু, রাজ্য নাশে ব্যস্ত সে রাজার। ৬২ ॥
যবে রাজা থাকে নবদ্বার রোধ করি'
সেই কালে পবেশ করিতে নারে অরি।
সেই কালে, সুস্থবল নিরাতঙ্ক হ'য়ে
রহে রাজা, রাজ্য মাঝে নিজজন ল'য়ে। ৬৩ ॥
সেই কালে হয় অনুরাগের উদয়;
না থাকে তাঁহার আর বাহ্য-শত্রু ভয়। ৬৪ ॥
কিন্তু যবে দ্বারগুলি করে উদ্ঘাটন,
সেই কালে ঘটে দেখ বহু অঘটন।
রাগ নামে শত্রু এক মহা বলবান,
দ্বার দিয়ে পুরমাঝে করয়ে প্রয়াণ। ৬৫ ॥

* স্থূণা—ঘরের খুঁটি।

সর্ব্বব্যাপী মহায়ামঃ পঞ্চদ্বারপ্রবেশনঃ।
তস্যানুমার্গং বিশতি তদ্বৈ ঘোরং রিপুত্রয়ং ॥৬৬॥
প্রবিশ্যাথ স বৈ তত্র দ্বারৈরিন্দ্রিয়সংজ্ঞকৈঃ।
রাগঃ সংশ্লেষমায়াতি মনসা চ সহেতরৈঃ ॥৬৭॥
ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব বশে কৃত্বা দুরাসদঃ।
দ্বারাণি চ বশে কৃত্বা প্রাকারং নাশয়ত্যথ ॥৬৮॥
মনস্তস্যাশ্রিতং দৃষ্ট্বা বুদ্ধির্নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
অমাত্যরহিতস্তত্র পৌরবর্গোজ্ঝিতস্তথা।
রিপুভির্লব্ধবিবরঃ স নৃপো নাশমৃচ্ছতি ॥৬৯॥
এবং রাগস্তথা মোহোলোভঃ ক্রোধস্তথৈব চ।
প্রবর্ত্তন্তে দুরাত্মানো মনুষ্যস্মৃতিনাশকাঃ ॥৭০॥
রাগাৎ লোভঃ প্রভবতি লোভাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৭১॥
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৭২॥
এবং প্রণষ্টবুদ্ধীনাং রাগলোভানুবর্ত্তিনাম্।
জীবিতে চ সলোভানাম্প্রসাদং কুরু সত্তমঃ ॥৭৩॥

সর্ব্বব্যাপি সেই শত্রু, পঞ্চ-দ্বার দিয়া
আক্রমণ করে পুরী ভিতরে আসিয়া;
তা'র পিছে আসে, ঘোর শত্রু তিন জন,
ক্রোধ, লোভ, মোহ আর, অতীব ভীষণ। ৬৬।
রাগরূপী শত্রু সে ইন্দ্রিয়-পথ দিয়ে
সেই কালে দেহ-পুরে প্রবেশে আসিয়ে,
মন, বুদ্ধি সনে চায় সখ্য করিবারে,
করয়ে যতন সেই বিবিধ প্রকারে। ৬৭॥
যবে সে ইন্দ্রিয়-দ্বার করে অধিকার,
মন আসি' অনুগত হয় ত তাহার।
মনেরে রাগের বশ করি' দরশন
ক্ষুব্ধ হ'য়ে বুদ্ধি করে আত্ম-বিসর্জ্জন।
অমাত্য রহিত হ'য়ে সেই নরপতি,
শত্রুগণ-করে ভুঞ্জে অশেষ দুর্গতি।
অবশেষে বিনষ্ট হইলে পুরেশ্বর,
পুরবাসী সবে হয় বিকল অন্তর। ৬৮-৬৯॥
এইরূপে রাগ, মোহ, লোভ, ক্রোধ আর,
মানুষের স্মৃতি নাশি' করে অত্যাচার। ৭০ ॥
রাগ হ'তে হয় ঘোর লোভের উদয়,
লোভ হ'তে জন্মে ক্রোধ অতি ভয়-ময়, ৭১ ॥
ক্রোধ হ'তে মোহ হয় শাস্ত্রের বচন,
মোহ হ'তে হয় স্মৃতি-বিভ্রম-জনন,
স্মৃতির বিভ্রম হ'তে বুদ্ধিনাশ হয়,
বুদ্ধিনাশ হ'লে মৃত্যু সর্ব্বশাস্ত্র কয়। ৭২ ॥
পিতা গো, মোদেরো, সেই বুদ্ধি হ'লো নাশ,
তে কারণে অপরাধী হৈনু তব পাশ।
জীবনের লোভে ঘটে এই অঘটন,
এবে কৃপা করি' রক্ষা করহ জীবন। ৭৩॥

যোঽয়ং শাপো ভগবতা দত্তঃ স ন ভবেত্তথা।
ন তামসীং গতিং কষ্টাং ব্রজেম মুনিসত্তমঃ ॥৭৪॥

ঋষিরুবাচ।

যন্ময়োক্তং নতন্মিথ্যা ভবিষ্যতি কদাচন।
ন মে বাগনৃতং প্রাহ যাবদদ্যেতি পুত্রকাঃ ॥৭৫॥
দৈবমাত্রং পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থম্।
অকার্য্যং কারিতো যেন বলাদহমচিন্তিতম্ ॥৭৬॥
যস্মাচ্চ যুষ্মাভিরহং প্রণিপত্য প্রসাদিতঃ।
তস্মাত্তির্য্যক্ত্বমাপন্নাঃ পরং জ্ঞানমবাপ্সথ ॥৭৭॥
জ্ঞানদর্শিতমার্গাশ্চ নির্ধূতক্লেশকল্মষাঃ।
মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধাঃ পরাং সিদ্ধিমবাপ্সথ ॥৭৮॥
এবং সপ্তাঃস্ম ভগবন্ পিত্রা দৈববশাৎ পুরা।
ততঃ কালেন মহতা যোন্যন্তরমুপাগতাঃ ॥৭৯॥
জাতাশ্চ রণমধ্যে বৈ ভবতা পরিপালিতাঃ ॥৮০॥
বয়মিত্থং দ্বিজশ্রেষ্ঠ খগত্বং সমুপাগতাঃ।
নাস্ত্যসাবিহসংসারে যো ন দিষ্টেন বাধ্যতে ॥৮১॥
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং দৈবাধীনং হি চেষ্টিতং ॥৮২॥

যেই শাপ দিলে ক্রোধে আমাদের প্রতি,
সে শাপ খণ্ডিয়া পিতা ঘুচাও দুর্গতি।
এ তামসী গতি কষ্টকরী অতিশয়,
যাহে নাহি ঘটে, কর, হ'য়ে কৃপাময়। ৭৪ ॥
বলিলেন তিনি, শুন, ওরে বৎসগণ,
মিথ্যা নাহি হ'বে কভু আমার বচন।
জন্মাবধি মিথ্যাবাণী বলিনি কখন,
কাজেই ফলিবে যাহা বলেছি এখন। ৭৫ ॥
দৈব অতি বলবান, নাহিক সংশয়।
ধিক্ সে পৌরুষ, তাহে কিছু নাহি হয়।
দৈব বশে এ অকার্য্য করিনু সাধন,
দৈব বশে নারি ইহা করিতে খণ্ডন। ৭৬ ॥
প্রসন্ন হ'য়েছি আমি তোমাদের প্রতি,
তেকারণে বলি নাহি ভুঞ্জিবে দুর্গতি।
তির্য্যগ্ যোনিতে সবে লভিয়া জনম
সুনিশ্চয় জ্ঞানবান হইবে পরম। ৭৭ ॥
মোর আশীর্ব্বাদে সবে জ্ঞানযোগবলে
পাইবে সুপথ, সিদ্ধি লভিবে সকলে। ৭৮ ॥
ভগবন্, পূর্ব্বকালে দৈবদুর্ব্বিপাকে
পিতৃশাপে আমাদের এ দেহ এখন;
যুদ্ধস্থলে জন্মিলাম, আনিলে এখানে,
পিতৃসম সযতনে করিলে পালন। ৭৯-৮০॥
উড়িতে সমর্থ মোরা হইয়াছি এবে
সকলি অদৃষ্টবশে হতে'ছে ঘটন;
নাহি কেহ এ বিপুল সংসার-মাঝারে
অদৃষ্টের গতি পারে করিতে খণ্ডন। ৮১-৮২ ॥

বিশ্বেশ্বরের মন্দির।
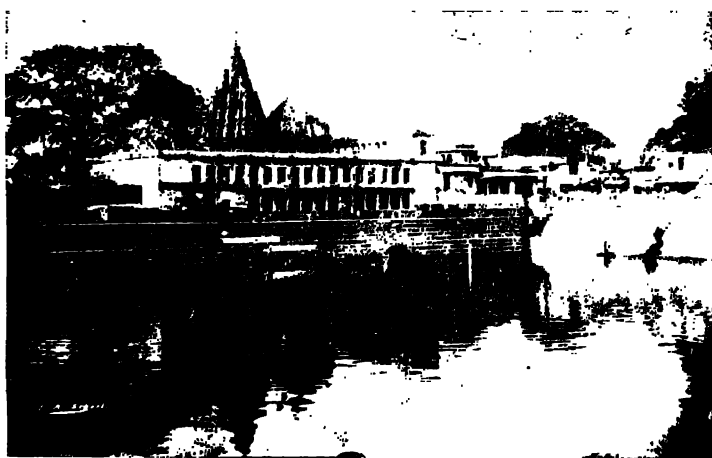
বিশ্বেশ্বরীর মন্দির

INDIA PRESS, CALCUTTA.

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সনাতন ধর্ম্মানুগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নীতি, এবং শিল্প বিজ্ঞানাদি প্রকাশক

সচিত্র মাসিক পত্র।

अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः
सर्व्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः

প্রথম খণ্ড।] ন, ১৩১৬ । পঞ্চম সংখ্যা।

দুটি কবিতা।

বিশ্বেশ্বর।

(প্রাচীন বিশ্বেশ্বর মন্দির-চিত্র-দর্শনে।)

বিশ্বেশ্বর, বিশ্বনাথ, আছ তুমি সদা
এ বিশ্ব ব্যাপিয়া, সর্ব্বভূতে, ওতপ্রোত-
ভাবে; অণু হ'তে অতিক্ষুদ্র অণু সম,
প্রতি পরমাণু মাঝে, সর্ব্ব শক্তি ল'য়ে।
অপরা নায়িকা অষ্ট—পরা বিশ্বেশ্বরী—
অন্নপূর্ণা—জননী আমার—সদা গাঁথা
হৃদয়ে তোমার। এ সুন্দর চিত্রখানি,
শুনি আমি, তোমারি মন্দির ছিল ইহা!
অবরঙ্গজেব ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া
নিরমিল মনোমত উপাসনাগার!
এবে তুমি নাই এ মন্দিরে! সত্য কি হে
নাহি তুমি এ মন্দির-মাঝে বিশ্বপতি?
প্রাণ বলে—আছ—আছ—আছ সুনিশ্চয়।
তোমারি এ খেলা, ভাঙ্গা গড়া নিরন্তর।
কেন যে কি কর কেবা পারে বুঝিবারে?
ইচ্ছাময়, তব ইচ্ছা না হ'লে এমন,
কা'র সাধ্য ঘটাইতে পারে অঘটন?

অকিঞ্চন।

বিশ্বেশ্বরী।

(বারাণসীস্থ দুর্গাবাড়ীর চিত্র দর্শনে)

দুর্গা!—দুর্গে, দুর্গতি-নাশিনি, দয়াময়ি,
কি মধুর সুধামাখা নাম, মা তোমার?
যেখানে যখন থাকি, যদি একবার
ডাকি গো মা, মা মা ব'লে তোরে, কৃপাময়ি,
না থাকে প্রাণের জ্বালা হৃদয়ে আঁধার—
আকুল পরাণ ধায় চরণে তোমার।
ওই কি মা বাড়ী তোর? হাঁ গো বিশ্বেশ্বরি,
এ বিশ্বের ওই ঘরে থাক শুধু তুমি?
তবে কেন দয়াময়ি, যে দিকেতে চাই,
নারী রূপে ফিরিতেছ, দেখিবারে পাই?
যখনি, যেখানে থাকি' মা বলিয়া ডাকি,
আনন্দ-লহরী খেলে হৃদি-পারাবারে?
যা'রে মা, মা ব'লে ডাকি, সেই ত আদরে
দেয় সাড়া; তুমি কি মা, নাই গো সেখানে?
তোর লীলা লীলাময়ি, কেমন কে জানে?
কে যেন কোথায় থাকি' বলি'ছে আমারে,
প্রাণময়ি, প্রাণরূপে আছ চরাচরে।

অকিঞ্চন।

মহিমবাবুর স্বপ্ন।

মহিমাচরণ আমার অনেক কালের একজন পুরাতন বন্ধু। বাল্যকাল হইতে দু'জনে একত্র বাস, একত্র আহার-বিহার, ও এক বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করায় পরস্পরের মধ্যে খুব একটা ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছিল। আমার কোন কথাই তাহার অজ্ঞাত ছিল না এবং সেও কোনও কথাই আমার নিকট গোপন করিত না। এইরূপে বহু বর্ষ কাটিল, পরে দু'জনে বিচ্ছেদ হইল। সে চাকুরী লইয়া বিদেশে চলিয়া গেল। সে আজ দশ বৎসর কথা। এই দশ বৎসর পরস্পরের সহিত দেখা না হইলেও বরাবর চিঠিপত্র লেখালিখি চলিত এবং উভয়ের মধ্যে প্রীতিও পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল।

গত বৈশাখ মাসে আমি কলিকাতার কোন দোকানে কাপড় কিনিতেছি, এমন সময় হঠাৎ মহিমের সঙ্গে দেখা। সে আমাকে দেখিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, বলিল "কোন প্রয়োজনে হঠাৎ কল্য কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে। পরশ্বই আবার যাইতে হইবে। তুই এখন কোথায় থাকিস্? বাসা পরিবর্ত্তন করিয়াছিস্, তার সংবাদও দিস নাই?" আমি লজ্জিত হইলাম। ইহার ৩৪ দিন পূর্ব্বে প্রকৃতই বাসা বদলাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাকে খবর দেওয়া হয় নাই। সে যাহা হউক, তাহাকে লইয়া আমি বাসায় ফিরিলাম। দশ বৎসরের পর দেখা, কত কথাই হইল, সে রাত্রে আর দুজনের নিদ্রা হইল না। সে এতদিন কি কি করিয়াছে, কিরূপে সময় কাটাইয়াছে, কি প্রকারে হঠাৎ তাহার গুরুলাভ হইল, দীক্ষিত হইবার পর জীবনের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইত্যাদি অনেক কথাই বলিল। সে গুলি সব উল্লেখ করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। কেবল তাহার একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত বড়ই কৌতুকজনক বোধ হওয়ায় পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। সে বলিল:—

গত চৈত্র মাসের এক রাত্রে আমি একটা বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। এরূপ জীবন্ত স্বপ্ন আর কখনও দেখি নাই; বস্তুতঃ সেটাকে স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয় না; বোধ হয় যেন প্রকৃত ঘটনা। বাস্তব মনে হইবার বিশেষ কারণ এই যে, একমাস গত হইয়াছে, কিন্তু ঘটনাটি এখনও আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন ভাসিতেছে।

ঐ দিন রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে, একখানি সংবাদ পত্রে ভারতের দুর্ভিক্ষের কথা পড়িতেছিলাম। মনটা বড় খারাপ হওয়াতে গুরু ও ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া বিষণ্ণচিত্তে নিদ্রা গেলাম। নিদ্রিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই স্বপ্ন দেখিলাম যেন গুরুদেব আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "মহিম, তোমার মনটা বিষণ্ণ হইয়াছে, এস আজ এক নূতন দেশে বেড়াইতে যাই।" আমি আনন্দে শয্যাত্যাগ করিয়া গুরুর পদধূলি লইলাম এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। গুরুদেব বলিলেন, "আইস।" যেমন এই কথা, অমনি বোধ হইল যে কোন অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া আমি অসীম বেগে গুরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ শূন্য মার্গে উড়িয়া যাইতে লাগিলাম। কত গ্রাম, নগর, পর্ব্বত প্রান্তর, নদ, নদী, অতিক্রম করিয়া চলিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু এত দ্রুত যে কোনও বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিবার অবসর পাইলাম না। অবশেষে এক বৃহৎ নদীর

ধারে গিয়া আমাদের বেগ কমিয়া আসিল। আমরা স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম।

তখন গুরুদেব বলিলেন "সম্মুখে যে জলাশয় দেখিতেছ উহা নদী নহে, বৃহৎ পরিখা (খাল)। আমরা যে রাজ্যে প্রবেশ করিব এই খালই উহার সীমা। এই রাজ্যের নাম সপ্তপুরী; কারণ সাতটি ক্ষুদ্র রাজ্য বা নগর দ্বারা সপ্তপুরী গঠিত। এই দেশটি বৃত্তাকার, সুতরাং খালটিও বৃত্তাকারে উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। যে সাতটি নগরে উহা গঠিত, উহাদের প্রত্যেকটিও বৃত্তাকারে এবং পাশাপাশি একরূপ ভাবে অবস্থিত যে একটি বেলুনের উপর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন একটি সপ্তপত্রবিশিষ্ট পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এই নক্সা দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে। এই বলিয়া গুরুদেব আমাকে একখানি নক্সা দেখাইলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর আমার যতদূর স্মরণ ছিল সেই মত আমিও একখানি নক্সা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। এই বলিয়া মহিম আমার হাতে একখানি নক্সা দিল। নিম্নে তাহারই প্রতিলিপি।
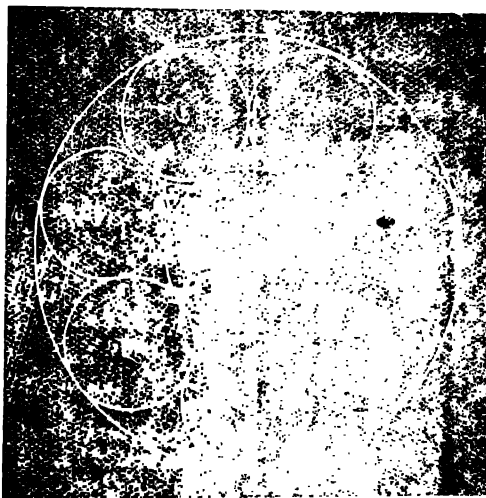
নক্সাখানি দেখাইয়া গুরুদেব বলিলেন "এই যে দেখিতেছ ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, এই ক'টি সাতটি নগর বা দ্বীপ। দ্বীপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ইহারা প্রত্যেকেই পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। নক্সায় যে শ্বেতবর্ণ রেখা গুলি দেখিতেছ এ গুলি সবই খাল। এই খাল গুলির পরস্পর সংযোগ আছে। এবং প্রত্যেক সংযোগ স্থলে এক একটি সেতু আছে। দ্বীপগুলি সব সমায়তন ও বৃত্তাকার এবং প্রত্যেকের কেন্দ্রস্থ প্রাসাদ মধ্যে এক একজন রাজপ্রতিনিধি বাস করিতেছেন। রাজার প্রাসাদ সপ্তপুরীর কেন্দ্রে অর্থাৎ "জ" চিহ্নিত স্থানে অবস্থিত। ইহাও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। একটি দ্বীপের অবস্থা জানিলে সকল গুলিরই অবস্থা মোটামটি বোঝা যাইবে, কারণ সবগুলির রাস্তা, বাড়ী ও শাসন প্রণালী, ঠিক একরূপ। আমরা এখন "ক" চিহ্নিত দ্বীপের সম্মুখে আসিয়াছি। আইস, ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যাউক।" এই বলিয়া তিনি খালের কিনারার দিকে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি খালটি খুব বড়, প্রস্থে প্রায়

৪০০ হাত হইবে, অথচ কোন সেতু বা নৌকা দেখিতে না পাইয়া, গুরুদেবকে বলিলাম "ইহা পার হইবার উপায় কি?" তিনি আমাকে অপেক্ষা করিতে সঙ্কেত করিয়া, হেঁট হইয়া যেন হস্ত দ্বারা কোন একটা বস্তু দৃঢ়ভাবে ধারণ করিলেন। এইভাবে প্রায় আধ মিনিট থাকিবার পর, আমার বোধ হইল, যেন উপর হইতে কি একটা বৃহদাকার পদার্থ ক্রমশঃ নিচের দিকে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে খালের উপর এক বৃহৎ সেতু নিপতিত হইল। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম "একি ব্যাপার?" তিনি বলিলেন "এই সেতুগুলি কল কবজার দ্বারা এরূপ নির্ম্মিত, যে ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে উত্তোলিত বা অবনমিত করিতে পারা যায়। ইংরাজীতে ইহাকে draw-bridge বলে। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে তাড়িত শক্তিদ্বারা ইহার কল চালাইতে হয়। এই যে তারটি দেখিতেছ, ইহাই এই সেতুর কলের সহিত সংযুক্ত। আমি ইহার দ্বারা তাড়িত-শক্তি সঞ্চালিত করিয়া সেতুটি নামাইলাম।" এই বলিয়া, তিনি যে তারটি ধরিয়াছিলেন, তাহা দেখাইলেন। অতঃপর আমরা খাল পার হইলাম। পর পারে আসিয়া গুরুদেব আর একটি তার টিপিলেন। সেতু ধীরে ধীরে উঠিয়া ঠিক খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম "তার টিপিয়া যখন সেতুকে উঠাইতে ও নামাইতে পারা যায়, তখন যাহার ইচ্ছা সেই তো পুরীমধ্যে আসিতে পারে।" তিনি বলিলেন "যাঁহারা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিজ শরীরের তাড়িত সঞ্চালিত করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের দ্বারাই ইহা সম্ভব, অপরের দ্বারা নহে।"

সে যাহা হউক, একটি প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া আমরা পুরীমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এ রাস্তাগুলি আমাদের দেশের রাস্তার ন্যায় ইট, মাটি বা কাঁকরের নহে, বড় বড় চৌরস পাথরে নির্ম্মিত। এক এক খানি পাথর প্রায় তিন হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া, কিন্তু এমন সুন্দররূপে সংযোজিত যে খুব ভাল করিয়া না দেখিলে যোড়া বলিয়া বুঝা যায় না, বোধ হয় যেন একখানি পাথরে সমস্ত রাস্তাটি নির্ম্মিত। রাস্তাটি আন্দাজ ৪০ হাত প্রশস্ত হইবে, কিন্তু সমতল নহে। মধ্যভাগে ঈষৎ উচ্চ হইয়া পার্শ্বের দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। কোনখানে ধূলি, বালি, কিম্বা কুটা পাতা কিছুই নাই, ঠিক যেন ধোয়া পোঁচা সিমেণ্ট করা মেজের ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দুই ধারে কেয়ারিকরা ফুলফলভরা সুন্দর লতাগুচ্ছের ঢেউ খেলানো প্রাচীর। প্রাচীর গুলি দুই হাত কি আড়াই হাত উচ্চ এবং পাথরে নির্ম্মিত হইলেও লতাদ্বারা এরূপ আচ্ছাদিত যে তাহাদিগকে লতার প্রাচীর বলিয়াই বোধ হয়। রাস্তার উপর প্রায় ১০০ হাত অন্তর এক একটি লতামণ্ডিত ফটক (arch) এবং ফটকগুলির ঠিক মধ্যদেশে এক একটি আলোক জ্বলিতেছিল। পকেট হইতে ঘড়া খুলিয়া এই আলোকে দেখিলাম রাত্রি তখন প্রায় একটা। এরূপ শুভ্র, উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ আলোক আমি আর কখনও দেখি নাই। যদি এরূপ কোন আলোকের কল্পনা করিতে পার যাহা আমাদের তাড়িত-আলোক অপেক্ষা ৫০ গুণ উজ্জ্বল ও শুভ্র অথচ যাহার দিকে চাহিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায় না বরং স্নিগ্ধ ও শীতল হয়, তাহা হইলে এই আলোকের কতকটা ধারণা হইবে। আমি এই আলোকের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এক দৃষ্টে ইহা দেখিতেছি, গুরুদেব একটু অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় বোধ হইল

শৃগালের ন্যায় কি একটা জন্তু ধীরে ধীরে আমার দিকে আসিতেছে, দেখিলাম পোষা কুকুরের ন্যায় লেজ নাড়িতে নাড়িতে আমার দিকে চাহিয়া, আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছে। নিকটে আসিলে আমার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল, দেখিলাম উহা একটা নেকড়ে বাঘ। একটা অব্যক্ত কথা বলিয়া আমি কয়েক পদ পিছু হটিলাম, ইহাতে বাঘটা দাঁড়াইল এবং যেন অবাক হইয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। ইতিমধ্যে গুরুদেবও তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মহিম, ব্যাপার কি?" আমি অঙ্গুলি দ্বারা বাঘটিকে দেখাইলাম। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "ইহাতে ভয় কি? আচ্ছা, স্থির হইয়া দেখ।" ইহা বলিয়া তিনি বাঘটাকে সঙ্কেত দ্বারা কাছে ডাকিলেন। সে পূর্ব্বের ন্যায় আসিয়া ২।৩ হাত অন্তরে দাঁড়াইল এবং গুরুদেবের মুখপানে তাকাইয়া, লেজ নাড়িতে লাগিল। গুরুদেব তাঁহার ঝুলির ভিতর হইতে কি একটা দ্রব্য লইয়া তাহার মুখের নিকটে ধরিলেন, সে উহা খাইতে খাইতে আবার বনমধ্যে চলিয়া গেল। আমি এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছিলাম, বাঘটা চলিয়া-গেলে একটু সাহস হইল, বলিলাম "এটা কি পোষা বাঘ?" গুরুদেব বলিলেন "বৎস, এ দেশের সকল বাঘই এইরূপ। ইহাদের হিংসা নাই। প্রেমেই ইহারা পোষ মানিয়াছে। মানবের নিকট হইতে ইহারা কখনও হিংসা, নিষ্ঠুরতা বা উৎপীড়ন প্রাপ্ত হয় নাই, সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার ও স্নেহ লাভ করিয়াছে। তাই এদের স্বভাব এরূপ কোমল।" আমি ভাবিতে লাগিলাম "ইহা কি সম্ভব?" কিন্তু যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম এবং গুরুদেবের মুখে শুনিলাম, তাহাই বা অবিশ্বাস করি কিরূপে? তখন গৌরাঙ্গের জীবনের একটি ঘটনা আমার মনে পড়িল। পুরুষোত্তম যাত্রা কালে একদা বনমধ্যে একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। মহাপ্রভু তখন প্রেমে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। কৃষ্ণবোধে বাঘটিকে আলিঙ্গন করিতে গেলে, বাঘের হিংসা দূর হইল, সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় গুরুদেব বলিলেন "এসো প্রভাত হইবার পূর্ব্বে আমরা যতটা পারি নগরটা দেখিয়া বেড়াই।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। যে রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম তাহার উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র সকল শুভ্র আলোকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিল। যতই যাই ততই নানা প্রকারের শস্যক্ষেত্র দেখিতে লাগিলাম, ধান্য, গম, তিসি, যব, তিল, সর্ষপ, নানাবিধ কলাই ও মটর ইত্যাদি কত নাম করিব? এইরূপে প্রায় একক্রোশ যাইবার পর শস্যক্ষেত্র ফুরাইল, উদ্যান বা বন-ভূমি আরম্ভ হইল। শাল, তমাল, সেগুণ, মেহোগেনি, ঝাউ, অশ্বত্থ, আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, তাল — প্রভৃতি কত রকমের গাছ যে দেখিলাম তাহার সংখ্যা হয় না। কিন্তু কি শস্যক্ষেত্র, কি কাননভূমি,—সর্ব্বত্রই একটি সুন্দর শ্রেণীবিভাগ ও সুবিন্যাস দেখিতে পাইলাম। যেখানে ধান্যক্ষেত্র, সেখানে ক্রমাগত ধানের ক্ষেত্রই চলিয়াছে গম বা যবাদি নাই; সেইরূপ যেখানে শালবন সেখানে শুধুই শালবন, যেখানে আম্র কানন সেখানে কেবল আমেরই গাছ ইত্যাদি। এইরূপ দেখিতে দেখিতে বোধ হয় এক ক্রোশের অধিক গমন করিলাম, কিন্তু রাস্তার কোন অন্ত বা শেষ দেখিতে পাইলাম না। সেই ঢেউ খেলানো

লতামণ্ডিত প্রাচীর, মাঝে মাঝে সেই ফটক ও তদুপরি সেই সুন্দর শুভ্র আলোক এবং পাথরের সেই সরল রাস্তা বরাবর চলিয়াছে।

গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, গুরুদেব ধীরে ধীরে বলিলেন "এই রাস্তাটি বরাবর "ক" দ্বীপের কেন্দ্রাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। যদি থালটিকে পরিধি ধর, রাস্তাটি উহার এক ব্যাসার্দ্ধ-স্বরূপ। এইরূপ আরও সাতটি রাস্তা আছে। এই আটটি রাস্তা থালের আট দিক হইতে আরম্ভ হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এগুলি ইহার কেন্দ্রে মিলিত হয় নাই, কারণ কেন্দ্রস্থানে রাজপ্রতিনিধির আবাস। এই আবাসকে বেষ্টন করিয়া অঙ্গুরীয়কের ন্যায় একটি নবম রাস্তা আছে। এই আটটি রাস্তা উহারই সহিত মিলিত। এতদ্ব্যতীত আরও সাতটি প্রধান রাস্তা আছে; সেগুলি সরল নহে, নবম রাস্তাটির ন্যায় পারিধিক রাস্তা; অর্থাৎ রাজ প্রাসাদকে বিভিন্ন দূরে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। রাজ প্রাসাদকে কেন্দ্র বলিলে শেষোক্ত আটটি রাস্তাকে আটটি ঐককেন্দ্রিক পরিধি বলা যাইতে পারে।" আমি বলিলাম "তাহা হইলে, আটটি সরল ও আটটি বক্র রাস্তা আছে। সরল রাস্তা গুলি কি সবই ব্যাসার্দ্ধ এবং বক্র গুলি কি সব পারিধিক?" তিনি বলিলেন "হাঁ। এই দেখ আমরা প্রথম পারিধিক রাস্তাটীর নিকট আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া আমি চাহিয়া দেখিলাম যে কথা কহিতে কহিতে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; বনভূমি ছাড়িয়া লোকালয়ের সন্নিকটে আসিয়াছি। তখন অদূরে শ্রেণীবদ্ধ শুভ্র অট্টালিকারাজি দেখিতে পাইলাম। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম যে আমাদের রাস্তাকে লম্বভাবে ছেদ করিয়া ঠিক ঐরূপ আর একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা দুইদিকে চলিয়া গিয়াছে। গুরুদেব বলিলেন "এইটি প্রথম পারিধিক রাস্তা। থালের ন্যায় ইহা সমগ্র নগরকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯ (উনিস) ক্রোশ, সুতরাং ইহা বক্র রাস্তা হইলেও বক্রতা সহজে ধরিতে পারা যায় না। চল, এই রাস্তা ধরিয়াই আমরা কিছু দূর যাই।" এই বলিয়া তিনি বাম দিকে ফিরিলেন। আমি ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। এই রাস্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত সুন্দর অট্টালিকাগুলি আমার চিত্তকে এরূপ আকৃষ্ট করিল যে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া আমি তাহাই দেখিতে লাগিলাম। অট্টালিকাগুলি সবই একরূপ; আকারে, গঠনে, আয়তনে, বা কারুকার্য্যে একের সহিত অন্যের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। এইগুলি ত্রিতল এবং সুন্দর শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। পাথর গুলি এরূপ পালিস্ করা যে তদুপরি আলোক পড়াতে রূপার ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। প্রত্যেক অট্টালিকার সম্মুখে, পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে সুন্দর ফলের বাগান এবং এই বাগানগুলি প্রায় তিন হাত উচ্চ ঢেউখেলানো প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। রাস্তার প্রাচীরের ন্যায় এই প্রাচীর গুলিও পুষ্পলতায় আবৃত এবং যে সিংহদ্বার দিয়া গৃহপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতে হয়, তাহাও ঐরূপ লতামণ্ডিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, B.

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

"ইতিপূর্ব্বে দুই প্রসঙ্গে যতটুক আলোচিত হইয়াছে, তাহা, আমার সহোদরপ্রতিম সুহৃদ স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুসমীপে যেরূপ উপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহাই যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। আমি ঐ টুকু তাঁহারি মুখে প্রথম শুনি, এবং তাঁহার জ্যোতিষাচার্য্যের প্রস্তুত কয়েকখানি কোষ্ঠীর বিচার দেখিয়াই আমার মনে প্রথমতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্র শিখিবার অভিলাষ হয়। তাঁহার নিকট আমার যতটুকু শিক্ষা হয়, তাহাই আমার দৈনন্দিনলিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া জন্ম-পত্র নামক প্রসঙ্গে গল্পচ্ছলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

জন্ম-পত্র।

সন ১২৮৬ সাল, ১লা কার্ত্তিক, খ্রীঃ ১৮৭৯ অব্দ ১৭ই অক্টোবর; শুক্রবার। আজ প্রাতে, স্নান করিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথের সঙ্গে তাঁহার জ্যোতিষাচার্য্যের নিকট গিয়াছিলাম। কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়, ও আমাদের মেট্রপলিটান অপেরা কোম্পানির মন্মথ দাদা, সুরেন্দ্র, নগেন্দ্র প্রভৃতি আরও প্রায় দশ বার জন বন্ধু আমাদের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। তিনি সুরেন্দ্র প্রভৃতির জন্ম সময় পাইয়া, তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহাতে, আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া, তাঁহার অলৌকিক শক্তির আরও কিছু পরিচয় লইবার জন্য গমন করিয়াছিলাম।

তিনিও স্নানাদি শেষ করিয়া, নিজের শ্লেট পুথি প্রভৃতি লইয়া অঙ্ক কসিতে ছিলেন, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তখনও লোক সমাগম হয় নাই। তিনি আমাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রের পশ্চাতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "জ্ঞানেন্দ্র বাবু যে আজ সসৈন্যে ?"

আমি সহাস্য বদনে বলিলাম "আপনার শিষ্যটি আজ আপনার শত্রুগণকে পরাস্ত ক'রে বন্দী ক'রেছেন, এখন এদের আপনার চরণে চিরদাসত্ব বই আর গত্যন্তর নাই।" এই কথা গুলি বলিতে, বলিতে আমি তাঁহার চরণ সমীপে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলাম। তিনিও আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর আর সকলে, আমার দেখা দেখি তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। আমি তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তিখানি দেখিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলাম। মনে করিলাম, তাঁহার কাছে, জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইব।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়, জন্ম-সন তারিখ ও সময় পেলেত আপনি লোকের আকৃতি প্রকৃতি ঠিক বল্তে পারেন দেখেছি, কিন্তু যা'দের ও সকল কিছুই জানা নাই তা'দের কোষ্ঠী করা যায় কি?

গুরু। করা যায় বৈ কি বাবা! কিন্তু কিছু জানা না থাক্‌লে, আমি যা বলচি, তা ঠিক কি আন্দাজি বল্‌চি, তা কি ক'রে স্থির হ'বে? সুতরাং কিছু জানা থাক্‌লে ভাল হয়। তবে সে সকল কথা আমাকে বল্‌বার কিছুই প্রয়োজন নাই।

আমি "আচ্ছা আমার কোষ্ঠী উদ্ধার করুন আমার এই কথা শুনিবামাত্র তিনি নিজের নাসিকার নিকট একবার হাত

দিলেন এবং সেই সময়েই তিনি একবার তাঁর ঘড়িটার দিকে দেখিলেন; আমিও দেখিলাম ৭টা ৫০ মিনিট। তিনি শ্লেটে কতক গুলি অঙ্ক কসিলেন এবং তাঁহার খাতার একটি পাতায় এইরূপ একটি চক্রে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। (চক্র দেখ)
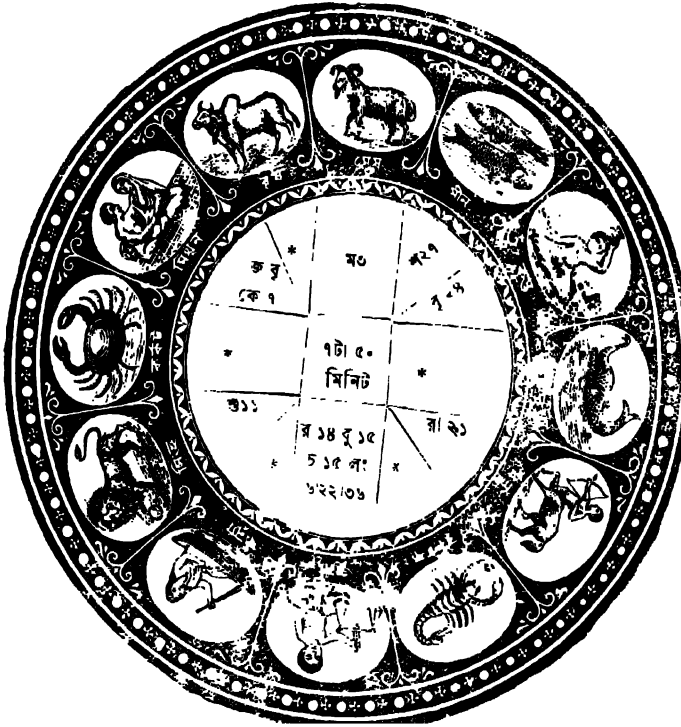
প্রথমতঃ আমার মুখের দিকে চাহিয়া ব-লেন তোমার জন্মমাস কার্ত্তিক? আমি বলিল "হাঁ"—তাহার পর তিনি বলিলেন, "দে তোমার হাত?" আমি দক্ষিণ হস্তখানি বাড়াই দিলাম। তিনি অনেকক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ করি আমার হাত খানি দেখিতে লাগিলেন এ মাঝে মাঝে নিজের শ্লেটে কখন এ দাঁড়ি (।) কখনও দু'দাঁড়ি (॥) কখনও তিন (।।।) চারি (।।।।) দাঁড়ি লিখিয়া তা'র মা মাঝে এক একটি অঙ্ক যথা ১, ৪, ৫, ৭, ইত্যা লিখিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক ছ লেখার পর, তিনি হিসাব করিতে লাগিলে তার পরে সেই খাতায় লিখিলেন ২রা কার্ত্তিক, রবিবার, শুক্লাদশমী।

আমি আশ্চার্য্য হইলাম, সত্যই আমার জন্মদিন রবিবার ২রা কার্ত্তিক বিজয়া-দশমী এ কথাটা আমার শুনা ছিল। তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন যদি আশ্বিনের অশ্বিনী ধরি তবে হয় এক আর দশ আর এগার, বাইশ, যদি কার্ত্তিকের কৃত্তিকা ধরি' তবে হয় তিন আর দশ আর এগার, চব্বিশ, কিন্তু একটা মলমাস গেছে, তবে ওটা বাইশ বা চব্বিশ না হ'য়ে তেইশ হ'বে বোধ হয়। এর পর পাঁজিতে ধরা পড়্‌বে। এই বলিয়া

লিখিলেন **"ধনিষ্ঠা নক্ষত্র"**; তার পর আবার আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "এখন আন্দাজি পাঁজি দেখে লিখে ফেল্‌তে পারি, তা' কিন্তু করা হ'বে না। বাবাজিদের বিশ্বাস জন্মান চাই।"

আমি বলিলাম, "আপনি যা ক'রেছেন তা'তেই বুঝেছি যে আপনার শক্তি অদ্ভূত।"

তিনি বলিলেন "আমার শক্তি নয় বাবা, শক্তি ঈশ্বরের। এ কথাটা ভুলো না। তাঁ'র দত্ত শাস্ত্রের শক্তি দেখে, তা'কে আমার শক্তি বলা মহাভুল। আমি যখনি ভুলে, একের জায়গায় দুই লিখি, তখনই আমার শক্তি দেখ্‌তে পাও! তখন যা বল্‌বো সবই ভুল হ'বে, কিন্তু তিনি যখন কৃপা ক'রে, ঠিক ঠিক লেখান—ঠিক ঠিক বলান, তখন তাঁ'র অপার করুণা—অনন্ত শক্তির মহিমা দেখে মোহিত হই। নিমেষের মধ্যে মহাকল্পকে সূক্ষ্ম ভাবে দেখে নিজেই আশ্চর্য্য হই।

আমি। আপনি ত দু' চা'রটে আঁক কেটে এত গুলা কথা ঠিক ঠিক বল্‌লেন। কিন্তু কি ক'রে?"

গুরু। উপযুক্ত শিষ্য ব্যতীত যা'র তা'র কাছে শাস্ত্র রহস্য ব্যাখা ক'রতে নাই। কিন্তু কালের এক পলকের সঙ্গে অপর পলকের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ দেখ। যে মুহূর্ত্তে তুমি প্রশ্ন ক'রেছ, তা'র সঙ্গে তোমার জন্ম কালের—শুধু জন্ম কাল কেন?—গর্ভমধ্যে উৎপত্তির কালের এবং জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যাপারের একটি গূঢ় সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধটি ভগবৎ কৃপায় আর্য্য মনীষিগণ পেয়ে লিখে রেখে গেছেন। উপযুক্ত গুরুর চরণাশ্রয় ক'রে, উপযুক্ত শিষ্য তা লাভ করেন। এবং নিষ্ঠাপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য কর্‌লেই যথোপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হন। সে কথা থাক, এখন তুমি যে সময় প্রশ্ন ক'রেছিলে তদনুসারে লগ্ন ক'রে পেলাম, তুলার তৃতীয় দ্রেক্কাণ প্রশ্ন-কাল। তাইতে থেকেই শাস্ত্রানুসারে কস্‌তে কসতে, ঐ সব বাহির হ'লো। কিয়দংশ সামুদ্রিক-শাস্ত্রের সাহায্যেও নির্ণয় ক'রেছি। এখন দেখ, তুলার তৃতীয় দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হ'য়েছে। লগ্ন হ'লো তুলা, তা'র তৃতীয় দ্রেক্কাণ হ'লো বুধের বা মিথুনের, অতএব তোমার জন্ম সময়ে মিথুনে বৃহস্পতি ছিলেন এই বলিয়া রাশিচক্রের মিথুনের নিম্নে (জ, বৃ) লিখিলেন। প্রশ্ন কালে বৃহস্পতি আছেন কুম্ভে সুতরাং জন্ম কালের বৃহস্পতি, বর্ত্তমান বৃহস্পতি হ'তে নয় ঘর অন্তরে আছেন। কিন্তু তোমার বয়স নয় বৎসরের চেয়ে বেশী সুতরাং বার যোগ ক'রে হ'লো একুশ। তা সম্ভব। সুতরাং ১২৮৬ থেকে একুশ বাদ দিয়ে পেলাম বার শ পঁয়ষট্টি ১২৬৫ সুতরাং তোমার জন্ম সাল হচ্ছে বারশ পঁয়ষট্টি। গণিতের সাহায্যে য করলাম তা'র মূল শ্লোক এই—

> "আধানজন্মাপরিবোধকালে
> সংপৃচ্ছতো জন্ম বদেদ্বিলগ্নাৎ।
> পূর্ব্বাপরার্দ্ধে ভবনস্য বিদ্যাং
> ভানাবদগদক্ষিণগে প্রসূতিম্॥
> লগ্ন ত্রিকোণেষু গুরুস্ত্রিভাগৈ-
> বিকল্প্য বর্ষাণি বয়োঽনুমানাৎ।
> গ্রীষ্মোঽর্কলগ্নে কথিতাস্তু শেষৈ
> রনায়নর্ত্তাবৃতুবর্কচারাং॥" ইত্যাদি

আমি কুক্ষণে বলিলাম **"আমায় ও ক'টি** শ্লোক লিখে দেবেন?"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তা' আমি দিইনে বাবা, শিষ্য ব্যতীত অপরকে কিছু দিই

না। শিষ্যকেও উপযুক্ত না হ'লে সকল কথা বলি না। বরাহমিহিরাচার্য্যের বৃহজ্জাতক ছাপা হ'য়েছে। তা'তেই ও সব শ্লোক আছে। তাই একখানা কিনে দেখ্‌তে পার। কিন্তু তা'তে হ'বে না। বই পড়ে কিছু হয় না বাবা! গুরু না দিলে কিছুই পাওয়া যায় না।

আমি মনে করিলাম, পুস্তকে যদি আছে, তবে দেখে শেখা যাবে না কেন? এই বুদ্ধির দোষে, ভগবদীচ্ছায় আমার আর সে সময় জ্যোতিষ শিক্ষা হইল না। বহু জ্যোতিষ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া, বহুকাল বৃথা চেষ্টার পর, এই ঘটনার বহুদিন পরে, ঢাকা নগরীতে অবস্থান সময়ে, কোটালীপাড়া-নিবাসী ঢাকা-প্রবাসী স্বর্গীয় নীলকান্ত জ্যোতির্ভূষণ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক বুঝিয়াছিলাম যে গুরু না দিলে পাওয়া যায় না। সে কথা এখন থাক্।

তিনি ঐ পর্য্যন্ত বলিয়া, বলিলেন "এইবার তোমার রাশি-চক্রটি অঙ্কিত করি। তোমার যখন ফাঁকি দে শেখ্‌বার মতলব, তখন কি ক'রে কি ক'র্‌চি, কিছুই বল্‌বো না। ক্ষমতা
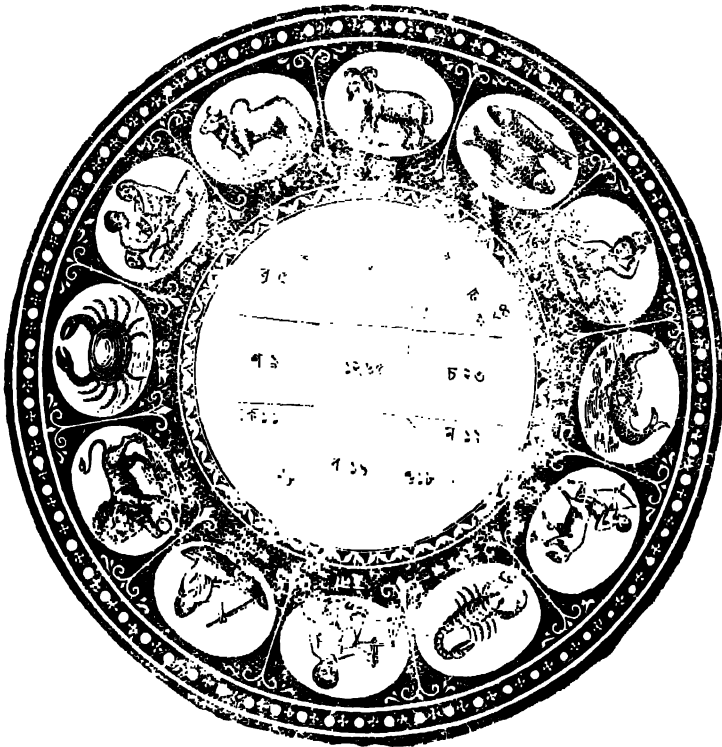
থাকে বৃহজ্জাতক প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্যে শিখো।" এই বলিয়া তিনি আবার একটি রাশি চক্রে পঞ্জিকার সাহায্যে উপরি লিখিত মত গ্রহাদি সংস্থাপিত করিলেন। এবং একবার আমার মুখের দিকে, ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন "নিশ্চয় কুম্ভলগ্ন" তার পর বলিলেন, "এইত বাবু তোমার কোষ্ঠী হ'লো এখন টাকাটি দাও তা'র পর ফল বল্‌বো।"

রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "ঠাকুর টাকার জন্য ভাব্‌চেন কেন? আপনি ফল বলুন। ভায়ার ফল যদি ঠিক বল্‌তে পারেন, এক টাকা কেন পাচ টাকা দিব, তা'র পর আমার এক খানা বিস্তৃত কোষ্ঠী আপনাকে দিয়ে তৈয়ার করাব।

তিনি বলিলেন "আমার নিয়ম টাকা না পেলে ফল বলি না।"

রাজকৃষ্ণ বাবু, তাঁহার সম্মুখে পাচটি টাকা রাখিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এটি কি তোমার ভাই?"

রাজকৃষ্ণ বাবু বলিলেন "এক রকম বটে; আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। [illegible]দর তুলা বল্লে অত্যুক্তি হয় না।"

তিনি বলিলেন 'তবে আগে তোমার কোষ্ঠি-টাও গণনা ক'রে নি, তা'র পর ২ জনের ফল
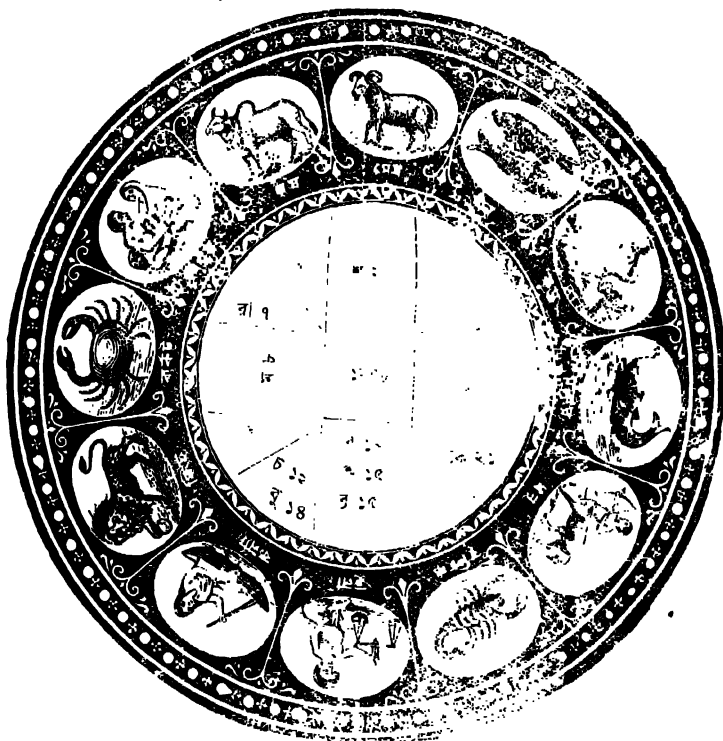
একসঙ্গে বল্‌বো। দেখি তোমার হাত?"

আবার সেইরূপ অঙ্কপাতাদির পর, বল্লেন তোমারও যে দেখ্‌ছি কার্ত্তিক মাস! আচ্ছা তোমার বন্ধুর চক্র ধ'রে কিরূপ হয় দেখি। এতে তেইশ অংশ লগ্ন, তা'র চতুর্থ, মকরের শেষাংশ, তা'র নবম কন্যার শেষ কি তুলার আদি, তবেই তোমার বয়স হ'চ্চে ২৮ কি ২৯।"

তা'র পর আরও কিয়ৎক্ষণ অঙ্ক কসিলেন এবং হাত খানি অনেকক্ষণ দেখিয়া সেইরূপ দাঁড়ি প্রভৃতি লিখিলেন। তা'র পর কাগজে লিখিলেন। ৬ই কার্ত্তিক, বুধবার, উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র। তা'র পর বলিলেন, "যখন হাতে আর অঙ্কে এক হ'লো, তখন আর ভুল হ'বার সম্ভাবনা নেই" এই বলিয়া, পঞ্জিকার সাহায্যে উপরিস্থ রাশিচক্র অঙ্কিত করিলেন।

তা'রপর বলিলেন, "দেখ তোমরা দুজনেই কার্ত্তিক মাসে জন্মেছ—

"তুলে রবৌ স্যান্নরঃ শুদ্ধচেতাঃ
কাব্যস্য কর্ত্তা স্বজনস্য ভর্ত্তাঃ।
নটোভবেদ্বাবদূকো বরেণ্যো
বাদিত্রচিত্রাদি সুশিল্পবিজ্ঞ ॥
বিজ্ঞানদক্ষো বিজিতারিপক্ষঃ
শাস্ত্রেষু দৃষ্টিঃ সততং হি তস্য।
ভাষাবিশেষাধ্যয়নে প্রবৃত্তি
র্ভবেচ্চ নূনঙ্গণিতে সুদক্ষঃ।
পাঠানুরক্তিঃ গুরুবিপ্রভক্তিঃ
তত্ত্বেষু শক্তিঃ স্মৃতিশক্তিযুক্তঃ।
অধ্যাত্মশক্তি পরিচালনেন
পরার্থতত্ত্বাবগতিঃ ভবেৎ সদৈব ॥"

তোমাদের দুজনেরই বই লেখার সখ থাকবার কথা—দুজনেরই যাত্রা থিয়েটার ক'রতে ভাল বাসবার কথা। বোধ হয় করেও থাক। বড় বাবাজী, এ বিষয়ে বেশ খ্যাতি লাভ কর্‌বেন। তোমার কিন্তু তেমন হ'বার সম্ভাবনা নেই। দুজনেরই বুধের দ্রেক্কাণে জন্ম, দুজনেরই বুধ তুঙ্গী। "জ্যোতির্বিদ্যামাতুলগণিতকাব্যনর্ত্তন-বৈদ্যহাসভীশ্রীশিল্পবিদ্যাদি কারকো বুধঃ।" এ পরাশরের বাক্য। "সর্ব্বে পারাশরী সত্যা" এর এক বর্ণও মিথ্যা হ'বার নয় বাবা। এই গুলির মধ্যে যে বিদ্যায় বেশী যত্ন ক'র্‌বে, সেই বিদ্যাটাই শিখ্‌তে পার্‌বে। তা'তেই নাম সম্ভ্রম ক'র্‌তে পারবে। তবে যদি সব গুলই শিখ্‌তে চাও, তা'তে তত সুবিধা হবে না।

সুরেন্দ্র বলিলেন, 'Jack of all trades but master of none," আপনি যা বল্‌লেন তা'র এক বর্ণও মিথ্যা নয়, দু'জনেই ঐরূপ!

তিনি বলিলেন, "কি বাবা, মিল্‌লো কি?

আমি বলিলাম "আজ্ঞে হাঁ। এখন একটি প্রার্থনা আছে।

তিনি বলিলেন "কি বাবা?"

আমি বলিলাম, "আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনার চরণাশ্রয় ক'রে জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিখি। আপনিই বল্‌লেন, আমার জ্যোতিষ শিখ্‌বার সম্ভাবনা আছে।"

তিনি বলিলেন, "কিন্তু আমার কাছে নয়। তোমার সঙ্গে আমার মিল হ'বে না বাবা। রাশির মিল নাই।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "সেত বিবাহে দেখ্‌তে হয়।"

তিনি বলিলেন, "শুধু বিবাহে কেন, মিত্রতায়, শিষ্য-নির্ব্বাচনে, এমন কি ভৃত্য নির্ব্বাচনেও সেটা বিচার করা উচিত। তা' না হ'লে নিরন্তর কলহ, এমন কি বিশেষ দোষযুক্ত হ'লে প্রাণনাশের পর্য্যন্ত সম্ভাবনা আছে।"

আমি বলিলাম, "চাকরের কোষ্ঠী পাই কোথায়?"

তিনি বলিলেন, "না পাও, দু এক দিন কাছে থাকলেই দেখ্‌তে পা'বে, তোমার মনের মতন কি না? না হয় রেখো না। ও একটা সহজ পরীক্ষা; তবে সর্ব্বত্র সুবিধা হয় না। কিন্তু, পতি পত্নী, গুরু শিষ্য সম্বন্ধ চিরস্থায়ী।

আমি বলিলাম, "যাঁ'দের কাছে পড়া যায়?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ; দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, এমন কি যে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় দু দিনও প'ড়েছ সকলেই গুরু, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এঁ'রা সকলেই এক পদার্থ। সকলকেই ঈশ্বর তুল্য জ্ঞান ক'রে, শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শিখ্‌তে হয়। কারণ জ্ঞানের মালিক সেই জ্ঞানময় ভগবান বই আর কেহই নাই, তিনি ভিন্ন ভিন্ন ঘটে থেকে, জীবকে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান দান করেন। তোমরা ইংরাজী পড়া লোক ও সব

ঝাঁ ক'রে বুঝ্‌তে পারবে না; কিন্তু আমরা যা একটু আধটু শিখেছি, তা' শ্রীগুরুদেবের পাদ-পদ্মের নিকটে ব'সে, অনেক কষ্ট ক'রে শিখেছি। তোমাদের বিদ্যা শিক্ষায় মাসে মাসে দুটাকা চারিটাকা মাসিক দক্ষিণা দাও। কিন্তু আমাদের দক্ষিণা প্রাণটি চিরজীবনের জন্য দেওয়া।"

সুরেন্দ্র বলিল "প্রাণ ত একটা। কত লোককে দিব?"

তিনি বলিলেন "প্রাণ অনন্ত! সেই অনন্ত-কেই দিতে হ'বে। সব ঘটেই তিনি এই প্রাণের লেনা দেনা কর্‌বার জন্য হাজির আছেন। "গুরুরেব পরং ব্রহ্ম"। যত বার যত ঘটেই আসুন, তিনি সেই একজন বৈ দু'জন নন্। তিনি বলে গেছেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

সুরেন্দ্র। সেকি আপনি নাকি?

তিনি। শুধু আমি কেন বাবা, আমি তুমি সকলেই। তবে যে যা'র জন্য অবতার হ'য়েছি সে তা'রি জন্য। আমাদের কাজ ছোট তাই ছোট অবতার হ'য়েছি। শোনো নি কি?

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনম্প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

সুরেন্দ্র। "আপনি গীতার যে শ্লোকটি বল্লেন তা'র অর্থ ত, ভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার হওয়া?"

তিনি। সপ্তশতমহামন্ত্রাত্মিকা এই গীতা সপ্তশতীর প্রত্যেক মন্ত্রের স্পষ্ট, উহ্য, গূঢ়, গূঢ়তর, গূঢ়তম প্রভৃতি দশবিধ অর্থ আছে এ কথা গুরুমুখে শ্রুত আছি। আমি অবশ্য সে সকল জানবার অধিকারী হই নাই ব'লে, আজিও জান্‌তে পারি নাই। এখন এ জন্মের শেষ প্রান্তে এসেছি। জন্ম জন্মান্তরে সমস্তই অধিগত হ'বে। কিন্তু যতটুকু জেনেছি, তা'তে এই বুঝেছি ভগবান বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের জন্য যেমন মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার হ'য়ে থাকেন। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ দেহের জন্যও সেইরূপ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু প্রভৃতি নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে থাকেন।

সুরেন্দ্র। তা'হ'লে যুগেযুগে কথার অর্থ কি?

তিনি। বাবা, তোমার তত্ত্বজিজ্ঞাসা পদ্ধতির প্রশংসা করি; যে ক'দিন থাকি, তুমি মাঝে মাঝে এসো, তোমার সঙ্গে শাস্ত্র-কথা ক'য়ে তৃপ্ত হই। শোনো বাবা প্রথম মন্ত্রের ভাবার্থ এই, যখন দরকার হয় তখন অবতার হই। দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ যুগে যুগে অর্থাৎ জীবের বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে যখনই দরকার হয় তখনই তা'র সৎ প্রবৃত্তির উদ্বোধন ও অসৎ প্রবৃত্তির নিগ্রহণ জন্য আমি আসি।" বাল্যকে সত্যযুগ ব'লে কই। কারণ তখন পাপা-ভাব। তখন প্রকৃতি পুরুষ অবতার মা, বাপ। তারপর কৈশোরে একপাদ কুচিন্তা আসে, তখন অনুরূপ অবতার শিক্ষাগুরু ও অভিভাবকগণ। তারপর যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে অর্থাৎ দ্বাপর ও কলিতে উপযুক্ত শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর প্রয়োজন হয়। এ ব্যাখ্যা মনে লাগে কি? একটু ভেবো। আজ উঠি, বেলা হ'য়েছে। বাবুর কোষ্ঠী দিন কয়েক পরে পাবেন।"

আমরা সকলে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া সে দিন ফিরিলাম।

আকুল আহ্বান।

(১)

এসগো! আমার মানস দেবতা,
শূন্য হৃদয়-আসনে।
(আমি) সরবস্ব দিয়া সাজায়েছি ডালি
অর্পিব তব চরণে॥
(আমি) সারাটি যামিনী তব পথ চাহি,
নীরব নীশিথে প্রেম-গান গাহি,
ঘুম ভারে নত অলস নয়নে,
বসে আছি নিশি শেষে।
এসগো আমার সাধনের ধন, !
অধরে মধুর হেসে॥

(২)

এসগো! আমার জনম মরণ
চির জীবনের সাথী।
নিরাশা আঁধার হিয়া উপকূলে
আশার উজ্জল বাতি॥
এসগো! আমার হৃদয়ের ধন,
সুখ অশ্রুনীরে পূজিব চরণ,
সাধের মালিকা পরাব গলায়
এস! এস! হৃদিবাসী।
শান্তি সুধা ভরি নিরমিয়া অর্ঘ
বসে আছে তব দাসী॥

(৩)

কে জানিত ওগো! এ মিলন নিশি
বিরহে হইবে ভোর?
কে জানিত হায়! এ সুখের গীতি
বরষিবে আঁখি লোর॥
যতনে গাঁথা চারু ফুলহার,
ঝরিবে প্রভাতে ভগ্ন প্রাণে তার
কে জানিত বল শুভ্র নিরমল
বাসন্তি প্রভাত মাঝে।
মলিন আননে দাঁড়াইব আমি
বিষাদিনী সাজে সেজে॥

(৪)

এসগো! আমার হে মনোমোহন
এস! একবার এসো!
দেবতার বেশে ফুল্ল অধরে,
মধুর মৃদুল হাসো।
কোথায় সুদূরে তটীনীর তীরে,
আকুল বাঁশরী বাজিতেছে ধীরে,
ফুলগুলি হাসি ফুটিয়া উঠেছে
অরুণ আদর পরশে।
অধীর চপল প্রভাতী সমীর
চুমিছে কপোল হরষে॥

(আজি) এ নব প্রভাতে সে করুণ তানে
পরাণ পাগল পারা।
ওগো মনোময়! এসগো! বারেক
মুছাতে নয়ন ধারা॥
এস! শোভাময় দেবতার বেশে,
দীনার আঁধার অন্তর আকাশে
ধ্রুবতারাসম কর বরিষণ
বিমল কিরণ ভাতি।
সে আলোকে মোর হউক উজ্জল
মৃত্যু আঁধার রাতি॥

শ্রীমতী স্বর্ণলতা বসু।

কমলা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥"

দিবা অবসান প্রায়। সূর্য্যদেব, লোকের পাপপুণ্যচেষ্টা পরিদর্শন পূর্ব্বক, সমস্ত দিনের পর, স্বশরীরের সঞ্চিত মলরাশি ধৌত করিবার জন্যই যেন ভাগীরথীগর্ভে নিমজ্জিত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। রাখাল বালকেরা গোপাল সঙ্গে গৃহাভিমুখী হইয়াছে; এমন সময়ে শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ স্বামিজী গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়া ক্রমে নিজের আবাসাভিমুখী হইলেন।

তিনি আরক্তিম সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন। মন অবশ্যই কোনও বিষয়ে সন্নিবিষ্ট। কিন্তু তিনি যে কি ভাবিতেছেন তাহা আমাদের মত লোকের অনুমান করিবার সাধ্য নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায়, যে আমাদের বিক্ষিপ্ত মনের মত, তাহার মন সম্ভবতঃ ছুটাছুটি করিতেছিল না। হঠাৎ তিনি মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন—

"সর্ব্ববেদা যৎ পদং আমনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদংসংগ্রহেণ ব্রবীমোমিত্যেতৎ॥

তাঁহার সুমিষ্ট ও গম্ভীর স্বরলহরী দিগ্‌দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া অনন্তের পানে ছুটিল—তাঁহার মন প্রাণও যে সেই দিকে আগেই ছুটিয়াছিল তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ ঐ সময় একটি যুবা তাঁহার বিপরীত দিক হইতে সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। দর্শনেন্দ্রিয়, নিজের যাহা কার্য্য, তাহা অবশ্যই করিয়াছিল। কিন্তু মন তাহার দত্ত সম্বাদ লইয়া দ্রষ্টার কাছে উপস্থিত করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না, কাজেই দর্শন কার্য্য সম্পন্ন হইল না তিনি যুবকের পাশ দিয়াই চলিলেন। গানই বল, আর শ্লোকই বল, সম ভাবেই চলিতে লাগিল।

সমাগত সবাটি সুন্দর। তাঁহার বয়স অনুমান ১৬।১৭ বৎসর। সুগোল দেহ। প্রশস্ত ললাট। প্রফুল্ল চক্ষু দু'টি দেখিলে তাঁহাকে শান্তহৃদয় বলিয়া বোধ হয়। বোধ হয়, যে রূপে গুণে যুবাটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। তিনি স্বামিজীকে অন্য মনস্ক দেখিয়া তাঁহার সহিত আবার ফিরিলেন এবং পশ্চাতে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সুধাধারা পান করিতে করিতে চলিলেন।

স্বামিজী যেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন—

"এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্ ব্রহ্ম
এতদেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা
যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনংশ্রেষ্ঠ
মেতদালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা
ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ংকুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।

অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ম্পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥
হন্তাচেন্মন্যতে হন্তুং
হতশ্চেন্মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো
নায়ংহন্তি ন হন্যতে ॥
অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতোগুহায়াম্ ।
তমক্রতু পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥
আসীনো দূরন্ব্রজতি
শয়ানোযাতি সর্ব্বতঃ ।
কস্তম্মদামদন্দেব-
ন্মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥
অশরীরং শরীরে
স্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্ ।
মহান্তম্বিভুমাত্মান
ন্মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বৃণুতেতনংস্বাম্ ॥
নাবিরতো দুশ্চরিতা
ন্নাশান্তো নাসমাহিতঃ ।
নাশান্তমানসো বাপি
প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

এই পর্য্যন্ত আবৃত্ত করিয়া, একবার আকাশ-পানে চাহিলেন। বলিলেন "তবে প্রতাপের উপায় কি হ'বে? সে অবোধ ত নিরত দুশ্চরিত, অশান্ত, অসমাহিত, অশান্ত-মান তবে তা'র উপায় কি?" একটু পরে আব বলিলেন, "হ'বে, নিশ্চয় হ'বে, মা নিশ্চয় কৃ কর্‌বেন।"

এই সময়ে, সেই অনুগামী যুবা, তাঁহ পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক সম্মুখে উপস্থিত হই কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।

শঙ্করানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস" তু কতক্ষণ?"

যুবা সহাস্য বদনে বলিলেন "আপনি যখ তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি বলেছিলেন তখ আমি এসেছি। প্রভো, আমি মধ্যাহ্ন সময়, আপনার আশ্রমে এসে আপনা দেখ্‌তে পেলাম না। মালী বল্লে আপ শ্যাম বাবুর সঙ্গে গিয়েছেন। সেই পর্য বসে বসে ঐ কঠোপনিষদই পড়্‌ছিলা কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম না; কি এখন এই অংশ টুকুর আবৃত্তি, আপনার মু শুনে, মনে হ'চ্ছে, যেন এখন বুঝ্‌তে পার্‌ এর কারণ কি?"

শঙ্করানন্দ ঈষদ্ধাস্যাসো বলিলেন, "অ বুঝ্‌তে পারছিলাম ব'লে তুমিও বুঝ্‌তে প ছিলে।"

এই সময়ে তাঁহারা ক্রমে উদ্যানমধ্যে প্রবি হইলেন, এবং পুষ্করিণীর পশ্চিমপারস্থিত ঘা উপবেশন করিলেন।

সূর্য্যাস্ত হইয়াছে। আকাশে, একটি মা উজ্জ্বল তারা প্রকাশিত। এখনও সূর্ আভা আছে বলিয়া অন্য তারাগুলি অদৃশ্য

যুবা বলিলেন "প্রভো! বাবার কি কো বিপদ উপস্থিত?"

স্বামিজী। না বাবা, কোনও লৌকি বিপদ তাঁ'কে এখনও আক্রমণ ক'রে ন

কিন্তু, কামনারূপ প্রবল রিপু তাঁকে আয়ত্ত কর্‌বার জন্য জাল বিস্তার ক'রেছে তিনি অচিরেই তা'র গ্রাসে পতিত হ'বেন এইরূপ বোধ হ'চ্ছে। সকলি মা জগদম্বার ইচ্ছা।

যুবা। বাবার কামনা কি ?

স্বামিজী। শুনে লাভ কি ? তুমি ত তা'র কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না ! তাঁ'র ইচ্ছা, এই প্রদেশটিও একাধিপত্য তাঁ'র হয় ! এবং সমস্ত গ্রাম গুলির নাম লোপ হ'য়ে, এগুলি প্রতাপপুর নামে পরিচিত হয়। এই উদ্দেশ্যে আজ তিনি কালীগঞ্জের বাজার ভেঙ্গে, প্রতাপগঞ্জ বসাবার ইচ্ছা করেছিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁ'র সে উদ্যম নিষ্ফল হ'য়েছে। এখন তিনি আমার উপর জাতক্রোধ হ'য়েছেন। কারণ; একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির কীর্ত্তি লোপ হওয়া উচিত নয় মনে ক'রে, আমি এইকার্য্যে বাধা দিয়াছিলাম। কিন্তু বাবা ভগবান প্রতিকূল হ'লে কে কা'র অভীষ্ট পূর্ণ করতে পারে ? আর তিনি অনুকূল হ'লে কেই বা কা'র অনিষ্ট করতে পারে ? এতে অর্থ ব্যয় ক'রে প্রতাপ, বাজারের জন্য যত গৃহ নির্ম্মাণ করেছিল তার অর্দ্ধেকেরও অধিক গঙ্গাগর্ভে গেছে। কিন্তু এতেও কি তা'র চেতনা হ'বে ?

যুবা। বিশ্বেশ্বরের যা ইচ্ছা তাই হ'বে।

স্বামিজী। যদি এইরূপ চেষ্টা করতে করতে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন ?

যুবা। ভগবানের যা ইচ্ছা তা'ই হ'বে। আমরা ভেবে কি কর্‌বো ?

স্বামিজী। তোমার উপায় কি হ'বে ?

যুবা। উপায়, কে কা'র করে প্রভো ? এত দিন ত আপনি ভস্মে আহুতি দেন নাই। আপনার এ কিঙ্কর বেশ বুঝ্‌তে পেরেছে, যে সেই লীলাময়ের যখন যে খেলার প্রয়োজন হ'বে, তাই কর্‌বেন। যে তাঁ'র সেই খেলা দেখে আমোদ কর্‌তে চায়, সে সুখে থাকে। অভিনয়ে সাজার চেয়ে, এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দেখাতেই বেশী আনন্দ।

স্বামিজী। তখন ও উদরান্নের জন্য হীন কার্য্য কর্‌তে হ'বে।

যুবা। যদি আপনার কৃপায় ভগবান আমাকে তত নিশ্চিন্ত করেন, তা'হ'লে আমি সুখে, তাঁ'র এই বিশ্বরাজ্য দর্শন ক'রে বেড়াব।— আপনার মুখে শুনেছি ভারতবর্ষের নানা-স্থানে এখনও তাপসগণের আশ্রমপদ আছে। সেই সকল আশ্রমের কোনও একটিতে গিয়ে, অযাচিতলব্ধ বৃক্ষের ফল আর প্রস্রবণের জলে শরীর রক্ষা ক'রে, বিশ্বেশ্বরের গুণগানে দিন কাটাব। তা'র চেয়ে আর মানুষের কর্ত্তব্য কি আছে প্রভো ?

স্বামিজী। ও ত আত্ম সুখচেষ্টা ! এক প্রকার স্বার্থপরতা বললেও বলা যায়। কাজ আছে আপাততঃ আজ তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে একটি বীজ বপন করবো। স্নান কর।

যুবা তখনই জুতা জামা খুলিয়া জলে অবগাহন করিলেন। স্বামিজী গৃহমধ্যে গমনপূর্ব্বক একখানি গৈরিকবস্ত্র ও উত্তরীয় আনয়ন করিলেন।

যুবা স্নান করিয়া স্বীয় উত্তরীয়ে গাত্র মুছিলেন ; এবং স্বামিজীর প্রদত্ত গৈরিকবস্ত্র পরিধান, উত্তরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিলেন।

স্বামিজী বলিলেন 'বাবা বীরেন্দ্র, আজ তোমার বীরেন্দ্র নাম সার্থক হ'লো। তুমি আজ স্বেচ্ছায় সর্ব্বত্যাগী হ'লে। এস তোমায় পথ প্রদর্শন করি।

এই বলিয়া তিনি সেই যুবককে সঙ্গে লইয়া উদ্যানের অপর পার্শ্বে প্রস্থান করিলেন।

উদ্যানের এই পার্শ্বে একটি দেবায়াতন। তথায় শিবমূর্ত্তি, অন্নপূর্ণামূর্ত্তি এবং রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপিত। সন্নিকটে পঞ্চবটী। তদভ্যন্তরে সাধন বেদিকা। স্বামিজী, বীরেন্দ্রনারায়ণকে সেই বেদিকায় অজিনাসনে উপবেশন করাইয়া, ইষ্টমন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক, সাধনাঙ্গ শিখাইতে আরম্ভ করিলেন ক্রমে অর্দ্ধরাত্র অতীত হইল। নবীন সাধক সদ্‌গুরুর কৃপায় ইষ্টলাভ করিয়া নিমিলিত নেত্রে ইষ্টমূর্ত্তি দর্শনে বিভোর। স্থাণুবৎ নিশ্চল। স্বামিজীও পার্শ্বে সমাধিমগ্ন। এমন সময় উদ্যানের অপর পার্শ্বস্থিত আটচালাটি ধূ ধূ করিয়াজ্বলিয়া উঠিল। ক্রমে সেই অগ্নির জ্বালা দূরস্থিত গ্রামবাসীগণের নয়নপথে পতিত হইবামাত্র তাহারা দলে দলে তথায় উপনীত হইতে লাগিল। যখন তাহারা আসিল তখন আর সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করা গেল না। দেখিতে দেখিতে বৃহৎ আটচালা খানি ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

দর্শকগণ শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া হায় হায় করিতে লাগিল। শেষে ঊষাগমের সঙ্গে সকলে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল।

সাময়িক সংবাদ।

গ্রহসংবাদ। আগামী ২৩ ফাল্গুন চন্দ্র হর্সেল বা বরুণ গ্রহের সন্নিহিত হইবেন। ২৯এ ফাল্গুণ রাত্রি ৯।২৪ মিনিটের সময় চন্দ্র ও শনির সন্মিলন হইবেক।

ধূমকেতু গগণচারীগণের মধ্যে ধূমকেতুর উদয় সর্ব্বদা ঘটে না। এ বৎসর হ্যালির ধূমকেতুর উদয়ের কথা। এখনং উহা দূরবীক্ষণ ব্যতীত দেখা যাইতেছে না আগামী এপ্রেল মাসে ক্রমে দৃষ্টি গোচর হইতে আরম্ভ হইবেন তখন উহা সূর্য্যোদয় সময়ে দৃষ্ট হইবেক। হেডেনবর্গ নিবাসী ডা উল্‌ফ্‌ খ্রীঃ ১৯০৯ অব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর, গ্রীণিচ মধ্যকাল ১টা ৩০ মি পূর্ব্বাহ্নে উহার পুনরাগমণ প্রথম দর্শন করেন। তখন উহার সরলোথান ৬ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ১২ সেকেণ্ড ও বিক্ষেপ ১৭ অংশ ১৮ কলা উভয় নির্ণীত হয়। তখন উহা মিথুন রাশির সন্নিহিত ছিল। তিনি সেই সময়ে উহার ফটোগ্রাফ লইয়াছেন। গত ২৮ জানুয়ারি উহা শনির সন্নিহিত হইয়াছিল। সংবাদ পত্রে প্রকাশ গত জানুয়ারি মাসের প্রথম হইতে আর একটি ধূমকেতু মকর রাশির শেষাংশে উদিত হইতেছে। আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাই নাই। ষ্টেট্‌সম্যান পত্রে ঐ সম্বাদ প্রকাশিত হইতেছে। এই ভারতবর্ষে নাকি উহা সর্ব্বপ্রথম বিলাসপুর হইতে ২০এ জানুয়ারি দেখা গিয়াছিল।

অগ্নিকাণ্ড। গত ২২শে জানুয়ারী রাত্রে নিমতলায় আগুন লাগিয়া তত্রস্থ অধিকাংশ কাঠের গোলা দগ্ধ হয়। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের প্রাসাদের পশ্চিমাংশ এককালে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐ অংশে তাঁহার যত্ন সঞ্চিত প্রকাণ্ড পুস্তকালয় ছিল। অনেকগুলি ভাল ভাল মূল্যবান ছবি ও গৃহসজ্জা এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারটিও নষ্ট হইয়াছে। ঐ ঘটনার কয়েক দিন পরে ৩০শে রবিবার রাত্রে আবার ঐ স্থানে একটি পাটের গুদামে আগুন লাগিয়াছিল। সময়ে জানিতে পারিয়া পুলিস কল আনাইয়া আগুন নিবাইয়াছে। তাহাতে পাটের কতক অংশ রক্ষিয়াছে

বেঙ্গলী

গ্রাহকগণের প্রতি।

আমরা আনন্দের সহিত গ্রাহকগণকে জানাইতেছি যে অল্প সময়ের মধ্যে গৃহস্থের গ্রাহক সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা পুনর্মুদ্রনের প্রয়োজন হইয়াছে। তৃতীয় সংখ্যা হইতে আমরা দুই সহস্র করিয়া ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছি। দিন দিন যেরূপ গ্রাহক বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে, আরও অধিক ছাপিবার প্রয়োজন হইবে কি না তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমরা এইরূপ আশাতীত উৎসাহ পাইয়া, অচিরে গৃহস্থের কলেবর বৃদ্ধির কল্পনা করিতেছি। কিন্তু গ্রাহক বৃদ্ধি হইলেই বর্ত্তমান মূল্যে কলেবর বর্দ্ধিত করা সম্ভব। এই জন্য স্থির করিয়াছি, যাঁহারা চৈত্রমাসের পূর্ব্বে গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদিগকেই আমরা বর্দ্ধিত আকারের গৃহস্থ বর্ত্তমান বার্ষিক এক টাকা মূল্যে দিতে সমর্থ হইব। তৎপরে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদের জন্য বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত দুই টাকা ধার্য্য করা গেল।

অনুগ্রাহক, গ্রাহকগণ স্ব স্ব বন্ধুবান্ধবগণকে অনুরোধ করিয়া গ্রাহক করিতে যত্ন করিলে, গৃহস্থের কলেবর বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবেক। প্রয়োজন মত চিত্রাদি দিয়া চারি ফর্ম্মা করিতে হইলে গ্রাহক সংখ্যা দুই সহস্রেরও অধিক হওয়া প্রয়োজন। যে কেহ, কষ্ট স্বীকার করিয়া আট জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নাম ও মূল্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন, আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাদিগকে এক বৎসর কাল এক প্রস্থ গৃহস্থ উপহারস্বরূপ প্রদান করিব স্থির করিয়াছি। তিনি যদি ইতঃপূর্ব্বে গ্রাহক হইয়া থাকেন তবে নিজ প্রদত্ত টাকাটি বাদে, আট জনের নাম ঠিকানা ও সাতটি টাকা পাঠাইবেন, নহিলে তাঁহার নিজের নাম ও ঠিকানা সমেত, নয় জনের নাম ও ঠিকানা এবং আটটি টাকা পাঠাইলে, আমরা বর্ত্তমান বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত প্রতিমাসে নিয়মিত রূপে "গৃহস্থ" প্রেরণ করিব।

আমাদের সংকল্প এই যে, বার্ষিক এক টাকা মূল্যে গৃহস্থকে যত দূর সৌষ্ঠব সম্পন্ন করা যায় তাহার ত্রুটি করিব না। গৃহস্থ নিজের প্রেসে ছাপা হয় সুতরাং প্রেসের ন্যায্য মুদ্রনব্যয় ব্যতীত ইহা হইতে অতিরিক্ত লাভ করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। ইহার সমুদায় উপস্বত্ব ইহারই সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা যাইবে।

গৃহস্থ কার্য্যালয়।
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি,
কলিকাতা।
২৫এ মাঘ, ১৩১৬ সাল।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু,
ম্যানেজার, গৃহস্থ।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পত্রিকার সম্পাদকগণ, নিজ নিজ পত্রিকা গৃহস্থের বিনিময়ে নিয়মিত ভাবে প্রেরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। চিকিৎসাপ্রকাশ ২। অলৌকিক রহস্য ৩। বঙ্গদর্শন ৪। নব্যভারত ৫। হিন্দুপত্রিকা ৬। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৭। বামাবোধিনী পত্রিকা ৮। জগজ্জ্যোতিঃ ৯। জন্মভূমি ১০। বিদ্যোদয় (সংস্কৃত) ১১। মিথিলামিহির (হিন্দি) ১২। সাহিত্য-সরোবর (হিন্দি) ১৩। ঈশ্বরতত্ত্ব সমালোচন পত্রিকা ১৪। হিন্দু সখা ১৫। বাল্য সখা ১৬। মহাজন বন্ধু। ১৭। যুবক ১৮। বৈষ্ণব সঙ্গিনী ১৯। ভক্তি ২০। তারা ২১। দেবালয়। ২২। বসুধা ২৩। বিধান প্রকাশ ২৪। সাধু সংবাদ (ইংরাজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত) ২৫। অবসর ২৬। আলোচনা ২৭। আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা ২৮। কায়স্থ পত্রিকা ২৯। কৃষক ৩০ শিল্প ও সাহিত্য ৩১। কণিকা ৩২। চিকিৎসা ৩৩। প্রকৃতি ৩৭। দি ইউনাইটেড ট্রেড গেজেট (বাঙ্গালা) ৩৫। বঙ্গবাসী ৩৬। বসুমতী ৩৭। সঞ্জীবনী।

আশাকরি অন্যান্য পত্র সম্পাদকগণ বিনিময় করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। এই সমুদয় পত্রিকার মধ্যে "চিকিৎসা প্রকাশ" "বঙ্গদর্শন" প্রভৃতি কয়েকখানির সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১৩১৬ সালের প্রথম সংখ্যা হইতে দিতেছেন। আশাকরি আর সকলেও সেইরূপ অনুগ্রহ করিবেন কারণ তাহা হইলে প্রাপ্ত সংখ্যাগুলি একত্রে বাঁধাইয়া রাখিবার সুবিধা হইবেক।

গৃহস্থের আয়তন অল্প, এজন্য সমুদয় প্রাপ্ত পত্র পুস্তকাদির এককালে সমালোচনা অসম্ভব আমরা ক্রমে ক্রমে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকিব।

১। চিকিৎসা প্রকাশ (১৩১৬ বৈশাখ-পৌষ) ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ হালদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও আন্দুল বেড়ীয়া মেডিক্যাল ষ্টোর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। ইহার প্রাপ্ত নয় সংখ্যা পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। এরূপ পত্রের সমুদয় প্রবন্ধ সাধারণের পক্ষে সুখবোধ্য হওয়া সম্ভব নহে; তথাপি ইহাতে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা গৃহস্থ মাত্রেরই জানা প্রয়োজন। আমরা সেরূপ দুই একটি প্রবন্ধ সময়ান্তরে আমাদের গ্রাহক গণের জন্য উদ্ধৃত করিব। এইরূপ পত্র বঙ্গের ঘরে ঘরে সঞ্চিত হউক।

২। অলৌকিক রহস্য শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, সম্পাদিত। শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র সেবক নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা, প্রতি সংখ্যা তিন আনা। এই পত্রখানিও আমরা প্রথমাবধি পাইয়াছি বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গল্পনাটকাদিতে সিদ্ধ হস্ত। এ পত্রে অনেক অদ্ভুত রহস্য দেখিতে পাইলাম। আশাকরি, পত্রখানি দীর্ঘজীবন লাভ করিবে।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শমীকোভগবান্মুনিঃ।
প্রত্যুবাচ মহাভাগঃ সমীপস্থায়িনো দ্বিজান্ ॥৮৩॥
পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তং ভবতাং সন্নিধাবিদং।
সামান্য পক্ষিণো নৈতে কেঽপ্যেতে দ্বিজসত্তমা।
যে যুদ্ধেঽপি ন সংপ্রাপ্তাঃ পঞ্চত্বমতিমানুষে ॥৮৪॥
ততঃ প্রীতিমতা তেন তেঽনুজ্ঞাতা মহাত্মনা।
জগ্মুঃ শিখরিণাং শ্রেষ্ঠং বিন্ধ্যং দ্রুমলতাযুতং ॥৮৫॥
যাবদদ্য স্থিতাস্তস্মিন্নচলে ধর্ম্মপক্ষিণঃ।
তপঃস্বাধ্যায়নিরতাঃ সমাধৌ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥৮৬॥
ইতি মুনিবরলব্ধসৎক্রিয়াস্তে
মুনিতনয়া বিহগত্বমভ্যুপেতাঃ।
গিরিবরগহনেঽতিপুণ্যতোয়ে
যতমনসো নিবসন্তি বিন্ধ্যপৃষ্ঠে ॥৮৭॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে চটকানাং বিন্ধ্যপ্রাপ্তিকথনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, শুন মুনিবর,
পক্ষীদের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ,
সমীপস্থ দ্বিজগণে সম্বোধন করি'
ভগবান শমীক বলিলা এ বচন।৮৩॥
আগেই বলে'ছি আমি তোমাদের পাশে,
সামান্য এ চারি পক্ষী না হ'বে কখন;
ভয়ানক যুদ্ধ মাঝে জনম লভিয়া,
ঘণ্টা মাঝে যাহাদের রহিল জীবন।৮৪॥
পরে মুনিবর প্রসন্ন হইয়া,
করিলেন অনুমতি,
পক্ষিগণ তবে বৃক্ষলতাপূর্ণ
বিন্ধ্যশিরে কৈল গতি।৮৫॥

ধার্ম্মিকপ্রবর সেই পক্ষিগণ
মুনির তনয় সবে
মুনি শমীকের যতনের বলে
লভিয়া জীবন তবে
চিত্তের সংযম করিয়া সাধন,
হইয়া স্বাধ্যায় রত,
তপঃপরায়ণ হইয়া সকলে
আছেন সমাধিগত, ৮৬॥
পুণ্যতোয়া সেই বিন্ধ্য শিখরের
গহন কানন মাঝে
আজিও ক'জনে আছেন সতত
ব্যাপৃত সে আত্ম-কাজে।৮৭॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে পক্ষিগণের বিন্ধ্যপ্রাপ্তি নামক তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং তে দ্রোণতনয়াঃ পক্ষিণো জ্ঞানিনোঽভবন্।
বসন্তি হ্যচলে বিন্ধ্যে তানুপাস্ব চ পৃচ্ছ চ ॥১॥
ইত্যৃষের্ব্বচনং শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়স্য জৈমিনিঃ।
জগাম বিন্ধ্যশিখরং যত্র তে ধর্ম্মপক্ষিণঃ ॥২॥
তন্নগাসন্নভূতশ্চ শুশ্রাব পঠতাং ধ্বনিম্।
শ্রুত্বা চ বিস্ময়াবিষ্টশ্চিন্তয়ামাস জৈমিনিঃ ॥৩॥
স্থানসৌষ্ঠবসম্পন্নং জিতশ্বাসমবিশ্রমম্।
বিস্পষ্টমপদোষঞ্চ পঠ্যতে দ্বিজসত্তমৈঃ ॥৪॥
বিযোনিমপি সংপ্রাপ্তানেতান্মুনিকুমারকান্।
চিত্রমেতদহং মন্যে ন জহাতি সরস্বতী ॥৫॥
বন্ধুবর্গস্তথামিত্রং যচ্চেষ্টমপরং গৃহে।
ত্যক্ত্বা গচ্ছতি তৎসর্ব্বং ন জহাতি সরস্বতী ॥৬॥

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলা, জৈমিনি,
এরূপে দ্রোণনন্দন
সেই পক্ষিগণ জ্ঞানী চারি জন,
বিন্ধ্যেতে আছে এখন ;
যাও ত্বরা ক'রে, তাঁ'দের গোচরে,
পুরিবে মনের আশ ;
করিয়া পূজন করিও যতন
জানিতে যা অভিলাষ।" ১ ॥
মুনির বচন শুনিয়া, তখন
জৈমিনি করে গমন
বিন্ধ্যের শিখরে, প্রফুল্ল অন্তরে
যথা ধর্ম্ম-পক্ষিগণ। ২ ॥
গিরি সন্নিকটে আসি', শ্রুতিপটে
পশিল বেদের গান।
শুনি' তাহা মুনি হইলা অমনি
অতি পুলকিত প্রাণ।
ভাবে মনে মন সেই পক্ষিগণ
নিশ্চয় পড়ি'ছে এই,

অদোষ, সুস্পষ্ট, পাঠে নাহি কষ্ট
জিতশ্বাস ভাল সেই,
আশ্চর্য্য কেমন সেই দ্বিজগণ
লভিয়া পক্ষীর কায়,
পড়ে সেই মত সুস্বরে নিয়ত
দোষ নাহি দেখা যায়। ৩-৪ ॥
নিকটেতে গিয়ে দেখেন চাহিয়ে
পক্ষিদেহ মুনিগণ,
সুখে পাঠ করে, দেখি' হর্ষভরে
ভাবে মুনি মনে মন,
তির্য্যগ্ হইয়ে জনম লভিয়ে
বাণী কৃপা-হারা নয়,
আছে সেই শক্তি বেদে অনুরক্তি ;
দেখি হেন মনে হয়—
পুত্র মিত্রগণ ত্যজে সর্ব্বজন
এই ত ভব সংসারে,
কিন্তু সরস্বতী হ'লে কৃপাবতী
আর না ত্যজেন তা'রে। ৫-৬ ॥

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্নেব বিবেশ গিরিকন্দরম্।
প্রবিশ্য চ দদর্শাসৌ শিলাপট্টগতান্ দ্বিজান্ ॥৭॥
পঠতস্তান্ সমালোক্য মুখদোষবিবর্জ্জিতান্।
সোঽথ শোকেন হর্ষেণ সর্ব্বাণেবাভ্যভাষত ॥৮॥
স্বস্ত্যস্তু বো দ্বিজশ্রেষ্ঠা জৈমিনিং মাং নিবোধত।
ব্যাস-শিষ্যমনুপ্রাপ্তং ভবতাং দর্শনোৎসুকম্ ॥৯॥
মন্যুর্ন খলু কর্ত্তব্যো যৎ পিত্রাতীবমন্যুনা।
শপ্তাঃ খগত্বমাপন্নাঃ সর্ব্বথা দিষ্টমেব তৎ ॥১০॥
স্ফীতদ্রব্যেকুলে কেচিজ্জাতাঃ কিল মনস্বিনঃ।
দ্রব্যনাশে দ্বিজেন্দ্রাস্তে শবরেণ সুসান্ত্বিতাঃ ॥১১॥
দত্ত্বা যাচন্তি পুরুষা হত্বা বধ্যন্তি চাপরে।
পাতয়িত্বা চ পাস্যন্তি ত এব তপসঃ ক্ষয়াৎ ॥১২॥
এতদ্দৃষ্টং সুবহুশো বিপরীতং তথা ময়া।
ভাবাভাবসমুচ্ছেদৈরজস্রং ব্যাকুলং জগৎ ॥১৩॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ন শোকং কর্ত্তুমর্হথ।

এই চিন্তা করি' কন্দর ভিতরি
পশিলেন মুনিবর,
শিলাপট্টে মুনি দেখিলা অমনি
বসি' চারি পক্ষিবর। ৭ ॥
পড়ে চারি জন করি' দরশন,
হর্ষে আর শোকে মুনি,
হইয়ে আকুল অতীব ব্যাকুল
বলিলা সবে অমনি—৮॥
হউক মঙ্গল, শুন দ্বিজদল,
জৈমিনি আমার নাম,
ব্যাস-শিষ্য আমি দরশন-কামী
এসেছি এ পুণ্য ধাম। ৯ ॥
শোক পরিহর সুসন্তোষ ধর,
আপন হৃদয়াগারে।
পিতৃ রোষে সবে জন্মেছ এ ভবে
ভাগ্যফলে খগাকারে। ১০ ॥
মনস্বী ব্রাহ্মণ ছিলা একজন
পুরা বহু বিত্তবান।
বিত্তহীন হ'য়ে আকুল হৃদয়ে
হ'য়েছিল, মুহ্যমান।
আসিয়া শবর তাঁ'দের গোচর
সান্ত্বিলেন এই মতে। ১১ ॥
"এ ভব সংসারে কভু কোনো নরে
সুখী নহে ধন হ'তে,
সর্ব্বস্ব বিলা'য়ে কেহ দুঃখী হ'য়ে
ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে।
কেহ ধন তরে নিজে প্রাণে মরে
বিনাশিয়া অন্য কারে।
কিম্বা কোন জন ধনের কারণ
অন্যে দিয়া অভিশাপ,
ক্ষীণ পুণ্য হ'য়ে নিজে কষ্ট স'য়ে
পায় বহু মনস্তাপ। ১২ ॥
কত এই মত ঘটে বিপরীত
করিয়াছি দরশন।
আছে এই—নাই ব্যাকুল সদাই
তা'তেই জগত-জন। ১৩ ॥"

জ্ঞানস্য ফলমেতাবচ্ছোকহর্ষৈরধৃষ্যতা ॥১৪॥
ততস্তে জৈমিনিং সর্ব্বে পাদ্যার্ঘ্যাভ্যামপূজয়ন্ ।
অনাময়ঞ্চ পপ্রচ্ছুঃ প্রণিপত্য মহামুনিং ॥১৫॥
অথোচুঃ খগমাঃ সর্ব্বে ব্যাসশিষ্যং তপোনিধিং ।
সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তং পক্ষানিলহতক্লমম্ ॥১৬॥

পক্ষিণ উচুঃ।

অদ্য নঃ সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ।
যৎ পশ্যামঃ সুরৈর্বন্দ্যং তবপাদাম্বুজদ্বয়ম্ ॥১৭॥
পিতৃকোপাগ্নিরুদ্ভূতোযোনোদেহেষু বর্ত্ততে ।
সোঽদ্য শান্তিং গতো বিপ্র যুষ্মদ্দর্শনবারিণা ॥১৮॥
কচ্চিত্তে কুশলং ব্রহ্মন্নাশ্রমে মৃগপক্ষিষু ।
বৃক্ষেষ্বথ লতাগুল্মত্বক্সারতৃণজাতিষু ॥১৯॥
অথবা নৈতদুক্তং হি সম্যগস্মাভিরাদৃতৈঃ ।
ভবতা সঙ্গমোযেষাং তেষামকুশলং কুতঃ ॥২০॥
প্রসাদঞ্চ কুরুষ্বাত্র ব্রূহ্যাগমনকারণম্ ।
দেবানামিব সংসর্গো ভবতোভ্যুদয়ো মহান্ ।
কেনাস্মদ্ভাগ্যগুরুণা আনীতোদৃষ্টিগোচরম্ ॥২১॥

ভাবি' এই সব স্থির কর তব
মানস হে বিপ্রবর,
শোকভারে ভার হৃদয়ে সবার
রাখিও না কদাচন।
জ্ঞান আছে যাঁ'র মানসে তাঁহার
শোক নাহি স্থান পায়।
শোক হর্ষ আর তুল্য সে তাঁহার
অসন্তোষ নাহি তাঁ'য়। ১৪ ॥
জৈমিনির মুখে শুনি এ হেন বচন,
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তাঁ'র পূজিল চরণ।
প্রণিপাত করি' সবে চরণে তাঁহার,
জিজ্ঞাসা করিল তবে অনাময় আর। ১৫ ॥
আসন নির্দ্দেশ তাঁ'র করিয়া তখন,
শ্রান্তি দূর করে দিয়ে পক্ষ-সমীরণ। ১৬ ॥
পরে সেই ব্যাস-শিষ্য মুনি জৈমিনিরে।
সম্বোধিয়া পক্ষিগণ বলে ধীরে ধীরে ॥

'এতদিনে আমাদের সফল জীবন—
জীবন জীবন বলি' গণিনু এখন,
ইন্দ্রাদি দেবের পূজ্য চরণ-কমল,
দরশন করিয়া ঘুচিল মনোমল। ১৭ ॥
এ দেহ জলিতেছিল পিতৃ-কোপানলে,
নির্ব্বাণ হইল এবে তব কৃপাজলে। ১৮ ॥
কুশল ত আশ্রমের মহর্ষি তোমার?
মৃগপক্ষিগণ সুখে আছে সবে; আর
আছে ভাল তরু, লতা, গুল্ম, তৃণদল? ১৯ ॥
কিম্বা বৃথা জিজ্ঞাসা করিনু এ সকল,
তুমি যথা নিজে আছ, কুশল তথায়,
চির-বিরাজিত আছে, কি সন্দেহ তা'য়। ২০ ॥
কৃপা করি' মো সবারে বলহ এখন,
এইখানে আসিবার কিবা প্রয়োজন?
দেবের দুর্লভ, দেব, তব দরশন,
কোন পুণ্যে আমাদের ভাগ্যেতে ঘটন? ২১ ॥

জৈমিনিরুবাচ।

শ্রূয়তাং দ্বিজশার্দ্দূলাঃ কারণং যেন কন্দরম্।
বিন্ধ্যস্যেহাগতোরম্যং রেবাবারিকণোক্ষিতম্।
সন্দেহান্ ভারতে শাস্ত্রে তান্ প্রষ্টুঙ্গতবানহম্ ॥২২॥
মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানম্পূর্ব্বং ভৃগুকুলোদ্বহম্।
তমহম্পৃষ্টবান্ প্রাপ্য সন্দেহান্ ভারতং প্রতি ॥২৩॥
স চ পৃষ্টো ময়া প্রাহ সন্তি বিন্ধ্যে মহাচলে।
দ্রোণপুত্রা মহাত্মানস্তে বক্ষ্যন্ত্যর্থবিস্তরম্ ॥২৪॥
তদ্বাক্যচোদিতশ্চেমমাগতোঽহং মহাগিরিম্।
তচ্ছৃণুধ্বমশেষেণ শ্রুত্বা ব্যাখ্যাতুমর্হথ ॥২৫॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

বিষয়ে সতি বক্ষ্যামো নির্বিশঙ্কঃ শৃণুষ্ব তৎ।
কথং তন্ন বদিষ্যামো যদস্মদ্বুদ্ধিগোচরম্ ॥২৬॥
চতুর্ষ্বপি হি বেদেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চৈব হি।
সমস্তেষু তথাঙ্গেষু যচ্চান্যদ্বেদসম্মিতম্ ॥২৭॥
এতেষু গোচরোঽস্মাকম্বুদ্ধের্ব্রাহ্মণসত্তম।
প্রতিজ্ঞাতুং সমারোঢুং তথাপি নহি সরুগঃ ॥২৮॥

জৈমিনি বলেন, সবে করহ শ্রবণ,
যে কারণে হেথা মোর হৈল আগমন;
রেবা-বারি-কণাসিক্ত এ বিন্ধ্য-কন্দর,
বিনা কারণেও হেথা আসে বহু নর;
কিন্তু মোর আসিবার নিগূঢ় কারণ,
করিবারে হৃদয়ের সন্দেহ-ভঞ্জন।
মহাভারতের মাঝে আছে বহু স্থান,
সন্দেহ যাহাতে মোর আছে মতিমান। ২২ ॥
গিয়াছিনু সে সব সন্দেহ নাশ আশে,
মহাত্মা ভার্গব মার্কণ্ডেয় মুনি পাশে। ২৩ ॥
বলিলেন তিনি বিন্ধ্যগিরিবর-শিরে,
দ্রোণপুত্রগণ বাস করে রেবা-তীরে.
মহাত্মা সকলে তাঁ'রা অতি জ্ঞানবান,
তাঁ'দের নিকটে তুমি করহ প্রয়াণ,
সমস্ত সন্দেহ তব যাইবে নিশ্চয়। ২৪ ॥
তাঁর বাক্যে আইলাম এ বিন্ধ্যনিলয়।
এবে মোর প্রশ্নগুলি করিয়া শ্রবণ,
মীমাংসা করিয়া দেহ, ওহে দ্বিজগণ। ২৫ ॥

শুনি বলে পক্ষিগণ "করি পদে নিবেদন
যদি হয় জ্ঞানের গোচর,
বলিব নিশ্চয় সব, বল এবে প্রশ্ন তব
যাহে পূর্ণ তোমার অন্তর। ২৬॥
চারিটি বেদের সার কিম্বা ধর্ম্মশাস্ত্র আর
সমস্ত বেদাঙ্গগণ সনে,
বিদিত মো সবাকার নিকটে তবু তোমার
প্রতিশ্রুত হইব কেমনে? ২৭-২৮॥

তস্মাদ্বদস্ব বিশ্রব্ধং সন্দিগ্ধং যদ্ধি ভারতে।
বক্ষ্যামস্তব ধর্ম্মজ্ঞ নচেন্মোহো ভবিষ্যতি ॥২৯॥

জৈমিনিরুবাচ।

সন্দিগ্ধানীহ বস্তূনি ভারতং প্রতিযানি মে।
শৃণুধ্বমমলাস্তানি শ্রুত্বা ব্যাখ্যাতুমর্হথ ॥৩০॥
কস্মান্মানুষতাং প্রাপ্তো নির্গুণোঽপি জনার্দ্দনঃ।
বাসুদেবোঽখিলাধারঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥৩১॥
কস্মাচ্চ পাণ্ডুপুত্রাণামেকা সা দ্রুপদাত্মজা।
পঞ্চানাম্মহিষী কৃষ্ণা সুমহানত্র সংশয়ঃ ॥৩২॥
ভেষজং ব্রহ্মহত্যায়া বলদেবো মহাবলঃ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন কস্মাচ্চক্রে হলায়ুধঃ ॥৩৩॥
কথঞ্চ দ্রৌপদেয়াস্তেঽকৃতদারা মহারথাঃ।
পাণ্ডুনাথা মহাত্মানো বধমাপুরনাথবৎ ॥৩৪॥
এতৎ সর্ব্বং কথ্যতাং মে সন্দিগ্ধং ভারতং প্রতি।
কৃতার্থোঽহং সুখং যেন গচ্ছেয়ং নিজমাশ্রমম্ ॥৩৫॥

তাই বলি, মুনিবর, বল প্রশ্ন অতঃপর
যে সন্দেহ ভারতে তোমার,
জানি ত বলিব সব ঘুচা'ব সন্দেহ তব
নহে সাধ্য কিবা আছে আর ? ২৯।

বলেন জৈমিনি মুনি বিচার করহ শুনি
যেবা প্রশ্ন আছয়ে আমার,
শুনে প্রশ্ন সমুদায়, যেবা তব মনে ভায়
বিস্তারিয়া ব্যাখ্যা কর তা'র। ৩০ ॥

কি কারণে জনার্দ্দন, নির্গুণ সে নারায়ণ,
বাসুদেব, জগত-আধার,
নিখিল সৃষ্টির হেতু ভবাব্ধি পারের সেতু
হইলেন মানুষ আকার ? । ৩১ ॥

কেন বা হেন প্রপঞ্চ ঘটিল, পাণ্ডব পঞ্চ
বিবাহ করিলা এক জনে ?
একা কৃষ্ণা, পঞ্চপতি, হ'য়েছি সন্দিগ্ধ-মতি
নিঃসংশয় হইব কেমনে ? । ৩২ ॥

কেন বা সে হলধর, বলদেব বলধর,
ঈশ্বর-স্বরূপ যেই জন,
ব্রহ্মহত্যা খণ্ডিবারে ভ্রমিলেন চারি ধারে
নানা তীর্থ করি' পর্য্যটন ? । ৩৩ ॥

কেন বা দ্রৌপদীসুত সবে রূপ-গুণ-যুত,
মহাবলবান সর্ব্বজনে,
হইয়া অকৃতদার অল্পবয়ঃ সুকুমার
বধ প্রাপ্ত হৈলা নিশারণে ?
সনাথ হয়েও সবে অনাথ যেমন ভবে
বিনষ্ট হইলা কি কারণ ?
এ সব সন্দেহ মোর, মনে কষ্ট দেয় ঘোর,
নাশ সব সন্দেহ এখন,
তা'হ'লে কৃতার্থ হ'য়ে যা'ব চলি নিজালয়ে,
মনে পেয়ে আনন্দ প্রচুর।
অতএব কৃপা কর সকল সন্দেহ হর
কর মম মনঃকষ্ট দূর। ৩৪-৩৫ ॥

পক্ষিণউচুঃ।

নমস্কৃত্য সুরেশায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
পুরুষায়াপ্রমেয়ায় শাশ্বতায়াব্যয়ায় চ ॥৩৬॥
চতুর্ব্যূহাত্মনে* তস্মৈ ত্রিগুণায়াগুণায় চ।
বরিষ্ঠায় গরিষ্ঠায় বরেণ্যায়ামৃতায় চ ॥৩৭॥

জৈমিনীর বাক্য শুনি, বলে পক্ষিগণ,
প্রণমিয়া সুরেশ্বর বিষ্ণুর চরণ.
যেই জন অপ্রমেয় শাশ্বত অব্যয়, ৩৬ ॥
ত্রিগুণ, অগুণ, চতুর্ব্যূহ, * জ্ঞানময়,

* ভগবানের বৈকুণ্ঠস্থিত চারি প্রকাশ ; বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে খ্যাত। সৃষ্টিলীলায় তাঁহারা মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী নামে পুরাণে কথিত হইয়াছেন। চতুর্ব্যূহ শব্দের অর্থ, চারি-প্রকাশ বা পাদ। চতুর্ব্যূহের স্বরূপ বিনা সাধনে বোধগম্য হইবার নহে। বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডে ও ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে ইহাঁদের স্বরূপ, সাধন বলে স্ফুট বোধগম্য হইয়া থাকে। চতুর্ব্যূহান্বিত ভগবানের নাম ও স্বরূপ প্রণব। মাণ্ডূক্যোপনিষদে লিখিত আছে---

"সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞো সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞো সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তং সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থানো একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়োহ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্। নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং না প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ। সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি। জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্বাদ্ব্যাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাঽব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি য এবং বেদ। সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্ব্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ।"

প্রণবক্রিয়ার দ্বারা ইহার গুহ্য রহস্য হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। তাহার প্রকরণ সদ্গুরুবক্ত্রগম্য। শ্রীমদ্গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডূক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণপরা-কারিকায় লিখিয়াছেন—

"যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্।
প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥"

কিন্তু এই বিধি সকলের জন্য নয়। সদ্গুরু, অধিকারী নির্ণয় পূর্ব্বক, যাঁহার পক্ষে যে বীজ ও ক্রমাদি নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই প্রশস্ত। এস্থানে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে চতুর্ব্যূহ-তত্ত্বের সার, নিম্নে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রদত্ত হইতেছে—

বাসুদেব	অর্দ্ধমাত্রা	ত্রিগুণাতীত	পরমাত্মা	ঘনপ্রজ্ঞ	সর্ব্বাতীত	বাসুদেব	কারণাতীত
সঙ্কর্ষণ	ম	সাত্ত্বিক	প্রাজ্ঞ	সুষুপ্তি	আনন্দভুক্	বলরাম	কারণ
প্রদ্যুম্ন	উ	রাজস	তৈজস	স্বপ্ন	প্রবিবিক্তভুক্	মদন	সূক্ষ্ম
অনিরুদ্ধ	অ	তামস	বৈশ্বানর	জাগ্রত	স্থূলভুক্	অনিরুদ্ধ	স্থূল

যস্মাদণুতরং নাস্তি যস্মান্নাস্তি বৃহত্তরম্ ।
যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তমজেন জগদাদিনা ॥৩৮॥
আবির্ভাবতিরোভাবদৃষ্টাদৃষ্টবিলক্ষণম্ ।
বদন্তি যৎ সৃষ্টমিদং তথৈবান্তে চ সংহৃতং ॥৩৯॥
ব্রহ্মণে চাদিদেবায় নমস্কৃত্য সমাধিনা ।
ঋক্সামান্যুদ্গিরন্ বক্ত্রৈর্যঃ পুনাতি জগত্রয়ং ॥৪০॥
প্রণিপত্য তথৈশানমেকবাণবিনির্জিতৈঃ ।
যস্যাসুরগণৈর্যজ্ঞা বিলুপ্যন্তে ন যজ্বিনাম্ ॥৪১॥
প্রবক্ষ্যামো মতং কৃৎস্নং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ।
যেন ভারতমুদ্দিশ্য ধর্ম্মাদ্যাঃ প্রকটীকৃতাঃ ॥৪২॥
আপোনারা ইতি প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৪৩॥
স দেবো ভগবান্ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণো বিভুঃ ।
চতুর্দ্ধা সংস্থিতোব্রহ্মণ্ সগুণোনির্গুণস্তথা ॥৪৪॥

বরিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, আর বরেণ্য, অমৃত , ৩৭
অণুতর † যা'হ'তে না ধরে এ জগত,
বৃহত্তর যাঁহা হ'তে এই বিশ্বে নাই,
এই বিশ্ব, ব্যাপি' তিনি আছেন সদাই,
অজ যিনি, অদ্বিতীয়, জগতের আদি,
পরমপুরুষ যাঁ'রে বলে ব্রহ্ম-বাদী, ৩৮॥
এ জগতে দৃষ্টাদৃষ্ট যত কিছু আর,
যাঁ'র সৃষ্টি, পুনঃ যিনি করেন সংহার,
নমি' তাঁরে, পরে মোরা করিব বন্দন,
চরাচর গুরু সেই ব্রহ্মার চরণ।
যাঁ'র মুখে বেদগণ হইয়া উদিত,
করিল এ চরাচর ব্রহ্মাণ্ড পবিত,
সেই আদিদেব-পদে করিয়া প্রণাম,
বন্দি পরে মহেশ্বর দেবদেব বাম,

যিনি এক বাণে বিনাশিলা দৈত্যগণ,
যা' হ'তে হইল কত যজ্ঞের রক্ষণ,
নমি' তাঁ'রে ব্যাস-বাক্য ব্যাখ্যা করি পরে,
ভারতের কুটতত্ত্ব পবিত্র অন্তরে।
যাহে ধর্ম্ম এই ভবে হইল প্রচার,
বিস্তারি বলিব মোরা সে সকল সার ।৩৯-৪২॥
জলেরে বলেন 'নার' তত্ত্বদর্শীগণ,
'অয়ন' আশ্রয়ার্থক শুন তপোধন,
'নার' সে 'অয়ন' তাই নারায়ণ নাম।
প্রলয়ে আছিলা জলে সেই গুণধাম। ৪৩ ॥
সেই নারায়ণ বিভু চারি অংশ হ'য়ে,
আছেন সদাই ভবে আশ্রয় হইয়ে,
সগুণ নির্গুণ দুই সেই জ্ঞানময়,
মূর্ত্তিগ্রহ তাঁ'র পক্ষে অসম্ভব নয়। ৪৪ ॥
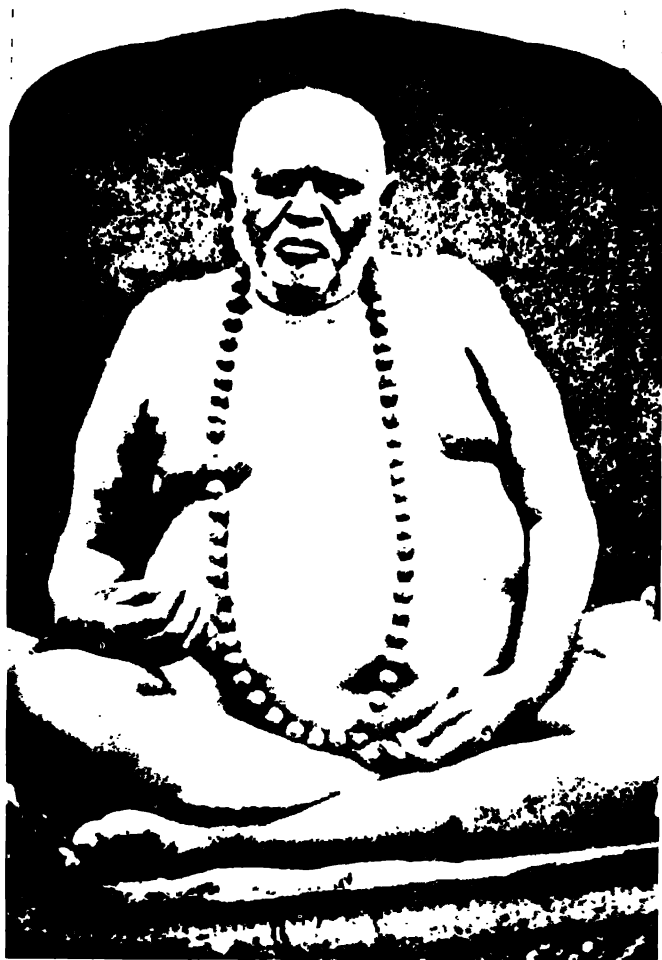
† অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াম্।—(কঠবল্লী ২)

।শ্রীত্রৈলিঙ্গ স্বামী

India Press, Calcutta.

শ্রীগুরবে নমঃ

সনাতন ধর্ম্মানুগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নীতি, এবং শিল্প বিজ্ঞানাদি প্রকাশক

সচিত্র মাসিক পত্র।

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ

প্রথম খণ্ড।] চৈত্র. ১৩১৬ [ষষ্ঠ সংখ্যা

দুটি কবিতা।

ত্রৈলিঙ্গ স্বামী।

সচল শঙ্কর সম বারাণসীধামে
ছিলে তুমি মহাযোগি, আত্মানন্দময়,
স্বরূপেতে অবস্থান করিতে সতত,
হেরিলে তোমারে হ'ত সর্ব্ব-বন্ধ-ক্ষয়।
ভাগ্য মোর সুপ্রসন্ন হয়নি কখনো—
হয় নাই পুণ্যযোগ—কর্ম্মের বিলয়,—
তাই সে মোক্ষদায়িকা শিবপুরী-মাঝে
সচল শঙ্কর দেখা হ'লো না আমার।
শুধু চিত্রপটে হেরি' প্রশান্ত মূরতি
হৃদয় আনন্দনীরে দিতেছে সাঁতার
এ সুন্দর ছবিখানি রাখিয়া সম্মুখে
ভূমে লুটি' প্রণিপাত করি' বার বার।
দেহ রেখে ভবধামে, আছ লুকাইয়ে,
কৃপা কর চিদাকাশে উদয় হইয়ে।

শ্রীসারদাপ্রসাদ শর্ম্মা

অনুভূতি।

সর্ব্বস্ব কাড়িয়া ল'য়ে হে কপর্দ্দী, শ্মশান-বিলাসি!
তুমি কি হাসিছ আজ প্রাণ-খোলা মধু অট্ট-হাসি?
তোমারি আনন্দে মাতি' হে ভূতেশ! তব ভূতকুল
দশ দিকে কি তাণ্ডবে আত্ম-হারা পুলকে অতুল!
ভোলানাথ! তুমি কিবা ভুলাইয়া নিখিল সংসার
ডাকিছ এ হর্ষ-স্রোতে ভেসে যেতে সুখে অনিবার!
তোমার অনন্ত বিশ্ব ইঙ্গিতে কি জানাইছে মোরে?
"ওরে মুগ্ধ, ওরে মূঢ়, কতকাল র'বি সুপ্তি-ঘোরে!
ছিঁড়ে আয় নাগ-পাশ, ফেলে আয় অভিনয়-সাজ,
সংগ্রামে বিজয়ী তুই বর-মাল্য দিবে বিশ্ব-রাজ!
তুই হ'বি সন্ন্যাসীর যথার্থই সন্ন্যাসী সেবক,
প্রেম-যজ্ঞে হোতা তুই মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি সুগায়ক!
ওঠ্ জাগ্ ধূলি-লীন! ধূলি-শয্যা তোর যোগ্য নয়,
শিয়রে দাঁড়া'য়ে দেখ্ শঙ্কা-হারী শিব মৃত্যুঞ্জয়!!"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ত্রৈলিঙ্গ স্বামী।

লোকে সচরাচর এই মহাপুরুষকে তৈলঙ্গ স্বামী বলিত, কিন্তু ইহাঁর প্রকৃত নাম ত্রৈলিঙ্গ স্বামী। বিজয়নগ্রামান্তর্গত হোলিয়া নগর ইহাঁর জন্মস্থান। ১৫২৯ শকাব্দা পৌষ মাসে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি নৃসিংহধরের পুত্র, ইহাঁর নাম ত্রৈলিঙ্গধর। ইহাঁর বিমাতৃগর্ভজাত কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীধর। ইহাঁর মাতা বিলক্ষণ বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। ইনি মাতার নিকট দ্বাদশ বর্ষকাল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও যোগ শিক্ষা করেন। যখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়, সে সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। মাতার দেহত্যাগ হইলে ইনিও গৃহত্যাগ করেন। সেই সময়ে পাতিয়ালা রাজ্যে ভগীরথ স্বামী নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি পুষ্কর তীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সাধন করিয়া যোগমার্গে বিশেষ উন্নত হন। পরে নানাস্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক ৺বারাণশীধামে আগমন করেন। ইনি সর্ব্বদাই উলঙ্গ বেড়াইতেন। শকাব্দা ১৮০৯ অব্দের পৌষ মাসের শুক্লা একাদশীতে তিনি দেহরক্ষা করেন। সুতরাং তৎকালে তাঁহার ২৮০ দুইশত আশি বৎসর বয়স হইয়াছিল। প্রাণায়ামই এইরূপ দীর্ঘ-জীবনের একমাত্র হেতু।

পাগল।

প্রথম দিনের দ্বিতীয়াংশ।

প্রবন্ধের এই অংশ প্রকাশিত হইবার বহুপূর্ব্বেই আমি আমার এই জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিব। ইহা মুদ্রিত অবস্থায় আমার চর্ম্মচক্ষের সমক্ষে পড়িবার আর সম্ভাবনা নাই বলিয়াই বোধ হইতেছে। গৃহস্থের চতুর্থ সংখ্যায় যে অংশটুকু বাহির হইয়াছিল, তাহাতে অনেক ভুল আছে; তাহার মধ্যে দুইটি সংশোধিত হওয়া উচিত বোধে এখানে লিখিয়া দিলাম। একটি ৬১ পৃষ্ঠার সর্ব্বশেষাংশের নীচে হইতে তৃতীয় ছত্রে "ম্লেচ্ছ বেশধারীর" পর "আর একজন প্রায় উলঙ্গ" হইবে। আর একটি ৬৫ পৃষ্ঠার সর্ব্ব উপরের দক্ষিণ ধারে "দুই কুড়ি' না হইয়া "দু শ কুড়ি" হইবে। বোধ হয় সম্পাদক মহাশয়, ''দুই শত কুড়ি বৎসর মানুষ বাঁচা সম্ভব নয় মনে করিয়াই ওকথা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া থাকিবেন।*

* যদিও প্রত্যক্ষ অত দীর্ঘজীবী লোক আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না তথাপি সিদ্ধপুরুষগণ যে দীর্ঘকাল দেহরক্ষা করিতে পারেন একথা আমরা অবিশ্বাস করি না। ২১,৬০০ শ্বাসপ্রশ্বাসে একদিন, সেইরূপ ৩০ দিনে এক মাস বার মাসে এক বৎসর এবং সেইরূপ ১২০ বৎসর সাধারণতঃ মনুষ্যের আয়ুঃকাল। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে মানব ইহা অপেক্ষা অল্প জীবন লইয়াও জন্মিতে পারে, তাহা তাহাদের আয়ুর্দ্দার গণনার দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে, কিন্তু যাহার আয়ুঃকাল যাহাই হউক না কেন, তাহা শ্বাস দ্বারা পরিমিত। যদি কেহ কোনও উপায়ে লৌকিক দীর্ঘকালে অর্থাৎ দু'দিন, দশ দিন, দু'বৎসর, দশ বৎসর বা বিশ বৎসরে ঐ ২১,৬০০ পূর্ণ করেন, তাহাই তাঁহার এক দিন। যোগীগণ সমাধিস্থ হইলে, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃকাল, লৌকিক পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে, তখন তাঁহাদের দুই শত কেন আরও সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকা অসম্ভব হয় না, মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ তাহার

কিন্তু যদি কোনও ইংরাজী সম্বাদপত্রে বা পুস্তকে ওরূপ দীর্ঘজীবনের কথা শুনিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস হইবার বিশেষ হেতু হইত না। যাহা হউক তাহাতে তাঁহার বিশেষ অপরাধ নাই। আমি সেই মহাপুরুষের মুখে শুনিয়াও উহা পাগলের প্রলাপ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি যেরূপে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছিলেন তাহা যথাস্থানে বিবৃত আছে। এবার আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যেন বানানের ভুল বই আর কিছু সংশোধন না করেন। সম্ভব অসম্ভব যাহা কিছু তাহার জন্য লেখক দায়ী। আপনার পাঠকগণের মধ্যে যদি কাহারও এই ঘটনা সত্য বলিয়া বোধ না হয়, তিনি ত পাঁচটা আষাঢ়ে গল্পও পড়িয়া থাকেন, এ'টি তা'রি একটি মনে করিয়া পড়িবেন।

তিনি নিশ্চলভাবে ব'সে আছেন—যেন পাথরের গড়া মূর্ত্তি। সম্মুখে আমি আর আমার পত্নী। আমি মনে মনে কত কি ভাব্‌চি। সত্যই কি ইনি আমার পত্নীর গর্ভজাত সন্তান? সত্যই কি দু'শ কুড়ি বৎসর আগে জন্মগ্রহণ ক'রে আজিও জীবিত আছেন?—সত্যই কি অত দিন আগে আমরা ব্রাহ্মণ ছিলাম। তা'র পর তিন জন্ম গেছে; সে তিন বারই বা কি ছিলাম? যদি ব্রাহ্মণ ছিলাম তবে আবার কায়স্থ কুলে জন্মিলাম কেন?" এইরূপ নানা কথাই আমার মনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমার পত্নী তাঁ'র দিকে চেয়ে রয়েছেন, কিছু ভাবচেন কি না তিনিই জানেন; কিন্তু তাঁ'র দৃষ্টি স্থির। বুঝি চক্ষে পলক পড়িতেছে না। এইরূপে কত ক্ষণ কেটে গেল বল্‌তে পারি না।

শেষে তিনি আমার পত্নীর মুখপানে চেয়ে বল্লেন "মা খিদে পেয়েছে!" আমার স্ত্রী তখনি উঠে গিয়ে একখানি প্রস্তর-নির্ম্মিত রেকাবে দু'টি কমলালেবু ও কিছু মিষ্টান্ন আনিলেন এবং তাহার নিকট রাখিয়া বলিলেন "এই খাও বাবা, একটু দুধ থাক্‌লে হ'তো ভাল।"

তিনি বলিলেন "কেন মা, তুমি যে কড়ায় দুধ জাল দিয়েছিলে, তা'তে ত দুধ আছে।"

আমার পত্নী ব্যস্তভাবে ছুটিয়া গিয়া একটি বাটি ও কড়া আনিলেন। সত্যই কড়ায় দুগ্ধ, তা'র উপরে সর! কিন্তু আমি যত দুগ্ধ কিনিয়াছিলাম যদি তত দুগ্ধই রহিয়াছে তবে আমরা খাইয়াছিলাম কি রূপে?

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে কোনও দ্রব্যের অভাব কি থাক্‌তে পারে? একটু ক্ষীর এনে দেনা মা?"

আমার পত্নী একটা বড় বাটিতে ক'রে এক বাটী ক্ষীর আনিয়া দিলেন। তিনি ভোজন করিতে লাগিলেন, আমার পত্নী এক দৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; আর আমি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

আহারান্তে তিনি আমায় বলিলেন "কি ভাব্‌চো? দুধ এত এলো কেত্থেকে? আজ থেকে, জেনে রেখে যাও, তাঁ'র কৃপা হ'লে

প্রমাণ। পক্ষান্তরে যদি কেহ এমন কার্য্য করে, যাহা দ্বারা একই দিনে দুই বা ততোধিক বার ২১,৬০০ শ্বাস পরিত্যক্ত হয় তাহার আয়ুঃকাল ঐ হিসাবে কমিয়া থাকে। পাপচেষ্টায়, শ্বাস ঘন ঘন পড়ে, তাই পাপে লৌকিক পরিমাণে আয়ুঃক্ষয় হয়।—গৃহস্থ সম্পাদক।

মায়ের কৃপা দৃষ্টিতে কখনও কোন দ্রব্যের অভাব হ'বে না। আজ যা দেখ্‌ছো নিত্য এ রকম দেখ্‌তে পাবে না বটে—কিন্তু তাঁ'তে নির্ভর কর্‌লে কখনও কোনও অভাব থাক্‌বে না। আমি গোটা কত কথা বলে দিই, বেশ ক'রে মনে ক'রে রেখো। যাঁ'কে যথার্থ বিপন্ন ব'লে মনে হ'বে, তা'কে অর্থে সামর্থে সাহায্য করবে। ঘরে যতক্ষণ থাক্‌বে দেবে। যদি কেউ ধার চায়—দেবে—কিন্তু মনে মনে ফিরে পা'বার আশা রাখ্‌বে না। যদি কেউ টাকার সুদ দিতে চায়, নেবে—কখনও ব'লো না যে নেবো না। যদি কা'রো না দেবার মতলব থাকে, না দেয় না দেবে—তুমি কিন্তু সবাইকে নিজের সন্তান অপেক্ষাও আপনার ব'লে মনে ক'র্‌বে। যদি কেউ কখনো তোমার আশ্রমে কোন গতিকে এসে পড়ে, যেমন আমি, তবে তা'কে নিজের অপেক্ষা ভাল ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়ে পালন করবে। আমি তোমাদের ছেলে, আমার একটু অযত্ন হ'লে তত ক্ষতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তির সঙ্গে তোমার কোন লৌকিক সম্পর্ক নেই, তা'র প্রতি যেন একটুও পর পর ভাব প্রকাশ পায় না। বড়কে দাদা আর ছোটকে ভাই, কিম্বা পার্‌লে, সকলকেই বাৎসল্যভাবে বাবা বলে সম্বোধন করবে। ছোট বড় ও সব কিছু ভাববার দরকার নেই, বরং নীচ জাতীয় লোকদের আরো বেশী বাৎসল্যভাবে যত্ন করবে। কেন জান? —একজন নটবর ভবরঙ্গভূমে অভিনয় কর্‌বার জন্যে আপনাকে অনন্ত খণ্ডে বিভক্ত ক'রে স্বশক্তিতে বিবিধ বেশে, বিবিধ রূপে ক্ষুদ্রতম অণু হ'তে বিরিঞ্চি বাসবাদি নানা মূর্তিতে অভিনয় করছেন, সুতরাং সে ঘটেও তুমি আর এ ঘটেও তুমি।—অভিনয় প্রসঙ্গে মান অভিমান, দর্প, অহঙ্কার সবই সে ঘটে থাক্‌তে পারে। তুমি যখন তাঁ'র প্রিয় হ'বার জন্য যত্ন কর্‌চো, তখন তোমায় সর্বত্রই তাঁ'কে ভাল-বাস্‌তে হ'বে।—সকল ঘটে সেই হ'লেও সে কর্তা নয় ভোক্তা। গীতায় দেখো—

"কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"

আমাতে সে আছে। কিন্তু আমি এখন সে নই। তোমাতেও সে আছে কিন্তু তুমি এখন সে নও। যতক্ষণ তুমি আমি ভেদ বুদ্ধি, ততক্ষণ আমরা প্রকৃতি—অপরা—অহং—হয় ত তখন আমরা এক জনই নয়। কখন মন, কখন বুদ্ধি, কখন অহংকার কখনও বা জড়দেহ। যখন যা আমি, তা'তেই আমার আত্মবোধ থাক্‌বে। কিন্তু আমরা চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কেউ নই ব'লে প্রত্যক্ষ বোধ হ'লে, বস্তুতঃ যে দিকে দেখ্‌বে সেই দিকে তাঁ'কেই দেখ্‌তে পা'বে। তখন তোমার জড় স্বরূপগুলি—অপরাগুলি—পরার অনুগামিনী হ'য়ে অভিসার করবে এবং অচিরে প্রাণেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হ'বে। তখন, হ'বে কি রকম জান? তখন এরা স্ব স্ব বিষয়রূপ স্বামীকে ছেড়ে, সেই নির্গুণ পর পুরুষের অনুগামিনী হ'বে। যদি একে বারে কুলত্যাগিনী হয় তবে হ'বে এমন, যে তা'দের জাত কুল কিছুই থাক্‌বে না। আর যদি লুকোচুরী চালায়—তা'তে ভারি মজা—সে অবস্থায় লোক দেখানে স্বামীর সেবা করবে বটে, কিন্তু মনটি পড়ে থাক্‌বে সেই উপপতির দিকে—সেই নির্গুণ পর পুরুষের দিকে। এ দুই অবস্থাতেই যখন প্রেম পাকা হ'বে তখন যে দিকে চাইবে, সেই দিকেই সেই প্রাণকৃষ্ণকে দেখ্‌তে পা'বে। তুমি ভাব্‌ছিলে জন্মান্তরে ব্রাহ্মণ ছিলে, এ জন্মে

নেমে এলে কেন? এ কলিযুগে, মায়ের ছোট ছেলে হওয়াই ভাল বাবা—দম্ভ অহঙ্কার কিছুই আস্‌তে পায় না। সকলকেই ভক্তি করতে—সকলেরই পদানত হ'তে পারা যায়। ভগবান বলেছেন "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ।" যদি তোমাতে "শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞান-মাস্তিক্যং" পূর্ণ রূপে বর্ত্তমান থাকে, তবে তুমি যে বংশেই জন্মাও না কেন তুমি ব্রাহ্মণ। নিশ্চয়ই তুমি "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" দেখ্‌বে। কিন্তু এ কাজগুলো লোক-দেখানে কর্‌লে হ'বে না। লোক-দেখানে কর্‌তে হ'বে কি জান?—তুমি যেন ঘোর সংসারী—তুমি একটি পয়সাও বাজে খরচ হ'তে দেবে না। চাই কি লোকের কাছে কৃপণ আখ্যাটা পাও তা'ও ভাল। কারণ বর্ত্তমান কালে খুব দু'হাতে অপব্যয় কর্‌তে না পারলে ও আখ্যাটি পাবেই। কিন্তু চুপে চুপে, যা'র অভাব দেখ্‌বে, তা'রে বল্‌বে, দেখ ভাই, তুমি এই টাকা নিয়ে আপাততঃ চা'ল ডাল কেনো গে, হাতে হ'লে তখন দিয়ো। ভিখারীকে ভিক্ষা দেবে। কিন্তু যে ভিখারী নয়, তা'রে যে অমনি দিচ্চো এ কথা তা'কে ঘুণাক্ষরে জান্‌তে দিও না; সে মনে কষ্ট পাবে। "দেশে, কালে চ পাত্রে চ" দিতে হয়। ঐ দেশ কাল পাত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে বড় মজা আছে। ও কথা এখন থাক্‌। —কি বল্‌ছিলাম—উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণে এসেছ একথা মনে ক'রো না। রঙ্গভূমির মালিক আর সাজঘরের কর্ত্তা যখন যা সাজ্‌তে বলেন, তা'ই সাজাই ভাল অভিনেতা হ'বার উপায়। বল দেখি বাবা, কেমন পাগল সেজে-ছিলাম?"—মা একটু দুধ খাবো! আমার পত্নী বাটীতে করিয়া দুগ্ধ দিলেন। তিনি দুগ্ধ পান করিতে করিতে বলিলেন "গলাটা শুকিয়ে উঠেছেলো। মা আমার ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছেন। তাই মনে করছিলেন যে এত বক্‌লে অসুখ হ'বে। দেখ মা, অনেকদিন মন খুলে কারো সঙ্গে কথা কওয়া হয় নি। উদ্দেশে তোমার সঙ্গে অনেক কথা কইতুম বটে, কিন্তু সেত মনে মনে।"—তার পর কি বল্‌ছিলুম—হাঁ, কে ব্রাহ্মণ আর কে শূদ্র তা ঠিক করা যা'র তা'র কর্ম্ম নয়। মনে কর তুমি বড় লোকের বংশে জন্মেছ। হয়ত তোমার বাবাই খুব বড়লোক ছিল। তুমি ও হয় ত লোক্‌কে দেখাও, তুমি খুব ধার্ম্মিক, যা কিছু কর তা'তে স্বার্থের লেশ মাত্রও নাই। কিন্তু যে দেখ্‌তে জানে, সে তোমার বা'র দেখে ভুল্‌বে না—সে স্পষ্টই দেখবে, তুমি স্বার্থ-প্রাণ, এ সংসারে তুমি যে ক'টিকে ঠিক আপনার ব'লে জেনেছ, তা'দের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হ'তেও তোমার আপত্তি নেই. কিন্তু তোমার অন্য নিকট পরিজনেরও অভাব মোচনে তুমি মুক্তহস্ত নও। তোমার এ কাপট্যের যে রূপ ফল হওয়া উচিত তা' অবশ্যই হ'বে। হয়ত তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছ, কিন্তু তুমি অর্থপিশাচ, তুমি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তুমি ঘোর মিথ্যাবাদী, শমদমাদি, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মের কিছুই তোমাতে নাই। তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তা'র জন্য তুমি আমার পূজ্য। তোমার হৃদয়ে আমার প্রাণ-বল্লভ লুকা'য়ে আছেন, এজন্য তুমি আমার প্রণম্য, কিন্তু তা ব'লে তোমায় ব্রাহ্মণ বল্‌বো না। কিন্তু যদি কোনও চণ্ডাল ভাগ্যবশে চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে—প্রাণেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ ক'রে থাকে, তবে সে আমার প্রণম্য। পড়েছ ত?—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমণো বচনে হিতার্থ—
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥"

সে যদি কৃপা ক'রে আমায় চরণধূলি নিতে দেয়, আমি কৃতার্থ হই। সে দেয় না; তাই সে চলে গেলে, যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে গড়াগড়ি দিয়ে আপনাকে কৃতার্থ মনে করি, ছান্দোগ্য উপনিষদে লেখা আছে। জবালার গর্ভসম্ভূত সত্যকাম জাবাল, কোনও সময়ে গৌতমের নিকটে গিয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হ'য়েছিলেন। গৌতম জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কোন্ গোত্র?" সত্যকাম নিজের গোত্র জান্তেন না। মাতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করলেন "মা আমার গোত্র কি?" মা বলিলেন "নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্গোত্রমসি। বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে।" সত্যকাম গৌতমের নিকট সেই কথাই বলিলেন। তখন গৌতম তাঁ'রে বেশ্যাপুত্র ব'লে দূর ক'রে দিলেন না। কিন্তু "নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি" যে সত্য কথা বল্‌তে জানে সে ব্রাহ্মণ, এই ব'লে তাঁ'রে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত ক'রেছিলেন —লোমশ মুনির উপাখ্যান শোনো—পুরাণে আছে, লোমশ মুনির সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত লোম ছিল—তিনি ভগবানের নিকট বর চাইলেন, যে আমার গায়ের লোমগুলি উঠে যাক্। ভগবান বল্লেন ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট আহার কর, লোম উঠে যা'বে। তিনি লক্ষ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ক'রে তাঁ'দের উচ্ছিষ্ট আহার করলেন কিন্তু লোম উঠলো না। তখন তিনি আবার ভগবানের কাছে গেলেন। ভগবান বল্লেন "ওরা বিপ্রকুমার বটে কিন্তু ওদের আজও দ্বিজত্বই ঘটে নি, ব্রাহ্মণত্ব ত দূরের কথা।" তখন লোমশ বল্লেন "তবে ব্রাহ্মণ পাই কোথা?" ঠাকুর বল্লেন "বড় শক্ত কথা। দেখ, গঙ্গার ধারে একটি চণ্ডাল পল্লী আছে। সেখানে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ আছেন। তিনি গঙ্গাতীরে তুলসীকাননে ব'সে নিরন্তর হরিনাম করেন। যদি কোনও গতিকে তাঁ'রি উচ্ছিষ্ট খেতে পার তবেই হ'বে। ভারতক্ষেত্রে এখন ঐ একটি মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। আমি যে ব্রহ্মণ্যদেব এ কেবল তিনিই জানেন।" লোমশ বলিলেন "আর এত নিষ্ঠাবান লোক?" ভগবান বলিলেন "ওরা কেউই আমায় মানে না। আমি যা ভালবাসি না, তা যে করে, কি করবো বলে মনে করে, সে আমায় মানে না। যে যা'রে মানে সে তা'র সাম্‌নে কখনই অকার্য্য করতে পারে না। ঐ একটিই আজ কাল আছে, শীঘ্রই আমার কাছে আস্‌বে। এই বেলা নিজের কাজ সেরে নাও।" লোমশ বলিলেন "কোন পাপে ও চণ্ডাল হয়েছে?" ভগবান বলিলেন "চণ্ডাল হওয়ায় পাপ কি? চণ্ডালত্ব লাভ করাটাই পাপের ফল, সাধনের সুবিধার জন্যই আমি তা'দিগকে সময়ে সময়ে নীচকুলে প্রেরণ করি।" সেই বুড়োর উচ্ছিষ্ট খেয়েই লোমশের লোম গেল।" এমন সময়ে আমার পত্নী বলিলেন "দেখ, একটা বাছুর শুদ্ধ গরু কেন।"

তিনিও বলিলেন "হাঁ বাবা, একটা গরু আমাদের চাই। আমার মা বেশ গাই দুইবে, ঘোল মইবে, আর আমি ননীর হাঁড়িতে হাত ডুবিয়ে ননী চুরি করবো। বেশ মজা হ'বে। দেখ বাবা, তুমি একমুটো টাকা নিয়ে যাও ত। সিয়ালদহের কাছে একটা রাঙা গরু বিক্রী হ'বে।"

আমি তখনি চলিলাম। অল্পক্ষণ পরেই

সিয়ালদহের চৌরাস্তায় এসে দেখি বৈঠকখানা বাজারের সামনে কতকগুলি লোক ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। নিকটে গিয়া দেখি সত্যই একটা লাল গরু বাছুর সমেত বিক্রয়ার্থ উপস্থিত। গরুওয়ালাকে বলিলাম "দাম কত?" সে বলিল "বত্রিশ টাকা।" আর দরদাম করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিলাম না। বত্রিশটি টাকা দিয়া বলিলাম চল, গরুট আমার বাড়ি পৌঁছিয়া দিবে। সে সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

বাড়িতে গরু আসিল। গরুর জন্য খড় খইল ভূসি আসিল। রান্না ঘরের পাশের ঘরটি তাহার থাকিবার জন্য পরিষ্কার করিলাম। পাড়ায় যে লোকটি সকলের গরু মাঠে লইয়া যায়, তাহাকে ভার দিলাম, গরুটি নিত্য মাঠে লইয়া যাইবার জন্য। এই সমস্ত কাজ করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এতক্ষণ তিনি আমার পত্নীকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা আমি তখন শুনি নাই।

আমি আবার আসিয়া বসিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমি এতক্ষণ মা'র সঙ্গে কত গল্প কর্‌ছিলাম, তুমি শুন্‌তে পেলে না। আচ্ছা মা, তোমার আক্কেল কি বল দেখি? বাবা এত রাজ্যি ঘুরে এলো। পায়ে একরাশ ধূলো লেগেছিল। তুমি ধুইয়ে দিলে না?—স্বয়ং মা জগদম্বা, শিব ভিক্ষে ক'রে এলে পা ধুইয়ে দেন। মা লক্ষ্মী নারায়ণের খাওয়া হ'লে, তাঁ'র পা টিপে দেন; আর তুমি দু'দিনের জন্য নতুন পোষাক পরে সে সব ভূলে গেছো। ছেলে কা'র না হয় বাছা? ছেলে হ'লেই কি স্বামী সেবা ভুল্‌তে হবে না কি?"

আমি বলিলাম "আমি পা ধুয়েছি" তিনি বলিলেন "বাবাকে কিছু খেতে দাও, আর বিকেলের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন কর। সায়ং সন্ধ্যার সময় হ'য়ে এলো, এই বেলা উনুনে আগুন দাও।"

আমার পত্নী বলিলেন "স্বামীসেবার কথা এত দিন আমায় কেউ শেখায় নাই। আমি এত দিন ওঁর পায়ে কত অপরাধ করেচি। আজ আপনি আমায় যা শেখালেন—যা দেখালেন তা আর জন্মেও ভুলবো না।" এই বলিয়া তিনি আমাদের দুইজনকে জলখাবার দিয়া রন্ধনাগারে প্রবেশ করিলেন।

জলযোগের পর আমি বলিলাম "বাবা স্বর্গীয় পিতৃদেব প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, আমায় এক অধ্যায় গীতা আর এক অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত আবৃত্তি করাতেন। তিনি বল্‌তেন, আর কিছু কর আর না কর, নিত্য গীতা আর ভাগবত সেবন কোরো। সে পর্য্যন্ত নিত্য সেই কার্য্য কর্‌চি। গীতা যে কতবার আদ্যোপান্ত পড়া হ'য়ে গেছে তা' বল্‌তে পারিনে। বোধ হয় এত দিনে কণ্ঠস্থ হ'য়ে থাক্‌বে। কিন্তু কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "মা'কে সঙ্গে নিয়ে পোড়ো। শক্তিহীন হ'য়ে কাজ ক'রলে কাজ নিষ্ফল হয়। আর আমি এক খানি গ্রন্থ দিচ্ছি, এখানি প্রত্যহ আদ্যোপান্ত আবৃত্তি কোরো। এই বলিয়া তুলোট কাগজে লেখা একখানি তিন পাতা পুঁথি আমায় দিলেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়া সেখানি গ্রহণ করিলাম। তিনি যখন আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তখন একটু কৌপীন ব্যতীত অঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না। তবে এ পুঁথি কোথায় পাইলেন?

তিনি বলিলেন "আমি পুঁথি কোথায় পেলাম ভাবৃছো? ও সব আছে। সকল-

জিনিষের উপাদান এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে। উপাদান গুলিও একত্র ক'রতে পারলিই জিনিষ হয়। এই দেখ—" এই কথা বলিয়া ভূমিতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। আমি চাহিয়া দেখিলাম—কিছুই নাই—ক্রমে সেই স্থান টুকু জ্যোতির্ম্ময় হইল—একটু পরে দেখি, তথায় পিত্তল নির্ম্মিত সুন্দর গোপাল মূর্ত্তি আমায় বলিলেন "তুলে নাও।"

আমি হাতে করিয়া লইলাম।

বলিলেন "আমায় দাও।"

তাঁ'র হস্তে দিলাম। তিনি মূর্ত্তিটি হস্তদ্বারা মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্ত্তি হইতে সুস্নিগ্ধ নীল আভা বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈস্বরে বলিলেন "মা, এই এক জিনিষ নেবে এস।"

আমার স্ত্রী ব্যস্তসমস্তভাবে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি সেই মূর্ত্তিটি তাঁর হাতে দিয়ে বল্‌লেন "এইটির নিত্য সেবা ক'রো। এটি তোমার। যখন যেথায় থাকবে, কাছে কাছে রেখো। খবরদ্দার, চক্ষের আড় ক'রো না। ও ভারি দুষ্টু! মা যশোদাকে কাঁদিয়ে পালান ওর অভ্যাস। আমায় যে বাঁধনে বেঁধেছো ওকেও সেই বাঁধনে বেঁধো। তুমি পারবে। গোপাল তোমার হ'বে। যেই ক্ষীর সর নবনীতের ব্যবস্থা ক'রেছ, অমনি তোমার দুষ্টু ছেলেটি এসে হাজির হ'য়েছেন। আমার পত্নী সেটি লইয়া এক দৃষ্টে সে রূপমাধুরী দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে তিনি এক খানি ছবি আমার হাতে দিয়া বলিলেন "এ দু'টিকে কি চিন্‌তে পেরেছ? এ দু'টি বিশ্বের অন্তরে বাহিরে প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যে এমনি ক'রে আটটি প্রধানা সঙ্গিনী নিয়ে নিরন্তর মহারাসে ব্যাপৃত আছেন। তাই শ্রুতি বল্‌তেছেন—
"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।"
দেখাব এমন সন্ধ্যের পর। যাও মা তোমার গোপাল নিয়ে রান্না ঘরে। ও দুষ্টু ছেলে কত দুষ্টুমি ক'রবে, সে সব কথা কাহাকেও ব'লো না।"

পত্নী পাকগৃহে গেলেন। আমি পুঁথিখানি দেখিতে লাগিলাম; আর তিনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, আমার পত্নী বলিতেছেন "দুষ্টু ছেলে, সব দুধ টুকু ফেলে দিলি। যত পারিস খা, আমি কিছু বল্‌বো না। ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট কর্‌লে কি হবে?"

আমি রন্ধনাগারে গেলাম, কিন্তু কৈ? কিছুই নাই। তিনি আপনার মনে দুধ জ্বাল দিচ্ছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি বল্‌ছিলে?"

কোনও উত্তর নাই। আলু থালু বেশে স্বকার্য্যে ব্যস্ত। ক্রমে দুগ্ধ ঘন হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন "লক্ষ্মিজাদু আমার দুষ্টুমি কোরো না। এ ত সবই তোমার জন্য। গোটা কত ক্ষীরের লাড়ু করি। তার পর তোমায় দেব বই আর কা'রে দেবো বল? আমাদের তুমি বই আর কে আছে বাবা? রাগ ক'রে জিনিষ নষ্ট কর্‌লে কি হ'বে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কা'রে কি বলছো?"

উত্তর নাই। তবে কি আমার পত্নী পাগল হলেন নাকি? আমি প্রভুর কাছে আসিলাম। তিনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাস্য রেখা খেলিতেছে।

আমি ভয়ে ভয়ে অনুচ্চ স্বরে বলিলাম, "প্রভো"

প্রাণের ভিতর শব্দ হইল "ভয় নাই।"

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তিনিও আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভয় কি? মা আমার ভাবের রাজ্যে ভ্রমণ ক'র্‌ছিলেন ব'লে, তুমি তাঁ'র সাড়া পাওনি। তাঁ'র অবস্থা তুমি বুঝতে পার্‌বে না। জন্মজন্মান্তরের সাধন ফলে সহজেই তাঁ'র ও অবস্থা হ'য়েছে। এই যে মা আস্‌চেন!"

এমন সময়, আমার পত্নী তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া, দীপ হস্তে আমাদের নিকটে আসিলেন। সেখানে একটি প্রদীপ দিলেন ও প্রণাম করিলেন। গুরুদেবও প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন "মা, বীজমন্ত্র দেবার পর তোমাদের দু'জনের মাথায় হাত দিয়ে, যখন প্রাণকে উর্দ্ধে আকর্ষণ কর্‌তে বলেছিলাম. তখন কি দেখেছিলে বল ত? বাবা শুনুন।

আমার পত্নী বলিলেন "আমার সমস্ত শরীরটা যেন কেঁপে উঠ্‌লো, তারপর ভিতরে কি বা'ইরে, কোথায় বল্‌তে পারিনা কি যেন কি এক রকম হ'য়ে গেল—যেন একটা অদ্ভুত আলো—যেন বাজ পড়বার সময় যেমন বিদ্যুৎ হয়—তেমনি—না—যেন তা'র চেয়েও জোর আলো—তেমনি চমকে উঠ্‌লো! তা'র পর যে কি হ'লো, ঠিক ব'ল্‌তে পারিনে। তা'র পর সব ঘোর অন্ধকার হ'য়ে গেল একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হ'তে লাগ্‌লো। তা'রপর ক্রমে একটি অতি উজ্জ্বল আলোক-কুণ্ডলী দেখ্‌তে পেলেম— তা'র মাঝে—আমার প্রাণের গোপাল তা'র ছোট হাত খানি পেতে ব'ল্‌তেছে—"খেতে দে মা।" সেই পর্য্যন্ত—ভেতরে অনবরত একটি কেমন মধুর শব্দ হ'চ্ছে! আর সংসারের কাজ কর্‌তে কর্‌তে দেখ্‌চি, আমার গোপাল, চা'রদিকে ছুটে ছুটে দৌরাত্যি করে বেড়াচ্ছে।

তিনি বলিলেন "তবে মা, তুমি ওকে নিয়েই এখন ছুটোছুটি কর। তোমাব আর পূজা আহ্নিক কিছুই দরকার নাই। যাও তোমার গোপালের খাবার যোগাড় কর গিয়ে।"

আমার পত্নী চলিয়া গেলেন।

তিনি বলিলেন "এস বাবা, আমরা একটু জপ করি। মনটা বড় অস্থির?—স্থির হ'তে একটু দেরি হ'বে। বড্ড ছড়িয়ে গেছে, একেবারে সবৃষে ছড়ান গোছ!"

নিত্য-ক্রিয়ার পর তিনি বলিলেন, এইবার শ্রুতিটি পড়ি, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে পুথি দেখে পড়ে যাও।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদ বিহারী হালদার।

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার সময়ে, পাঠকগণের মনে কোনও সন্দেহ উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দেব কবিরত্ন জ্যোতির্ব্বিশারদ, হরিনাভি জ্যোতিষ চতুষ্পাঠী, হরিনাভি গ্রাম, সোনারপুর পোষ্টাফিস, জেলা চব্বিশ পরগণা, এই ঠিকানায় প্রবন্ধলেখককে পত্র লিখিলে, তিনি এই প্রবন্ধমধ্যেই সেই সন্দেহের মীমাংসা করিয়া দিবেন। স্বতন্ত্রভাবে ডাকে প্রশ্নের উত্তর চাহিলে, প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য এক টাকা পারিশ্রমিক দিতে হয়। কেহ পত্রযোগে জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিক্ষা করিতে চাহিলে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাহার নিয়মাদি জানিতে হইলে, উত্তরের জন্য ষ্টাম্পসহ পত্র লিখিবেন।—গৃহস্থ-সম্পাদক।

জন্মপত্র।

বড়ই জেদ হইল, জ্যোতিষ শিখিতেই হইবে। যদি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা থাকে, তবে তাহা দেখিয়া শিখিতে পারিব না কেন? বৃহজ্জাতক প্রভৃতি কয়েকখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ সংগ্রহ করিলাম।

বিশেষ কাজ কিছু নাই। কেবল, আলবার্ট প্রেসে বসিয়া কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে গল্প করা, অথবা বাসায় বসিয়া একখানি পৌরাণিক অভিধান সংগ্রহ। ঐ অভিধানই পরে রাজকৃষ্ণ বাবুর সাহায্যে সম্পূর্ণ হইয়া "ভারতকোষ" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন এই সংগ্রহকার্য্য দিন কতক স্থগিত রাখিয়া জ্যোতিষ পাঠ আরম্ভ করিলাম। দিন কয়েক বিশেষ যত্ন করিয়া অধ্যয়নের ফলে শিখিলাম—গ্রহকক্ষা বা রাশিচক্র, যাহাকে ইংরাজীতে Zodiac বলে, তাহা, বারটি সমান অংশে বিভক্ত। ঐ বারটি অংশের নাম রাশি। উহাদের নাম* মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। ঐ রাশিচক্র আবার সাতাইশ নক্ষত্রে বিভক্ত, তাহাদের শ্লোকনিবদ্ধ নাম† ক'টি কণ্ঠস্থ করিলাম। সংস্কৃত গ্রন্থগুলি স্মরণ করিয়া

---

* এই প্রবন্ধটিতে সংস্কৃত শ্লোক না দিয়া, শ্লোকগুলি টীকায় দিলাম, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা মূলে বাঙ্গালা ভাষায় লেখা হইল। স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে সংস্কৃত শ্লোক বিশেষ উপযোগী।

"মেষবৃষমিথুনকর্কটসিংহাঃ কন্যা তুলাথ বৃশ্চিকভং।
ধনুরথ মকরঃ কুম্ভো মীন ইতি চ রাশয়ঃ কথিতাঃ।"

গ্রন্থান্তরে—

"মেষো বৃষোঽথ মিথুনং কর্কটঃ সিংহ এবচ।
কন্যা তুলা বৃশ্চিকশ্চ ধনুর্মকর এব চ।
কুম্ভো মীনশ্চ বিজ্ঞেয়া রাশয়ো দ্বাদশৈব তে।"

† "অশ্বিনী ভরণী চৈব কৃত্তিকা রোহিণী তথা।
মৃগশীর্ষং তথৈবার্দ্রা তথৈবোক্তা পুনর্ব্বসুঃ।
পুষ্যাশ্লেষা মঘা পূর্ব্বফাল্গুন্যুত্তরফাল্গুনী।
হস্তা চিত্রা তথা স্বাতী বিশাখা চানুরাধিকা।
জ্যেষ্ঠামূলা তথা প্রোক্তা পূর্ব্বাষাঢ়া তথোত্তরা।
শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ শতভীষা প্রকীর্ত্তিতা।
পূর্ব্বভাদ্রোত্তরভাদ্রৌ রেবতী চ ভ-সংজ্ঞকাঃ।"

রাখিবার সুবিধার জন্য শ্লোকনিবদ্ধ। কণ্ঠস্থ করিবার ভারি সুবিধা। বারটি রাশি যখন সাতাইশভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক রাশিতেই সওয়া দুই নক্ষত্র আছে। সূর্য্য বার মাসের প্রত্যেক মাসে, ইহার এক এক রাশিতে ভ্রমণ করেন। যখন মেষ রাশিতে থাকেন তখন বৈশাখ মাস, বৃষে জ্যৈষ্ঠ, মিথুনে আষাঢ়, কর্কটে শ্রাবণ, সিংহে ভাদ্র, কন্যায় আশ্বিন, তুলায় কার্ত্তিক, বৃশ্চিকে অগ্রহায়ণ, ধনুতে পৌষ, মকরে মাঘ, কুম্ভে ফাল্গুন, মীনে চৈত্র। এতদ্ব্যতীত রাশিগণের সংক্রান্তর, অধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্রভৃতি অনেক বিষয় দেখিলাম। বুঝিলাম, সংস্কৃত দেখিয়া নিজে নিজে শিখিবার কোনও উপায় নাই। যে পরিমাণে পরিশ্রম করিলাম, সে হিসাবে শেখা হইল অতি অল্প। যখনি যে বইখানি খুলি, সবই যেন অন্ধকার।

এমন সময়, একদিন জ্ঞানেন্দ্র আমাদের বাসায় আসিলেন। আমি তখন বৃহজ্জাতক লইয়া, নাড়াচাড়া করিতেছি, জ্ঞানেন্দ্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিহে ভায়া, জ্যোতিষ কতটুকু শিখলে?

জ্ঞানেন্দ্র। কই আর শেখা হ'লো ভাই? পণ্ডিত মহাশয় ত দেশে চ'লে গেলেন।

আমি। কেন?

জ্ঞানেন্দ্র। বয়স হ'য়েছে। বল্লেন, মনে করেছিলাম, এখানে দিনকতক থাক্‌বো, কিন্তু এখানের লোকের কিছুতেই বিশ্বাস নেই, সব নাস্তিকের দল।—বস্তুতঃ ভাই, আমাদের একটা দোষ এই যে আমরা না দেখে শুনে ও সব কিছু নয় ব'লে উড়িয়ে দিতে চাই।

আমি। ও কথা থাক্। এখন কতটুকু শিখেছ? বল।

জ্ঞানেন্দ্র। মোটামুটী কোষ্ঠীটা তৈয়ার কর্‌তে শিখিচি। বিচার কর্‌তে শেখা হ'লো না।

আমি। হতাশ হ'য়ো না, হয় নাই হ'বে। এখন যেটুকু শিখেছ আমায় শেখাও দেখি।

জ্ঞানেন্দ্র। আমি ত ভাই কোনও বই পড়ি নি। যেটুকু শিখেছি, তিনি মুখে মুখেই শিখিয়েছেন। তুমি কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে কর, আমি যদি শিখে থাকি বল্‌বো।

আমি। আচ্ছা, রাশিচক্র সম্বন্ধে একটু বল।

জ্ঞানেন্দ্র। ও বিষয়ে তাঁ'র কাছে বিশেষ কিছু শুনি নি, তবে ইংরাজীতে যা' পড়েছি, তা'ই বল্‌চি শোনো। তুমিও অবশ্যই পড়ে থাক্‌বে পৃথিবীর দুই প্রকার গতি আছে। এক দৈনিক আবর্ত্তন; দ্বিতীয় সূর্য্যের চারিদিকে বার্ষিক পরিভ্রমণ। দৈনিক আবর্ত্তনফলে দিবারাত্রি, এবং বার্ষিক পরিভ্রমণফলে মাস ও ঋতুর পরিবর্ত্তন হ'চ্চে।

আমি। হাঁ ও সব ভূগোলে পড়েছিলাম।

জ্ঞানেন্দ্র। বেশ্! রেল্‌ষ্টেসনে রেলগাড়িতে উঠে বস্‌লে পর, যখন গাড়ী ধীরে ধীরে চল্‌তে আরম্ভ করে, তখন হঠাৎ পার্শ্বস্থ স্থির গাড়ীগুলিই চ'লে যা'চ্চে ব'লে ভ্রম হয়। সেইরূপ, আমরা পৃথিবীর সহিত ঘুর্‌চি কিন্তু বোধ হ'চ্ছে যেন গ্রহনক্ষত্রভূষিত আকাশই ঘুর্‌চে।

আমি। ও সব কথাও জানি। এখন রাশিচক্র সম্বন্ধে কি জান? বল।

জ্ঞানেন্দ্র। পৃথিবীর গতিবশে সূর্য্যের যে গতি অনুভূত হয়, সেই গতির পথকেই রাশিচক্র বলে। এই রাশিচক্রকে সমান তিন শত ষাইট ভাগে ভাগ কর্‌লে, এক এক ভাগকে, এক ডিগ্রি বা অংশ বলে; অংশের ষাইটভাগের এক ভাগ কলা; তা'র ষাইট ভাগের

এক ভাগ বিকলা ; সুতরাং এক এক রাশির পরিমাণ ত্রিশ অংশ। ঐ রাশিচক্র আবার সাতাইশ নক্ষত্রে বিভক্ত ; সুতরাং এক এক নক্ষত্রের পরিমাণ তের অংশ কুড়ি কলা বা আট শত কলা। তবেই দেখ, প্রত্যেক রাশিতে ত্রিশ অংশ বা আঠার শত কলা আছে ; সুতরাং সওয়া দুই নক্ষত্রে এক এক রাশি হোলো ! রাশিচক্রে আমরা গ্রহগুলিকে নক্ষত্রদ্বারা চিহ্নিত করে থাকি। পঞ্জিকাতেও ঐরূপ চিহ্নিত থাকে। (তখন পঞ্জিকায় গ্রহস্ফুট দিবার রীতি ছিল না) তা'ই দেখে বুঝতে পারা যায়, গ্রহ ঐ রাশির প্রথমাংশে, মধ্যাংশে বা শেষাংশে আছে। যেমন তোমার এই রাশিচক্রে (৭৬ পৃষ্ঠার চক্র দেখ) বৃহস্পতি ৫ মৃগশিরা নক্ষত্রে মিথুন রাশিতে। প্রতি রাশিতে আঠারশত কলা সুতরাং ১৮০০ × ২ = ৩৬০০ কলায় মেষ ও বৃষ রাশি শেষ হ'য়েছে। আটশত কলায় নক্ষত্র, অতএব ৩৬০০ ÷ ৮০০ = ফল ৪ শেষ ৪০০ ; সুতরাং বৃষরাশিতেই মৃগশিরার অর্দ্ধেক শেষ হ'য়েছে। সুতরাং বৃহস্পতি মিথুনের প্রথমাংশে, চারিশত কলার মধ্যে কোনও স্থানে আছেন। ঐরূপে বোঝা যাচ্ছে শনি কর্কটের শেষাংশে ; কেতু সিংহের মধ্যাংশে ; বুধ কন্যার শেষাংশে ; রবি তুলার প্রথমাংশে ; শুক্র বৃশ্চিকের শেষাংশে ইত্যাদি।

আমি। আর ঐ লগ্নটা কি ?

জ্ঞানেন্দ্র। আজ থাক, কাল সকাল সকাল খেয়ে আস্‌বো। আমি তাঁ'র সাহায্যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের একখানা জন্মপত্র প্রস্তুত ক'রেছি। সেখানা কাল নিয়ে আস্‌বো। আর সব অঙ্কগুলোও আন্‌বো। তা'র পর দু'জনে মিলে সেই রকম ক'রে আরো দুই এক খানা কোষ্ঠী করা যা'বে।

আমি। তোমার পণ্ডিত মহাশয় আমাদের কোষ্ঠী দিয়ে যান নাই ?

জ্ঞানেন্দ্র। দেশে গিয়ে ডাকে পাঠাবেন ব'লে গেছেন। রাজকৃষ্ণ বাবু বলেছেন, তাঁ'র কোষ্ঠী পঞ্চাশ টাকার মত হ'বে, সুতরাং তত বড় কর্‌তে সময় লাগ্‌বে। তিনি তাঁ'রে আরো ২০ টাকা দিয়েছেন কোষ্ঠী এলে বাকী টাকা ডাকে পাঠা'বেন। আজ আসি ভাই। এই বলিয়া জ্ঞানেন্দ্র সে দিন চলিয়া গেল।

(সে কোষ্ঠী আর আসে নাই। বোধ হয় শেষ হ'বার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ দেহত্যাগ ক'রে থাক্‌বেন।)

আমি ও তুমি।

তুমি হে অনন্ত জ্যোতিঃ বিশ্ব চরাচরে !
তোমার অনন্ত প্রভা রহিয়াছে ফুটি' ;
আমি ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা, জ্বলি মিটিমিটি,
ক্ষীণ তনু ক্ষীণ জ্যোতিঃ, অতি দূরে, দূরে।
তুমি হে অনন্তদেব ; ক্ষুদ্র সান্ত আমি,
বুঝিব তোমারে বল, কি সাধ্য আমার ?
বিশ্বরূপ নাম ধর অখিলের স্বামী—
আমি ত বুদ্‌বুদ্‌, তুমি মহাপারাবার।
যদিও অনন্ত তুমি, বুদ্ধির অতীত !
তোমার সহিত মোর কি সম্বন্ধ রয় ?
তুমি পিতা জ্যোতির্ম্ময়, আমি দীন সুত,
দেহ মাঝে আত্মারূপে রহ আত্মাময়।
তোমারি শকতি বীজে জনম আমার।
কি ভয় দেখা'বে মোরে দারুণ সংসার ?

দীন রসিক-

মহিম বাবুর স্বপ্ন।

(৭২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

রাত্রিকাল, সকলেই নিদ্রিত তথাপি ফটক ও গৃহের দ্বার, জানালা, সবই খোলা রহিয়াছে। ইহাতে আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম "সব খুলিয়া রাখিয়া ইহারা কিরূপে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে ?" গুরুদেব বলিলেন "ইহাদের আশঙ্কার কিছুই নাই। এদেশে চোর দস্যু নাই। ইতর প্রাণীও প্রেমে বশীভূত।" ইহা শুনিয়া আমার এই দেশ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য জানিবার কৌতূহল হইল।

গুরুদেব আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই রাস্তাটি প্রথম পারিধিক রাস্তা। এইরূপ আটটি রাস্তা আছে এবং প্রত্যেক রাস্তার উভয় পার্শ্বে ঠিক একই-রূপ অট্টালিকা।" ইহা বলিয়া তিনি সমগ্র 'ক' দ্বীপের একটা মোটামুটি বিবরণ দিলেন। এই বিবরণ হইতে আমি ইহার একটি নক্সা প্রস্তুত করিয়াছি, এই দেখ। (পাঠকদের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে ইহার অনুলিপি দিলাম।)
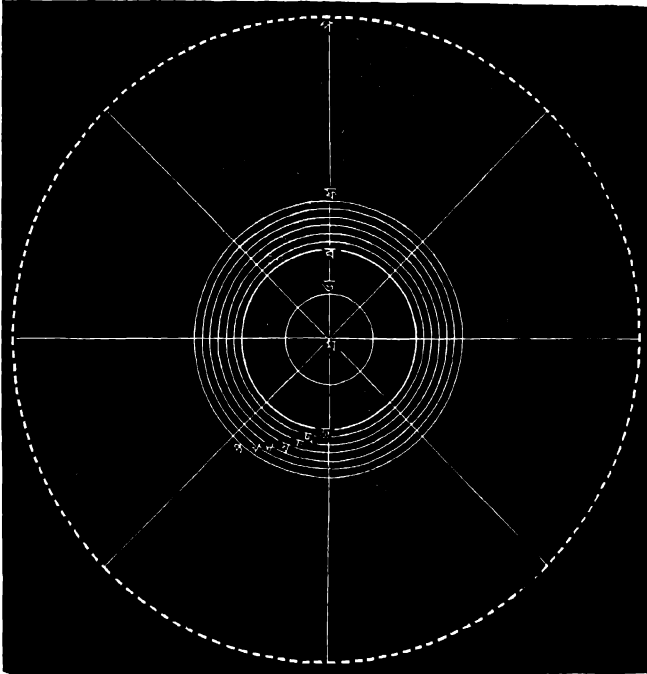
ইহার ডট্ রেখাটি বহিঃস্থ খাল, তদ্ভিন্ন যাবতীয় রেখাগুলি রাস্তা। অ, আ, ই, উ প্রভৃতি ব্যাসার্দ্ধ রাস্তা এবং ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি পারিধিক রাস্তা। পারিধিক রাস্তাগুলির উভয় পার্শ্বে অট্টালিকা। এক একটি ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ সাত ক্রোশ। তন্মধ্যে প-ফ অর্থাৎ শস্যক্ষেত্র ও বনভূমি প্রভৃতির প্রস্থ চার ক্রোশ, ভ-ম অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ ও চতুঃপার্শ্বস্থ ভাণ্ডার প্রভৃতির প্রস্থ একক্রোশ ফ ব অর্থাৎ লোকালয়ের প্রস্থ এক

ক্রোশ এবং ব ভ অর্থাৎ ব্যায়াম ক্ষেত্রাদির প্রস্থ এক ক্রোশ)।

এইরূপ বিবরণ দিয়া গুরুদেব বলিলেন, দ্বীপটি কেমন সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত এখন ধারণা কর। কেন্দ্রে রাজপ্রতিনিধির বাসগৃহ। তাহার চতুর্দ্দিকে প্রায় এক ক্রোশ পরিমিত ভূমির উপর বড় বড় হল্ বা দালান। এই গুলি ভাণ্ডার-গৃহ অর্থাৎ নগরের যাবতীয় দ্রব্য এই-স্থানে আনীত ও সঞ্চিত হয়। কোনটি শস্যের ভাণ্ডার, কোনটি ফলের ভাণ্ডার, কোনটি কাপড়ের, কোনটি বাসনের, কোনটি লৌহ-নির্ম্মিত যন্ত্রাদির, কোনটি কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যাদির, কোনটি পুস্তকাদির, ইত্যাদি ইত্যাদি। শস্য-ভাণ্ডারে যাইলে দেখিবে একস্থানে স্তূপাকার চাউল, অন্যস্থানে রাশিকৃত গম, যব, তিল, সরিসা প্রভৃতি পর্ব্বত প্রমাণ রহিয়াছে। আর এক ভাণ্ডারে যাও, দেখিবে কোথায় রাশিকৃত ময়দা, কোথায় বড় বড় জালাপূর্ণ ঘৃত, তৈল, গুড়, মাখন, দুধ, ছানা, চিনি, প্রভৃতি বহুতর খাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। কাপড়ের ভাণ্ডারে প্রবেশ কর দেখিবে নানাবিধ সুতির, পশমের, রেশমের অসংখ্য বস্ত্র, পাজামা, কোট, ওয়েষ্টকোট, চোগা, চাপকান প্রভৃতিতে গৃহ পরিপূর্ণ। এইরূপ যে ভাণ্ডারে যাওয়া যাক না কেন, সেই ভাণ্ডারে তজ্জাতীয় দ্রব্যের বিচিত্রতা, পারিপাট্য ও প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।"

আমি বলিলাম "এই ভাণ্ডার-গৃহগুলি অতিক্রম করিয়া যদি খালের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা হইলে প্রথমেই তো একটি প্রধান রাস্তা পার হইতে হইবে। তার পর?" তিনি বলিলেন "তার পর, একক্রোশ প্রশস্ত একটি ময়দান। এই ময়দানে স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, বিজ্ঞানগৃহ, যাদুমন্দির, নানাবিধ শিল্পাগার যথা—চিত্রালয়, সঙ্গীতালয়, খোদিত প্রস্তরাদির প্রদর্শনী প্রভৃতি এবং ব্যায়াম-ভূমি, ক্রীড়া স্থান ইত্যাদি অবস্থিত। তার পর আরও অগ্রসর হইলে লোকালয়। লোকালয় পার হইলেই আধক্রোশ প্রশস্ত একটি খোলা ময়দান দেখিতে পাইবে। ইহা গোচারণের মাঠ,—গো, মহিষ, মেষাদি পশু এইখানে স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করে। ইহার পর আধক্রোশ প্রশস্ত যে ভূমিখণ্ড আছে তাহাতে নানাবিধ কল কারখানা অবস্থিত। কাপড়ের কল, ময়দার কল, ধান-ভাঙ্গা কল, ঘৃত. চিনি, তৈল, পাট ও লৌহাদির কল, জুতার কারখানা, ছুতোর, কামার, স্বর্ণকার, কুমোর প্রভৃতি কারখানা, ছাপাখানা, জলের কল, আলোকের কল প্রভৃতি যাবতীয় কল কারখানা এই স্থানেই সন্নিবেশিত। এই সীমা পার হইলেই দুই ক্রোশ প্রশস্ত সুবিস্তীর্ণ কাননভূমি বা উদ্যান, তার পর শস্যক্ষেত্র, তার পরেই খাল। যে কয়টি রাস্তার কথা বলিলাম, এগুলি প্রধান রাস্তা ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা অনেক আছে।" আমি এতক্ষণ অট্টালিকা গুলির সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিলাম। সুতরাং একটু সুযোগ পাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম "এই সকল বাটীতে কাহারা থাকেন?" তিনি বলিলেন "এগুলিতে কৃষক গোয়ালা, কাঠুরিয়া, চর্ম্মকার, বনপাল, ধোপা, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবীরা (যাহাদিগকে তোমরা ইতর বা নীচ জাতি বল) বাস করেন। এই রাস্তাটি প্রথম পার্শ্বিক রাস্তা চিত্রে ইহা 'ক' চিহ্নিত; ইহার সংলগ্ন যাবতীয় অট্টালিকাই ইহাঁদের বাসগৃহ।" আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "বলেন্ কি? এদেশের হাড়ি মুচি

মুটে মজুর ও এরূপ ধনী?" গুরুদেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা মহিম, তোমার দেহের কোন্ অংশে রস ও রক্ত নাই বলিতে পার? পদদ্বয় মৃত্তিকা স্পর্শ করে বলিয়া উহা কি উত্তমাঙ্গ অপেক্ষা রক্ত মাংসে দরিদ্র?" একথার অর্থ আমি তখন বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিয়াছিলাম।

সে যাহা হউক, নীচ শ্রেণির এরূপ সুরম্য অট্টালিকা দেখিয়া আমার মনে হইল, না জানি ভদ্রলোকদিগের গৃহ আরও কত সুন্দর এবং তাহারা আরও কত ধনী! সুতরাং কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "উচ্চ শ্রেণিগণ কোথায় থাকেন? এবং তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ?" তিনি বলিলেন "দ্বিতীয় পারিধিক রাস্তাতে (যাহা চিত্রে 'গ' চিহ্নিত) যে সকল অট্টালিকা আছে, তাহাতে ছুতোর, দরজি, স্যাক্‌রা, তাঁতী রাজমিস্ত্রি, কল-কবজা-নির্ম্মাতা, ঘড়ী-নির্ম্মাতা প্রভৃতি উচ্চশ্রেণির শিল্পী ও শ্রমজীবীগণ বাস করেন। তৃতীয় ('গ' চিহ্নিত) রাস্তার অট্টালিকাতে পদার্থবিৎ প্রাণিতত্ত্ববিৎ, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ, জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রভৃতি সকল প্রকার বৈজ্ঞানিকগণ এবং শিক্ষক ও অধ্যাপকাদির বাস। চতুর্থ ('ঘ' চিহ্নিত) রাস্তায় রাজনীতিজ্ঞ সমাজনীতিজ্ঞ, ধর্ম্মনীতিজ্ঞ এবং সাহিত্যসেবী প্রভৃতি অবস্থান করেন। পঞ্চম ('চ' চিহ্নিত) রাস্তায় উচ্চ চিন্তাশীল দার্শনিকগণ; উদ্ভাবনী শক্তিবিশিষ্ট ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ যথা কবি, চিত্রকর, স্থপতি, ভাস্কর প্রভৃতি এবং উচ্চদরের ভাবুকগণ বাস করেন। ষষ্ঠ ('ছ' চিহ্নিত) রাস্তায় জ্ঞানী যোগী ও কর্ম্মী যাঁহারা সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তানিমগ্ন, যাঁহারা সকল কার্য্য তাঁরই কার্য্য মনে করিয়া সম্পন্ন করেন, তাঁহাদের বাস এবং সপ্তম ('জ' চিহ্নিত) রাস্তাতে অতি দুর্লভ "ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি": ভগবদ্ভক্তগণের বাস। ইহাঁরা ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া নিজের ব্যক্তিত্ব (Personality) হারাইয়াছেন। তাঁহারা যন্ত্র, ভগবান যন্ত্রী। ইহারাই প্রকৃত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত বা জীবন্মুক্ত। এ দেশের সকল অট্টালিকাই একরূপ। সৌন্দর্য্যে, পারিপাট্যে, পরিচ্ছন্নতায় ও মূল্যে রাজার বাটী যেমন, মুচির বাটীও তেমনি। আমি বলিলাম "উকীল মোক্তার, পুলিশ শান্তিরক্ষক এবং সৈন্য সামন্তের বাসস্থান কোথায়? আদালত কয়েদ ঘর প্রভৃতিই বা কোথায় অবস্থিত?" তিনি বলিলেন "মাথা থাকিলে তবেতো মাথাব্যথা; যেখানে রোগ, সেই স্থানেই ঔষধের প্রয়োজন। অপরাধ না থাকিলে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া লাভ কি?" এ কথার অর্থও আমি পরে বুঝিয়াছিলাম।

আমাদের এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় সোঁ সোঁ করিয়া একটা শব্দ হইতে লাগিল। গুরুদেব বলিলেন "আইস, আমরা এই প্রাচীরের উপর দাঁড়াই।" এই বলিয়া তিনি উঠিলেন, আমিও উঠিলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল, উহা এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। দেখিলাম এক পার্শ্বের ছিদ্র গুলি হইতে প্রবলবেগে জলস্রোত নির্গত হইয়া সমস্ত রাস্তাটি বিধৌত করিয়া অপর পার্শ্বের ছিদ্র দ্বারা কোথায় যাইতেছে! এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "এ জল কোথা হইতে আসিতেছে?" তিনি বলিলেন "এদেশে বিজ্ঞান ও শিল্পাদির চরম উৎকর্ষ হইয়াছে। কলের দ্বারাই অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এরূপ বন্দোবস্ত আছে যে প্রত্যহ রাত্রি ৪টার সময়, কলই

রাস্তা ধৌত করিয়া যায়; মানুষের কিছুই করিতে হয় না।" ইহা শুনিয়া আমি ঘড়ী খুলিয়া দেখিলাম, রাত্রি ঠিক ৪টাই বটে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখন লাল রায় চৌধুরী।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে পূর্ব্বস্বীকৃত পত্রিকাগুলি ব্যতীত নিম্নলিখিত পত্র-সম্পাদকগণও তাঁহাদের পত্রিকা গৃহস্থের বিনিময়ে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

৩৮। ডন ম্যাগাজিন (ইংরাজি) ৩৯। ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্ট (ইংরাজি) ৪০। অর্চ্চনা। ৪১। (কলিকাতা) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪২। এডুকেশন গেজেট।

৩। বঙ্গদর্শন। মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ এই মাসিক পত্র খানিও আমরা বৎসরের প্রথম হইতে পাইতেছি। সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ১৩১৬ সালের বৈশাখের সংখ্যা হইতেই আমাদিগকে দিতেছেন। বঙ্গদর্শন আমাদের বড় আদরের। বঙ্গ-দর্শন হইতেই আমরা মাসিক পত্রের আদর করিতে শিখিয়াছি।

নব্যভারত। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত। ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক তিন-টাকা। আমরা ইহার অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে পাইতেছি। কাগজখানির লেখা প্রীতিকর।

সাময়িক সংবাদ।

গ্রহসংবাদ। আগামী ২৩এ চৈত্র চন্দ্র শুক্রের সন্নিহিত হইবেন, ২৭এ চৈত্র বুধ শনির সন্নিহিত হইবেন এবং ৩০এ চৈত্র চন্দ্র মঙ্গলের সহিত মিলিত হইবেন।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল। গত ১৬ই ফাল্গুন সোমবার অপরাহ্ন সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। দেশের অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত W. C. Macpherson, C. S. I., I. C. S. মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে ছাত্র ও অধ্যাপকগণের প্রস্তুত চিত্রাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়টি, বঙ্গবাসীর স্বায়ত্বচেষ্টার দ্বারায় স্থাপিত শিল্প-বিদ্যালয়-সমূহের অন্যতম। আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কামনা করি।

সাহিত্য সম্মিলন। শ্রীশ্রীপঞ্চমীর সময়ে ভাগলপুরে সাহিত্য সম্মিলনের একটি অধিবেশন হয়। তাহাতে বহু বিদ্বজ্জনের সমাগম হইয়াছিল। উহার বিশেষ বিবরণ আমরা স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আগামীবারে ধরমপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিবরণ ও মজুমনগরের বিষ্ণুমূর্ত্তির ছবি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

একা মূর্ত্তিরনির্দ্দেশ্যা শুক্লাম্পশ্যন্তি তাং বুধাঃ
জ্বালামালোপরুদ্ধাঙ্গা নিষ্ঠা সা যোগিনাম্পরা ॥৪৫॥
দূরস্থা চান্তিকস্থা চ বিজ্ঞেয়া সা গুণাতিগা।
বাসুদেবাভিধানোঽসৌ* নির্ম্মমত্বেন দৃশ্যতে ॥৪৬॥
রূপবর্ণাদয়স্তস্যা ন ভাবাঃ কল্পনাময়াঃ।
অস্ত্যেব সা সদা শুদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠৈকরূপিণী ॥৪৭॥
দ্বিতীয়া পৃথিবী মূর্দ্ধ্না শেষাখ্যা ধারয়ত্যধঃ।
তামসী সা সমাখ্যাতা তির্য্যক্ত্বং সমুপাশ্রিতা ॥৪৮॥
তৃতীয়া কর্ম্ম কুরুতে প্রজাপালনতৎপরা।
সত্ত্বোদ্রিক্তা তু সা জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংস্থানকারিণী ॥৪৯॥
চতুর্থী জলমধ্যস্থা শেতে পন্নগতল্পগা।
রজস্তস্যা গুণঃ সর্গং সা করোতি সদৈব হি ॥৫০॥
যা তৃতীয়া হরের্মূর্ত্তিঃ প্রজাপালনতৎপরা।
সা তু ধর্ম্মব্যবস্থানং করোতি নিয়তং ভুবি ॥৫১॥

শাস্ত্রে তাঁ'র এক মূর্ত্তি বর্ণিত এমন,
মহাজ্যোতির্ম্ময়, শুক্ল, চিনে যোগিগণ। ৪৫ ॥
গুণাতীত তাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর,
নির্ম্মম হইলে, তাঁ'র দেখা পায় নর।
অবিশ্বাসী জীব হ'তে তিনি অতিদূরে.
বিশ্বাসী জনের অতি নিকটে—'অন্তরে'।
বাসুদেব * নামে তিনি খ্যাত চরাচরে,
বিরাজিত শুদ্ধচিত্ত যোগীর অন্তরে। ৪৬ ॥
রূপ বর্ণ তাঁ'র বর্ণনার সাধ্য নয়,
সুশুদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত সদা জ্ঞানময়। ৪৭ ॥
অন্য মূর্ত্তি এই পৃথ্বী করেন ধারণ,
শেষ নামে ব্যাখ্যা তাঁ'রে করে মুনিগণ।
তামসী বলিয়া এই মূর্ত্তি খ্যাত তাঁ'র।
তির্য্যগরূপেতে তিনি আশ্রয় সবার। ৪৮ ॥
তৃতীয় মূর্ত্তির কথা শুন বলি আর,
যেই মূর্ত্তি করি'ছেন পালন প্রজার।
সেই মূর্ত্তি সদা, ধর্ম্ম করিয়া স্থাপন,
নিরন্তর করি'ছেন প্রজার রক্ষণ। ৪৯ ॥
চতুর্থ সলিলমাঝে পন্নগ-শয়নে,
রজোগুণে রত সদা জগত সর্জনে। ৫০ ॥
হরির তৃতীয় মূর্ত্তি প্রজার পালন,
ধর্ম্ম-ব্যবস্থান করে, শুন তপোধন। ৫১ ॥

বসত্যস্মিন্ সমস্তঞ্চসত্যসৌ বা সমস্তে জগতীতি বাসুঃ।
বাসুশ্চাসৌ দেবশ্চেতীতি বাসুদেবঃ উক্তঞ্চ—

* "সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
অতোঽসৌ বাসুদেবাখ্যো বিদ্বদ্ভি পরিগীয়তে।"

প্রোদ্ধূতানসুরান্ হন্তি ধর্ম্মবিচ্ছিত্তিকারিণঃ।
পাতি দেবান্ সতশ্চান্যান্ ধর্ম্মরক্ষাপরায়ণান্ ॥৫২॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি জৈমিনি।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজত্যসৌ ॥৫৩॥
ভূত্বা পুরা বরাহেণ তুণ্ডেনাপো নিরস্য চ।
একয়া দংষ্ট্রয়োৎখাতা নলিনীব বসুন্ধরা ॥৫৪॥
কৃত্বা নৃসিংহরূপঞ্চ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ।
বিপ্রচিত্তিমুখাশ্চান্যে দানবা বিনিপাতিতাঃ ॥৫৫॥
বামনাদীংস্তথৈবান্যান্ ন সংখ্যাতুমিহোৎসহে।
অবতারাংশ্চ তস্যেহ মাথুরঃ সাম্প্রতন্ত্বয়ম্ ॥৫৬॥
ইতি সা সাত্ত্বিকী মূর্ত্তিরবতারান্ করোতি বৈ।
প্রদ্যুম্নেতি চ সা খ্যাতা রক্ষাকর্ম্মণ্যবস্থিতা ॥৫৭॥
দেবত্বেঽথ মনুষ্যত্বে তির্য্যগ্‌যোনৌ চ সংস্থিতা।
গৃহ্লাতি তৎস্বভাবঞ্চ বাসুদেবেচ্ছয়া সদা ॥৫৮॥
ইত্যেতত্তে সমাখ্যাতং কৃতকৃত্যোঽপি যৎ প্রভুঃ।
মানুষত্বং গতো বিষ্ণুঃ শৃণুষ্বাস্যোত্তরং পুনঃ ॥৫৯॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে চতুর্ব্যূহাবতারোনাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সেই মূর্ত্তি ধর্ম্মের রক্ষণ হেতু ভবে,
যুগে যুগে রত হন আসুর-আহবে।
বিনাশি' অসুর, করি' ধর্ম্মের রক্ষণ,
দেব ঋষি নরগণে করেন পালন। ৫২ ॥
যে সময় ধর্ম্মের বিপ্লব-কাল হয়,
অধর্ম্মের প্রভাব বাড়য়ে বিশ্বময়,
সেই কালে অবতরি' সেই নারায়ণ,
নাশেন অধর্ম্মে, করি' ধর্ম্মের স্থাপন। ৫৩ ॥
একবার ধরি' তিনি বরাহ-আকার,
ধরিয়াছিলেন ধরা দন্তে আপনার,
সলিল সরা'য়ে ধরা রাখিলা উপরে,
নলিনী সলিলোপরে যেন শোভা করে। ৫৪ ॥
আর বার হ'য়ে প্রভু নৃসিংহ-মূরতি
নাশিলেন হিরণ্যকশিপু দৈত্যপতি।
বিপ্রচিত্তি আদি দৈত্যে করিয়া সংহার,
রক্ষা করিলেন প্রিয়ভক্তে আপনার। ৫৫ ॥
বামন প্রভৃতি তাঁর বহু অবতার,
বিস্তারি' সে সব এবে না বলিব আর;
এবে তিনি মথুরায় অবতার হ'য়ে,
করি'ছেন ধর্ম্ম রক্ষা নিজগণ ল'য়ে। ৫৬ ॥
এই মূর্ত্তি, মূর্ত্তিমাঝে, সাত্ত্বিকী তাঁহার,
প্রদ্যুম্ন নামেতে খ্যাত, শুন মুনি সার। ৫৭।
ইচ্ছা হ'লে নিজ, ভবে দেব কি মানব,
তির্য্যক্ প্রভৃতি দেহ ঘটে তাঁ'র সব। ৫৮ ॥
এই ত বলিনু অবতারের কারণ,
এই হেতু নর দেহ হন নারায়ণ।
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় ইচ্ছামাত্রে যাঁ'র,
লীলা হেতু দেহ ধরা অসাধ্য কি তাঁ'র?
অন্য সব তত্ত্ব এবে করিব বর্ণন।
অবহিত হ'য়ে মুনি করহ শ্রবণ। ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে চতুর্ব্যূহাবতার নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পক্ষিণ উচুঃ।

ত্বষ্টৃপুত্রে* হতে পূর্ব্বং ব্রহ্মন্নিন্দ্রস্য তেজসঃ।
ব্রহ্মহত্যাভিভূতস্য পরা হানিরজায়ত ॥১॥
তদ্ধর্ম্মং প্রবিবেশাথ শাক্রতেজোঽপচারতঃ।
নিস্তেজাশ্চাভবচ্ছক্রো ধর্ম্মে তেজসি নির্গতে ॥২॥
ততঃ পুত্রং হতং শ্রুত্বা ত্বষ্টা ক্রুদ্ধঃ প্রজাপতিঃ।
অবলুঞ্চ্য জটামেকামিদং বচনমব্রবীৎ ॥৩॥
অদ্য পশ্যন্তু মে বীর্য্যং ত্রয়ো লোকাঃ সদেবতাঃ।
স চ পশ্যতু দুর্বুদ্ধির্ব্রহ্মহা পাকশাসনঃ।
স্বকর্ম্মাভিরতো যেন মৎসুতো বিনিপাতিতঃ ॥৪॥
ইত্যুক্ত্বা কোপরক্তাক্ষো জটামগ্নৌ জুহাব তাম্ ॥৫॥
ততো বৃত্রঃ সমুত্তস্থৌ জ্বালামালী মহাসুরঃ।
মহাকায়ো মহাদংষ্ট্রো ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভঃ ॥৬॥

বলে পরে পক্ষিগণ, শুন শুন তপোধন
পুরাকালে দেব পুরন্দর,
ত্বষ্টৃপুত্রে* বিনাশিয়া ভ্রমেন আকুল হৈয়া
ব্রহ্মহত্যা-দূষিত অন্তর। ১ ॥
ধর্ম্মদেহে তেজ তাঁ'র ব্যাপ্ত হ'য়ে রহে, আর,
হেথা ত্বষ্টা করিয়া শ্রবণ,
পুত্রের নিধন-কথা হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা
হইলেন অতি ক্রুদ্ধ মন।
ক্রোধে হ'য়ে রক্ত-আঁখি ক্ষণেক নীরবে থাকি'
ছিন্ন করি' জটা আপনার,
বলিলেন ক্রোধভরে, দেখিবেক চরাচরে
তপোবীর্য্য কত যে আমার;

দেখিবে সে দেবাধম বাসব, বিক্রম মম
দুষ্টবুদ্ধিব্রহ্মহত্যাকারী,
স্বার্থতরে দুরাচার নাশিল পুত্র আমার
সর্ব্বনাশ করিব তাহারি। ২-৪ ॥
এত বলি' ক্রোধভরে ফেলে জটা অগ্নি'পরে
সেই জটা দগ্ধ হৈল তায়,। ৫ ॥
জন্মে তাহে মহাসুর ভয়ে যাঁ'র তিন পুর-
কম্পান্বিত তৃণ যথা বায়।
বৃত্রাসুর নাম তা'র জ্যোতির্ম্ময় দেহ যা'র
বর্ণ যেন ঘটিত অঞ্জন,
মহাকায়, মহাবল, মহাদংষ্ট্রা, অচঞ্চল,
রণে সেই ঘোর দরশন। ৬॥

* ত্বষ্টা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নামান্তর। বেদে তিনি ত্বষ্টা নামে পরিচিত যথা—ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডলে ত্রয়োদশসূক্তের দশম ঋক্ "ইহ ত্বষ্টারমগ্রিমিত্যাদি"। পুরাণে ইনি অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাস নামক বসুর পুত্র। যোগসিদ্ধার গর্ভসম্ভূত। রচনার গর্ভে ইহাঁর বিশ্বরূপ নামে পুত্র হয়। কন্যার নাম সরণ্যু বা সংজ্ঞা। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইঁহার দৌহিত্র। ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপের উপাখ্যান ও ইন্দ্রকর্ত্তৃক তাঁহার নিধনবৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের ৬।৭।৮।৯ অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

ইন্দ্রশত্রুরমেয়াত্মা ত্বষ্টৃতেজোপবৃংহিতঃ।
অহন্যহনি সোঽবর্দ্ধদিযুপাতং মহাবলঃ ॥৭॥
বধায় চাত্মনো দৃষ্ট্বা বৃত্রং শক্রো মহাসুরম্।
প্রেষয়ামাস সপ্তর্ষীন্সন্ধিমিচ্ছন্ ভয়াতুরঃ ॥৮॥
সখ্যঞ্চক্রুস্ততস্তস্য বৃত্রেণ সময়াংস্তথা।
ঋষয়ঃ প্রীতমনসঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৯॥
সময়স্থিতিমুল্লংঘ্য যদা শক্রেণ ঘাতিতঃ।
বৃত্রো হত্যাভিভূতস্য তদা বলমশীর্যত ॥১০॥
তচ্ছক্রদেহবিভ্রষ্টং বলং মারুতমাবিশৎ।
সর্ব্বব্যাপিনমব্যক্তং বলস্যৈবাধিদৈবতং ॥১১॥
অহল্যাঞ্চ যদা শক্রো গৌতমং রূপমাস্থিতঃ।
ধর্ষয়ামাস দেবেন্দ্রস্তদা রূপমহীয়ত ॥১২॥
অঙ্গপ্রত্যঙ্গলাবণ্যং যদতীবমনোরমম্।
বিহায় দুষ্টং দেবেন্দ্রং নাসত্যাবগমত্ততঃ ॥১৩॥
ধর্ম্মেণ তেজসা ত্যক্তং বলহীনমমরূপিণম্।
জ্ঞাত্বা সুরেশং দৈতেয়াস্তজ্জয়ে চক্রুরুদ্যমম্ ॥১৪॥

ইন্দ্রের সহজ অরি ত্বষ্টা-তেজে দেহ ধরি'
এইরূপে হৈল অবতার।
ইন্দ্র পেয়ে সে সংবাদ গণিলেন পরমাদ
উপায় না দেখি' কিছু আর। ৭॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া অতি তবে ইন্দ্র সুরপতি,
প্রেরিলেন সপ্তঋষিগণে,
সন্ধি করিবার আশে অসুর বৃত্রের পাশে
অতীব সন্দেহযুক্ত মনে। ৮॥
কিন্তু বৃত্র মহাসুর সন্তুষ্ট হ'য়ে প্রচুর
সেই ঋষিগণের কথায়,
সন্ধি কৈলা ইন্দ্র সনে ঋষিরাও ফুল্ল মনে
আশীর্ব্বাদ কৈলা বহু তাঁ'য় ।৯॥
কিন্তু সন্ধি ভঙ্গ করি' বৃত্রের জীবন হরি,
ইন্দ্র পাপী হইলা আবার;

সে'বার দেহের বল করিয়া তাঁ'রে দুর্ব্বল
বায়ু-দেহে হইল সঞ্চার ।১০-১১॥
পুন যবে পুরন্দর হইয়া ছলনা-পর
গুরু গৌতমের রূপ ধরি'
গুরুপত্নী অহল্যার সতীত্ব হরিলা আর
নিজ দেহ পরিহার করি' ১২ ॥
সেই কালে দেহরূপ বিহীন স্বর্গের ভূপ
হইলেন পাপে আপনার,
আশ্বিনেয় দুইজন রূপের দেবতা হন
রূপ যায় কাছে তাঁ'সবার।
এইরূপে বল আর ধর্ম্ম তেজ চমৎকার
দেহরূপ বিহীন যখন,
হইলেন পুরন্দর শুনি যত দৈতবর
হৈল অতি আনন্দিত মন। ১৩-১৪॥

রাজ্ঞামুদ্রিক্তবীর্য্যাণাং দেবেন্দ্রবিজিগীষবঃ।
কুলেষ্বতিবলা দৈত্যা অজায়ন্ত মহামুনে ॥১৫॥
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ধরণী ভারপীড়িতা।
জগাম মেরুশিখরং সদো যত্র দিবৌকসাম্ ॥১৬॥
তেষাং সা কথয়ামাস ভূরিভারাবপীড়িতা।
তনুজাত্মজ দৈত্যোত্থং খেদকারণমাত্মনঃ ॥১৭॥
এতে ভবদ্ভিরসুরা নিহতাঃ পৃথুলৌজসঃ।
তে সর্ব্বে মানুষে লোকে জাতা গেহেষু ভূভৃতাম্ ॥১৮॥
অক্ষৌহিণ্যোহি বহুলাস্তদ্ভারার্ত্তা ব্রজাম্যধঃ।
তথা কুরুধ্বং ত্রিদশা যথা শান্তির্ভবেন্মম ॥১৯॥

পক্ষিণ উচুঃ।

তেজোভাগৈস্তদা দেবা অবতেরুর্দিবো মহীম্।
প্রজানামুপকারার্থং ভূভারহরণায় চ ॥২০॥
যদিন্দ্রদেহজং তেজস্তন্মুমোচ স্বয়ং বৃষঃ।
কুন্ত্যাং জাতোমহাতেজাস্ততো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২১॥

ইন্দ্রে জিনিবার তরে জন্মে সবে দেহ ধ'রে
সুবিখ্যাত বহু রাজকুলে,
হ'য়ে সবে পরাক্রান্ত, দুর্জ্জয়, অতি দুর্দ্দান্ত,
শাসে ধরা বিক্রম অতুলে। ১৫ ॥
পীড়িতা হইয়া ধরা, হইলা অতি কাতরা,
মেরুশৃঙ্গে করিলা গমন ;
যেখানে করেন বাস দেবগণ সপ্রকাশ
সনে যত সিদ্ধ মুনিগণ। ১৬॥
বলিতে লাগিলা ধরা হ'য়েছি অতি কাতরা
পাপভার আর নাহি সয়,
যাহাতে নির্ব্বিঘ্ন হই, আর কষ্ট নাহি সই,
কর তাহা হইয়া সদয়।
যতেক দানবগণ পীড়িতেছে অনুক্ষণ,
সে পীড়ন সহিতে না পারি ;
সবে নিজ নিজ অংশে জন্মিয়াছে রাজবংশে
উপায় করহ কিছু তা'রি। ১৭-১৮ ॥

তোমরা ওজস্বী সবে বধিলে বহু আহবে
দিতিসুত মহাবলবান,
এবে তা'রা ধরামাঝে মানুষরূপেতে রাজে
আকুল করিয়া মোর প্রাণ।
বহু অক্ষৌহিণী সবে সংখ্যার অসাধ্য হ'বে
বলিবারে সংখ্যা তা'সবার,
তা'দের পাপের বলে যাই আমি রসাতলে,
যদি নাহি করহ উদ্ধার। ১৯ ॥

পক্ষিগণ বলে মুনি শুন অতঃপর,
ধরাবাক্য শুনি' সবে কাতর অন্তর।
নিজ নিজ অংশে তবে যত দেবগণ
করিলেন ধরণীতে জনম গ্রহণ। ২০ ॥
কুন্তীগর্ভে ঐন্দ্রতেজ স্থাপে ধর্ম্মরাজ,
তা'হে যুধিষ্ঠির হৈলা খ্যাত লোক মাঝ।২১।

বলং মুমোচ পবনস্ততোভীমোব্যজায়ত।
শক্রবীর্য্যার্দ্ধতশ্চৈব জজ্ঞে পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥২২॥
উৎপন্নৌ যমজৌ মাদ্র্যাং শক্ররূপৌ মহাদ্যুতী।
পঞ্চধা ভগবানিত্থমবতীর্ণঃ শতক্রতুঃ ॥২৩॥
তস্যোৎপন্না মহাভাগা পত্নী কৃষ্ণা হুতাশনাৎ।
শক্রস্যৈকস্য সা পত্নী কৃষ্ণা নান্যস্য কস্যচিৎ ॥২৪॥
যোগীশ্বরাঃ শরীরাণি কুর্ব্বন্তি বহুলান্যপি ॥২৫॥
পঞ্চানামেকপত্নীত্বমিত্যেতৎ কথিতং তব।
শ্রুয়তাং বলদেবোঽপি যথা যাতঃ সরস্বতীম্ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে ইন্দ্রবিক্রিয়া নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঐন্দ্রবল কুন্তীগর্ভে স্থাপিলা পবন,
তাহাতে জন্মিলা ভীম বলে অতুলন।
ইন্দ্রবীর্য্যে ইন্দ্র অংশে কুন্তীর উদরে,
মহাবীর ধনঞ্জয় জন্মলাভ করে। ২২ ॥
মাদ্রীর উদরে দুই অশ্বিনি-নন্দন,
বাসবের দেহরূপ করিলা স্থাপন;
তাহে মাদ্রীগর্ভে জন্মে যমজ কুমার,
এক ইন্দ্র পঞ্চরূপে হৈলা অবতার।২৩॥
অনলসম্ভূতা কৃষ্ণা পত্নী তাঁ'সবার,
পাঁচে এক পতি ইহা জেনো মুনি সার।২৪॥
যোগীশ্বর যাঁরা, তাঁরা আপন ইচ্ছায়,
একদা অনেক হ'য়ে দেখ শোভা পায়।
এক দেহ বহুরূপ করিলে ধারণ,
পত্নীর সতীত্ব তাহে না যায় কখন।২৫॥
কেন যে পাচের পত্নী দ্রৌপদী সুন্দরী,
এইত সেকথা মুনি বলিনু বিবরি'।
এবে বলি যে কারণে দেব হলধর,
স্বরস্বতী তীরে গেলা ভ্রমণ তৎপর।২৬।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে ইন্দ্রবিক্রিয়া নামক পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পক্ষিণ উচুঃ।

রামঃ পার্থে পরাং প্রীতিং জ্ঞাত্বা কৃষ্ণস্য লাঙ্গলী।
চিন্তয়ামাস বহুধা কিং কৃতং সুকৃতং ভবেৎ ॥১॥
কৃষ্ণেন হি বিনা নাহং যাস্যে দুর্য্যোধনান্তিকম্ ॥২॥
পাণ্ডবান্ বা সমাশ্রিত্য কথং দুর্য্যোধনং নৃপম্।
জামাতরং তথা শিষ্যং ঘাতয়িষ্যে নরেশ্বরম্ ॥৩॥
তস্মান্ন পার্থং যাস্যামি নাপি দুর্য্যোধনং নৃপম্ ॥৪॥
তীর্থেষ্বাপ্লাবয়িষ্যামি তাবদাত্মানমাত্মনা।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ যাবদন্তায় কল্পতে ॥৫॥
ইত্যামন্ত্র্য হৃষীকেশং পার্থ দুর্য্যোধনাবপি।
জগাম দ্বারকাং শৌরিঃ স্বসৈন্যপরিবারিতঃ ॥৬॥
গত্বা দ্বারবতীং রামো হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাম্।
শ্বো গন্তব্যেষু তীর্থেষু পপৌ পানং হলায়ুধঃ ॥৭॥
পীতপানো জগামাথ রেবতোদ্যানমৃদ্ধিমৎ।
হস্তে গৃহীত্বা সমদাং রেবতীমপ্সরোপমাম্ ॥৮॥

পক্ষিগণ বলে মুনি করহ শ্রবণ—
কৃষ্ণ আর ধনঞ্জয়ে প্রীতি অতুলন;
বলরাম এই কথা ভাবিয়া অন্তরে,
কি কর্ত্তব্য আপনার ভাবিলেন পরে।
কি করিলে সব দিকে হয় সুমঙ্গল,
ভাবি' বলদেব বড় হইলা চঞ্চল। ১॥
কৃষ্ণে ছাড়ি' না মিলিব দুর্য্যোধন সনে;
দুর্য্যোধন সনে রণে যুঝিবা কেমনে?
এতেক জামাতা, তাহে শিষ্য সে আমার,
কেমনে সমরে ধ্বংস সাধিব তাহার? ২-৩॥
অতএব কোন পক্ষ না করি' আশ্রয়,
স্থানান্তরে থাকাই সুযুক্তি এ সময়। ৪॥
অতএব যত দিন হইবে সমর,
তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিব নিরন্তর,
কুরু আর পাণ্ডবের সৈন্য সমুদয়
যতদিন এইযুদ্ধে নাহি হয় ক্ষয়। ৫॥
এই ভাবি, কৃষ্ণ পাশে লইয়া বিদায়,
দুর্যোধনে সম্ভাষিয়া চলে দ্বারকায় ৬॥
জনপূর্ণা দ্বারকায় করি' আগমন।
প্রভাতে করিব যাত্রা করিলা মনন;
নিশ্চিন্ত হইল যবে চিন্তাকুল মন,
করিলেন মধুপান মনের মতন। ৭॥
শোভা-পূর্ণ গিরি রৈবতকের উদ্যানে,
চলিলেন হলধর ভ্রমণ কারণে।
বামেতে রেবতী শোভে অপ্সরা সমান। ৮॥
অসংখ্য রমণী মত্ত করি, মধুপান।

স্ত্রীকদম্বকমধ্যস্থো যযৌ মত্তঃ পদাস্খলন্।
দদর্শ চ বনং বীরো রমণীয়মনুত্তমম্ ॥৯॥
সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং শাখামৃগগণাকুলম্।
পুণ্যং পদ্মবনোপেতং সপল্বলমহাবনম্ ॥১০॥
স শৃণ্বন্ প্রীতিজনকান্ বহূন্মদকলান্ শুভান্।
শ্রোত্ররম্যান্ সুমধুরান্ শব্দান্ খগমৃখেরিতান্ ॥১১॥
সর্ব্বর্ত্তুফলভারাঢ্যান্ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলান্।
অপশ্যৎ পাদপাংস্তত্র বিহগৈরনুনাদিতান্ ॥১২॥
আম্রানাম্রাতকান্ ভব্যান্নারিকেলান্ সতিন্দুকান্।
আবিল্বকাংস্তথা জীরান্দাড়িমান্ বীজপূরকান্॥১৩॥
পনাসাঁল্লকুচান্মোচান্নীপাংশ্চাতিমনোহরান্।
পারাবতাংশ্চ কঙ্কোলান্নলিনানম্লবেতসান্ ॥১৪॥
ভল্লাতকানামলকাংস্তিন্দুকাংশ্চ মহাফলান্।
ইঙ্গুদান্ করমর্দ্দাংশ্চ হরীতকবিভীতকান্।
এতানন্যাংশ্চ স তরূন্দদর্শ যদুনন্দনঃ ॥১৫॥
তথৈবাশোকপুন্নাগকেতকীবকুলানথ।
চম্পকান্ সপ্তপর্ণাংশ্চ কর্ণিকারান্সমালতীন্।
পারিজাতান্ কোবিদারান্মন্দারান্ বদরাংস্তথা ॥১৬॥
পাটলান্ পুষ্পিতান্ রম্যান্দেবদারুদ্রুমাংস্তথা।
সালাংস্তালাংস্তমালাংশ্চ কিংশুকান্ বঞ্জুলান্ বরান্ ॥১৭॥

মত্ততায় চরণের হ'তেছে স্খলন,
ইতস্ততঃ মহাবীর করেন ভ্রমণ।
দেখিলেন উপবন ভরা ফুল ফলে, ৯ ॥
দেখিলা আনন্দপূর্ণ শাখামৃগদলে ॥
উপবন মাঝে বহু সরসী বিমল—
সুশীতল জল—তাহে ফুটেছে কমল—১০ ॥
মদকল খগচয় সুমধুর স্বরে,
গাইয়া মধুর গান সুখেতে বিচরে—১১ ॥
সকল ঋতুর ফল ঝুলিতেছে গাছে—
সকল ঋতুর ফুল গাছে গাছে আছে—
বসি' তাহে অসংখ্য বিহঙ্গ করে গান,
শুনিলে পান্থের হয় পুলকিত প্রাণ। ১২ ॥
আম্র, আম্রাতক, ভব্য, নারিকেল আর,
তিন্দুক, জীরক, বিল্ব, সর্ব্ববৃক্ষসার,
বীজপূর, দাড়িম, পনস মনোহর,
লকুচ, কঙ্কোল, নীপ, কদলী সুন্দর,
ভল্লাতক, আমলক, মহাফল আর।
ইঙ্গুদী, অম্লবেতস, করমর্দ্দ সার,
হরীতকী, বিভীতকী, আদি বৃক্ষচয়,
সুসজ্জিত হইয়া রয়েছে বনময়—১৩-১৫ ॥
অশোক, পুন্নাগ, আর বকুল, কেতক,
সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, আর সে চম্পক,

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভাবাবেশ।

গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে।
গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত,
শুনি প্রেমরসে প্রভু হয় মহামত্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

INDIA PRESS, CALCUTTA.

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সনাতন ধর্ম্মানুগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নীতি, এবং শিল্প বিজ্ঞানাদি প্রকাশক

সচিত্র মাসিক পত্র।

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥

প্রথম খণ্ড।] বৈশাখ, ১৩১৭ সপ্তম সংখ্যা।

শ্রীমহাপ্রভুর ভাবাবেশ।

(গীতিকা)

[শ্রীপুরুষোত্তমে, নরেন্দ্রসরোবরতীরে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর যে ভাবাবেশ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে একখানি প্রাণারাম চিত্রপট-সন্দর্শনে এ দীনের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, এই গীতিকাটি তাহারই ক্ষীণ উচ্ছ্বাস মাত্র।]

আজি, সরোবর তীর, হের রে মধুর;
প্রকাশে কি রূপ-ভাতি রে;
জুড়া'বে নয়ন, তনু, প্রাণ, মন;—
ভোর হ'বে দুঃখ রাতি রে।

তরুতলে ঐ শোভিত আসনে—
বসিয়া আছেন প্রভু, ভক্তসনে,
প্রেম-অশ্রু-ধারা বহে দু'নয়নে—
যেন মুকুতার পাঁতি রে।

ভাগবত-পাঠে রত গদাধর,
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রবণে তৎপর;
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের অন্তর—
উঠেছে পুলকে মাতি' রে।

ব্রজভাবে নিত্যানন্দ মাতোয়ারা,
আনন্দ উচ্ছ্বাসে হ'ল আত্মহারা,
ছুটে মাধুর্য্যের স্রোত শতধারা,
হও এ ভাবের সাথী রে।

হেরি' এই ভাব রাজা গজপতি,
ভূতলে লুণ্ঠিত, হরষিত-মতি;
পূর্ণ-মনস্কাম, বলে অবিরাম—
"গৌরাঙ্গ আমার গতি রে।"

ভাবের তরঙ্গে পেখম ধরিয়া
ময়ূর উঠি'ছে নাচিয়া নাচিয়া,
অদূরে বানর লাঙ্গুল তুলিয়া,—
বিকাশে প্রেমের দ্যুতি রে।

অপরূপ এই ছবি মনোহর,
হেরি' না কাহার জুড়ায় অন্তর?
যদিও পরাণ, ঘোর অনুর্ব্বর,
ধরিয়াছে নব কাঁতি রে।

এ ভাব স্মরণে নবীন জীবন,
পাইয়া অধম এ পাতকী জন,
নাগরীর ভাবে, নাগর-চরণ—
ধরিল সানন্দ মতি রে।

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

কমলা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধঽভিজায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

গভীর নিশীথে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার বিশাল প্রাসাদের একটি নির্জন প্রকোষ্ঠে, কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন! বিষয়ী লোকের দুস্তর চিন্তাসাগরের অন্ত পাওয়া একান্ত অসম্ভব। কিন্তু অদ্যকার বিষয়, বোধ হয় মহাত্মা শঙ্করানন্দ। তিনি বহুক্ষণ তাঁহার সম্মুখস্থিত প্রস্তর নির্ম্মিত টেবিলটির উপর বামহস্তটি স্থাপন পূর্ব্বক, বাম করতলের উপর কপোল রাখিয়া উপবিষ্ট আছেন। টেবিলের মধ্যস্থলে আলোকাধারে আলোক প্রজ্জলিত। গৃহ নিস্তব্ধ।

ধীরে ধীরে একটি রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, প্রতাপের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রতাপ তাঁহার আগমন বুঝিতে পারিলেন না। রমণী তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। প্রতাপ চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন "তুমি এখানে কেন?"

রমণী ঈষদ্ধাস্য বদনে বলিলেন "দোষ কি? পত্নীর পতিসন্নিধানে আস্‌তে দোষ কি?—রাত দু'পর হ'য়ে গেছে, এখনও তুমি বাড়ীর ভিতর গেলে না দেখে, আমি ঝিকে তোমার খবর নিতে পাঠালাম। সে গিয়ে বল্লে, তুমি এই ঘরে, একাকী গালে হাত দিয়ে ভাবৃচো। শুনে আর থাক্‌তে পার্‌লাম না, তোমার চিন্তার ভার কমাবার জন্য ছুটে এলাম। ভাবনা কি? চল আহার ক'র্‌বে চল। এখনও বীরু বাড়ী এলো না কেন, বুঝ্‌তে পারি নে। তোমায় বলি, ছেলের বিয়ে দাও, তুমি সে কথায় কান দাও না। অত বড় ছেলে কি আইবড় রাখ্‌তে আছে?"

প্রতাপ বলিলেন "আচ্ছা কাল যা হয় করা যা'বে, তুমি এখন বাড়ীর ভিতর যাও, আজ ক্ষুধা নাই। আমি আহার ক'র্‌বো না। তুমি আহার করোগে। আমি ভৈরবকে বিষয়-সংক্রান্ত একটি গুরুতর কাজে পাঠিয়েছি। সে এখনি আস্‌বে। খবরটা নিয়ে আমিও বাড়ীর ভেতর যাচ্চি। দু তিনটা সম্বন্ধ এসেছে, তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় ক'র্‌বো। যাও, আমি আজ আর খাবো না।"

রমণী চলিয়া গেলেন। প্রতাপ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

আরও প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতীত হইল। প্রতাপ উঠিলেন। জানালার নিকট গিয়া বলিলেন "রামদীন্!"

উত্তর হইল "মহারাজ?"

প্রতাপ। দেওয়ানজী আয়া?

উত্তর। নেহি মহারাজ!

প্রতাপ। আনেসে উপর ভেজ দেও!

উত্তর। যো হুকুম মহারাজ!

প্রতাপ গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার বলিলেন "কোথা যা'চ্ছি? আমার

এ চেষ্টার শেষ কোথায়? যে কাজ কর্‌লাম, লোকে জান্‌তে পার্‌লে, কি বল্‌বে?—কাজটা কি ভাল হ'লো?—সন্ন্যাসী, জ্ঞানা দাদার গুরু। গুরুর মৃত্যুতে সে অবশ্যই, কে আগুন দিলে, তা'র অনুসন্ধান ক'র্‌বে! নিমে তা'রই প্রজা। সে আগুন দিতে ভয় পেয়েছিল। হয় ত সে এ কথা প্রকাশ ক'রে ফেল্‌বে। তা'দের দুজনকে এ কথা জান্‌তে দেওয়া ভাল হয় নাই। ভৈরব বড় নির্ব্বোধ। পরামর্শ গোপনে কর্‌তে পারে না।—ভাল, সন্ন্যাসী কি সেখানে ছিল? আজ আর কোথাও যায় নি ত?—ভৈরব এলেই নিশ্চিন্ত হই।"

কিন্তু ভৈরব আর আসে না। নিশ্চিন্ত হওয়াও আর হয় না। হায়রে! সংসারী মানবের কি দুরাশা! অনন্ত-চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াও তাহারা নিরন্তর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে চায়! একবারও ভাবে না, যে চিন্তামণির চরণাশ্রয় ব্যতীত, নিশ্চিন্ত হইবার অন্য উপায় নাই। যাহারা আশার দাস, চিন্তাও চিরদিন তাহাদের সহচরী। কেবল যে, সেই চিন্তামণির চরণে প্রাণ-মন সঁপিয়া দিতে পারিয়াছে, তাহারই মনঃপ্রাণ সেই চরণকমল-মধুপানে তৃপ্ত হইয়া স্থিরতা লাভে সমর্থ হইয়াছে। প্রতাপ, যদি আজ শঙ্করানন্দের প্রাণনাশে যত্নবান না হইয়া, তাহার চরণাশ্রয় করিত, তাহা হইলে সে অচিরেই, আপনার আত্মজের ন্যায়, নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। সে ত জানে না, যে, যে ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করে, সেই সর্ব্বচিন্তাবিনির্ম্মুক্ত হইতে পারে। তখন আর তা'র প্রিয়লাভে হর্ষ, অপ্রিয় বিষয়ে দ্বেষ হয় না। তখন শোক, আকাঙ্ক্ষা, শুভ অশুভ, সকলি দূর হয়। তখন তাহার শত্রু মিত্র, মান অপমান, শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ তুল্য বোধ হয়, আসক্তির লেশমাত্রও থাকে না, নিন্দা বা স্তুতি আর তাহাকে উদ্বেলিত করিতে পারে না। সে অবস্থা প্রাতঃস্মরণীয় জমিদার শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের হইয়াছে। কিছুদিন পরে প্রতাপের প্রিয়পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণেরও সেই অবস্থা হইবে। কিন্তু প্রতাপের সে অবস্থা হইবে কি? ইচ্ছাময় জানেন!

ভৈরব আসিল। তাহার অনুচরেরাও আসিল। কথোপকথন অনেক হইল, অনেক আস্ফালনও হইল। সে সকল লিখিয়া লেখনীকে পীড়িত করিব না। ভৈরব ও তাহার অনুচরদ্বয় প্রভুকর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। কিন্তু প্রতাপের চিন্তা গেল কি? প্রতাপ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল কি?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে প্রকাশিত হইয়াছেন। সূর্য্যের প্রকাশে জগতের চারিধার উল্লাসের হাসি হাসিতেছে—কেবল শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ স্বামীর আশ্রমোদ্যান আজ নিরানন্দ। সেখানে উদ্যানবৃক্ষে আজ আর মধুর কাকলী নাই—পুষ্পোদ্যানের পুষ্পরাশি আজ শুষ্কপ্রায়। ভস্মস্তূপের চারিধারে জনগণের বদনও শুষ্কপ্রায়!

কেহ বলিতেছে, "হায়! এ কাজ কে করলে? পরমপবিত্র পরমহংসদেব আজ কি অগ্নিতে দেহত্যাগ করলেন?"

আর একজন বলিল "নিশ্চয়ই ঠাকুর এ ঘরে ছিলেন না। তা না হ'লে অগ্নির সাধ্য কি যে এ গৃহ দগ্ধ করে। তোমরা ভেব না। সাক্ষাৎ শিব তিনি—তাঁ'র মৃত্যু নাই। কিন্তু কে এ অকার্য্য করলে? বাবার ঘরে আগুন দিলে কে?—সে কি জানে না যে তা'র সর্ব্বনাশ হ'বে? তা'র মুখ দিয়ে রক্ত উঠে সে তিন দিনের মধ্যে মারা যা'বে?"

লোকে এইরূপ নানা জল্পনা করিতেছে, এমন সময়ে, একখানি শকট আসিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল। তাহাতে উদ্যানের অধিকারী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ, তাঁহার পুত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্রনারায়ণ আর তাঁহার প্রধান অমাত্য রামেশ্বর।

রামেশ্বর বলিলেন "তোমরা দেখ্‌ছো কি? আগুন নেবাও!"

জ্ঞানেন্দ্র বলিলেন "দাদা স্থির হও। আগুন নেবা'বার প্রয়োজন কি? দগ্ধ হ'য়েছে ত একেবারেই ভস্মে পরিণত হ'ক। তুমি যাও ঠাকুরবাড়ীতে দেখে এস দেখি, ঠাকুর সেখানে আছেন কি না? লীলাময়ের লীলা কে বুঝ্‌বে বল? কোন সূত্রে তিনি কি করেন, কে বল্‌তে পারে? মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল নাই।" রামেশ্বর চলিয়া গেলেন।

একজন লোক বলিল "ধন্যি মানুষ বাবা! এত বড় আটচালাখানা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল, তবু বলেন মঙ্গলময়ের ইচ্ছা! মুখে একটুমাত্রও কষ্টের চিহ্ন নেই।"

আর একজন বলিল "উনি কি মানুষ? উনি দেবতা। শোক দুঃখ ওঁ'কে স্পর্শ করতে পারে না। ভেবে দেখ দেখি: বাইশ বছর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হ'লো। হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁ'রে সংকার ক'র্‌লেন। লোকে মনে করলে, যখন স্ত্রীর মরণে কাতর হ'লেন না, তখন শীঘ্রই আবার বিবাহ করবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যখন আত্মীয়েরা বিবাহের জন্য যত্ন করতে লাগলেন, তখন হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"আমার পত্নী ত স্বর্গে আছেন। দু'দিনের জন্য একটু দূরে আছেন ব'লে আবার অন্য পত্নী গ্রহণ করতে হ'বে? পতিপত্নী সম্বন্ধ ত দু'দিনের নয়!—যদি তাঁ'র এখানে থাক্‌বার প্রয়োজন থাক্‌তো, ভগবান তাঁ'রে এখানেই রাখ্‌তেন। এখন সত্যেন্দ্রকে আর প্রজামণ্ডলীকে পালন করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহের ছল ক'রে, ব্যভিচারী হওয়া কর্ত্তব্য নয়। তোমরা সকলে আমার সেই কাজের সহায় হও। শাস্ত্রবাক্য "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" পুত্র ত হ'য়েছে। তবে আবার দারপরিগ্রহ বা গলগ্রহসংগ্রহের প্রয়োজন কি?" বল দেখি ভাই, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হ'য়ে কে এ কথা বল্‌তে পারে? বিশেষ বাইশ বছর বয়সের সময়!

আর একজন বলিল "ভগবানের ইচ্ছায় সকলি সম্ভবে।"

এই সকল কথোপকথন উচ্চৈঃস্বরে হইতেছিল না, সুতরাং জমিদার মহাশয়ের কর্ণেও যাইতেছিল না।

এমন সময়ে রামেশ্বর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "না! তিনি সেখানে নাই। তবে পঞ্চবটিতে তাঁ'র আসন পাতা আছে।"

জ্ঞানেন্দ্র। তবে ভয় নাই! তাঁ'র দেহ নষ্ট হয় নাই। তিনি নিশ্চয়ই এখন অন্য কোথাও আছেন। সকলকে বল, সন্ন্যাসী ঠাকুর এখানে

ছিলেন না। তাঁর কোনও অমঙ্গল হয় নাই।

নিমেষের মধ্যে এ কথা মুখে মুখে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া গেল। অনেক পূর্ব্বেই লোকজন চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। জমিদার মহাশয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া অবশিষ্ট লোকগুলিও ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময়ে একটা লোক দুইখানা জুতা আর একখানা অর্দ্ধদগ্ধ ধুতি আনিয়া জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণের সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক বলিল—"মহারাজ এই জুতা দু'খানা আর ধুতিখানা আটচালার সম্মুখে পড়ে'ছিল।"

জ্ঞানেন্দ্র। এ গুলি কা'র ব'ল্‌তে পার?

লোক। কি ক'রে ব'ল্‌বো বলুন?

আর একজন বলিল "আমাদের বাবুর ছেলের কাপড় আর জুতা ব'লে বোধ হ'চ্ছে। কিন্তু এ সব এখানে এলো কেমন ক'রে?"

জ্ঞানেন্দ্র। কা'র ব'ল্লে? বীরুর! সে কি বাবার কাছে আস্‌তো? ভাল, তুমি এ গুলি নিয়ে তা'কে দাও গে। আর তা'রে বোলো সে যেন আজ বিকালে আমার সঙ্গে দেখা করে।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া সে লোকটি জুতা দু'খানা আর পোড়া কাপড়খানি লইয়া চলিয়া গেল।

জ্ঞানেন্দ্র বলিলেন, "দাদা, এবারে আর আটচালা নয়, বাবার জন্যে পাকা কুটুরী কর। তিনি যেখানেই যান না কেন, আমাদের ফেলে বেশী দিন থাক্‌বেন না। ইতিমধ্যে তুমি লোকজন লাগিয়ে শীঘ্র একটি বড় কুটুরী আর তার দু'পাশে দু'টি ছোট ছোট কুটুরী, আর তা'র সম্মুখে আর পেছোনে বারাণ্ডা প্রস্তুত করাও।"

রামেশ্বর। যে আজ্ঞা।

জ্ঞানেন্দ্র। আমায় "যে আজ্ঞা" বলো না দাদা। আমায় ছেলেবেলা যেমন ভাল-বাস্‌তে, তেমনি ভালবেসে আদর ক'রে কথা ক'য়ো।

আবার তিনজনে গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি চলিয়া গেল।

বালিকা ও বিধবা।*

আজ কাল, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদিগের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, যে হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকাই নানা অনর্থের মূল, ইহাই দেশের অধঃপতনের একমাত্র কারণ। দেশে বালিকার বিবাহ প্রচলিত আছে বলিয়াই বিধবার সংখ্যা এত অধিক। এই দুই কারণেই বাঙ্গালীরা দিন দিন এত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ-মস্তিষ্ক হইতেছেন। এই কথায় কিছু সার আছে কি না, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, বিবাহ বিধির উদ্দেশ্য কি? যাঁহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ও বালিকা-বিবাহের বিরোধী, তাঁহারা বলিবেন, ব্যভিচার-স্রোত নিবারণই বিবাহের এক মাত্র উদ্দেশ্য। সেই কথা শুনিলেই আমা-

* এই প্রবন্ধটি যে রূপ অবস্থায়, আমাদের হস্তগত হইয়াছিল তাহার রচনাভঙ্গী প্রভৃতি প্রকাশের একান্ত অযোগ্য। আমাদের কোনও নিয়মিত লেখকের একান্ত অনুরোধে, প্রবন্ধটি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশিত হইল। সেজন্য লেখক কিছু মনে করিবেন না। আশা করি তিনি একটু সংযতভাবে লিখিতে অভ্যাস করিবেন।—গৃহস্থ-সম্পাদক।

দের প্রাণে স্বতঃই উদিত হয়—ব্যভিচার কাহাকে বলে?—যাহা যেরূপ হওয়া উচিত তাহা সেইরূপ না হওয়াকেই ব্যভিচার বলে। সুতরাং আমাদের মতে বিবাহিত স্ত্রী পুরুষেও ব্যভিচার অসম্ভব নহে। স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গের প্রয়োজন জীব-প্রবাহ-রক্ষা। তৎপ্রয়োজন ব্যতীত কোনও কল্পিত প্রয়োজনে তৎকার্য্য সাধিত হইলে, অবশ্যই তাহাকে ব্যভিচার বলিতে হইবেক। এইরূপ ব্যভিচারের ফলেই বাঙ্গালীরা দিন দিন এত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ-মস্তিষ্ক হইতেছে। এই ব্যভিচারের প্রবাহ রোধ করিবার উদ্দেশ্যেই আর্য্য-ঋষিগণ বালকের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ব্যবস্থা এবং অন্যূন চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ বয়সে সমাবর্ত্তনান্তে অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণান্তর সেই বালিকা-টিকে নিজের অনুরূপ ধর্ম্মপত্নী করিয়া লইয়া তাহার সহিত সচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাদের অন্তর-রাজ্যে নিরন্তর ব্যভিচার-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—যাহাদের অন্তর-রাজ্যের মনঃ প্রভৃতি অপরা প্রকৃতিগণ পরমপতিকে উপেক্ষা করিয়া নিরন্তর কাম ক্রোধাদি উপপতিগণের সহিত প্রসক্তি স্থাপনপূর্ব্বক, পরার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। যাহাদের অন্তররাজ্য কুচিন্তা কদভ্যাসাদি জারজ জীবে পরিপূর্ণ; তাহারা বহির্জগতে শুদ্ধাত্মার ভাণ করিলেও যে নিরন্তর অন্তরে বাহিরে ব্যভিচার-লিপ্ত, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম আচরণ করিতে হয়; সেই জন্য পত্নীর প্রয়োজন। পুত্র-লাভের জন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিতে হয়। অযথা-সহবাস-দ্বারা নিজে রোগগ্রস্ত হইবার ও পত্নীকে রোগগ্রস্তা করিবার জন্য বিবাহ নয়। বালিকা পত্নীকে সহজেই নিজের মনোমত পত্নী করা যায়, কিন্তু যুবতী বিবাহে, পতিকেই চেষ্টা করিয়া পত্নীর মনোমত হইতে হয়। তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সকলের সমক্ষে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বাল্যবিবাহ দোষাবহ সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বালকের পক্ষে, বালিকার পক্ষে নহে। বিধবা-বিবাহেরও স্থল আছে। কিন্তু তাহা আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী বর্ণাশ্রমাচারীগণের জন্য নহে। বাঙ্গালীর উন্নতি করিতে হইলে, আগে শিক্ষা-সময়ে ব্রহ্মচর্য্যধারণ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যতদিন না শিক্ষা শেষ হয় ততদিন চরমধাতুর অপচয়ে যাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি না হয়, তাহার জন্য যত্ন করিতে হইবে। তার পর বিবাহিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বিধিতে সন্তান উৎপাদন পূর্ব্বক আপনাকে ও পূর্ব্ব পুরুষগণকে কৃতার্থ করিতে হইবেক। নিজে পশুর অধম হইলে, সন্তানও যে পশুর অধম হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

নিজ পরিবারস্থ বা নিজ বংশীয় কোন পুরুষের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা হিন্দুসমাজে নাই। তদ্রূপ বিবাহ হিন্দুদিগের সমাজ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। হিন্দুমাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন যে কন্যা হইলেই তাহাকে পরানুগ্রহে পর-গৃহে চিরকাল অতিবাহিত করিতে হইবে। সুতরাং সেই পরের সহিতই যাহাতে আত্মীয়তা বৃদ্ধি হয়, পরই যাহাতে আপন হইয়া দাঁড়ায়, পরের স্নেহ যত্নই যাহাতে দিন দিন বদ্ধমূল হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা হিন্দু-মাত্রেই একান্ত কর্ত্তব্য। সেইজন্য তাঁহারা আপনাপন কন্যাগণকে তদনুরূপ শিক্ষাই দিতেন। এক্ষণে পাশ্চাত্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিলাস বৃদ্ধি হইয়া, হিন্দুসমাজে সেইরূপ স্ত্রীশিক্ষা আর নাই। এখন পর পরিহার্য্য হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কোন পরিবারেরই উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইতে পারে না।

যে সকল কারণে বালিকার বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, এবং যে প্রথার ফলে এককালে হিন্দু-পরিবার পরম সুখে কাল যাপন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে ভ্রাতৃ-বিরোধ প্রভৃতি দুর্দ্দৈব ছিল না, সে প্রথার এখন এক প্রকার সমাধি হইয়া গিয়াছে। এখন আর শাস্ত্রীয় বিবাহ নাই। কন্যা অরক্ষণীয়া না হইয়া বিবাহ হইবার রীতি নাই। তবুও শুনিতে হইতেছে যে বাল্য বিবাহের ফলেই বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

এ কথা এক পক্ষে অসঙ্গত নহে। বালকের বিবাহ—তুল্যবয়ঃ বালক বালিকা ও যুবক যুবতীর বিবাহই পুরুষের অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। আর সে সংযম-শিক্ষা নাই। ছাত্র-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য ধারণ নাই। এখন উদ্দাম ইন্দ্রিয়গ্রাম লইয়া বালক বালিকা, যবক যুবতী পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়। তাহার ফল অস্বাস্থ্যময়-জীবন ও অকাল-মরণ। এই কয়টি কথা, একটু স্থির-চিত্তে চিন্তা করিলে, বঙ্গে বিধবা সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবেক। অকাল বৈধব্যের আর একটি কারণ অসমবিবাহ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে উভয়ের গণ, বর্ণ, যোটকাদি বিচার পূর্ব্বক পাত্র ও পাত্রীর সমতা নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে বিচারপূর্ব্বক যদি শুভলগ্নে বিবাহাদির ব্যবস্থা করা যায়, তবে সেই বিবাহে কখনও অমঙ্গল হইতে পারে না। এই জন্যই পূর্ব্বতন হিন্দুগণ জ্যোতিষোক্ত গণাদি জ্ঞাতব্য বিষয় সকল পরিজ্ঞাত হইবার জন্য আপন আপন পুত্র-কন্যাগণের জন্ম-পত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। তদনুসারে যে পুরুষের সহিত যে রমণীর বিবাহ-কার্য্য সম্পাদিত হইলে পরিণামে শুভফলোৎপাদন করিবে, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিতেন এবং তজ্জন্যই নিতান্ত শৈশবাবস্থায় বিবাহ হইলেও দম্পতীগণ আজীবন জাত্যনুযায়ী সুখ সচ্ছন্দে কালাতি-পাত করিতেন। সুতরাং তখন বিধবার সংখ্যাও কম ছিল।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য, যত দিন না শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যুক্তিতর্কবিরুদ্ধ, হিন্দু সমাজের ঘোর অনিষ্টকর কন্যা-বিক্রয় প্রথা, বহু-বিবাহ, বরপক্ষের অবৈধ অর্থ-গ্রহণ এবং বংশ-মর্য্যাদা ও কৌলিন্য-মর্য্যাদা বজায় না রাখিয়া, যে কোন বংশে কন্যাদান করা, নীচ কুলের কন্যা গ্রহণ করা প্রভৃতি দোষাবহ কার্য্য-গুলির প্রতিবিধান হইবে, ততদিন ইহার প্রতিবিধান হওয়া সম্ভব নহে।

তারপর বিধবার বিবাহ। যদি অসংযত ইন্দ্রিয়-চর্চ্চাই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে বিধবার বিবাহের প্রয়োজন আছে বৈ কি? কিন্তু যদি উভয়ে মিলিত ভাবে ধর্ম্মাচরণ করিবার জন্যই বিবাহ প্রয়োজন হয়, তবে একের বিয়োগে, অপরের অন্য সাহচর্য্য নিতান্তই অকর্ত্তব্য। দেহের নাশে পতি পত্নীর সম্বন্ধ লুপ্ত হইবার নহে। স্বামী স্ত্রীকে, পরিবারবর্গের নিকট রাখিয়া দূরদেশে প্রবাসী হইলে, যেমন তাঁহাদের উভয়ের কেহই ধর্ম্মতঃ অন্য-অভিলাষী হন না। পতি বা পত্নী স্বধামে গমন করিলে কেনই বা তাঁহাদের সে প্রবৃত্তি হইবে?

কবিরাজ

শ্রীগিরিজাপ্রসাদ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য।

মহিম বাবুর স্বপ্ন।

(১০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

আমরা এইবার নিকটবর্ত্তী চৌরাস্তার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে হইতে পূর্ব্বদিক ঈষৎ আলোকিত হইল. এদিকে রাস্তার উজ্জ্বল আলোক গুলিও ক্রমে নিষ্প্রভ হইতে লাগিল এবং দিবালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দীপ্তিহীন হইয়া অবশেষে আপনা আপনিই নিবিয়া গেল। ক্রমে দুই পার্শ্বের অট্টালিকা হইতে লোকজন বাহির হইতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিতে খুব সুশ্রী, সকলেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, নাতিস্থূল, নাতিকৃশ, তাঁহাদের সুন্দর ভ্রূ, আয়ত লোচন, দীর্ঘ বাহু, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ, হাস্য মুখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অথচ সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ নয়নে এরূপ একটি কমনীয় জ্যোতিঃ, এরূপ একটি সরল, কোমল, তেজস্বী অথচ স্নেহময়ভাব, যে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, মনে হয় যেন ইনি পরমাত্মীয়; সর্ব্বজীবের বন্ধু। যেন ইহাঁদ্বারা কাহারও কোন অনিষ্ট হওয়া অসম্ভব। পরিধানে সকলেরই পাজামা, চুড়িদার পিরান, কোমরবন্ধ, জুতা এবং মাথায় একপ্রকার পাগড়ি, কিন্তু সমস্তই সাদা। এমন কি যে গাড়িগুলিতে তাঁহারা চড়িয়া যাইতেছিলেন সে গুলিও সাদা। গাড়িগুলি কতকটা আমাদের মটর গাড়ির ন্যায়, কিন্তু মটর গাড়ী অপেক্ষা দশগুণ বেগবান্ এবং আট গুণ লঘু। প্রত্যেক গৃহ হইতে প্রায় ৪।৫ খানি এইরূপ গাড়ী বাহির হইল এবং কেহ এদিকে, কেহ বা সেদিকে তীব্র বেগে ছুটিলেন। গাড়ী যখন চলিতে থাকে, উহা হইতে কেমন এক প্রকার সঙ্গীতলহরী বাহির হয়। উহা এত মধুর—এত স্ফূর্ত্তিপ্রদ, যে কিছুক্ষণ শুনিলেই একটা উৎসাহ ও প্রফুল্লতা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। আওয়াজ কতকটা আমাদের সেতার বা জলতরঙ্গের ন্যায়, কিন্তু রাগিণী আমাদের পরিচিত সকল রাগিণী অপেক্ষা মিষ্ট ও কোমল। ছোট বড় অনেক গাড়ী দেখিলাম, কোনটিতে দুই জন, কোনটিতে চারিজন, কোনটিতে বা দশ জন বসা যায়, কিন্তু কোনও কল কবজা দেখিলাম না। গুরুদেব "বলিলেন এ গাড়ী-গুলি কিরূপে চলে বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ না। এ দেশের পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই একটা শক্তি আছে। ইহাঁরা সকলেই শরীরের তড়িৎ (যাহাকে তোমরা Animal magnetism বল) সঞ্চালিত করিতে সমর্থ। গাড়ীর তলায় কল আছে এবং এই কলের সহিত সংযুক্ত তার আরোহীদের পদতলের কাছে থাকে। এই তার পা দিয়া টিপিয়া কলের মধ্যে তড়িৎ সঞ্চারিত করিলেই গাড়ী ছুটিতে থাকে।" আমি বলিলাম এ দেশের কলকারখানাও কি এইরূপ শারীরতড়িতের সাহায্যে চলে?" তিনি বলিলেন "না। ইহাঁরা অতি সহজে খুব প্রবল তড়িৎ প্রস্তুত করিতেও সমর্থ। সুতরাং শারীরতড়িতের বৃথা অপব্যয় করেন না।" আমি বলিলাম "এই শারীর তড়িতের সাহায্যে ইহাঁরা অন্য কোনও কার্য্য করেন কি? এই শক্তি কি সকলেরই আছে?" তিনি বলিলেন "হাঁ সকলেরই আছে বটে কিন্তু বাল্যকালে ইহার সম্যক্ বিকাশ হয় না, যেমন বয়স হইতে থাকে অমনি উহা জন্মে।

ামেরিকায় আজকাল যেমন অনেকে চেষ্টা রিয়া মেস্‌মেরিজমের শক্তি লাভ করে, হাঁদের সেরূপ চেষ্টা করিতে হয় না, স্বভাবতঃই ৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা ইহাঁরা সর্ব্ববিধ ারীরিক বা মানসিক রোগই আরাম করেন। তামাদের এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি ভৃতি চিকিৎসা-তত্ত্ব ইহাঁদের সম্যক পরি- াত থাকিলেও স্থূল ও অসম্পূর্ণ বোধে দেশে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে আমরা চৌরাস্তার নিকট পঁহুছিলাম। গুরুদেব লিলেন "এখন তুমি নিজে বেড়াইয়া চেড়াইয়া খ, আমি একটু অন্য কার্য্যে যাই। প্রয়োজন ইলেই আসিব।" এই বলিয়া তিনি একদিকে লিয়া গেলেন। আমি চৌরাস্তার উপর গিয়া খি, ঐরূপ শত শত গাড়ী চারিদিক হইতে াসিতেছে, যাইতেছে, সকলের মুখেই যেন কটি জীবন্ত উৎসাহ, ও অসামান্য লাবণ্য ও ফুল্লতা! আমার বোধ হইল জগৎ যেন কবল কর্ম্মক্ষেত্র; কর্ম্মের জন্যই এখানে আসা। াস্তবিক এরূপ ব্যস্ততা আমি আর কোথায়ও খি নাই,—কখন কল্পনাও করি নাই। কত- ার ইচ্ছা হইল ইহাঁদের সহিত দু'দণ্ড আলাপ রি, একবার চেষ্টাও করিলাম। কিন্তু মহাশয়" এই কথাটি বলিতে না বলিতে, দেখি াহার গাড়ী নক্ষত্রবেগে দু'রশি পথ চলিয়' ়াছে। সুতরাং হতাশ হইয়া দাঁড়াইয়া কেবল খিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে একটি যোগ ঘটিল। একটি স্ত্রীলোক একখানি ক্ষুদ্র াড়ীতে এক ঝুড়ি পাকা আম লইয়া বনের ক হইতে ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন। নুরোধ করিবামাত্র তিনি নিমেষের মধ্যে াড়ী থামাইলেন এবং সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন। অসময়ের গাছ পাকা আম দেখিয়া আমার একটু লোভ হইল। বলি- লাম "আমগুলি বেশ! ইহা বাজারে লইয়া যাইতেছেন কি?" তিনি জননীর ন্যায় মধুর বাক্যে বলিলেন "বাবা তুমি বোধ হয় এ দেশে নূতন আসিয়াছ। এখানে বাজার হাট, কেনা বেচা নাই। তুমি এই গুলি লইয়া যাও।" এই বলিয়া তিনি আমের ঝুড়িটি আমাকে দিতে আসিলেন। আমি কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলাম "না, না, সে কি? আমি লইব কেন?" তিনি বলিলেন "বাবা, তুমি কি আমার পর? আমার প্রতি যদি তোমার তিলমাত্রও কৃপা থাকে, ইহা গ্রহণ কর। তুমি খাইলেই আমি সুখী হইব।" তাঁহার জিদে (এবং লোভেও বটে) উহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম "এত পীড়াপীড়ি করিয়া দিল কেন?" কিঞ্চিৎপরে বলিলাম "ইহা কি আপনার বাগানের আম?" তিনি বলিলেন "হাঁ, এ বাগান আমারও বটে, তোমারও বটে। আজ এই আম তোমার জন্যই আনিতেছিলাম। তুমি লইলে, কৃতার্থ হইলাম।" এই বলিয়া তিনি মৃদু হাসিতে হাসিতে গাড়ী চালাইয়া দিলেন। আমের ঝোড়া লইয়া ভাবিতে লাগিলাম "এ মাগীটা নিশ্চয়ই পাগল, কি কতকগুলা এলোমেলো বকিয়া গেল।"

দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় এক জন মুচি, (যিনি নানাবিধ জুতা লইয়া কারখানা হইতে আসিতেছিলেন) বোধ হয় আমাকে বিপন্ন ভাবিয়া গাড়ী থামাইলেন এবং পরিচিত বন্ধুর ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাই, দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছ?" আমি তাঁহার সদয় সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইয়া বলিলাম "একটি

স্ত্রীলোক এই আমগুলি দিয়া আমাকে বলিলেন ইহা আমার জন্যই আনিতেছিলেন এবং আমি খাইলেই তিনি কৃতার্থ হইবেন। ইহার অর্থ কি?" মুচি মধুর হাসিয়া বলিলেন "তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। বলুন্ দেখি, কোন্ পরিবারের মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত ছোট ভাইকে না খাওয়াইয়া বড় ভাই ভগ্নিরা নিজে উদর পূর্ত্তি করিতে পারেন?" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমার সংশয় আরও বাড়িল, ভাবিলাম, আমি তো সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এই অপরিচিত স্থানে আসিয়াছি, ইহাঁদের কাহাকেও চিনি না, অথচ ইহাঁদের পরিবারভুক্ত হইলাম কিরূপে?—আমি যখন এইরূপ, ভাবিতেছিলাম, সেই সময়ে আমার পশ্চাতে একব্যক্তি অলক্ষ্যে গাড়ী থামাইয়া আমাকে দেখিতেছিলেন। তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া বোধ হইল। কারণ তাঁহার গাড়ীতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দেখিতে পাইলাম। দু'জনে চকোচোকি হইবামাত্র তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন "ভাই, তোমার গাড়ী কোথা? ঝুড়িটি তোমার বাটীতে পঁহুছিয়া দিব কি?" আমি তাঁহাকে নিজ পরিচয় দিয়া তাৎকালিক চিন্তার কারণ বলাতে তিনিও একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "ভাই, ইহারা ঠিকই বলিয়াছে। বৃক্ষের কোনও অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হইলে, অন্যান্য অঙ্গ,—শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পত্র, কাণ্ড, মূল প্রভৃতি সকল অঙ্গই, প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে কিসে ঐ ক্ষতিটি পূর্ণ হয়। কারণ, ঐ ক্ষতিপূরণের উপরই তাহাদের জীবন নির্ভর করে। বৃক্ষের এক অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সমস্ত বৃক্ষটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না কি?" এই বলিয়া আমার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দ্রুত গাড়ী চালাইয়া দিলেন। আমি ঘোর সমস্যায় পড়িলাম। ইহারা সকলেই হেঁয়ালীতে কথা কয়, কিছুই বুঝিতে পারি না। ভাবিলাম গুরুদেব আমাকে কোথায় আনিলেন? এরূপে আমায় একটা পাগলের দেশে ফেলিয়া কোথায় গেলেন? তিনি ভিন্ন এ সংশয় কে মিটাইবে? তিনি ভিন্ন আমার আর কে আছে?—এই ভাবিয়া তাঁহার জন্য প্রাণ কাঁদিল। অমনি অদূরে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম তিনি আমার দিকেই আসিতেছেন।

গুরুদেব নিকটে আসিলে, তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমুদায় বলিলাম। তিনি বলিলেন "বৎস, ইহাঁরা জগৎকে কি ভাবে দেখেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। মনে কর একটি বৃক্ষ আছে। তাহার নানা অংশ—শাখা, পল্লব, পত্র, পুষ্প, কাণ্ড প্রভৃতি। এই অংশগুলি প্রত্যেকে যাহা করে, সমস্তই সমগ্র বৃক্ষের কল্যাণের জন্য, নিজের জন্য নহে। মূল মাটি হইতে রস টানিয়া এবং পত্রপুষ্পাদি বায়ু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে না, কাণ্ডে প্রেরণ করে। আবার কাণ্ডও তাহাকে নিজের ভিতর রাখিয়া দেয় না, যে অংশে যতটুকু দরকার সেই অংশে ততটুকু পাঠাইয়া দেয়। কেন এরূপ করে জান? তাহারা সব এক—বৃক্ষ হইতে পৃথক নহে, বৃক্ষ হইতে পৃথক্‌ভাবে তাহাদের জীবনধারণ সম্ভব নহে। সমগ্র বৃক্ষের জীবনেই তাহাদের জীবন—মরণেই তাহাদের মরণ। আবার ধর একটি মানবদেহ। হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি কি কেবল নিজের জন্য কর্ম্ম করে? না সমগ্র দেহটির জন্য? দেহ না থাকিলে তাহারা বাঁচিতে পারে কি? দেহের কল্যাণেই তাহাদের কল্যাণ, দেহের নাশেই তাহাদের নাশ। এই বিশ্বসংসারও ইহাদের

চক্ষে ঠিক এইরূপ। ইহা একটি অখণ্ড পদার্থ—(One undivided whole) ভগবানের বিরাট দেহ—পৃথিবীর এক একটি জাতি। এই বিরাট দেহ-বৃক্ষের এক একটি শাখা প্রশাখা এবং এক একটি মানব এক একটি পত্র। পত্র যেরূপ বায়ু-লব্ধ খাদ্য (কার্‌বন্) নিজের দেহে সঞ্চিত না করিয়া কাণ্ডে প্রেরণ করে এবং কাণ্ড যেরূপ উহা বৃক্ষের সর্ব্বাংশে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া বৃক্ষটিকে সজীব রাখে, আমাদের জিহ্বা ভক্ষ্য-দ্রব্য নিজে ধরিয়া না রাখিয়া, উদরে পাঠাইয়া দেয় এবং উদর উহা সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত করিয়া দেহের পুষ্টি বর্দ্ধন করে; সেইরূপ এ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা কিছু উৎপাদন করে বা উপার্জ্জন করে বা নির্ম্মাণ করে বা চিন্তা করে, তাহা নিজের জন্য নহে—সমগ্র জগতের জন্য, তাহার এক কণাও নিজে রাখিয়া দেয় না, সমস্তই রাজ-ভাণ্ডারে অর্পণ করে; এবং এই রাজ-ভাণ্ডার সদাই উন্মুক্ত—অবারিত, যাহার যাহা ইচ্ছা, যতটুকু প্রয়োজন, সে তাহাই লইয়া যায়, সুতরাং সমগ্র দেশটি একটি বৃক্ষের ন্যায় বা একটি মানবদেহের ন্যায় পুষ্টি লাভ করে। একটি বৃক্ষের ন্যায় সমগ্র মানবজাতি বা জগৎ যে একটি দেহ (an organic body) সুতরাং জগতের (সমগ্রের) ইষ্টে বা অনিষ্টে জীবের (অংশের) ইষ্ট বা অনিষ্ট অনিবার্য্য,—এই একত্ব জ্ঞানটি (sense of unity) ইহাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক (instinctive) হইয়া গিয়াছে। এমন কি ইঁহাদের কৃষকপত্নী এবং চর্ম্মকারও সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত। সে তোমার জন্যই আম আনিয়াছিল ইহার অর্থ এখন বুঝিলে কি? শরীরের যে অঙ্গে অভাব থাকে, সেই অঙ্গেই রসের (খাদ্যের) প্রয়োজন। তোমার খাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল (অর্থাৎ অভাব হইয়াছিল) সুতরাং তোমাকে খাওয়াইলেই এই বিশ্বদেহের পুষ্টিসাধন হইবে ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। মুচিও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল। একটি ভাইকে (অঙ্গকে) ক্ষুধার্ত্ত রাখিয়া অপর ভাই (অঙ্গ) কখনও সুখী হইতে পারে না। আর বৈজ্ঞানিকও বিজ্ঞানের ভাষায় সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, গুরুদেব আবার বলিলেন "এই একত্ব ভাবটি স্বাভাবিক হওয়ায়, ইঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র "ত্যাগ,"—জগতের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থের বলিদান। এই ত্যাগে তাঁহাদের ক্লেশবোধ হয় না—পরম আনন্দ হয়; কারণ যাহার জন্য ত্যাগ সেই বস্তু বা ব্যক্তি তাঁহাদের পর নহে—অতিশয় আত্মীয়—প্রাণতুল্য প্রিয়। বাস্তবিক, এই জগতের সহিত তাঁহারা আমিত্ব মিশাইয়া দিয়াছেন, জগতই তাঁহাদের আমি সুতরাং জগতের সুখকেই আমার সুখ, জগতের দুঃখকেই আমার দুঃখ বলিয়া থাকেন। আমি বলিতে তাঁহারা ক্ষুদ্র দেহটিকে বা নিজ পরিবারকে বুঝেন না, সমগ্র জগৎকেই বুঝেন, সুতরাং একটি জীবের গায়ে অস্ত্রাঘাত করিলে, তাঁহাদের গাত্রেই আঘাত লাগে, একটি মানব অনাহারে থাকিলে তাঁহারাই অনাহার-ক্লেশ বোধ করেন।" আমি বলিলাম "এই যে সর্ব্বভূতেষু আত্মবৎ ভাব—এই যে প্রেম—এই যে দয়া—এই যে ত্যাগ—ইহা কিরূপে লাভ করা যায়? যুক্তি ও বিচারের দ্বারা কি ইহা পাওয়া যায়?" গুরু-

দেব গম্ভীরভাবে বলিলেন "নৈষা তর্কেণ মতি-রাপনেয়া ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"—যুক্তি-তর্কের দ্বারা ইহা পাওয়া যায় না। ইহা একান্ত ভগবৎ কৃপা-সাপেক্ষ। যিনি ভগবানের একান্ত শরণাগত, যিনি সেই পরম-পুরুষের অসীম করুণা ও বিরাট ত্যাগ অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া, ভক্তিগদ্গদচিত্তে তাঁহাতে তন্ময় হইয়া আছেন, তিনিই এই ভাব লাভ করেন। আমি বলিলাম "তবে কি ইহাঁরা সকলেই ভক্ত?" গুরুদেব বলিলেন "বৎস, সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর কেন? প্রত্যক্ষ কর। ইহাঁরা সকলেই পরম-ভক্ত। যে অপার কৃপাবশতঃ ভগবান তুরীয়ধাম ত্যাগপূর্ব্বক এই বিশ্বরূপ দেহ স্বীকার করিয়াছেন এবং অসংখ্য জীবকে সৃষ্টি করিয়া, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় বক্ষে ধারণপূর্ব্বক তাহাদের পালন ও উন্নতিবিধান করিতেছেন, যে অসীম প্রেম বশতঃ তিনি অতি ক্ষুদ্র—অতি সংকীর্ণ নরদেহ ধারণ পূর্ব্বক, মধ্যে মধ্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, জীবের জন্য কতই ক্লেশস্বীকার করি-তেছেন, যে করুণা-নিবন্ধন তিনি কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-পতি হইয়াও একটি ক্ষুদ্র কীটের দুঃখে কাতর, ভগবানের সেই প্রেম, সেই দয়া, সেই বিরাট ত্যাগের ছবি ইহাঁদের মানস-পটে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে—অন্তরে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। সেই ছবি এক মুহূর্ত্তও তাঁহাদের চিত্ত হইতে অপসৃত হয় না, তাঁহারা সেই ধ্যানে বিভোর হইয়া, সর্ব্বদাই ভগবানকে মনে মনে বলিতেছেন "হে বিশ্বনাথ। ধন্য তোমার প্রেম! ধন্য তোমার ত্যাগ! তুমি জীবোদ্ধাররূপ মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছ। তোমাকে নমস্কার। তবে প্রার্থনা এই যে অধমকে তোমার প্রেমের ও ত্যাগের এক কণামাত্রও দান কর। যেন এ দাস একটি জীবেরও অশ্রুজল মুছাইতে পারে—অন্ততঃ একটি ক্ষুধার্ত্তের মুখেও অন্ন দিতে পারে। প্রভো! যখন রাম অবতারে জীবোদ্ধার-কার্য্যে হনূমান্ সুগ্রীবাদি বড় বড় বীরের উপর বড় বড় কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছিলে, তখন কি ক্ষুদ্র কাষ্ঠবিড়ালও তোমাকে সেবা করিয়া কৃতার্থ হয় নাই? অতএব আমি নগণ্য কীটাণুকীট হইলেও তোমার সেবা হইতে বঞ্চিত হইব কেন? দয়া দাও, প্রেম দাও, ত্যাগ দাও, যেন মহাযজ্ঞে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারি।" বৎস, এই সুর তাঁহাদের হৃদয় যন্ত্রে সর্ব্বদাই বাজিতেছে—এই প্রার্থনায় তাঁহাদের হৃদয়-মন্দির নিরন্তর নিনাদিত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি উপায়ে এই অবস্থা লাভ হইতে পারে?" তিনি বলিলেন "সাধনা"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরি, B. A.

গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গ।

গুরুজনের প্রতি ব্যবহার।

বহুদিন পরে প্রিয়শিষ্যকে দেখিয়া গুরু বলিলেন, "বৎস, অনেক দিনের পরে তোমায় আবার দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। তুমি যে আমার কথামত, এতদিন কায়মনে পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছ, ইহাও অতি আনন্দের বিষয়। খুব সম্ভব এবার তুমি, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় কোনও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করিতেছি না। বিবাহিত অবস্থায় বিদ্যার্জন এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। একেবারে যে হয় না এমন বলিতেছি না, কিন্তু সেরূপ ঘটনা অতি বিরল। ছাত্রজীবন আর গার্হস্থ্য-জীবন দু'টি স্বতন্ত্র অবস্থা কি না? আমাদের চক্ষে উভয়ের একত্র সম্মিলন যেন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যাই হৌক তোমার পিতৃদেবের অভিপ্রায় কি? এল, এ, বি. এ, পড়াইবেন? না এই বেলা চাকুরী বাকুরী করিবার পরামর্শ দিতেছেন?"

শিষ্য বলিলেন "বাবার ইচ্ছা চাকুরী করা, তিনি বলেন 'আর কেন? ক্রমেই চাকুরীর বাজার যেরূপ হইতেছে, ললিত এই সময় হইতেই আমার সঙ্গে আফিসে চলুক।' মা আমায় এই কথা বলিলেন। আমি কিন্তু কিছুই বলি নাই। আমার ইচ্ছা যদি পাশ হই, তাহা হইলে অন্ততঃ এল, এ.-টা পড়ি।"

গুরু। যদি পাশ হইয়া এল, এ, পড় তাহাতে ফল কি? হয় ত উত্তীর্ণই হইতে পারিবে না। কেন জান?—যখন বিবাহিত হইয়াছ, তখন একটু একটু সংসার-চিন্তা যে না আসিয়াছে এমন নয়। বধূমাতার সামান্য সামান্য অভাব দূর করিবার জন্য তোমার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা তুমি নিশ্চয়ই পিতা মাতার কাছে চাহিতে পার না। কাজেই তোমার নিজের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া, তাঁহারা তোমাকে জলখাবার প্রভৃতির জন্য যে অর্থ দেন তাহা হইতেই ঐ অভাব দূর করিতে চেষ্টা কর। এই যে অর্থাভাব-জনিত চিন্তা এটা বড় সহজ শত্রু নয়। ইহা মানুষের হৃদয় অধিকার করিয়া, তাহাদিগকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলে। ছাত্রজীবনে সে চিন্তা উদয় হইলে, পাঠ স্মরণ রাখা দুঘট হইয়া পড়ে; কারণ পড়িবার সময়ে ঐ সকল চিন্তা মনকে বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া পাঠে যথোচিত মনঃসংযোগের অভাব ঘটে। এই জন্য আমিও বলি, বিদ্যালয়ে আর না গিয়া অর্থার্জনে যত্নবান হওয়াই উচিত। সংসারী লোকের ছাত্রজীবন বিড়ম্বনা বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাদের জ্ঞানার্জ্জন অসম্ভব এমন মনে করিও না। জ্ঞানস্পৃহা থাকিলে জ্ঞানার্জ্জন অতি সহজ ব্যাপার। যদি তুমি কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা স্বীকার কর, তাহা হইলে, এল, এ, বি. এ, পরীক্ষা দেওয়াও অসম্ভব নয়। যদি সে সুযোগ না ঘটে; তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এল, এ, বি, এ, পরীক্ষা দেওয়া, আর জ্ঞানার্জ্জন করা, দু'টি স্বতন্ত্র ব্যাপার। সনাতন ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইলে জ্ঞান অতি সুলভ পদার্থ। আর যদি জড়-বিজ্ঞানাদি শিখিবার স্পৃহা থাকে, তাহাও অসাধ্য নয়

তাই বলি, তোমার পিতার পরামর্শই ভাল। তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে, যদি তুমি উপার্জ্জনক্ষম হইতে পার, তবে সে তোমার পক্ষে সুবিধার বিষয়। তাঁহার অবর্ত্তমানে সংসার পরিচালনের জন্য অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। ইতিমধ্যে আমি তোমার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আজ তাঁহার এখানে আসিবার কথা আছে। তোমার পিতা বাটীতে আছেন কি?

ললিত। হাঁ আছেন।

গুরু। তবে চল, সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করা যাক্। কি বল?

ললিত। আপনার যেরূপ অভিরুচি।

গুরু। বৎস, মনঃক্ষুণ্ন হইও না। কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করা, নিশ্চয়ই জ্ঞানার্জ্জন নহে। যাহা পাঠ করিলে—যাহা শিক্ষা করিলে,—তাহা যদি প্রয়োজন সময়ে প্রয়োগ করিতে না পার, তবে ভারবাহী বলীবর্দ্দের ন্যায় স্বেচ্ছায় কতকগুলি গুরুভার স্কন্ধে করিবার প্রয়োজন কি? অধিকাংশস্থলেই দেখিতে পাই, আমাদের দেশের বিদ্যাশিক্ষা কেবল ভুলিবার জন্য। গণিত বল, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, বিদ্যালয় ছাড়িবার পর ক্রমে সমুদায় বিষয়ই কষ্টার্জ্জিত অন্নের সঙ্গে পরিপাক হইয়া যায়। তাই বলিলাম যে আমাদের দেশের বিদ্যাশিক্ষা ভুলিবার জন্য। এটা কি একটা বিড়ম্বনা নয়?"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে ললিতমোহনের শ্বশুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, ললিত ব্যস্ত সমস্ত লইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন।

নমস্কার প্রতিনমস্কারাদি যথারীতি শেষ হইলে, মহেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন "ভাই, অচ্যুতানন্দ, তুমি ত শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সর্ব্ব-সঙ্গ-বিনির্মুক্ত হইয়াছ, তবে পুণ্য তীর্থগুলির কোনওটিতে বাস না করিয়া এরূপ স্থানে রহিয়াছ কেন?"

অচ্যুতানন্দ। দাদা, এ কথা আমিও ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি। আমি যে সর্ব্ব-সঙ্গ-বিনির্মুক্ত তাহার কোনও প্রমাণ নাই, বিপরীত অবস্থার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু, আপনি যে নিরন্তর আত্মানন্দে বিভোর? তা সে কথা যাউক, এই যে বালকটি, একে আপনারা এত অল্পবয়সে সংসারী করিলেন কেন?

মহেন্দ্র। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল? আপনার চরণাশ্রয় করিবার জন্য যে এ বালক ব্যগ্র হইয়াছে, ইহাও তাহার কর্ম্মফল। এখন একে পথ দেখাইয়া লইয়া চলুন।

অচ্যুতানন্দ। এঁর পিতার ইচ্ছা ইনি এখন হইতে অর্থ-উপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। আপনি সে বিষয়ে কি পরামর্শ দেন?

মহেন্দ্র। বাবাজী যখন সংসারী হইয়াছেন তখন অর্থ-উপার্জ্জন করা চাই বই কি। কিন্তু পার্থিব ধনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যধন অর্জ্জনেও মন প্রাণ নিয়োগ করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমি আর অধিক কি বলিব। মানবের পক্ষে পিতামাতার আদেশ অবিচার্য্য!

অচ্যুতানন্দ। বিচার করিবার স্থল কি একেবারেই নাই। যদি তাঁহারা না বুঝিয়া অন্যায় আদেশ করেন?"

মহেন্দ্র। সেরূপ হওয়া অসম্ভব। আপাততঃ আমার চক্ষে অন্যায় বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু গুরুজনের যে ভ্রমপ্রমাদ হইতে

পারে এ কথা লঘুজনের মনে উদয় হওয়াও কর্ত্তব্য নয়। মনে করিতে হইবে তাঁহাদের জন্যই আমরা আছি।—আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী জনগণের নিকট এই কথার উদাহরণের অভাব নাই। ভগবদবতার পরশুরাম, পিতার আদেশে স্বীয় গর্ভধারিণীর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, বিমাতার বাক্যে স্বীয় প্রাপ্য রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া জটা-বল্কল ধারণ পূর্ব্বক অরণ্যাশ্রয় করিয়াছিলেন—এই সকল দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা শিখি, যে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের আদেশ বিনা বিচারে পালন করিতে হইবে। কেবল এক বিষয়ে তাঁহাদের মতের প্রতিকূল ব্যবহার করিবার বিধি শাস্ত্রে দেখা যায়। তাঁহারা যদি পরমার্থ সাধনের প্রতিকূল হন, কেবল তখনই তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াও সেই পরমগুরুর অনুগত হইতে হইবেক। ভক্তশিরোমণি প্রহ্লাদ, পিতা এবং গুরুগণের আদেশ উপেক্ষা করিয়া, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক যখন বুঝিতেছি শ্রীমান ললিত বাবাজীর জন্যই আপনার এ প্রশ্ন, তখন একটু বিস্তৃত ভাবেই এ কথা বলি। এ জগতে প্রেমই পরম পদার্থ! তিনি প্রেমময়!—তাঁহাকে পাইতে হইলে প্রেমের সাধনা চাই। তাহা কিরূপে করিতে হইবে সে কথা আপনি, বাবাজিকে বুঝাইবেন—কারণ অধিকারী ব্যতীত অন্যকে সে কথা বলা নিষিদ্ধ। বাবাজীর আজিও তাহাতে অধিকার হয় নাই। বাবাজীর মনে এক অপূর্ব্বচিন্তা স্রোত চলিতেছে। আমি তাঁহাকে প্রেম-সাধনার অনধিকারী বলিয়াছি বলিয়া তিনি দুঃখিত হইতেছেন। কিন্তু তিনি প্রেম বলিতে যাহা বুঝেন—প্রেম যদি তাহাই হইত তাহা হইলে আমি তাঁহার সমক্ষে সে কথা উচ্চারণও করিতে পারিতাম না। প্রেম মহামন্ত্র—প্রেম নিষ্কাম কর্ম্মের নামান্তর। প্রেম ভগবানে আত্মসমর্পণ—প্রেমের চরমাবস্থাই অদ্বৈত ভাব। ও কথা এখন থাক্। যদি কখনও আপনি দেখেন যে বাবাজীর সে পরম পদার্থ লাভ করিবার অধিকার হইয়াছে তাহা হইলে, যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করিবেন। সেই প্রেম সাধনার প্রথম সোপান.—বিনা বিচারে গুরুজনের আজ্ঞা পালন।—আজ কাল বিদ্যালয়ে যে ড্রিল শিখান হয়, তাহা ঐ প্রথম সোপানে আরোহণের একটি ক্ষুদ্র আয়োজন।—আমাদের শাস্ত্রকারগণ গুরুগণকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করিতে বলিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন—আচার্য্যই পরমাত্মা—পিতা হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি, মাতা ধরণী। ভ্রাতা নিজেরই অপরস্বরূপ।* অন্যত্র বলিয়াছেন দশ জন উপাধ্যায় হইতে আচার্য্য গৌরবযুক্ত, এক শত আচার্য্য অপেক্ষা পিতা माননীয় এবং পিতা অপেক্ষা জননী সহস্রগুণে মাননীয়া।† এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এখন বাবাজী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে আচার্য্য আর উপাধ্যায় শব্দের পার্থক্য কি? সুতরাং

* আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ।

† উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৃন্মাতা গৌরবেনাতিরিচ্যতে।

সে কথা ব'লে দেওয়া উচিত। যিনি শিষ্যের উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া কল্প ও রহস্য সমেত বেদ অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন তিনিই আচার্য্য পদ বাচ্য।* বেদের এক দেশ বা বেদাঙ্গ সমূহের কোনটি, যিনি জীবিকার জন্য শিক্ষা দিয়া থাকেন তিনিই উপাধ্যায়।† যিনি জন্মদান বা অন্নদান করেন তিনি পিতা (গুরু)।‡ আচার্য্য, পিতা, মাতা, অগ্রজভ্রাতা, ইহাঁরা উৎপীড়ন করিলেও, ইহাঁদিগের অপমান করিবে না। অজ্ঞানীলোকে যদিও ক'রে কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির (ব্রাহ্মণের) এরূপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।§ ভাবিয়া দেখ দেখি এই পিতা মাতা আমাদের উৎপত্তির সময় হইতে কতই কষ্ট সহ্য করিতেছেন। তাঁহাদের এই যে ঋণ একি অনন্ত জীবনেও কেহ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবে? অতএব বৎস, এই সমুদয় গুরুগণের নিরন্তর শুশ্রূষা করা ও তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।¶ ইহাদ্বারাই সর্ব্ববিধ তপস্যার ফল লব্ধ হইয়া থাকে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে একটি উপাখ্যান আছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর—"কোনও দেশে তপোদেব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কৃতবোধ, পিতা মাতার বিনা অনুমতিতে তপস্যায় গমন করেন। তিনি, অনেক কঠোর তপস্যার পর সিদ্ধিলাভ হইলে, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া, পর্য্যটন ব্রত অবলম্বন করিলেন। একদা এক বক আকাশে বিচরণ করিতে করিতে দৈবাৎ তাঁহার মস্তকে পুরীষ ত্যাগ করে। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে ভস্ম হইয়া যায়। অনন্তর তিনি সরস্বতীতে স্নান করিয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। সেই সময়ে গৃহস্বামী নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহার

* উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
স-কল্পং স-রহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥

† একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থং উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥

‡ নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে ॥

§ আচার্য্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ।
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥

|| যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥

¶ তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে ॥
তেষাং ত্রয়ানাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে।
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ ॥
ত এব হি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমা।
ত এব হি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তা স্ত্রয়োগ্নয়ঃ ॥
পিতা বৈ গার্হপত্যোঽগ্নির্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী ॥"

একমাত্র পুত্র, পিতার পদসেবা করিতেছিলেন। কৃতবোধ, "আমি অতিথি" বলিয়া দ্বারে উপস্থিত হইলেও সেই ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার অভ্যর্থনাদি কিছুই করিলেন না। তদ্দর্শনে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমি অতিথি, তথাপি তুমি আমার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে না, অতএব আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব।" ব্রাহ্মণতনয় বলিলেন "তাপসশ্রেষ্ঠ, আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। ভাবিয়া দেখুন এ গৃহ আমার নহে, এবং আমিও গৃহস্থ নহি। গৃহস্বামী আমার পিতৃদেব, এখন নিদ্রিত। তাঁহার অনুমতি পাইলেই আমি যথাশক্তি আপনার পরিচর্য্যা করিব। একটু অপেক্ষা করুন, আমাকে আমার কর্ত্তব্য সাধনে বাধা দিবেন না। আপনার অভিশাপে আমার কিছুই হইতে পারে না, কারণ আমি বক নই যে কোপ দৃষ্টিতে ভস্ম করিবেন। সে অজ্ঞানতঃ অপরাধ করিয়াছিল তাই তাঁরে ভস্ম করিতে পারিয়াছিলেন, আমার কোনও অপরাধ নাই সুতরাং আপনার কোপ দৃষ্টিতে আমার ভস্ম হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃতবোধ আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন "আমি যে বককে ভস্ম করিয়াছি তোমায় কে বলিল?" ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন "আপনি বারাণসীতে তুলাধার ব্যাধের নিকট গমন করিলে, তিনিই আপনাকে এ কথার উত্তর দিবেন। আপাততঃ একটু অপেক্ষা করুন। পিতৃদেবের নিদ্রাভঙ্গের সময় হইয়াছে। তিনি জাগ্রত হইলে আপনার যথোচিত সংকার করিবেন সন্দেহ নাই। কৃতবোধ অপেক্ষা করিলেন। পরে সেই ব্রাহ্মণগৃহে সেবা গ্রহণ পূর্ব্বক বারাণসী ধামে গমন করিলেন। বারাণসী ধামে তুলাধার মাংস বিক্রয়ে নিযুক্ত; এমন সময় কৃতবোধ সেইস্থানে উপনীত হইলেন। ব্যাধ তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া নিজ কার্য্যে পূর্ব্বাহ্ণ অতিবাহিত করিলেন। মাংস-বিক্রয়-কার্য্য সে দিনের মত শেষ হইলে, ব্যাধ কৃতবোধকে সঙ্গে লইয়া আপনাদের বাটিতে উপনীত হইলেন, এবং বলিলেন "ব্রাহ্মণ, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এই গৃহস্বামী আমার পিতৃদেবের অনুমতি লইয়া, আপনার সেবার সুব্যবস্থা করিতেছি। এই বলিয়া বাটির মধ্যে গমন পূর্ব্বক পিতাকে অতিথির আগমন সম্বাদ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার আদেশে অতিথিকে আসন এবং পদধৌত করিবার জল প্রদানপূর্ব্বক পিতৃমাতৃসেবায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের সেবা সম্পন্ন হইলে, একান্তে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথোপকথন-প্রসঙ্গে বলিলেন "পিতৃমাতৃসেবারূপ তপস্যার ফলে আমার এবং সেই ব্রাহ্মণকুমারের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। পরমযোগিগণ কঠোর সাধনা দ্বারা যে সমুদায় শক্তি লাভ করেন, আমাদের নিকট সে সকল শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বোধ হয়। শক্তিগণ স্বেচ্ছায় আমাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা তাহাদের কোনও প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। দ্বিজবর, আপনার পিতা মাতা গৃহে কাতর হইয়া রোদন করিতেছেন আর আপনি তপস্যাদ্বারা অলৌকিক শক্তি লাভের জন্য ব্যস্ত। শক্তিতে কি হইবে? উহারা স্বর্গগমনেরও অন্তরায়। কিন্তু পিতামাতার আশীর্ব্বাদ মানবকে অনায়াসে সেই পরমপদ প্রদান করিয়া থাকে।" ব্যাধের সেই বাক্যে কৃতবোধ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃমাতৃসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতাদিতে জাজলি প্রভৃতির উপাখ্যানেও

এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, যে 'পিতৃমাতৃসেবা-দ্বারা এ সকল শক্তি আসে কোথা হইতে?' পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া সেবা করা কম সাধনা মনে করিও না। বস্তুতই গুরুগণ যে এ মর্ত্তাধামে জীবন্ত দেবতা সে পক্ষে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।"

তাই বলিতেছেন—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ গুরুং।"

সুতরাং গুরুগণকে নিঃসংশয়ে ভগবদ্বোধে পূজা করিতে পার।

অচ্যুতানন্দ। দাদা, পিতা মাতা এবং অন্যান্য গুরুজন যে সাক্ষাৎ ভগবদবতার সেই সম্বন্ধে প্রমাণ দিয়ে ললিতকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন। কেন না এরা ইংরাজীপড়া পণ্ডিত। সকল বিষয়ে তর্ক যুক্তি চায়।

মহেন্দ্র। আপাততঃ চল, বৈবাহিক মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিগে; তার পর সে সব কথা আলোচনা করা যাবে।

তখন তিন জনে ললিতমোহনদের বাটির দিকে চলিলেন।

কোকিলের প্রথম ডাক।

কোকিলের আদি-কুহরণ প্রকৃতির প্রথম চুম্বন!
দীর্ঘ এক বর্ষ পরে পরাণ কেমন ক'রে
উঠি'ছে আবার,—
মাতাইয়া দশ দিক, কোথায় দিতেছে পিক
মধুর ঝঙ্কার!
শিহরি' উঠি'ছে কায়, হৃদয় যে কিবা চায়,
কি খোঁজে নয়ন,—
হারাণ-দেশের কথা, বুকভরা আকুলতা,
করি'ছে পীড়ন!
কোকিলের আদি-কুহরণ প্রকৃতির প্রথম চুম্বন!

কোকিলের নব আলাপন জগতের শুভ জাগরণ!
বনে বনে ফুটে কলি, পরিমলে লুব্ধ অলি,
পাগল মলয়,—
ঘরে ঘরে মহোৎসব, আনন্দের কলরব,
প্রসন্ন হৃদয়!
এ বিশ্বের হাসি-মুখ, প্রীতিফুল্ল কোটি বুক
শাশ্বত যেমন,—
রোদন কথার কথা, স্বপনে লুকান ব্যথা
অলীক মরণ!
কোকিলের নব আলাপন জগতের শুভ জাগরণ!

পিপাসার সুধা-পারাবার
কোকিলের প্রথম ঝঙ্কার!
শূন্য ঘরে এত তাপ— দেবতার অভিশাপ—
বুঝি নাই আগে,—
সব সাধ ভালবাসা কা'র যেন রাখে আশা
নব অনুরাগে!
জীবনের প্রতি কণা, মাগে যেন আর জনা
অতি আপনার,—
সর্ব্বস্ব বিলা'য়ে যা'রে নিয়ত রচিতে পারে
পূজা উপচার!
পিপাসার সুধা-পারাবার
কোকিলের প্রথম ঝঙ্কার!

হে কানাই, হে মোর কোকিল!
কেড়ে নিলে নিখিল অখিল!
কি সুরে যে বাঁশী সাধা ডাকে শুধু 'রাধা' 'রাধা'
বাধা যায় ভাসি'—
ভবন গহন বন, বন গৃহ সুশোভন,
দেব-বিভারাশি!
আর ত পারি না আমি, একাকী রহিতে স্বামি,
যুগ হেন তিল,—
ত্যজি' লাজ ভয় মান, এনেছি আপনা-দান,
তুমি এসে মিল!
হে কানাই, হে মোর কোকিল!
কেড়ে নিলে নিখিল অখিল!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

প্রেমময় দাদা পাগল হরনাথের পত্র।

(কোন ধর্ম্মপিপাসু যুবকের উদ্দেশে লিখিত।)

প্রিয়তম !

তোমার পত্র খানিই তোমার প্রকৃত পরিচয় দিতেছে। কৃষ্ণ তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করিবেন। তবে কানার স্কন্ধে চড়িয়া পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন আশা, দুরাশা ও বিপদের কথা, তাই বলি এ আশা ছাড়, আমাকে বরং তোমাদের সঙ্গী ক'রে লও যে তোমাদের সঙ্গে আমিও চ'লে যাই। আমার মত অন্ধ পঙ্গু আর দু'টী নাই; লোকে যাই মনে করুক, আমি নিজেকে যত ভাল ক'রে জানি, অন্যে তাহা কোন রকমেই জানিতে পারে না; জানিতে পারিবার উপায়ও নাই; অতএব আমার সম্বন্ধে আমি যা বলি, ঠিক জানিও। তোমায় উপদেশ দিতেছি—"**নাম** কর"। নাম করা অপেক্ষা মহযজ্ঞ, মহা তপস্যা, প্রধান ব্রহ্মচর্য্য আর কিছুই নাই; সকল দিকে দৃষ্টিশূন্য হইয়া খেতে, শুতে, জাগিতে, ঘুমাতে মধুমাখা কৃষ্ণ নামটী কর। নাম ক'রতে আসন, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ভূতশুদ্ধি কিছুই করিতে হয় না। গঙ্গাজল যেমন কোন মন্ত্রেই শুদ্ধ করিতে হয় না, নিত্যশুদ্ধ **নাম** তা অপেক্ষাও শুদ্ধতর। গঙ্গার এ পবিত্রতা বিষ্ণুপাদস্পর্শ জন্য, নাম যে গঙ্গা অপেক্ষাও অধিকতর পবিত্র সে সম্বন্ধে আর বিচার নাই। অতএব সকল ছেড়ে নামে ডুবে থাক। নামই তোমাকে প্রকৃত পথ দেখাইবেন, কাহারও সাহায্য লইতে হবে না। নাম, অন্ধকারের আলো; অন্ধকারের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পথ আলোর সাহায্যেই পবিত্রভাবে দেখিতে পাইবে। অতএব নাম কর, নাম করিবার কোন প্রথা বা কোন খাস প্রণালী নাই; যেমন তেমন ভাবে নাম লও, আর যারা নাম লইতেছে, তাদের সঙ্গ কর, কৃতার্থ হইবে। দুটীতে একটী হ'য়ে নাম লইতে থাক। পুত্র কন্যাকে ভ্রান্তির ধ্বজা মনে করিও। সে ধ্বজা পাইবার জন্য লালায়িত হইও না; এ দিল্লিকা লাড্ডু, না খাওয়াই ভাল; যে খাইয়াছে সে জনমের মত পস্তাইতেছে অতএব এর জন্য এর দোর তার দোর ক'রে বেড়াইও না। একটী ছিলে, দুটী হ'য়েছ; আর বিস্তীর্ণ হ'বার আশা রাখিও না। এখন দুটীতে একটী হও আর ভাবের দেহ পাইয়া ব্রজের ধামে চ'লে যাও। দুটীতে একটী না হ'লে সেখানে যেতে পারবে না, গেলেও সুখ হ'বে না। শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতির মধ্যে মধুরই প্রকৃত মধুর, অতএব তাই আস্বাদনের চেষ্টা ও ইচ্ছা রাখ। আমার বর্ষা এমনই ব'য়ে গেছে, এখন পৌষে আল বাঁধিলে আর কি হ'বে? এখন সেই চণ্ডীদাসের কথাই আমার প্রকৃত অবস্থা হ'য়েছে—

> "সংসার শুকাল, মাণিক লুকাল,
> অভাগা করম দোষে"

আমারও সকল শুকাইয়াছে, এখন হতাশ হ'য়ে কাঁদিতে ব'সেছি; আমাকে দেখিয়া তোমরা সাবধান হও, কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষা কণ্ঠহার কর—

> "নারীর যৌবন ধন, যৈছে কৃষ্ণ করে মন,
> সে যৌবন দিন দুই চারি"

এই কৃষ্ণ ভজনের সময় জানিয়া, এখন হইতে অগ্রসর হইতে থাক, অচিরে কৃষ্ণ-কৃপা পাইয়া পরম কৃতার্থ হইবে। কৃষ্ণ-প্রেমে নিজেও

ভাসিবে জগৎকেও ভাসাইবে। এ সকলেরই মূল ও বীজ কৃষ্ণ নামটীকেই জানিয়া নামের আশ্রয় গ্রহণ কর। কৃষ্ণ জীবন রাখিলে অবশ্যই সোনামুখীতে দেখা হ'বে।

তোমারই হরনাথ—

[পরম দয়াল প্রেমময় দাদা শ্রীল হরনাথ ঠাকুরের পবিত্র নাম "গৃহস্থ" পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। এ দীনের প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ—এবং বিশেষ কৃপা। তাঁহার উপদেশপূর্ণ, সুমধুর ভাবোচ্ছ্বাসময় অনেকগুলি পত্র আমার নিকট আছে; সে সকল, এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তকে অথবা শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। কোন কোন লিপি "গৃহস্থে"র প্রিয় পাঠক মহোদয়গণকে উপহার দিবার মানস করিয়াছি। অদ্য একখানি পত্র প্রকাশিত হইল। আস্বাদনে তৃপ্তিলাভ করুন। দীন—শ্রীরসিকলাল দে।]

পাগল।

প্রথম দিনের তৃতীয়াংশ।

তিনি চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করে, নিশ্চল হ'য়ে ব'সে অতি মধুর স্বরে পাঠ করতে লাগ্‌লেন আমি সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি দেখে পড়্‌তে লাগ্‌লাম। সংস্কৃত শ্লোকের এমন সুন্দর আবৃত্তি আমার জীবনে কখনও শুনি নাই। আমার প্রাণ মন একেবারে মোহিত হোলো। প্রত্যেক পদের আবৃত্তির সঙ্গে—ভিতরে কি বাহিরে ঠিক বল্‌তে পারি না—একটি তরঙ্গ উত্থিত হ'য়ে দিগন্ত পবিত্র করতে লাগ্‌লো—আমার প্রাণের লৌকিক বাসনারাশি বুঝি সে তরঙ্গে কোথায় ভাসিয়া গেল—*

পাঠ শেষ হইলে, আমার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করতে লাগ্‌লো। আমি তাঁর চরণতলে লুটিয়ে পড়্‌লাম।

তিনি গম্ভীর স্বরে বল্লেন 'ওঁ'

আমি এক দৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি আর ভাবচি এ জীবনে আর পাবার কি আছে—সম্পদ—তুচ্ছ!—শাকান্নেও উদর পূর্ত্তি হয়!—

তিনি বল্লেন 'পাগল হয়ো না—এ সংসারে সম্পদও চাই বিপদও চাই—সুখও চাই দুঃখও চাই—যতদিন সর্ব্বতত্ত্বাতীত কোনও অপূর্ব্ব তত্ত্ব না পাও তত দিন চাই না বল্‌তে পার না।—জীব মাত্রেই সুখ চায় তুমিও চাও—আমিও চাই—অনন্ত কাল ধ'রে অনন্ত জগতে অনন্ত জীব আস্‌চে যাচ্চে—সকলেই সুখের জন্য লালায়িত—কিন্তু সুখের স্বরূপ বুঝতে না পেরে—তারা শত শত কল্পিত সুখের সৃষ্টি ক'রচে—যা সুখ নয় তা'রেই সুখ ব'লে আলিঙ্গন ক'রে—অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল পান ক'রচে—মরীচিকায় ভ্রান্ত হয়ে জল ভ্রমে বালুকারাশির দিকে ছুটে যাচ্চে। কিন্তু

* লেখক মহাশয় এই খানে সমগ্র ঈশোপনিষৎ খানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন প্রবন্ধ মধ্যে তাঁহার গুরুদত্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মন্ত্র লিখিত আছে, তখন আবার স্বতন্ত্র ভাবে এখানে গ্রন্থ খানি দিলাম না। আমরা ঈশোপনিষদের কয়েক খানি আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছি। উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রাপ্তির জন্য কোনও মহাপুরুষের উপাসনা করিতেছি। উক্ত উপনিষদের প্রেমানন্দ প্রণীত পদ্যানুবাদও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইচ্ছা আছে অচিরে গৃহস্থে ব্রহ্মানন্দ কৃত রহস্য ও ঐ অনুবাদ এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যার সহিত সেই উপনিষৎ খানি স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ হইব।—(গৃহস্থ-সম্পাদক)

বাবা শাস্ত্র পথ ছেড়ে আর কোথাও সুখ পাবে না। মনে পড়ে কি ভগবদুক্তি—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারত।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥"

আমি বল্লাম "আমি মূর্খ"। "বর্ণজ্ঞান হীন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। আমি শাস্ত্রের কি জানি যে শাস্ত্রানুসারে সুখান্বেষণ করবো?

তিনি বল্লেন "শ্রীগুরু চরণাশ্রয় ক'রে তাঁরি আদেশ মত কাজ করলেই শাস্ত্রানুসারে কাজ করা হয় তাতেই সুখ! শাস্ত্র অনন্ত। কিন্তু শাস্ত্রের মূল এক। সেই মূল আশ্রয় করলেই সেই অনন্ত শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট কল্পতরুর সুমধুর ফল আস্বাদন করে তৃপ্ত হতে পারা যায়। গীতা আর ভাগবত এতদিন তোমার আশ্রয় ছিল, আজ হ'তে এই শ্রুতি-টিও তোমার আশ্রয় হোক। এ গ্রন্থত্রয় একই পদার্থ। সর্ব্বোপনিষদের সার শ্রীগীতা আর সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারতও গীতার বিস্তৃত-তম ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু সে বড় দুরধিগম্য।

আমি বল্লাম "আমার পক্ষে সবই দুরধি-গম্য, আপাততঃ কৃপা করে উপনিষদ্‌টি বুঝিয়ে দিন্। শুধু শুনে কি করবো?"

তিনি বল্লেন "যদিও শুধু শুনে বা পড়ে কিছু হয় না তথাপি পড়াও চাই শোনাও চাই।—পড়া শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনেও রাখ্‌তে হবে। তার পর সাধন দ্বারা যখন প্রত্যক্ষ হ'য়ে যাবে তখনই বোঝা হ'বে। তা'র আগে যে বোঝা সে কেবল বোঝা বওয়া বই আর কিছুই নয়। শুনে বোঝাও শ্রবণ বই দর্শন নয়। শ্রবণ আর দর্শনের মাঝে আরও কয়েক ধাপ আছে।"

এই কথা ব'লে খানিক ক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। তারপর বল্লেন "আচ্ছা চক্ষু বুঝোও, দেখ কি দেখ্‌তে পাও, কি শুন্‌তে পাও।"

আমি চক্ষু মুদ্রিত করলাম তিনি আমার মস্তকে হস্তার্পণ করলেন, বল্‌লেন "কূটস্থে লক্ষ্য রাখ্‌তে যত্ন কর, ধীরে ধীরে প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণ চলুক, মনে থেকে ভাবনা দূর কর।"

একটু পরে আমার বোধ হ'তে লাগ্‌লো যেন আমার শরীরের মধ্যে একটা তরঙ্গ উত্থিত হ'য়েছে—সে তরঙ্গ ক্রমে কুণ্ডলিত হ'য়ে দূরে—অতি দূরে—শূন্যে—আকাশের এক প্রান্তে চলে গেল। অনন্ত আকাশ আমার সম্মুখে।—দূরে—সেই সুনীল আকাশের মাঝে একটি ক্ষুদ্র শ্বেত বিন্দু। সেই বিন্দুতে সেই কুণ্ডলিত তরঙ্গ মিলিত হ'তে লাগ্‌লো। ক্রমে নানা প্রকার শব্দ শ্রুতি গোচর হ'তে লাগ্‌লো—সঙ্গে সঙ্গে সেই বিন্দুটিও বর্দ্ধিত হ'তে লাগ্‌লো। অল্প ক্ষণ পরে সেই ক্ষুদ্র বিন্দুটি একটি উজ্জ্বল তারার ন্যায় হ'লো।—আরো একটু পরে দেখ্‌লাম সেই তারার মধ্যে একটি গভীর নীল বর্ত্তুলাংশ মধ্যে এই রূপ

একটি প্রণব মূর্ত্তি। সেই কেন্দ্র হ'তে গম্ভীর প্রণব ধ্বনি নিঃসৃত হ'য়ে দিগন্তে ধাবিত হ'চ্ছে। আর সেই সঙ্গে সেই জ্যোতি হ'তে অনন্ত স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হ'য়ে সেই রূপ অনন্ত প্রণবমূর্ত্তি ধারণ ক'রে অনন্ত আকাশের দিগ্‌-দিগন্তে চ'লে যাচ্ছে। এমন সময়ে আমার কর্ণে গেল—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং
পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়
পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ

আমার চেতনা হ'লো—সে সুন্দর দৃশ্য—সে আনন্দময় সুমধুর ব্যাপার অদৃশ্য হ'লো—কিন্তু সে সুমধুর ধ্বনিটি চ'লে যায় নি। কানে কি প্রাণে কোথায় কে জানে আজও বাজ্‌তেছে।

তিনি বল্‌লেন "ঐ শব্দে লক্ষ্য রেখো—ঐ শব্দই তাঁর নাম!—নাম আর নামী অভেদ। শান্তি পাঠ অধিগত হ'লো কি?

আমি কিছুই বল্‌তে পারলাম না—আনন্দে আমার প্রাণ বিভোর! বাক্য মুখে এলো না!

তিনি বল্লেন "এই যে আনন্দ উপভোগ করচো ইহা শান্তি পাঠের ফল! এইই সুখ—মরীচিকা-ভ্রান্ত জীব এই অবস্থায় আসিলেই সুখ পায়!

তোমার শান্তি পাঠ শিক্ষা হ'লো—অদ্যাবধি তুমি যদি শান্তিলাভে ইচ্ছা কর তবে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ো না। হৃদয়ে চির শান্তি বিরাজ ক'রবে। যত্ন কর—সংসারে কাজ অনন্ত—সেই অনন্ত কাজের মধ্যে নামে নামীকে এবং নামীকে নামে দেখ্‌তে থাকো। এইবার মন্ত্রটি বোঝবার জন্য যত্ন কর। ওই মন্ত্রটির পদ গুলি পৃথক পৃথক করলে হয়—

পূর্ণং অদঃ পূর্ণং ইদং পূর্ণাৎ পূর্ণং উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণং আদায় পূর্ণং এব অবশিষ্যতে।

অদঃ পূর্ণং অর্থাৎ ঐ যে নামী উনি পূর্ণ। পূর্ণ বলি কা'রে?—না যার সর্ব্বাবয়বের কিছুরই বিচ্যুতি বা বিকৃতি ঘটে নি। তা'ত প্রত্যক্ষই দেখ্‌লে, তবু বলি সর্ব্বাবয়ব কি জান—জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; এ কথা সমগ্র উপনিষদটি বোঝা হ'লে পরিষ্কার রূপে বুঝ্‌তে পার্‌বে। তারপর ইদং পূর্ণং অর্থাৎ এই যে নাম যা' এই মাত্র প্রত্যক্ষ ক'রে শ্রবণ কর্‌লে,—কর্‌চো—করবে—এও পূর্ণ—সর্ব্বাবয়ব যুক্ত—সুতরাং পূর্ণাৎ পূর্ণং উদচ্যতে ঐ পূর্ণ হ'তে এই পূর্ণ প্রাদুর্ভূত হ'চ্চে। এ রহস্যও তুমি এখনি প্রত্যক্ষ কর্‌লে।—তুমি মনে কর্‌চো ভাল বুঝ্‌তে পার্‌চো না, আমি মনে কর্‌চি যত দূর বোঝাবার বোঝালাম—ব্যাপারটা কি জান—ঐ নাম আর নামী—অবাঙ্‌মনসগোচর—বাক্য এবং মনের অতীত—কাজেই আমি বাক্যের দ্বারা বল্‌তে পার্‌চি নি, যাও বা পার্‌চি তাও তোমার মন ধর্‌তে পার্‌চে না—ভাল আর একবার বলি শোনো—

একবার তোমার পাঠ্য শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা স্মরণ ক'র—অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি পুরুষ, জ্ঞান জ্ঞেয়, কি? ভগবান বল্লেন—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে,
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহু ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।"

অর্থাৎ শরীর হ'চ্চেন ক্ষেত্র। আর এই ক্ষেত্রের স্বরূপ যিনি বুঝেছেন তিনিই হ'চ্চেন ক্ষেত্রজ্ঞ। তারপর বল্লেন—

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু ভারত।"

অর্থাৎ সর্ব্বক্ষেত্রে আমি ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে আছি! অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ অবস্থাই অদ্বৈত-তত্ত্বে অবস্থিতি।—কথাটা ভাল বুঝ্‌তে পারলে না, নয়?—আচ্ছা, ধারণা কর্‌তে যত্ন কর ব্রহ্মাণ্ডে যত শরীর আছে সব শরীরের

—দৃশ্যাদৃশ্য, স্থূলসূক্ষ্মাদি সর্ব্ববিধ শরীরের সমষ্টি হ'চ্ছেন বিরাট। তাঁরে সমগ্র ভাবে বুঝ্‌তে হ'লে আগে অংশতঃ বুঝ্‌তে হ'বে। কেমন ক'রে জান্‌বে?—যেমন অপার সাগরের একবিন্দু জলের পরীক্ষা কর্‌লে, সেই অনন্তজলরাশির স্বরূপ বুঝতে পারা যায়, তেমনি কোনও একটা শরীরের একাংশ পরীক্ষা কর্‌লে, বিরাটের স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ হ'য়ে যাবে। তারপর সাধনবলে যখন বিরাট শরীরের তত্ত্ব বুঝ্‌বে তখনই ক্ষেত্রজ্ঞ হ'য়ে যা'বে। আচ্ছা দেখ দেখি আমার শরীরের এই জায়গাটা। এই কথা ব'লে তিনি নিজের হৃদয়ের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ কর্‌লেন। আমি সেইদিকে চেয়ে দেখ্‌লাম—

দেখ্‌লাম তাঁ'র হৃদয়ে সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী প্রণব! তা'র মাঝে তিনিই ধ্যান-স্তিমিত লোচনে ব'সে আছেন—হৃদয়স্থিত তাঁর সেই মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়—

শুনলাম আমার হৃদয়ের মধ্যে কে যেন বলতেছে—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াং।
তমক্রতু পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥"

এই মন্ত্রটি আগে কখনও শুনি নি—তবে প্রথম চরণটি অনেক বার শুনেছিলাম বটে। জানি না এ মন্ত্রের কর্ত্তা কে? বোধ হয় সেইই আমার হৃদয় হ'তে এ কথা আমায় শোনালে—নইলে এ শোনায় এত শক্তি কেন?—এক-বার ধ্বনিত হ'য়ে প্রাণে যেন গেঁথে গেল। যেন মনে হ'চ্ছে ঐ মন্ত্রটি উজ্জল জ্যোতির্ম্ময় বর্ণে ব্রহ্মাণ্ডের চারিধারে লেখা র'য়েছে। আমি মনে মনে বল্লাম ঠাকুর, তুমিই তবে অণোর-ণীয়ান্ তুমিই আবার মহতোমহীয়ান—এই কথা মনে হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁ'র হৃদয়স্থ সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হ'য়ে—তাঁ'র সেই স্থূল দেহটি অতিক্রম ক'রে উর্দ্ধে চল্‌তে লাগ্‌লো। সেই দেহের—সেই বৰ্দ্ধিত দেহের—গুরুদেবের সেই বিরাট দেহের প্রতিলোম-কূপে—জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী প্রণব—প্রণবের সর্ব্বাবয়ব অনন্ত পূর্ণমূর্ত্তি দ্বারা গঠিত—সে মূর্ত্তি গুলি অণোরণীয়ান শ্রীগুরুমূর্ত্তি—প্রত্যেক মূর্ত্তির মধ্যে একটি পুরুষ আর একটি নারী পরস্পরের কণ্ঠ আলিঙ্গন ক'রে দাঁড়িয়ে, তা'র চারিধারে সেই পুরুষই আর আটটি দেহে আটটি নারীর কণ্ঠ আলিঙ্গন ক'রে মাঝের যুগলটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন—আবার হৃদয় মধ্যে ধ্বনিত হ'লো—

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।"

যে দিকে চাই সেই দিকেই তাই—বল্লাম পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। মনে পড়্‌লো—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

হরি হরি—এই কি তাই—আবার মনে হ'লো—

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥"

তবে ত এইই তাই—আর একবার শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শূন্যে যেমন দেখেছিলাম, এখন তাঁ'র দেহেও তাই দেখ্‌লাম। বুঝ্‌-লাম প্রণব তিনি, প্রণব তাঁ'র নাম, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রণব হ'তে উৎপন্ন; প্রণব পূর্ণ। অনন্তই প্রণব, অনন্তের প্রত্যেক পরমাণুও প্রণব। বুঝ্‌লাম নয়টি নারীমূর্ত্তি তাঁর পরা আর অপরা প্রকৃতি। নয়টি পুরুষ মূর্ত্তি

তিনিই। বিশাল প্রণবরূপে প্রকাশিত বিশ্বের যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই মহারাস নৃত্য যত দূর দৃষ্টি চলে চেয়ে দেখ্‌লাম কেবল একটি যুগলের চারিদিকে আটটি যুগল ঘুরে ঘুরে নাচ্‌তেছে। কি সুন্দর! সে ত লিখে বুঝাবার যো নাই,যে দে'খেছে সেই ম'জেছে। তা' বই আর যে শুন্‌বে সে বল্‌বে পাগলের প্রলাপ।

ক্রমে সে দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল। দেখ্‌লাম, যে আমাদের পাগল ক'রেছে সেই পাগল আমার সম্মুখে বসে হাস্‌চেন।

আমি একদৃষ্টে তাঁ'র দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি বল্লেন—

"ভূমিরাপোনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধাঃ॥
অপরেয়ং ইতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনিনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥"

তুই যেন বাবা ধনঞ্জয় আর আমি যেন তোর বিষাদযোগ দে'খে তোরে সাধন সমরে প্রবৃত্ত হ'বার জন্য বোঝাচ্ছি নয়?"

"আপনি কি আমায় পাগল কর্‌বেন?"

"বাবা, পাগল না হ'লে সে পাগ্‌লা পাগ্‌লীকে পাবে কি ক'রে? সে যদি পাগল না হ'বে তবে সুখে থাক্‌তে তাকে এ ভূতে কিলোবে কেন? এই তোরা যেমন থিয়েটার করিস। কেউ কালিচূণ মেখে সং সাজিস্‌, কেউ বা জামা জোড়া প'রে রাজা সাজিস্‌ আবার কেউ বা দিব্যি গোঁপদাড়ী কামিয়ে কাঁচুলী প'রে নধর যুবতী সাজিস্‌। কিন্তু সে নটের সেরা নটবর। একাই এই বিশাল বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অনন্ত সাজে সেজে অনন্ত লীলা ক'রেছে, করুচে আরও কে জানে কত দিন করবে।

"সত্যি সত্যি তুমি আমায় পাগল করে ফেল্‌লে দেখ্‌চি।"

"বাবা, পাগল নয়, কে বলত? এ সংসারে ত সবাই পাগল, কেউ ধনের পাগল, কেউ মানের পাগল, কেউ অন্য জিনিষের পাগল। যদি ভাল ক'রে দেখ, দেখ্‌তে পাবে প্রত্যেক লোক অন্ততঃ একটা না একটা জিনিষের জন্য পাগল। আমরা যদি সেই পাগলের সেরাকে পাবার জন্য পাগল হই, ক্ষতি কি? বরং লাভ আছে। থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে ভাব থাক্‌লে থিয়েটার দেখার ভারি সুবিধা। আমার বোধ হয়, সাজার চেয়ে দেখায় বেশী সুখ।"

"আমারও তাই বোধ হয়, কিন্তু মণি শরৎ টরৎ বলে সাজায় ভারি আমোদ।

"তা হ'বে, তা না হ'লে তা'র এ সখ কেন? বোধ হয় একভাবে অনেক ক্ষণ থাকা—ভাল লাগে না, তাই এমন করে।

এমন সময়ে আমার পত্নী আহারের স্থান করলেন। আমরা আহার করলাম।

আহারের পর বল্লেন, যাও বাবা ঘরে যেয়ে সমস্ত দিন কি করলে ভেবে দেখগে। তার পর ঐ পূর্ণমদঃকেও ভেবো। আমিও একটু ভাবি।

আমি তাঁ'র চরণ ধূলি নিতে গেলাম, তিনি বল্লেন, "দরকার নেই।" কাজেই ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম ক'রে গৃহমধ্যে গমন ক'রে একখানা খাতায় সমস্ত দিনের ব্যাপার লিখে রাখ্‌লাম। এমন সময় আমার পত্নী এসে বল্লেন "বাবা আমার শুতে চান না" আমি অনেক বুঝিয়ে কম্বলখানিতে শুইয়ে আর একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে রেখে এলাম। বাইরে ঐ হিমে রইলেন, কোনও রকমে ঘরে আন্‌তে পারলাম না। বল্লেন দু'শ বচ্ছর এই রকম থেকে থেকে, অন্য রকম থাক্‌তে ভাল লাগে না। কি করি বল দেখি?"

আমি বল্লাম, "উনি যা বলেন তাই কর।"

"তবে তুমি শোও, তোমার একটু পা টিপে দিই তার পর গোপালকে নিয়ে ও বিছানায় শোবো এখন।"

আমি বল্লাম "পা টেপবার দরকার নেই।"

তিনি বল্লেন "উনি বলেছেন। তুমি শোও একটু টিপি, তুমি ঘুমুলে আমি শোবো।"

আমি অচিরে নিদ্রিত হলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী হালদার।

মুষ্টিযোগ

*৫৬। অঙ্গুলীর গলির মধ্যে তুলা দিয়া ন্যাকড়া দিয়া রাত্রে বাঁধিয়া রাখিলে হাজা পাঁকুই ভাল হইয়া যায়। সামান্য হইলে ১ দিনেই সারে; বেশী হইলে ২।৩ রাত্রি ঐরূপ করিলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়। ইহাতে আমি নিজে ভাল হইয়াছি। (হ)

৫৭। বৃশ্চিকদংশনস্থানে আমড়া পাতার রস উপর্য্যুপরি দিলে অনেক উপকার হয়। কিন্তু সারিতে সময় লাগে। (হ)

৫৮। শ্বেত আকন্দের শিকড়ের ছাল দুই তোলা, গোলমরিচ আধতোলা, বাসি জলে বাটিয়া একদিন খাওয়াইলেই রক্তপ্রদর ভাল হইবেক। (পী)

৫৯। একটা নূতন হাঁড়ী ধুইয়া, তাহাতে একসের খাঁটি গোদুগ্ধ ও পাঁচটা সাদা জবাফুল রাখিয়া নূতন সরা চাপা দিবে। পরে উহা শয়ন-গৃহের ছাঁচে রাখিয়া স্নান করিতে যাইবে। স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে, ভিজা চুলে, এলোচুল করিয়া ঘরের চারি কোণ হইতে চারিগোছা খড় ছাড়াইয়া তাহারি জ্বালে, ঐ দুগ্ধ যথাসাধ্য জ্বাল দিবে ও সঙ্গে অন্য শুকনা পাতা দিয়া জ্বাল দিয়া ঐ দুগ্ধ ক্ষীর করিবে, সে দিন সেই ক্ষীর-টুকু সেইখানে বসিয়া খাইবে, তারপর কাপড় চোপড় ছাড়িবে। ইহাতে একদিনে নিশ্চয় শ্বেতপ্রদর আরোগ্য হইবে। (পী) ওঝাজীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, যারা খড়ো ঘরে থাকে না তাহাদের উপায় কি? তিনি বলিয়াছিলেন তাহাদের জন্য ঐ ঔষধ নয়।

* ৬০। অরুচি হইলে, কতকগুলি শশাপাতা বেশ করিয়া ধুইয়া কলাপাত বাঁধিয়া পোড়াইবে, এবং তেল নুন মাখিয়া আহারের প্রথম কয়েক গ্রাসের সহিত খাইবে। অরুচি সারিয়া যাইবে। (প)

* ৬১। আহার করিবার পূর্ব্বে কয়েক কুচি আদা সৈন্ধব লবণের সহিত ভোজন করিলে অরুচি ভাল হয়। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধিও হইয়া থাকে। (ভাব)

* ৬২। জীরা ভাজার গুড়া, প্রথম তিন গ্রাসের সহিত ভোজন করিলেও অরুচি ভাল হইয়া থাকে। (প)

৬৩। নারিকেল পাতে ৬০-বং পাতপোড়া করিয়া খাইলেও অরুচি ভাল হয়। (প)

* ৬৪। মঞ্জিষ্ঠ আধ তোলা এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া আধ ছটাক মাত্রায়, ২ রতি শোধিত যবক্ষার ও ৩ রতি শোধিত সোরার সহিত খাইলে প্রস্রাব বন্ধ ভাল হয়। ইহা দ্বারা ওলাউঠা রোগীরও প্রস্রাব হইয়া থাকে। (ভাব)

* ৬৫। কর্ণমূল ফুলিলে মুসব্বর আদার রসে ঘসিয়া প্রলেপ দিবে। (ভাব)

সাময়িক সংবাদ।

গ্রহ-সম্বাদ। এই মাসে হ্যালির ধুমকেতু নয়ন গোচর হইবে। চন্দ্র ২৩এ বৈশাখ প্রাতে শুক্রের, ২৫এ প্রাতে শনির, ২৭এ অপরাহ্নে বুধের, ২৯এ অপরাহ্নে মঙ্গলের, ৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতির এবং ১৪ই অপরাহ্নে হর্শেলের সন্নিহিত হইবেন। ২৬এ বৈশাখ সূর্য্যগ্রহণ হইবে, এখানে নয়, অষ্ট্রেলিয়ায় পূর্ণগ্রাস দেখা যাইবেক। ১০ই জ্যৈষ্ঠ চন্দ্রগ্রহণ হইবে উহাও আমাদের দেশে দেখা যাইবে না।

জাতীয় চিকিৎসা-বিদ্যালয়। আমরা

(হ) চিহ্নিত মুষ্টিযোগগুলি ব্রুক বণ্ড কোম্পানীর একৌণ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত হরিদাস সিংহ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, উক্ত বিদ্যালয়ে, অচিরকাল মধ্যে প্রায় সার্দ্ধতিনশত ছাত্র হইয়াছে। বিদ্যালয়ের বেতন তিন টাকা মাত্র। এই বিদ্যালয় বঙ্গবাসীর স্বায়ত্ব চেষ্টার ফল। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার এস, কে, মল্লিক চারিটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পর্ব্বতে সুড়ঙ্গ-পথ। আমেরিকা মহাদেশের আণ্ডিজ নামক পর্ব্বতে, ট্রানসআণ্ডিন রেলপথের জন্য, যে সুড়ঙ্গপথ প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান এপ্রেল মাসে উহাতে লৌহবর্ত্ম স্থাপিত হইবেক। তখন বুনস্এরেস ও ব্যালপেরিসোর মধ্যে যাতায়াত সহজ হইবেক। এই সুড়ঙ্গ পথ দুই মাইল দীর্ঘ। চারি বৎসরে ইহা সুসম্পন্ন হইল।

ছাপাখানার কালির কারখানা। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রপ্রসাদ বসু, তিন বৎসর জাপানে অবস্থিতি করিয়া কালি প্রস্তুত করা শিখিয়া আসিয়াছেন। ঢাকার বিখ্যাত জমীদার শ্রীযুক্ত প্রমথ কুমার বসু মহাশয়ের সাহায্যে তিনি ১০৫ নম্বর মানিকতলাষ্ট্রীট কাঁকুড়গাছীস্থ উদ্যান বাটীতে কারখানা স্থাপন পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। শুনা যায় কালি ভালই হইতেছে।

জায়গীর দান।—৺ আশুতোষ বিশ্বাসের পরিবারবর্গকে গবর্ণমেণ্টের যে জায়গীর দেওয়ার কথা ছিল গত শুক্রবার ২৪ পরগণার কালেক্টর আশু বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু মন্মথনাথ বিশ্বাসের হস্তে তাহার 'সনদ' প্রদান করিয়াছেন। এই সনদ অনুসারে উক্ত মন্মথ বাবু এবং আশু বাবুর পত্নী তাঁহাদের জীবন কাল পর্য্যন্ত একযোগে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া, চণ্ডীপুর, ও রত্নেশ্বরপুর নামক তিনটি গ্রাম বিনা রাজস্বে ভোগদখল করিতে পারিবেন। এই তিন গ্রাম হইতে তাঁহাদের বাৰ্ষিক আন্দাজ ৫ হাজার ৯ শত টাকা আয় হইবে। একজনের অবর্ত্তমানে অপরের উপর সমস্ত স্বত্ব বৰ্ত্তিবে। উভয়ের অবর্ত্তমানে মন্মথ বাবুর পুরুষ বংশধরগণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু মন্মথ বাবুর প্রথম উত্তরাধিকারীকে মোট বার্ষিক জমায় শত করা ৩০৲ টাকা হিসাবে খাজানা দিতে হইবে। তৎপরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীদিগকে শতকরা ৬০৲ টাকা হিসাবে খাজানা দিতে হইবে। সম্পত্তি দান, বিক্রয়, বা বিভাগ করা যাইবে না। গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন বোধ করিলে রাজস্ব সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে পারিবেন। ঐ সম্পত্তিতে কোন খনি এবং খনিজ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইলে গবর্ণমেণ্টের তাহার উপর স্বত্ব থাকিবে।

(সঞ্জীবনী)

বুদ্ধের দেহাবশেষ।—পঞ্জাব-পেশোয়ারের নিকট প্রাপ্ত বুদ্ধের দেহাবশেষ মহা আড়ম্বরে ব্রহ্মের মান্দালয় সহরে নীত হইয়াছে। মান্দালয়ের ভূতপূর্ব্ব রাজপরিবারভুক্ত এক পবিত্র ভবনেই আপাততঃ ইহা রক্ষিত আছে। শীঘ্রই "আরাকান মন্দিরে" রাখা হইবে। (বঙ্গবাসী)

ঢাকা অনাথাশ্রম।—গত জুন মাসে ঢাকায় একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত লিমিশ.রায় অনাথাশ্রম কমিটীর সভাপতি ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার সম্পাদক। স্থানীয় প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমান ভদ্রলোকগণ ইহার সভ্য। একটি সুন্দর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আশ্রমের কার্য্য চলিতেছে। জনৈক দানশীলা মহিলা জমিদার, অনাথাশ্রমের বাটী নির্ম্মাণার্থ পঁচিশ হাজার টাকা এককালীন দান করিয়াছেন। ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুর মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা হিসাবে ও পাইকপাড়ার কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ মহোদয় মাসিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা হিসাবে এবং আরও কতিপয় দানশীল মহোদয় নিয়মিতরূপে আশ্রমে অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

চকোরৈঃ শাতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈস্তথা শুকৈঃ।
কোকিলৈঃ কলবিঙ্কৈশ্চ হারীতৈর্জীবজীবকৈঃ ॥১৮॥
প্রিয়পুত্রৈশ্চাতকৈশ্চ তথান্যৈর্বিবিধৈঃ খগৈঃ।
শ্রোত্ররম্যং সুমধুরং কূজদ্ভিশ্চাপ্যধিষ্ঠিতম্ ॥১৯॥
সরাংসি চ মনোজ্ঞানি প্রসন্নসলিলানি চ।
কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা নীলোৎপলৈঃ শুভৈঃ ॥২০॥
কহ্লারৈঃ কমলৈশ্চাপি আচিতানি সমন্ততঃ।
কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ তথৈব জলকুক্কুটৈঃ ॥২১॥
কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈঃ কূর্ম্মৈর্মদ্গুভিরেব চ।
এভিশ্চান্যৈশ্চ কীর্ণানি সমন্তাজ্জলচারিভিঃ ॥২২॥
ক্রমেণেত্থং বনং শৌরির্বীক্ষ্যমাণো মনোরমম্।
জগামানুগতঃ স্ত্রীভির্লতাগৃহমনুত্তমম্ ॥২৩॥
স দদর্শ দ্বিজাংস্তত্র বেদবেদাঙ্গপারগান্।
কৌশিকান্ ভার্গবাংশ্চৈব ভরদ্বাজান্ সগৌতমান্ ॥২৪॥

পারিজাত, দেবদারু, মালতী, মন্দার,
বদর, পাটল, সুপুষ্পিত কোবিদার—
শাল, তাল, তমাল, কিংশুক বৃক্ষচয়,
প্রস্ফুটিত ফুলে বন করি' আলোময়।—১৬-১৭॥
সে সব বৃক্ষেতে পক্ষী শোভে অগণন।
শাতপত্র ভৃঙ্গরাজ, আর শুকগণ,
সে কাল কোকিল, আর সে জীবজীবক।
কলবিঙ্ক, প্রিয়পুত্র, হারিত, চাতক,
আরো কতবিধ পাখী সুখে করে গান,
শুনিলে সে গান হয় প্রফুল্লিত প্রাণ। ১৮-১৯॥
সরোবরে শোভে কিবা সুবিমল জল—
তাহে থরে থরে কত ফুটেছে কমল,
পুণ্ডরীক, নীলোৎপল, কুমুদ, কহ্লার,
ফুলে ফুলে সুষমা হ'য়েছে চমৎকার। ২০-২১॥

জলচর পাখী কত ফিরিতেছে জলে—
কারণ্ডব, কলহংস, ফিরে দলে দলে।
চক্রবাক, প্লব, মদ্গু, হংস মনোহর,
সন্তরণ করিয়া ফিরিছে নিরন্তর।
মৎস্য, কূর্ম্ম, আদি করি, জলজন্তুগণ।
আনন্দে সলিল-মাঝে করে বিচরণ। ২২॥
হেন বন-শোভা দেখি' নারীগণ সনে
বলদেব ফল্লমনে ফিরে বনে বনে।
দূরে লতাগৃহ এক করি' দরশন,
সেই দিকে বলদেব করিলা গমন।
দেখিলেন, বেদাঙ্গপারগ বিপ্রগণ
বিবিধ কুলেতে হৈল সবার জনম।
কেহ বা কৌশিক, কেহ ভরদ্বাজ আর,
গৌতম, ভার্গব কেহ মুনিকুলসার। ২৩-২৪

বিবিধেষু চ সম্ভূতান্ বংশেষু দ্বিজসত্তমান্।
কথাশ্রবণবদ্ধোৎকানুপবিষ্ঠান্ মহৎসু চ ॥২৫॥
কৃষ্ণাজীনোত্তরীয়েষু কুশেষু চ বৃষীসু* চ।
সূতঞ্চ তেষাং মধ্যস্থং কথয়ানং কথাঃ শুভাঃ।
পৌরাণিকীঃ সুরর্ষীণামাদ্যানাঞ্চরিতাশ্রয়াঃ ॥২৬॥
দৃষ্ট্বা রামং দ্বিজাঃ সর্ব্বে মধুপানারুণেক্ষণম্।
মত্তোঽয়মিতিমন্বানাঃ সমুত্তস্থুস্ত্বরান্বিতাঃ।
পূজয়ন্তো হলধরমৃতে তং সূতবংশজম্ ॥২৭॥
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো হলী সূতং মহাবলঃ।
নিজঘান বিবৃত্তাক্ষঃ ক্ষোভিতাশেষদানবঃ ॥২৮॥
অধ্যাস্যতিপদং ব্রাহ্মং তস্মিন্ সূতে নিপাতিতে।
নিষ্ক্রান্তাস্তে দ্বিজাঃ সর্ব্বে বনাৎ কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ ॥২৯॥
অবধূতং তথাত্মানং মন্যমানো হলায়ুধঃ।
চিন্তয়ামাস সুমহন্ময়া পাপমিদং কৃতম্ ॥৩০॥
ব্রাহ্মং স্থানং গতোহ্যেষ যৎ সূতো বিনিপাতিতঃ।
তথাহীমে দ্বিজাঃ সর্ব্বে মামবেক্ষ্য বিনির্গতা ॥৩১॥
শরীরস্য চ মে গন্ধো লোহস্যেবাসুখাবহঃ।
আত্মানঞ্চাবগচ্ছামি ব্রহ্মঘ্নমিব কুৎসিতম্ ॥৩২॥

বহু বিপ্র সেই স্থানে হ'য়ে একমন,
ললিত পুরাণ-কথা করেন শ্রবণ।
কেহ কুশে, কোন জন বৃষীর* উপর,
কেহ কৃষ্ণাজিনে বসি' আনন্দ-অন্তর,
সকলের মাঝে সূত লইয়া আসন
বিচিত্র পুরাণ কথা করেন বর্ণন। ২৫-২৬ ॥
রামে মত্ত হেরি' তবে ব্রাহ্মণ-নিকর,
আপন আসন ত্যজি' উঠিলা সত্বর;
যতনে সকলে মিলি' পূজিলা তাঁহারে;
সুধু সূত উঠি' নাহি পূজিলেন তাঁ'রে। ২৭ ॥
হেরি' তাহা হলধর কুপিত অন্তর,
হলাঘাতে সূতে পাঠাইলা যমঘর। ২৮ ॥
ব্যাসপীঠাসীন সূতে নিহত হেরিয়া,
মুনিগণ বন ত্যজি' গেলেন চলিয়া। ২৯ ॥
তাহা দেখি' বলদেব ভাবিলেন মনে—
ব্রহ্মহত্যা-পাপী আমি হৈনু এইক্ষণে,
ব্যাসপীঠ এ জগতে পূজ্য সবাকার,
এই সূত ছিলা বসি' উপরে তাহার—
মোর করে এবে তিনি নিহত হইয়া,
ব্রহ্মপদ লভি', স্বর্গে গেলেন চলিয়া।
তাঁ'রে বধি' মহাপাপ ঘেরিল আমায়,
মুনিগণ তাই ফিরে না চাহিলা হায়। ৩০-৩১॥

* কুশনির্ম্মিত আসন।

ধিগমর্ষন্তথামদ্যমতিমানমভীরুতাম্।
যৈরাবিষ্টেন সুমহন্ময়া পাপমিদং কৃতম্ ॥৩৩॥
তৎক্ষয়ার্থঞ্চরিষ্যামি ব্রতং দ্বাদশবার্ষিকম্।
স্বকর্ম্মখ্যাপনং কুর্বন্ প্রায়শ্চিত্তমনুত্তমম্ ॥৩৪॥
অথ যেয়ং সমারব্ধা তীর্থযাত্রা ময়াধুনা।
এতামেব প্রযাস্যামি প্রতিলোমাং সরস্বতীম্ ॥৩৫॥
অতো জগাম রামোঽসৌ প্রতিলোমাং সরস্বতীম্।
ততঃ পরং শৃণুধ্বেমং পাণ্ডবেয়কথাশ্রয়াম্ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে বলদেবব্রহ্মহত্যাকথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ব্রহ্মহত্যা পাপে মোর দেহেতে এখন,
দুর্গন্ধ হয়েছে অতি লোহের মতন।
পাপে কলুষিত আমি বুঝিতেছি মনে,
হেন গ্লানি কখন ঘটেনি এ জীবনে। ৩২ ॥
ধিক্ ক্রোধ! ধিক্ মদ্য জ্ঞানবিনাশক!
যা' হ'তে ঘটিল ভাগ্যে এ হেন পাতক।
ধিক্ অভিমানে মোর, ধিক্ সে সাহসে
এ হেন অকার্য্য করিলাম যা'র বশে। ৩৩
এই পাপক্ষয় তরে দ্বাদশ বৎসর
তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিব নিরন্তর। ৩৪
তীর্থ যাত্রা তরে করেছিলাম মনন,
প্রতিলোমে সরস্বতী করিব দর্শন। ৩৫ ॥
এই সে কারণে রাম দেব হলপাণি।
তীর্থভ্রমণেতে শুদ্ধ হইলা আপনি ॥
অতঃপর সেই কথা করিব বর্ণন
দ্রৌপদি-তনয়গণ অকালে মরণ। ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে বলরামের ব্রহ্মহত্যা বিবরণ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ধর্ম্মপক্ষিণ উচুঃ।

হরিশ্চন্দ্রেতি রাজর্ষিরাসীত্ত্রেতাযুগে পুরা।
ধর্ম্মাত্মা পৃথিবীপালঃ প্রোল্লসৎকীর্ত্তিরুত্তমঃ ॥১॥
ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকালমরণং নৃণাম্।
নাধর্ম্মরুচয়ঃ পৌরাস্তস্মিন্ শাসতি পার্থিবে ॥২॥
বভূবুর্ন তথোন্মত্তাধনবীর্য্যতপোমদৈঃ।
নাজায়ন্ত স্ত্রিয়শ্চৈব কাশ্চিদপ্রাপ্তযৌবনাঃ ॥৩॥
স কদাচিন্মহাবাহুররণ্যেঽনুসরন্মৃগম্।
শুশ্রাব শব্দমসকৃৎ ত্রায়স্বেতি চ যোষিতাম্ ॥৪॥
স বিহায় মৃগং রাজা মা ভৈষীরিত্যভাষত।
ময়ি শাসতি দুর্মেধাঃ কোঽয়মন্যায়বৃত্তিমান্।
তৎক্রন্দিতানুসারী চ সর্ব্বারম্ভবিঘাতকৃৎ ॥৫॥
এতস্মিন্নন্তরে রৌদ্রো বিঘ্নরাট্ সমচিন্তয়ৎ ॥৬॥
বিশ্বামিত্রোঽয়মতুলং তপ আস্থায় বীর্য্যবান্।
প্রাগসিদ্ধা ভবাদীনাং বিদ্যাঃ সাধয়তি ব্রতী ॥৭॥

বলে ধর্ম্মপক্ষিগণ শুন মুনি দিয়া মন
পুরাকালে ঘটিল যেমন—
ছিলা ত্রেতাযুগে রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাতেজা
ঋষিতুল্য, সদা ধর্ম্মে মন,
কীর্ত্তি তাঁ'র দেশে দেশে সদা যত লোকে ঘোষে
কেহ কভু দেখে নাই হেন। ১ ॥
না'ছিল দুর্ভিক্ষ ব্যাধি অকাল মরণ আদি
রাজ্য ছিল, সুখে ভরা যেন,
যত পৌর নর নারী ছিল সদা ধর্ম্মাচারী
অধর্ম্মে, ছিল না রুচি কারো,
রাজার শাসনবলে ধনে, বীর্য্যে, তপোবলে
উন্মত্ততা না হতো কাহারো।
রাজার ধর্ম্মের ফলে প্রজাগণ ধর্ম্মবলে
ছিলা সবে মহাবলীয়ান,

অপ্রাপ্ত-যৌবনা নারী না হইত কদাচারী
অকালে না জন্মিত সন্তান। ২-৩ ॥
একদিন নরপতি মৃগয়ায় করি' মতি
পশিলেন গহন-কানন,
মৃগের অনুসরণে ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে
দূর হ'তে করিলা শ্রবণ,
কামিনী কাতরস্বরে ত্রাহি ত্রাহি রব করে
শুনি' রাজা ব্যাকুল হইয়া, ৪ ॥
মৃগ আশা ত্যাগ করি' চলিলেন ত্বরা করি'
আর্ত্তজন-উদ্ধার লাগিয়া ;
বলে রাজা, 'নাহি ভয়, রক্ষিব নাহি সংশয়,
রাজা আমি থাকিতে ধরায়
কে হেন দুরাত্মা হায় করি'ছে হেন অন্যায়
নিশ্চয় নাশিব আজি তা'য়।' ৫ ॥

সাধ্যমানাঃ ক্ষমামৌনচিত্তসংযমিনাঽমুনা।
তা বৈ ভয়ার্ত্তাঃ ক্রন্দন্তি কথং কার্য্যমিদং ময়া॥৮॥
তেজস্বী কৌশিকশ্রেষ্ঠো বয়মস্য সুদুর্ব্বলাঃ।
ক্রোশন্ত্যেতাস্তথা ভীতা দুষ্পারং প্রতিভাতি মে॥৯॥
অথবা যং নৃপঃ প্রাপ্তো মাভৈরিতি বদন্মুহুঃ।
ইমমেব প্রবিশ্যাশু সাধয়িষ্যে যথেপ্সিতম্॥১০॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য রৌদ্রেণ বিঘ্নরাজেন বৈ ততঃ।
তেনাবিষ্টো নৃপঃ কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ॥১১॥
কোঽয়ং বধ্নাতি বস্ত্রান্তে পাবকং পাপকৃন্নরঃ।
বলোষ্ণতেজসাদীপ্তে ময়ি পত্যাবুপস্থিতে॥১২॥

সর্ব্বকার্য্য-বিঘ্নকারী বিঘ্নরাজ মায়াধারী
তাহা দেখি' ভাবিলেন মনে—
বিশ্বামিত্র ঋষিবর তপস্যা কঠোরতর
করে বিদ্যা সিদ্ধির কারণে;
কিন্তু এই বিদ্যাত্রয় একের আয়ত্ত নয়
ভব আদি দেবশ্রেষ্ঠগণ
সৃষ্টি, স্থিতি আর লয়, যাঁহার যে কার্য্য হয়
তিনি তাহা করেন সাধন।
বিদ্যাত্রয় লাভ আশে আসি' এ কাননবাসে
বিশ্বামিত্র করেন সাধন;
ক্ষমা, মৌনব্রত ধরি' চিত্তের সংযম করি'
আছে মুনি হ'য়ে বদ্ধাসন।
বিশ্বামিত্র সাধনায় আবদ্ধ হইয়ে হায়
নারীরূপা বিদ্যা তিনজনে
কাঁদে এবে ভীত প্রায় বলে রক্ষা কর হায়
কি উপায় করি এইক্ষণে? ৬-৮॥
তেজস্বী এ ঋষিবর মোরা সবে ক্ষুদ্রতর
এঁর কাছে অতীব দুর্ব্বল।
সৃষ্টি স্থিতি আর লয় অপূর্ব্ব এ বিদ্যাত্রয়
তপোবলে হ'য়েছে চঞ্চল।

এইরূপ চিন্তা করি মায়ায় অমূর্ত্তি ধরি'
আবিষ্ট হইল নৃপবরে,
[illegible] কাঁদে বিদ্যাত্রয় 'কে কোথা আছ এখন
আসি রক্ষা করহ সত্বরে,
তপস্বী এ ঋষিবর মোরা নারী ক্ষুদ্রতর
সহজে অবলা, শক্তি নাই,
কেমনে পাইব প্রাণ কেমনে রহিবে মান
কিছুই যে ভাবিয়া না পাই।'
শুনি সে রোদনধ্বনি নৃপতি বলে অমনি
'ভয় নাই ভয় নাই আর,
এসেছি কাননে আমি ভারতভূমির স্বামী
প্রাণরক্ষা করিব সবার।'
বিঘ্নরাজ্ নৃপবরে মোহেতে আচ্ছন্ন করে,
পশে রাজা মুনি তপোবনে,
ক্রোধে হৈলা রক্ত আঁখি সম্মুখে মুনিরে দেখি'
পাশে বদ্ধ দেখি' বামাগণে,
বলে ক্রোধে নৃপবর আরে রে পাতকী নর'
নারীহত্যা বাসনা অন্তরে? ৯-১১॥
আমি পৃথিবীর রাজা জান না পাইবে সাজা?
অগ্নি বাঁধ কৌষেয়-অম্বরে?

সোঽদ্য মৎকার্ম্মুকাক্ষেপবিদীপিতদিগন্তরৈঃ।
শরৈর্বিভিন্নসর্ব্বাঙ্গো দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেক্ষ্যতি ॥১৩॥

বিশ্বামিত্রস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শ্রুত্বা তন্নৃপতের্বচঃ।
ক্রুদ্ধে চর্ষিবরে তস্মিন্নেশুর্বিদ্যাঃ ক্ষণেন তাঃ ॥১৪॥

স চাপি রাজা তং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম্।
ভীতঃ প্রাবেপতাত্যর্থং সহসাশ্বত্থপর্ণবৎ ॥১৫॥

স দুরাত্মন্নিতি যদা মুনিস্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
ততঃ স রাজা বিনয়াৎ প্রণিপত্যাভ্যভাষত ॥১৬॥

ভগবন্নেষ ধর্ম্মো মে নাপরাধো মম প্রভো।
ন ক্রোদ্ধুমর্হসি মুনে নিজধর্ম্মরতস্য মে ॥১৭॥

দাতব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞেন মহীক্ষিতা।
চাপঞ্চোদ্যম্য যোদ্ধব্যং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতঃ ॥১৮॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

দাতব্যং কস্য কে রক্ষ্যাঃ কৈর্যোদ্ধব্যঞ্চ তে নৃপ।
ক্ষিপ্রমেতৎ সমাচক্ষ্ব যদ্যধর্ম্মভয়ং তব ॥১৯॥

আজি মোর তীক্ষ্ণ শরে যেতে হ'বে যম-ঘরে
কি উপায়ে রাখিবে পরাণ ?
এখনি করিব দণ্ড আরেরে পাতকি ভণ্ড
রক্ষিবারে নারীগণ প্রাণ। ১২-১৩ ॥
নৃপতির বাক্যে হ'য়ে ক্রোধিত অন্তর
বিশ্বামিত্র ঋষি যেন দীপ্ত বৈশ্বানর।
হুঙ্কার করিয়া মুনি কোপদৃষ্টে চায়,
মুক্ত হ'য়ে বিদ্যাগণ তখনি পলায়। ১৪ ॥
বিশ্বামিত্র মুনিবরে চিনি' নৃপবর,
হইলেন অতিশয় ব্যাকুল অন্তর।
অশ্বত্থপত্রের মত কাঁপে নরপতি। ১৫ ॥
বলিতে লাগিলা মুনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে অতি—

"থাক্‌রে দুরাত্মা" যেই বলে মুনিবর,
ভূতলে লুটায় রাজা জোড় করি' কর। ১৬ ॥
বলে রাজা, কাতর হইয়া অতিশয়,
'অপরাধ নাহি মোর, হও কৃপাময়।
রোষ নাহি কর মুনি, করহ শ্রবণ,
রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য, আর্ত্তের রক্ষণ,
দান, রক্ষা আর যুদ্ধ অরাতির সনে,
রাজার কর্ত্তব্য ইহা জানি সদা মনে।' ১৭-১৮॥
বিশ্বামিত্র বলে 'রাজা বলহ আমায়,
কারে দান কর? রক্ষা কর বা কাহায়? ॥
কার সনে যুদ্ধ কর বলহ রাজন?
ত্বরা বল অধর্ম্মে না থাকে যদি মন।' ১৯ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দাতব্যং বিপ্রমুখ্যেভ্যো যে চান্যে কৃশবৃত্তয়ঃ।
রক্ষ্যা ভীতাঃ সদা যুদ্ধং কর্ত্তব্যং পরিপন্থিভিঃ ॥২০॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি রাজা ভবান্ সম্যগ্রাজধর্ম্মমবেক্ষতে।
নির্ব্বেষ্টুকামো বিপ্রোঽহং দীয়তামিষ্টদক্ষিণা ॥২১॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

এতদ্রাজা বচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মেনে প্রাহ চ কৌশিকম্ ॥২২॥
উচ্যতাং ভগবান্ যত্তে দাতব্যমবিশঙ্কিতম্।
দত্তমিত্যেব তদ্বিদ্ধি যদ্যপি স্যাৎ সুদুর্লভম্ ॥২৩॥
হিরণ্যম্বা* সুবর্ণম্বা পুত্রঃ পুত্রী কলেবরম্।
প্রাণা রাজ্যং পুরং লক্ষ্মীর্যদভিপ্রেতমাত্মনঃ ॥২৪॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

রাজন্ প্রতিগৃহীতোঽয়ং যস্তে দত্তঃ প্রতিগ্রহঃ।
প্রযচ্ছ প্রথমং তাবদ্দক্ষিণাং রাজসূয়িকীম্ ॥২৫॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, 'শুন মুনিবর,
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে দান করি নিরন্তর,
কিম্বা যেবা অর্থাভাবে রহে অনাহারে,
জীবন রক্ষার তরে দান করি তারে।
ভীতজনে রক্ষা করি, শুন মুনিবর,
আততায়ী সনে যুদ্ধ করি নিরন্তর।' ২০॥
মুনি বলে, 'কর রাজা ধর্ম্মের পালন,
বিপ্র আমি, যজ্ঞ-আশা করেছি এখন,
প্রচুর দক্ষিণা রাজা কর মোরে দান,
ভিক্ষা করিলাম আমি রাখ মোর মান।'২১॥
পক্ষিগণ বলে, "শুনি এ হেন বচন,
হইলেন হরিশ্চন্দ্র আনন্দিত মন,
পুনর্জন্ম হলো হেন ভাবে মনে মনে,
বলিতে লাগিলা বিশ্বামিত্র তপোধনে—২২॥
'কি দিব তোমারে মুনি? বলহ আমায়,
দুর্লভ হ'লেও দিব কি সন্দেহ তায়?
হিরণ্য* সুবর্ণ—কিম্বা নিজ কলেবর,
দারা পুত্র কিম্বা প্রাণ দিব মুনিবর?
অথবা আমার এ বিশাল রাজ্যভার,
তব পদে দিয়া মুনি পাইব নিস্তার।'২৩-২৪॥
বিশ্বামিত্র বলে 'রাজা করহ শ্রবণ—
অযাচিত রাজ্য-দান করিনু গ্রহণ,
কিন্তু ভিক্ষা করিয়াছি যজ্ঞের দক্ষিণা,
দান করি' তাহা, মোর পূরাও কামনা।'২৫॥

* হিরণ্য বলিলে, অগঠিত সুবর্ণ ও ধন মাত্র বুঝায়। সুবর্ণ বলিলে, ষোল মাষা পরিমিত স্বর্ণ নির্ম্মিত মুদ্রা বিশেষ বুঝায়।

রাজোবাচ।

ব্রহ্মংস্তামপি দাস্যামি দক্ষিণাং ভবতোহ্যহম্।
ব্রিয়তাং দ্বিজশার্দূল যস্তবেষ্টঃ প্রতিগ্রহঃ॥২৬॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

সসাগরাং ধরামেতাং সভূভৃদ্গ্রামপত্তনাম্।
রাজ্যঞ্চ সকলং বীর রথাশ্বগজসঙ্কুলম্॥২৭॥
কোষ্ঠাগারঞ্চ কোশঞ্চ যচ্চান্যদ্বিদ্যতে তব।
বিনা ভার্য্যাঞ্চ পুত্রঞ্চ শরীরঞ্চ তবানঘ।
ধর্ম্মঞ্চ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ যো যান্তমনুগচ্ছতি॥২৮॥
বহুনা বা কিমুক্তেন সর্ব্বমেতৎ প্রদীয়তাম্॥২৯॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

প্রহৃষ্টেনৈব মনসা সোঽবিকারমুখো নৃপঃ।
তস্যর্ষের্বচনং শ্রুত্বা তথেত্যাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥৩০॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

সর্ব্বস্বং যদি মে দত্তং রাজ্যমুর্ব্বী বলং ধনম্।
প্রভুত্বং কস্য রাজর্ষে রাজ্যস্থে তাপসে ময়ি॥৩১॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

যস্মিন্নপি ময়া কালে ব্রহ্মন্ দত্তা বসুন্ধরা।
তস্মিন্নপি ভবান্ স্বামী কিমুতাদ্য মহীপতিঃ॥৩২॥

রাজা বলে, 'যজ্ঞের দক্ষিণা দিব দান,
কত বিত্ত চাই মুনি বল বিদ্যমান।' ২৬॥
মুনি বলে "বলিব তা" বলহ এখন,
কিবা দান মোরে তুমি ক'রেছ রাজন?
সসাগরা ধরা এই ধনজনসনে,
দান করিয়াছ তুমি হেন লয় মনে।
অশ্ব, রথ, গজ আর বীর বহুতর,
ধনাগারচয় দান কৈলা নরবর।
ভার্য্যা, পুত্র আর তব নিজ কলেবর,
আছে তব, আর আছে ধর্ম্ম অনশ্বর।
এই চারি ছাড়া আর সমস্ত, রাজন,
হৃষ্টচিত্তে আমারে ত করিলে অর্পণ?' ২৭-২৯॥
পক্ষিগণ বলে, রাজা হরিষ অন্তরে,
দিয়াছি এ সব বলে কৃতাঞ্জলি করে। ৩০॥
বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'শুনহ রাজন,
সদ্বীপা পৃথিবী রাজ্য আর ধন জন,
সর্ব্বস্ব যদ্যপি তুমি দিলে হে আমায়,
প্রভুত্ব কাহার এবে বলহ ধরায়? ৩১॥
হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, শুন তপোধন,
যে সময়ে এই ধরা করেছি অর্পণ,
তখনি হইতে তব স্বামিত্ব ধরায়;
তোমারি এ সব আছে সন্দেহ কি তায়? ৩২॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ।

দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাহি, চলে রাত্রি দিন,
নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন, মুকুন্দ তিন জন,
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

INDIA PRESS, CALCUTTA.

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সনাতন ধর্ম্মানুগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নীতি, এবং শিল্প বিজ্ঞানাদি প্রকাশক

সচিত্র মাসিক পত্র

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ

প্রথম খণ্ড।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। [অষ্টম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ।

চিত্রপটে ও চিত্তপটে।

"ন্যাসং বিধায়োৎ প্রণয়োঽথ গৌরো, বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাৎ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা, ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি॥"

(শ্রীচরিতামৃত— মধ্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ।)

গীতিকা।

দেখ, ওই যায় গোরা ধাইয়ে।
রাঢ়ে, বনপথে, ত্বরিত গতিতে, (যায়) প্রেমোন্মাদ-ভাবে মাতিয়ে॥

শুনি' প্রাণেশের কাতর আহ্বান,
ছুটে ওই গোরা আকুল-পরাণ,
সর্ব্ব সঙ্গ ত্যজি', কি ভাবেতে মজি',—
ছুটি'ছে "হা নাথ" বলিয়ে।

ঊর্দ্ধশ্বাসে গোরা ধায় একদিকে,
পাছে ভক্তত্রয় ছুটে অনিমিখে,
প্রাণ-বল্লভের আকর্ষণ দেখে,—
যায় জ্ঞান-হারা হইয়ে।

বায়ুবেগে গোরার কি দ্রুত গমন,
সাত্বিক ভাবের অদ্ভুত স্ফুরণ,
এ প্রেম-বিকার করিলে ঈক্ষণ,
(ওরে) ঝরে অশ্রু, বক্ষ বাহিয়ে।—

একে, রাধা রূপে গোরার তনু কি সুন্দর!
তাহে, রাধার ভাবেতে হিয়া গর গর,
প্রাণনাথ-সঙ্গে, মিলিবে সু-রঙ্গে,—
(তাই) চ'লেছে চ'লেছে ছুটিয়ে।

এ কিরে গোরার প্রেমের লক্ষণ,
রাঢ় দেশে হয় ভ্রম বৃন্দাবন,
জাহ্নবীতে হয় যমুনা-দর্শন,
মুগ্ধ হই এ ভাব ভাবিয়ে।

মানস-নয়ন করি' উন্মীলন,—
গৌরাঙ্গের ভাব করি' দরশন;
(শুধু) নহে চিত্রপটে, হেরি চিত্তপটে,
আত্মহারা হই হেরিয়ে।

এখনো র'ঢ়ের পথে পদচিহ্ন
খুঁজিলে মিলিবে চিন্ময় রতন,
করে নিরীক্ষণ ভাগ্যবান জন;
(আমি) আছি যে মায়ায় ডুবিয়ে।

চির প্রাণারাম—রাঙ্গা পা তু'খানি,
যে ভাবে চলিল, কি ক'রে বাধনি ?
মানস মাঝা'র, অনুভবে টানি—
আসি, সুষমার কণা লইয়ে।

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

মহিম বাবুর স্বপ্ন।

(১১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

অতঃপর ইহাঁরা কিরূপে দিনাতিপাত করেন তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। গুরুদেব বলিলেন, "শস্যক্ষেত্র, অরণ্য, উদ্যান, কল কারখানা, বিদ্যালয়, বিজ্ঞানাগার, প্রভৃতি ইহাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র। প্রত্যুষে ঠিক পাঁচটার সময় প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষ স্ব স্ব কর্ম্মস্থানে গমন করেন এবং বেলা ১০টা পর্য্যন্ত স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তৎপরে যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদি রাজভাণ্ডারে (এই ভাণ্ডারের বিবরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি) রাখিয়া আসেন। এই ভাণ্ডার দিবারাত্রি উন্মুক্ত থাকে, সুতরাং যাঁহার যাহা প্রয়োজন হয়, তিনি তাহাই লইয়া আসেন। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে অবরোধপ্রথা না থাকিলেও তাঁহারা সাধারণতঃ গৃহকার্য্যে ও সন্তান-পালনেই ব্যাপৃতা থাকেন। বেলা ১০টার পর কর্ম্মস্থান হইতে বাটী আসিয়া স্নানাহার ও বিশ্রামের পর, সকলেই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, চিন্তা ও গবেষণাদিতে কিছু কিছু সময়ক্ষেপ করেন। বৈকালে সকলেই ব্যায়াম-ভূমিতে সমবেত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া, কৌতুক ও ব্যায়ামাদিতে মনোযোগ দেন। সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া প্রত্যেকেই স্ব স্ব নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে উপাসনায় নিমগ্ন হন এবং প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ঐ কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া, যৎ কিঞ্চিৎ আহার করেন। সকলেই রাত্রি নয়টার মধ্যে শয়ন ও দুইটার পরেই শয্যা ত্যাগ করেন। ছয় ঘণ্টার অধিক কেহই নিদ্রা যান না, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে ৩।৪ ঘণ্টাই যথেষ্ট। শয্যা ত্যাগ করিয়া শৌচাদি সমাপনান্তে পুনরায় পূজা গৃহে ২।৩ ঘণ্টা নিযুক্ত থাকেন। তৎপরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পাঁচটার সময় কর্ম্মস্থানে বহির্গত হন। এ দেশের রমণীগণ সুশিক্ষিতা ও ভক্তিমতী। বেলা ১০টার মধ্যে গৃহকার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাঁহারাও আহারান্তে পতি পুত্রের সহিত অধ্যয়ন ও গবেষণাদিতে যোগদান করেন। তাঁহাদের পৃথক বিদ্যালয় ও ক্রীড়া-স্থান আছে, বালিকা ও যুবতী মাত্রই পাঠাভ্যাস ও ব্যায়ামাদি করেন, বর্ষীয়সীগণ প্রায় গৃহ-কার্য্য লইয়াই থাকেন। আহার, নিদ্রা ও উপাসনাদির নিয়ম সকলেরই একরূপ।"

ইহা শুনিয়া একটি বিষয়ে আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল, বলিলাম "ভাণ্ডার তো সর্ব্বদাই খোলা আছে। তবে তো সকলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য দ্রব্যাদির দ্বারা নিজ গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারেন!" গুরুদেব একটু হাসিয়া বলিলেন "বৎস, ইহাঁদের অবস্থা তুমি এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পার

নাই। তুমি নিজের মানে ইহাঁদিগকে বিচার করিতেছ, পীড়াগ্রস্ত চক্ষে দেখিতেছ, তাই এই ভ্রম। তোমাদের সভ্য জগতের মূল-মন্ত্র—গ্রহণ, কলে বলে কৌশলে অপরের সর্ব্বস্বে নিজের উদরপূর্ত্তি; ইহাঁদের মূলমন্ত্র ত্যাগ—এক মুহূর্ত্ত অলস না থাকিয়া অসীম উদ্যমে ইহাঁরা যাহা কিছু অর্জ্জন করেন তাহা অপরকে দান করিতে পারিলেই কৃতার্থ হন। তোমাদের সকল কার্য্যের মূলে স্বার্থ,—ইহাঁদের সকল কার্য্যের মূলে পরার্থ। তোমাদের বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে, আজ কাল যে এত উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, এত নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহার মূল কি জান? স্বার্থ,—ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য, প্রভাব প্রতিপত্তি। এক ভাই একটি কাপড়ের কল করিয়া দু'পয়সা রোজগার করিতেছেন, আর এক ভাই সহজে ও অল্প ব্যয়ে কাপড় প্রস্তুত করিবার আর একটি কল আবিষ্কার পূর্ব্বক প্রথম ভাইটিকে নিরন্ন করিয়া নিজের উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ভ্রাতা একটি রেল লাইন খুলিয়া বেশ উপার্জ্জন করিতেছেন দেখিয়া আর কয়েকটি ভাই তাহারই পার্শ্বে আর একটি লাইন খুলিয়া ভাড়া কমাইয়া দিলেন, সুতরাং প্রথম লাইনটি উঠিয়া গেল—সহস্র লোকের সর্ব্বনাশ হইল। এইরূপে একজন আর একজনের বুকে ছুরি দিতেছে। তোমাদের দেশে স্বার্থের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এখানে পরার্থের জন্য প্রতিযোগিতা। সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা কিসে তিনি ত্যাগে ও প্রেমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন,—সকল ভাইকে পরাস্ত করিবেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী, প্রেমিক, ভক্ত ও ত্যাগী তিনিই এ দেশের রাজা, তাঁহাকেই ইহাঁরা সর্ব্বোচ্চ স্থান দেন। এখন ইহাঁদের ভাণ্ডারের কথা শুন। তোমাদের বিজ্ঞান ও শিল্প যে সকল দ্রব্যের নির্ম্মাণ দূরে থাক্ এখনো কল্পনাও করিতে পারে নাই সেই সকল অতি উপাদেয় ও আদর্শ দ্রব্যের দ্বারা ইহাঁদের ভাণ্ডার নিত্য পরিপূর্ণ। কিন্তু এই সকল বস্ত্র অধিকাংশ লোক স্পর্শও করেন না, তাঁহারা মনে মনে ভাবেন "আহা, এ জিনিষটি অতি উত্তম। আমার ভায়েরা ইহা ব্যবহার করিয়া আনন্দ লাভ করুক!" সুতরাং যাহা উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান—কাপড় চোপড়ই হউক, খাদ্যাদিই হউক, আর আসবাবই হউক,—ভাণ্ডারে স্তূপাকারে পড়িয়া থাকে, অধিকাংশ ব্যক্তি শরীরধারণের জন্য যাহা না হইলে নয় কেবল তাহাই লইয়া যান। তবে ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানে ও প্রেমে একটু কম উন্নত (এরূপ লোকের সংখ্যা খুব অল্প) যথা হাড়ি, মুচি, চাষা, মুটে, মজুর প্রভৃতি,—তাঁহারাই এই সকল বহুমূল্য দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন।" ইহাতে আমি বলিলাম "এতো ভারি মজা! যাঁহারা ভদ্রলোক তাঁহারা দীন দরিদ্র বেশে কাঙ্গালের ন্যায় থাকেন, আর যত বেটা ইতর ছোটলোক তা'রাই বাবুগিরি করে! ভদ্রলোকেরা এই অপমান নীরবে সহ্য করেন?" ইহা শুনিয়া গুরুদেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, পরে বলিলেন "মহিম, আমি কি এতক্ষণ ভস্মে ঘি ঢালিলাম? তবে শুনিলে কি? তোমাদের স্বার্থপর সভ্যতা তোমার হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, কিছুতেই সে মোহ কাটিতেছে না। ভাল, তোমার ছেলেপুলে ও ছোট ভাই আছে তো? ইহারা ভাল খাইলে, ভাল পরিলে, তোমার অপমান

বোধ হয় কি? অথবা, যেখানে যে ভাল দ্রব্য পাও ইহাদিগকে দিয়াই সুখ বোধ কর না কি? এ দেশটি একটি বিরাট পরিবার। রাজা এই পরিবারের পিতা (বা মাতা), উচ্চ শ্রেণীর লোকগণ বড় ভাই এবং নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ছোট ভাই।” আমি বলিলাম “আপনার কৃপায় এখন ইহাঁদের মহত্ব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। হায়! আমাদের দেশ কবে এইরূপ হইবে।”

ক্রমে বেলা হইতেছিল। গুরুদেব বলিলেন “এখানে রৌদ্র লাগিতেছে, চল ঐ উদ্যান-মধ্যস্থ শ্বেত প্রস্তরের চত্বরটির উপর বসিয়া একটু বিশ্রাম করি।” এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া চত্বরের উপর উপবিষ্ট হইলেন। আমি নিম্নে তাঁহার পদ-প্রান্তে উপবেশন করিয়া বলিলাম “তাহা হইলে, ইহাঁদের মধ্যে চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা অথবা কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার প্রভৃতি নাই?” তিনি বলিলেন “কিরূপে থাকিবে? তুমি যে নীচপ্রবৃত্তিগুলির নাম করিলে, তাহাদের মূল কি চিন্তা করিয়া দেখ দেখি। স্বার্থ নহে কি? মনে কর নীচপ্রবৃত্তি নামে একটি বৃক্ষ আছে। স্বার্থপরতা তাহার মূল, অহঙ্কার কাণ্ড, আর কাম-ক্রোধ-লোভ-হিংসা--দ্বেষ -চৌর্য্য--শঠতা--মিথ্যাকথা-- প্রভৃতি তাহার শাখা প্রশাখা। এখন যদি প্রেমরূপ খড়্গের দ্বারা তুমি এই বৃক্ষের মূলচ্ছেদ কর, তাহা হইলে শাখা প্রশাখা গুলি কি সজীব থাকে? প্রেমের দ্বারাই ইহাঁরা স্বার্থপরতাকে নাশ করিয়াছেন। আবার এই প্রেম ভগবৎ কৃপা সাপেক্ষ,--ভগবদ্ভক্তির ফল, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত কিছুই সম্ভব নহে।”

অতঃপর ইহাঁদের আহার, বাসগৃহ ও পশু-পালন সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন, “আহার সকলের একবিধ নহে। যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি ও অভ্যাস, তিনি সেইরূপ আহার করেন। কেহ বা অতি উত্তম ও উপাদেয় বস্তু ভোজন করেন, কেহ বা কেবল শাক সবজিতেই তৃপ্ত এবং কাহারও বা সামান্য দুগ্ধ ও ফলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু সকলেই নিরামিষ আহার করেন। **এ রাজ্যে জীবহত্যা নাই।** ইহাঁদের পশুপ্রীতি বড়ই প্রবল, পশুগণকে সকলেই সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। গো-মহিষাদি সকল পশুই এখানে স্বাধীন ও বন-চারী। ইহারা স্বচ্ছন্দে ও মুক্তভাবে অরণ্যে আহার বিহার করিয়া বেড়ায়। তবে বন-মধ্যে স্থানে স্থানে ইহাঁরা পশুশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, পশুগণ এই খানেই জলপান ও বিশ্রাম করে এবং রাত্রিকালে আশ্রয় লয়। ইহাঁরা শাবককে বঞ্চিত করিয়া গোমহিষাদির দুগ্ধ অপহরণ করেন না, শাবকগণের ভুক্তাবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই দোহন করিয়া লন। এখন ইহাঁদের বাসগৃহ সম্বন্ধে কিছু বলি, শুন। এখানে কাহাকেও বাটী করিয়া লইতে হয় না, রাজা সব নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পিতা আদেশ করেন, পুত্রগণ ভাইয়ের সকল ব্যবস্থা করিয়া দেন। স্থপতিগণ নক্সা (plan) করিয়া দেন, মিস্ত্রিগণ নির্ম্মাণ করেন, ছুতোরেরা জানালা দরজা বসাইয়া যান, এইরূপে যাঁহার যাহা কার্য্য তিনি সানন্দে তাহা সম্পন্ন করেন, একটি ভায়ের সেবা করিতে পাইলাম ভাবিয়া আপনাকে ধন্য বোধ করেন।” অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “ইহাঁদের মধ্যে জাতি ভেদ আছে

কি ?” তিনি বলিলেন “ভাইয়ে ভাইয়ে আবার জাতিভেদ কি ? ইহাঁদের প্রেমের চক্ষে সবই পবিত্র, সকলেই প্রিয়। তোমরা জাতিভেদ অর্থে বুঝ ঘৃণা ও বিদ্বেষ। এ দেশে উহা থাকা অসম্ভব, কারণ সবই এক পরিবার,—বড় ভাই আর ছোট ভাই। তবে আহার বিবাহাদি ব্যাপারে সকলের মধ্যে একাকার নাই। কারণ, যে খাদ্য নিম্ন শ্রেণীর লোকের পক্ষে প্রশস্ত, তাহা উচ্চ শ্রেণীর আধ্যাত্মিক জীবনে হানিকর; আবার হয়ত কাঠুরিয়া-কন্যার প্রকৃতিও ধর্ম্মভাব, কবি বা দার্শনিকের প্রকৃতির অনুরূপ হয় না। সুতরাং এরূপ আহারে ও বিবাহে জগতের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল নাই।”

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া আমি আবার বলিলাম “প্রভো, ইহাঁদের প্রায় সকল কথাই শুনিলাম। এখন বিজ্ঞান-শিক্ষা ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে।” তিনি বলিলেন “পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাঁরা সকলেই পরম-ভক্ত—ভগবানে সমস্ত অর্পণ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া যান। একটি কথা বলা হয় নাই; সেটি ইহাঁদের অসাধারণ যোগশক্তি বা সিদ্ধি। সকলেরই সূক্ষ্ম-দৃষ্টি বা দিব্য-দৃষ্টি আছে। এই শক্তিটি ইহাঁদের স্বাভাবিক, কেশ লোমের ন্যায় সহজাত; কাহাকেও চেষ্টা করিয়া লাভ করিতে হয় না। এই শক্তি বশতঃ তাঁহারা সর্ব্বদাই সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতে পান। নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ কেবল প্রেতলোক, মধ্যম শ্রেণীর লোকে প্রেতলোক ও পিতৃলোক, এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ প্রেতলোক, পিতৃলোক ও স্বর্গলোক —তিন লোকই দেখিতে পান। কেহ কেহ এরূপ উন্নত হইয়াছেন যে মহর্লোক এমন কি জনলোকেও তাঁহাদের দৃষ্টি অব্যাহত। সুতরাং মৃত্যুর পর মানব যেমন তেমনি থাকে (কেবল স্থূল দেহটি খসিয়া যায় মাত্র), সে প্রেতলোকে গিয়া কিরূপে বাস করে, ক্রমশঃ পিতৃলোকে ও স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, সেই সেই লোকে গিয়া সে কি কি করে, তারপর ভোগশেষ হইলে সে কিরূপে পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে ইত্যাদি বিষয় ইহাঁরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অতএব, পরলোক, পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতি যে সকল বিষয় লইয়া তোমরা ঘোর বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছ, কেহ বলিতেছ ‘উহা নাই,’ কেহ বলিতেছ ‘আছে’; সেই সকল বিষয়ে ইহাদের যুক্তি বিচার বা শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয় না, তাহা তোমাদের কলিকাতা সহরের ন্যায় ইহাঁরা নিয়ত দেখিতে পাইতেছেন। মানবের মৃত্যুতে এখানে শোক তাপ নাই, কারণ মৃত্যু কেবল স্থান পরিবর্ত্তনমাত্র, দেখিতেছেন মৃত ব্যক্তি এই মোটা খোলসটি ছাড়িয়া সূক্ষ্ম আবরণে বেড়াইতেছেন। বাস্তবিক, “মৃত্যু” এই শব্দটিই এখানে প্রচলিত নাই, ইহাকে তাঁহারা ‘দেহত্যাগ’ বা ‘লোকান্তরগমন’ বলিয়া থাকেন। আবার, মানব ইহলোকে কিরূপ কর্ম্ম করিয়া পরলোকে কিরূপ ফল পাইতেছে ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া, কর্ম্মফলে বিশ্বাস এতদূর স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, যে ইহাঁরা রোগ-শোক-দুঃখ-পীড়াদিতে আদৌ ক্লিষ্ট বা কাতর হন না, বরং পূর্ব্বজন্মের ঋণ পরিশোধিত হইতেছে দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন।”

এই বলিয়া গুরুদেব একটু নীরব হইলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন “দিব্যদৃষ্টি থাকায় ইহাঁরা বিজ্ঞানে ও শিল্পে যে কি অপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছেন শুনিলে বিস্মিত

হইবে। তোমাদের বৈজ্ঞানিকগণ যে ইথার ও পরমাণুর অস্তিত্ব কেবল অনুমান করেন, ইঁহারা তাহাদের রূপ, বর্ণ, আকার, কম্পন প্রভৃতি সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তড়িৎ, আলোক, ও উত্তাপের মধ্যে পার্থক্য কি, ইহাদের কিরূপ স্পন্দনে কোনটি উৎপন্ন হয়, তোমাদের মূলভূতগুলি (স্বর্ণ লৌহাদি) যে প্রকৃত পক্ষে এক একটি যৌগিক পদার্থ ইত্যাদি বিষয় তাঁহাদিগকে কল্পনা বা অনুমান করিয়া লইতে হয় না। অতীতের ইতিহাস জানিবার জন্য (তোমাদের ন্যায়) ইহাঁদিগকে প্রাচীন কীটদষ্ট পুঁথি খুঁজিতে হয় না বা দেশে দেশে ভূগর্ভ খনন করিয়া প্রস্তরফলক বা তাম্রফলক অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হয় না; সূক্ষ্মাকাশে অতীত ঘটনামাত্রের যে সকল অভ্রান্ত ও দুরপনেয় চিত্র রহিয়াছে, তাঁহারা দিব্যদৃষ্টিতে তাহাই প্রত্যক্ষ করেন। শরীর-তত্ত্ব বা ভূ-তত্ত্ব জানিতে কষ্টসাধ্য শব-ব্যবচ্ছেদ বা ভূস্তর-খননের প্রয়োজন হয় না, দেহের প্রত্যেক নাড়ী, শিরা, ধমনী, অস্থি মজ্জা এবং ভূগর্ভের অতি গভীরতম প্রদেশগুলিও ইহাঁদের অন্তর্ভেদী চক্ষুর সমীপে অবারিত। তোমাদের অন্ধ সভ্য জগৎ যে ফলিত জ্যোতিষকে কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞা করে, ইহাঁরা তাহার মূল ভিত্তি অবগত হইয়াছেন; গ্রহ-দেবতাগণ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর উপর কিরূপ সূক্ষ্ম শক্তি বিস্তার করিতেছেন তাহাও ইহাঁদের প্রত্যক্ষের বিষয়। ইহাঁদের শিল্পের কথা আর কি বলিব? তোমাদের খুব উচ্চ কবি বা চিত্রকরগণ প্রতিভাবলে মধ্যে মধ্যে যে অনন্ত সৌন্দর্য্যের ক্ষণিক আলোক,—ক্ষীণ জ্যোতি দেখিতে পান, সেই বিরাট সৌন্দর্য্য ইহাঁদের দিব্যচক্ষুসমীপে নিয়ত পূর্ণভাবে বিরাজিত। কি কাব্যে, কি সঙ্গীতে, কি স্থাপত্যে, কি ভাস্কর্য্যে,—সর্ব্বত্রই এই অপার্থিব সৌন্দর্য্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ইহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তুমি দেখিয়া বোধ হয় কতকটা আভাস পাইয়াছ।"

ইহা বলিয়া গুরুদেব সূর্য্যের দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন "বেলা অনেক হইয়াছে, চল আজ যাই।" কিন্তু আমার যেন সে দেশ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। বলিলাম "মাঝে মাঝে এখানে আসা যাইবে কি? আমাদের দেশ হইতে ইহা কত দূর?" তিনি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "অনেক দূর! সুদূর ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত! কিন্তু বৎস, তোমরা সকলেই একদিন ইহার অধিবাসী হইবে।" আমি বলিলাম "সে দিন আসিবে কি?" তিনি দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন "নিশ্চয়ই আসিবে! এই সপ্ত পুরীই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষ-দ্বীপ ভাবী পৃথিবী।" আমি বলিলাম ক্ষ-দ্বীপ ভাবী পৃথিবী? পৃথিবী কতদিনে এমন উন্নত হইবে?" তিনি বলিলেন "জীবের জন্য এক বিন্দু তপ্ত অশ্রুজল তোমাকে দ্বীপের এক শত যোজন নিকটে আনিয়া দিবে, এবং ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণই এক নিমেষে পৃথিবীকে ক্ষ-দ্বীপে পরিণত করিবে।" ঠিক এই সময়ে লতামণ্ডপ হইতে একটি পাপিয়া গাহিল "ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ।" পরক্ষণেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম ভোর হইয়াছে। কাক ডাকিতেছে। বুঝিলাম কাকের "কা কা কা" শব্দই পাপিয়ার "ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ," বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, B. A.

সুন্দর কি ?

তিল তিল সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া বিধাতা যেরূপ তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইরূপ যিনি জগতের প্রত্যেক বস্তু হইতে সার সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব্ব কোমলতাময় ও মাধুর্য্যময় হৃদয় নির্ম্মাণ করিতেছেন, তিনি কেমন সুন্দর!

বিবিধ পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া মধুকর যেমন মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ যিনি জ্ঞানী মাত্রেরই নিকট হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া নিজ চরিত্র-বলের বৃদ্ধি ও জ্ঞানোৎকর্ষ সাধন করিতেছেন, তিনি কেমন সুন্দর!

পরম পিতাই যাঁহার জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ, ধর্ম্ম সাধনই যাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, যাঁহার হৃদয় ঈশ্বরবিশ্বাসের সাহস ও দৃঢ়তায় পূর্ণ, তিনি কেমন সুন্দর!

যাঁহার হৃদয় শরৎকালীন শশধরের ন্যায় অথবা পঙ্কিলতাবিহীন সরোবরের ন্যায় নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হইয়াছে এবং যাঁহার বদনমণ্ডল স্বর্গীয় দীপ্তিতে নিরন্তর প্রভাসিত হইতেছে, তিনি কেমন সুন্দর!

যিনি জীব-হিত-ব্রতে অকুণ্ঠিত-চিত্তে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছেন, পরাশ্রু-দর্শনে নিজ অশ্রুজল সম্বরণ করিতে না পারিয়া, যিনি পরদুঃখনিবারণার্থ বদ্ধপরিকর, সেই পরদুঃখ-কাতর, সহৃদয় ব্যক্তির লোচন-দ্বয় কেমন অতুল-সুধারস পরিপূর্ণ!! তিনি কেমন সুন্দর!

"VIRTUE though in rags, will keep me warm" মনে করিয়া যিনি এ সংসারে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে প্রপীড়িত হইলেও অধর্ম্মের নিকট আত্ম বিক্রয়ে সাহস পান না, তিনি কেমন সুন্দর।

জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যিনি সেই মঙ্গলময়ের কোমল হস্তের ছায়া,—দুঃখের ভিতর সুখের প্রতিবিম্ব,—নিরাশার মধ্যে আশার আলো,—অন্ধকারের মধ্যেও এক রহস্যময় স্বর্গীয় আলোক-সঞ্চার দেখিতে পান, তাঁহার হৃদয় কেমন মনোহর! তিনি কেমন সুন্দর!

যাঁহার হৃদয় প্রীতি ও পবিত্রতার নিত্যলীলা-নিকেতন, সর্ব্বজীবে দয়াপ্রকাশেই যাঁহার পরম তৃপ্তিলাভ, যাঁহার আত্মপর ভেদ-জ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে, জগতের সকলেই যাঁহার কুটুম্বস্বরূপ, নীচ অভদ্র ব্যক্তিও যাঁহার সহিত সদালাপে পরম আপ্যায়িত হইয়া থাকে, সেই ন্যায়পর মহৎ ব্যক্তির হৃদয়ের সৌন্দর্য্য কি মনোহর! তিনি কেমন সুন্দর!

কুচিন্তা ও কুভাব যাঁহার মানসাকাশে উদিত হয় না, দেবভাবের অমৃত-সিঞ্চনে যাঁহার হৃদয় সততই অভিষিক্ত, ভ্রমবশতঃ কেহ নিন্দা ও অপমানের ধূলি নিক্ষেপ করিলেও যিনি তাঁহাকে "এস ভাই" বলিয়া প্রেমালিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া দেন, তিনি কেমন সুন্দর!!

রমণীমাত্রেই মহাশক্তির অংশ জানিয়া যিনি তাঁহাদিগকে পবিত্রতার চক্ষে সতত নিরীক্ষণ করেন, অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্রেই যাঁহার কন্যা-স্বরূপা প্রাপ্তবয়স্কা রমণীমাত্রেই যাঁহার ভগিনী ও মাতৃস্থানীয়া, পরশ্রীকাতরতারূপ মহাব্যাধি যাঁহার ত্রিসীমায় আসিতে সাহস করে না, তাঁহার হৃদয়খানি কেমন সুন্দর!

যিনি সংসারের জীব হইয়া সংসার পরিত্যাগ

না করিয়াই নিঃস্পৃহ থাকিয়া, সংসারের ভীষণ রণে জয়লাভ করিতেছেন, ধূলিময় সংসারের ধূলি লাগিলেও—কণ্টকময় পথের কণ্টক বিদ্ধ হইলেও, যিনি তাহাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই হাস্যমুখে জগদীশ্বরের কার্য্য সাধন করিতেছেন, তাঁহার বাহিরের চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হইলেও—শরীর স্থূল কোমল না থাকিলেও,—তাঁহার দেহ চন্দনচর্চ্চিত ও সুন্দর বসনভূষণে বিভূষিত না হইলেও, অন্তরের উজ্জ্বল প্রভায় তাঁহার মুখখানি **কেমন সুন্দর**!

সে সৌন্দর্য্যের নিকট প্রভাকরের করপ্রভা সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলের চিত্তহারিণী শোভা ——শশধরের অমল-ধবল-রশ্মি——প্রফুল্ল গোলাপের সুষমাভাতি—বালতপনের কিরণোদ্‌ভাসিত সুবিমল-সলিল-তরঙ্গ নিশ্চয়ই মলিন বলিয়া বোধ হয়। সে সৌন্দর্য্যের নিকট শিশুর চাঁদ মুখের হাসির ছটা, এবং সুন্দরী রমণীর রমণীয় মুখসৌন্দর্য্যও পরাভূত হইয়া যায়।

এস, সকলে, এইরূপ সুন্দর হইতে সচেষ্ট হই! এইরূপ সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে অগ্রসর হই!!

দীন—শ্রীরসিকলাল দে

দুটি কবিতা।

কোথা তুমি?

পরমেশ, কোথা তুমি?—কোথা আছ নাথ?
সুনীল অম্বরে ওই দীপ্ত দিবাকর
ছড়াইছে রশ্মিরাশি—তা'র মাঝে কিহে?
অথবা গগনে যথা হীরকের মত
উজ্জ্বল তারকারাশি মিটি মিটি জ্বলে।
সুধাময় সুধাকর সুধারাশি লয়ে
জগতে নূতন প্রাণ করিতে সঞ্চার
বসি' যথা—শোকশূন্য সেই পুণ্য দেশে
থাক তুমি?—কিম্বা ওই তুষার মণ্ডিত
শুভ্র হিমালয়োপরে গৌরীশৃঙ্গ—যাহা
বিশাল জগৎ মাঝে উচ্চতম স্থান—
সেই স্থানে থাক তুমি—বল কৃপা করি'।
কিম্বা জগতের সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত?
অজ্ঞান তিমিরে ঢাকা নয়ন আমার,
খুঁজিয়া না পাই তোমা, কোথা আছ তুমি?
ভিক্ষা মোর প্রভু, যেন মম মন কভু
নাহি ফিরে তব ফুল্ল পদাম্বুজ হ'তে।
বসন্তে কোকিল যথা বসি' বৃক্ষোপরে
করে তব গুণগান, আমি সেই মত
শয়নে স্বপনে আর জীবনে মরণে
তোমার কীর্ত্তনে কভু না হই অলস।

দ্রুপদ দত্ত।

পাগলিনী।

কোথা নাথ, কোথা তুমি? যখনি যে দিকে চাই,
সবি শূন্যময় হেরি, কোন দিকে কেহ নাই।
কত আশা, ভালবাসা, ছিল নাথ প্রাণে তব,
সে সব ভুলিয়ে হায় এখানে কেমনে রব?
বল বল কত আর জীবনে সব যাতনা?
মধুর বাঁশরী রব হৃদি-কুঞ্জে শুনিব না?
সাধের শরতে হায় মধুর পূর্ণিমা-নিশি
হাসিবে জোছনা মাখি' আমোদেতে দশদিশি।
নটবর বিনে সখি আজি শূন্য কুঞ্জবন,
অখিল কাঁদিয়ে তাহে ফিরিবে গো অনুক্ষণ।
বাহিরে জোছনা হাসে হৃদে ঘোর অন্ধকার
যাপিব এ সুখ নিশি বল মুখ চেয়ে কা'র?
কি কাজ বহিয়া বল এ ছার জীবন ভার?
কি কাজ ভুবন-মাঝে রাখিয়ে এ দেহ আর?
কভু ভাবি ত্যজি প্রাণ ডুবিয়ে সাগর জলে
ভাবিয়ে সে মুখ খানি সদাই জীবন জলে
গৃহবাস বনবাস দুই এক হয় মনে
কভু ভাবি যাই সখি পশিগে বিজন বনে।
এবে সার নেত্রাসার সাজা মোরে সন্ন্যাসিনী,
কেন গৃহবাসে আর থাকি হ'য়ে বিষাদিনী?
অগাধ দুঃখের জলে ভাসি আমি **পাগলিনী**।

মেবার, উদয়পুর। পাগলিনী।

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

জন্ম-পত্র।

পরদিন নয়টা না বাজিতেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি আহারাদি সমাপন করিয়া তাহার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলাম। সে আসিবামাত্র, তাহার হস্ত হইতে কোষ্ঠীখানি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। কোষ্ঠীখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। সেখানি জ্যোতিষাচার্য্যেরই হস্ত-লিখিত। আমি জ্ঞানেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি ব'লেছিলে, তুমি কোষ্ঠী লিখেছ, এত তোমার গুরুর লেখা।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "তিনিই লিখেছেন। বাবা তাঁ'রেই লিখ্‌তে দিয়েছিলেন। লেখ্‌বার জন্য টাকাও দিয়েছিলেন। তিনি এই কোষ্ঠীর জন্য যে সব অঙ্ক ক'সেছিলেন, সে সমুদায়ই আমায় দিয়ে কসিয়েছিলেন, এবং কিসের পর কি লিখ্‌তে হ'বে তা'ও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সে সব এই খাতাটায় লেখা আছে, এখন এস এই কোষ্ঠীর মত ক'রে আর একখানা কোষ্ঠী করা যা'ক; তা' হ'লে সহজেই সব আয়ত্ত হ'য়ে যা'বে।"

আমি বলিলাম "ঠিক বুদ্ধি ক'রেছ। এই খানার মত আর একখানা করা যা'ক। তোমার জন্ম তারিখ কি?

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "আমার জন্মতারিখ নিয়ে কি ক'র্‌বে? পঞ্জিকা পা'বে কোথা? তাঁ'র সব পুরাতন পঞ্জিকা ছিল, আমাদের ত তা' নাই।"

আমি বলিলাম "তবে উপায়?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "উপায় আছে, কিন্তু সে চেষ্টা এখন দুরূহ। এর পর করা যাবে আপাততঃ এস এই কোষ্ঠীটাই ফিরে ফিরে কসা যা'ক। যেখানটা স্মরণ না হ'বে খাতা দেখা যাবে এখন।"

তখন জ্ঞানেন্দ্র কোষ্ঠীখানি পড়িতে আরম্ভ করিল।

॥ * ॥ ওঁ নমঃ ভগবতে সবিত্রে ॥ * ॥ জগদ্বিধাত্রে তমসাং নিহন্ত্রে গোত্রে প্রজানাং ফলসম্প্রদাত্রে। গন্ত্রে ক্ষণং স্রোতসি ভাবকর্ত্রে তস্মৈ নমো ধীবিধয়ে সবিত্রে ॥ * ॥ নত্বা ব্যোমাসনস্থং ত্রিভুবননমিতং দেবমাদ্যং দিনেশম্, তারানক্ষত্ররাশিগ্রহকুলতিলকং শর্ব্বরীশঞ্চ নত্বা। নত্বা কর্ম্মস্বভাবং প্রতিপদগহনং প্রাক্‌কৃতং কর্ম্মবীজম্, অজ্ঞানান্ধস্য জন্তোর্ভ্রমপটহরণং লিখ্যতে জন্মপত্রম্ ॥ * ॥ যা ব্রহ্মণা বিলিখিতা নরভালপট্টে প্রারব্ধ-কর্ম্ম-সদসৎ-ফলপাকপংক্তিঃ। হোরা প্রকাশয়তি তামিহ কর্ম্মপংক্তিং দীপো যথা নিশি ঘটাদিকমন্ধকারে ॥ * ॥ যৎ পূর্ব্বকর্ম্ম তদিদং খলু দৈবমাহু সংসারলক্ষণরথস্য তদেকচক্রম্। যত্নোঽপরং তদুভয়েন গতিস্তু বেদ্যা শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যমুনিরাহ নিজকৃতৌ চ ॥ * ॥ * ॥

এই পর্য্যন্ত পড়া হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা, ভাই কোষ্ঠীর আরম্ভে, শুধু ভগবানের নাম লিখ্‌লেই ত যথেষ্ট হ'তো। না হয় একটি মঙ্গলাচরণ শ্লোকই লিখ্‌তেন্, এত লেখার দরকার কি ? আমার মনে হয় জ্যোতিষীর ইষ্টদেবতা শ্রীসূর্য্যের নাম লিখিলেই যথেষ্ট হ'তো।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "আমিও ভাই, তাঁ'কে ও কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, তিনি বল্লেন, "ছোট খাট ঠিকজীতে লেখা হয়—"আদিত্যাদি গ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রানি চ রাশয়ঃ। দীর্ঘমায়ুঃ প্রকুর্ব্বন্তু যস্যেয়ং জন্মপত্রিকা॥"—যেমন শুধু শাঁখা, আর লোহা পর্‌লেই স্ত্রীলোকের এয়োতরক্ষা হয়, তেমনি ঐ একটি মঙ্গলাচরণে কাজ চলে বটে, কিন্তু বড়মানুষের বৌয়েরা তা ছাড়া সর্ব্বাঙ্গে আরও কত রকম অলঙ্কার পরে থাকে। তেমনি আমরাও বড় বড় কোষ্ঠী লেখবার সময়ে বেশী পরিমাণে মঙ্গলাচরণ শ্লোক, আশীর্ব্বচন শ্লোক প্রভৃতি উদ্ধার করে থাকি।" তাঁ'র সেই কথা শুনে আমি তাঁ'র খাতা থেকে, ঐ সকল শ্লোক লিখে নিয়েছি। এই দেখ, মঙ্গলাচরণ, আশীর্ব্বচনাদি সর্ব্বসমেত পঁচিশটি শ্লোক লেখা আছে।"

আমি বলিলাম "আমায় ওগুলি দিও।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "তা নিও এর পর। এখন দেখ—তা'র পর লিখ্‌তে হয়—
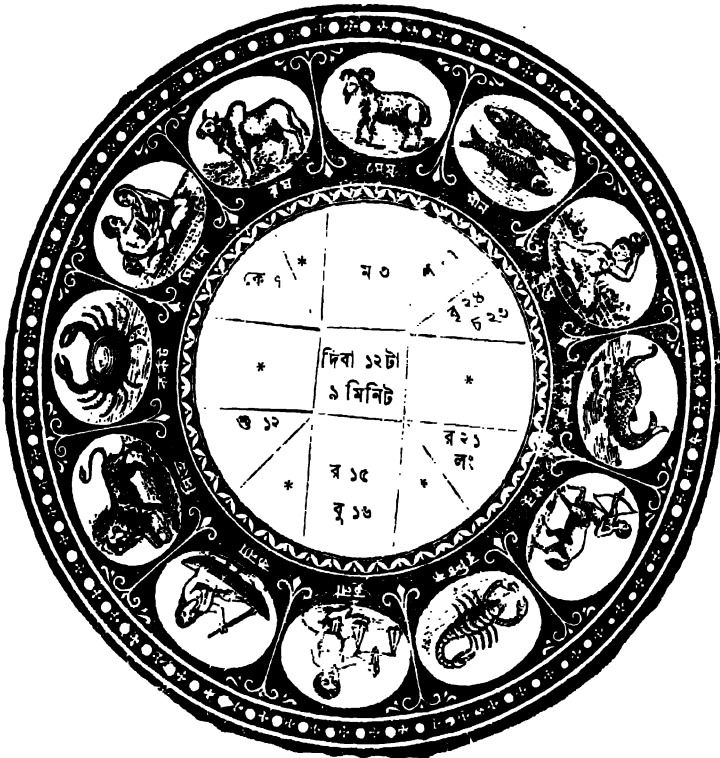
॥ ❊ ॥ শুভমস্তু ॥ ❊ ॥ শকনরপতেরতীতাব্দাদয়ঃ ১৮০১।৬।৭।১৪।৩৫

তত্র ভূসৃষ্টিতোঽতীতাব্দাঃ ১৯৫৫৮৮৪৯৮০, কলেগতাব্দাঃ ৪৯৮০, বিক্রমাব্দাঃ সম্বৎ ১৯৩৬, সন ১২৮৬ সাল, খ্রীষ্টিয়াব্দাঃ ১৮৭৯ অক্টোবরস্য চতুর্বিংশতিদিবসীয় দিবামানদণ্ডাদি ২৮। ২৫ দিবার্দ্ধমানং ১৪। ১২। ৩০ দিবাযামমানং ৭। ৬। ১৫ দিবাযামার্দ্ধমানং ৩। ৩৩। ৭। ৩০ দিবামুহূর্ত্তমানং ১। ৪৬। ৩৩। ৪৫ দিবাদণ্ডমানং ০। ৫৩। ১৬। ৫২। ৩০ ॥ * ॥ নিশামানং ৩১। ৩৫ নিশার্দ্ধমানং ১৫। ৪৭। ৩০ নিশাযামমানং ৭। ৫৩। ৪৫ নিশাযামার্দ্ধমানং ৩। ৫৬। ৫২। ৩০ নিশা-মুহূর্ত্তমানং ১। ৫৮। ২৬। ১৫ নিশাদণ্ডমানং ০। ৫৯। ১৩। ৭। ৩০ ॥ * ॥ ভ-মানং ৫৯। ৫১ ভুক্তদণ্ডাদি ৩১। ৫৭ ভোগ্যদণ্ডাদি ২৭। ৫৪ অয়নাংশাদি ২০। ৪২। ২৮। ৫ ॥ * ॥ অথ সূর্য্যস্যস্থূলনিরয়নস্ফুট-রাশ্যাদি ৬। ৮। ৬। ৪৮ নিরয়নলগ্নস্ফুটরাশ্যাদি ৮। ২৭। ১৩। ৫৬ ॥ * ॥ পুনঃ শুভমস্তু। এতচ্ছকীয় সৌরকার্ত্তিকস্যাষ্টমদিবসে কবের্ব্বারে শুক্লচান্দ্রাশ্বিনদশম্যান্তিথৌ ধনিষ্ঠানক্ষত্রস্য তৃতীয়পদাশ্রিতে শশধরে গণ্ডযোগে তৈতিলকরণে এবং পঞ্চাঙ্গশুদ্ধৌ তপনোদয়াৎ পঞ্চত্রিংশ-পলাধিকচতুর্দ্দশদণ্ডসময়ে গুরোক্ষেত্রে চন্দ্রস্য হোরায়াং রবেদ্রেক্কাণে

পূর্ব্বাহঃ।			জাতাহঃ।			পরাহঃ।		
খ্রীঃ ১৮৭৯ অব্দঃ ২৩এ অক্টোবর			খ্রীঃ ১৮৭৯ অব্দঃ ২৪এ অক্টোবর			খ্রীঃ ১৮৭৯ অব্দঃ ২৫এ অক্টোবর		
দিবা ২৮। ২৮			দিবা ২৮। ২৫			দিবা ২৮। ২১		
৫	২২	৯	৬	২৩	১০	৭	২৪	১১
৯	৪২	৩৮	১০	৪২	৩৪	১১	৪৩	৩১
৫৩	৩৮	৫২	৫১	২৯	২৫	৫১	১৮	১
১৭	২	৭	৪৫	৪	৮	২৭	৬	৯

বুধস্য সপ্তাংশে গুরোর্বর্গোত্তম-নবাংশে শুক্রস্য দ্বাদশাংশে তস্যৈব ত্রিংশাংশে এবং সপ্তবর্গপরিশুদ্ধে শুভকার্ম্মুকোদয়ে গুরোর্যামার্দ্ধে তস্যৈব দণ্ডে রাহোর্দশায়াং শ্রীশ্রীস্বেষ্টদেবতাচরণারবিন্দ-দ্বন্দ্ব-স্যন্দমান-মকরন্দ-

পানানন্দিত-স্বজনবন্দিতাশেষগুণান্বিতশ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যো-পাধ্যায়-শর্ম্মণঃ প্রথমাঙ্গজঃ সমজনি। শতপদচক্রানুসারেণ "গু"-

কারাদ্যক্ষরেণ-রাশ্যাশ্রিতনাম্না শ্রীযুক্ত-গুণেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-শর্ম্মণঃ শুভজন্মপত্রিকেয়ং ॥ ❋ ॥ কুম্ভরাশৌ ধনিষ্ঠানক্ষত্রে জননবশাৎ দেবারিগণঃ বৈশ্যবর্ণশ্চাসৌ। দেবদ্বিজাশীষাচ্চিরং জীবতাদিতি সমাসঃ ॥ ❋ ॥ পতাকীচক্রে দণ্ডপেন লগ্নস্য বেধাভাবাৎ রিষ্টাভাবঃ ॥ ❋ ॥ জাত চক্রে সব্যেতরে ভুজে জন্মনক্ষত্রপতনং ন শুভং। যথা—"চরণর্ক্ষেষু যো জাতঃ সোঽল্পায়ুর্ভবতি প্রিয়ে। জানুনোর্ভ্রমণাশক্তো গুহ্যে স্যাৎ পার-দারিকঃ। নাভৌ স্বল্পধনো দেবি হৃদয়ে স্যান্মহাধনঃ। পাণ্যোর্জ্জাতো ভবেচ্চৌরো ভুজয়োর্দুঃখভাজনঃ। স্কন্ধয়োর্ভোগভোগী চ মুখে ধর্ম্ম-রতো ধনী ॥ মূর্দ্ধ্নি রাজা ভবেদ্দেবি বালানাং জন্মতো ক্রমাৎ ॥ ❋ ॥ অন্যচ্চ—মুখে শীর্ষে শতং বর্ষং নবতিঃ স্কন্ধয়োর্দ্বয়োঃ। পঞ্চাশীতির্হৃদি
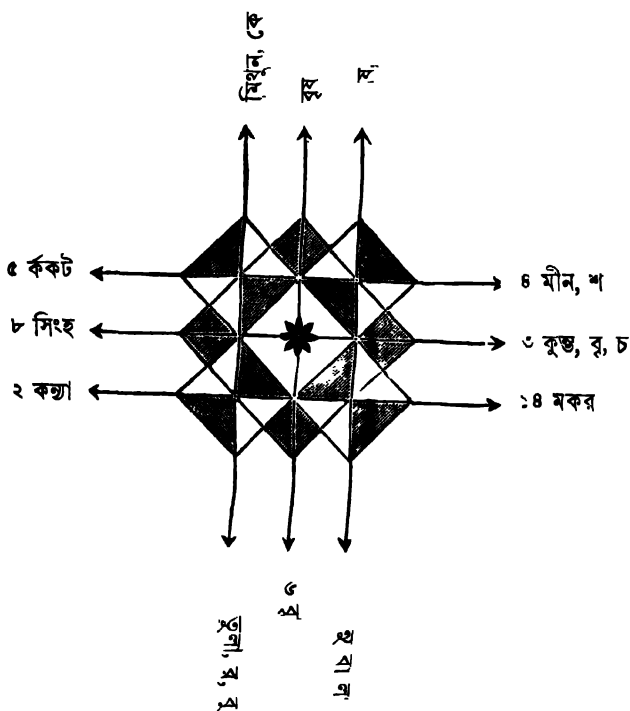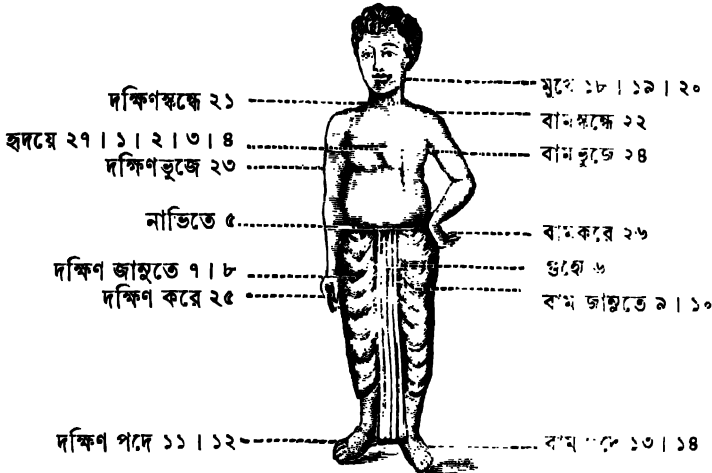
জাতচক্রম্

প্রোক্তো হস্তয়োঃ সপ্ততিঃ ক্রমাৎ ॥ বাহ্বোঃ ষট্‌ষষ্টিবর্ষাণি গুহ্যে ষট্‌ষষ্টিকা ক্রমাৎ। পঞ্চাশজ্জঙ্ঘয়োঃ পাদে নির্দ্ধনশ্চাল্পজীবনঃ ॥ ইতি জাতচক্রম্ ॥

এই পর্য্যন্ত হইবামাত্র আমি বলিলাম "ব্যস্! এই পর্য্যন্ত আগে বুঝি, তার পর বাকী দেখা যাবে। বল দেখি, ভাই, এ সব অঙ্ক টঙ্ক কোথায় পাওয়া গেল।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "পঞ্জিকা থেকেই।"

আমার কাছে গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা ছিল, তাহা বাহির করিলাম।

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "আমার এই ভাইপোটি জন্মেছে গত ৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার বারটা নয় মিনিটের সময়।

আমি বলিলাম "সে দিন না বিজয়া দশমী?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "হাঁ"

আমি বলিলাম "আমারও জন্মতিথি যে ঐ। তবে তোমার ভাইপোও জ্যোতিষ শিখ্‌বে।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "সেটা ত বিজয়া দশমীর ফল নয়! আমার ভাইপো যা' হ'বে তা' কোষ্ঠীতে লেখা আছে, দেখো এর পর। এখন যেমন ক'রে কোষ্ঠীখানা প্রস্তুত হ'য়েছে তা'ই দেখা যা'ক এস। প্রথম লেখা আছে—"শকনরপতেরতীতাব্দাদয়ঃ ১৮০১।৬।৭।১৪।৩৫" তা'র অর্থ হচ্চে এই, যে ১৮০১ শকাব্দা অতীত হ'য়ে ছয়টি মাস, সাতটি দিন আর চৌদ্দদণ্ড এবং পঁয়ত্রিশ পল অতীত হ'লে ছেলেটি জন্মেছে। সুতরাং সপ্তম মাস কার্ত্তিকের ৮ই তারিখে বেলা ১৪ দণ্ড ৩৫ পলের সময় জন্ম হ'য়েছে।

আমি বলিলাম "যদি দুপরের পর জন্মে থাকে তবে ত পনর দণ্ডের পর হওয়া উচিত।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "কিন্তু পঞ্জিকাতে দেখ, ৮ই কার্ত্তিক দিবা পরিমাণ ২৮ দণ্ড ২৫ পল।

এবং সূর্য্যোদয় ৬টা ১৯ মিনিটের সময়। সুতরাং ১২টা ৯ মিনিট থেকে ৬টা ১৯ মিনিট বাদ দিলে পাওয়া গেল ৫ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। আড়াই দণ্ডে ঘণ্টা এবং আড়াই পলে মিনিট সুতরাং পাঁচ ঘণ্টায় হ'লো সাড়ে বারো দণ্ড আর পঞ্চাশ মিনিটে হ'লো একশ পঁচিশ পল বা দু'দণ্ড পাঁচ পল মোট চৌদ্দ দণ্ড পঁয়ত্রিশ পল (৫। ৫০ × ২॥ = ১৪। ৩৫)।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে কসিয়া দেখিলাম ঠিক বটে। তা'র পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে এটা ১৮০১ শকাব্দা নয় ১৮০২ শকাব্দা ?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "তাই বটে। আমাদের দেশে সন তারিখ লিখ্‌তে ঐরূপ অতীতের উল্লেখ ক'রে লেখ্‌বার রীতি। বিলাতী মতে লিখ্‌তে হ'লে ১৮০২-৭-৮ লিখ্‌তে হ'তো। একটু ভেবে দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বে আমাদের ওরূপ লেখ্‌বার রীতির সার্থকতা কি ?—তা'র পর লেখা আছে 'ভূসৃষ্টিতোঽতীতাব্দা ১৯৫৫৮৮৪৯৮০ অর্থাৎ ভূ-সৃষ্টির পর একশত পঁচানব্বই কোটী আটান্ন লক্ষ চুরাশী হাজার নয় শত আশী বৎসর অতীত হ'য়েছে। এই অঙ্কটি নির্ণয়ের উপায় শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তে আছে।

আমি বলিলাম "আমি জানি।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "কি রূপে ?"

আমি বলিলাম "তুমি ত জান আজ দুই বৎসর যাবৎ রাজকৃষ্ণ বাবুর পরামর্শে "ভারত-কোষ" নামে একখানি অভিধান সংগ্রহ কর্‌চি। তা'র কাল* শব্দ ব্যাখ্যার সময়, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি থেকে আমাদের হিন্দু মতের কাল-বিভাগ সংগ্রহ ক'রেছি। তাইতেই জানি। খ্রীষ্ট জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টির কথা আজ কাল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করেন না।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "তবে তুমি নিজে ঐ অঙ্কটা কসে নিতে পার।"

আমি বলিলাম "বই দেখে পারি বোধ হয়। কিন্তু ওটাও ত বড়লোকের বাড়ীর মেয়েদের ঝাপ্‌টা পরা গোছ—শোভার্থ—বিশেষ কি কাজে লাগ্‌বে ?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "উপস্থিত ক্ষেত্রে বিশেষ দরকার নাই বটে কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় বলেছেন শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে গ্রহগণের স্থান নির্ণয় কর্‌তে হ'লে ওটাতে বিশেষ প্রয়োজন হ'বে।"

আমি বলিলাম "সে যখন দরকার হ'বে, তখন না হয় দেখা যা'বে। আপাততঃ ওটা ছেড়ে দাও। তার পর কলের্গতাব্দা প্রভৃতিও না হ'লে আপাততঃ চল্‌বে, কি বল ?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "যদি একান্ত ছেড়ে দিতে চাও, দাও।" কিন্তু যদি রাখ্‌তে চাও একটা সোজা সঙ্কেত পণ্ডিত মহাশয় ব'লে দিয়েছেন শোনো—

শকাব্দাতে ১৯৫৫৮৮৩১৭৯ যোগ কর্‌লে ভূসৃষ্টিতোঽতীতাব্দা হয়। তারি শেষের চারিটি অঙ্ক কলের্গতাব্দা। শকাব্দা থেকে ৫১৫ বাদ দিলে হয় সন, আর ১৩৫ যোগ কর্‌লে হয় সম্বৎ কিন্তু চান্দ্র ফাল্গুন অমাবস্যার পর ১৩৬ যোগ কর্‌তে হ'বে। শকাব্দায় ৭৮ যোগ করলে এবং পৌষের পর ৭৯ যোগ করলে হয় খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং এ গুলির একটা

* ভারতকোষের ঐ স্থানে কিছু ভ্রমপ্রমাদ আছে। আমরা কাল-প্রসঙ্গ সময়ে আর্য্যশাস্ত্রসম্মত কাল বিভাগ বিস্তৃতভাবে লিখিব।—(লেখক)।

জানা থাক্‌লেই অপর গুলি অনায়াসেই নির্ণীত হ'তে পারে। যদি পাঁজী হাতে থাকে, দেখে নিলেই হ'বে। পঞ্জিকার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে ও গুলি সবই আছে। তা'র পর দিবামান প্রভৃতি দেখ। দিবা বা রাত্রিমানের অর্দ্ধেক দিবার্দ্ধ বা নিশার্দ্ধ; তা'র অর্দ্ধেক যাম; তা'র অর্দ্ধেক যামার্দ্ধ; তা'র অর্দ্ধেক মুহূর্ত্ত; তা'র অর্দ্ধেক দণ্ড।"

আমি বলিলাম "বুঝিয়ে ত দিলে জলের মত দাদা, কিন্তু ও দিকে যে তোমার দিবা রাত্রি চৌষট্টি দণ্ড হ'লো? আর মুহূর্ত্ত পরিমাণটাও ত পঞ্জিকার সঙ্গে মিল্‌লো না? পঞ্জিকায় ৮ই মুং যে ১।৫৩।৪০ তুমিত লিখেছ ১।৪৬।৩৩।৪৫।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "আমি ত লিখি নি। পণ্ডিত মহাশয় কেন লিখেছেন, তা তিনি আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন শোনো। ঐ দণ্ডের দ্বারা দণ্ডাধিপতি নির্ণয়পূর্ব্বক জাতকের কতকগুলি ফল-বিচার করা হয়। দিবসের পঞ্চদশ ভাগের এক ভাগকে যে মুহূর্ত্ত বলে, তা'র প্রয়োজন স্মার্ত্তকার্য্যে।"

আমি বলিলাম "তোমার ও হিব্রুভাষা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। সোজা বাঙ্গালায় যদি বল্‌তে না পার, নিদেন দু' চারটে ইংরিজি বুক্‌নি দিতে চাও তা'তে আমার আপত্তি নাই কিন্তু পরিস্কার ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া চাই।

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "হিব্রুও বলি নাই, ইংরাজীও সহজে বল্‌বো না, তবে যদি একান্ত মাথায় বাঙ্গালা কথা উদয় না হয়—দু' একটা হ'য়ে যা'বে। আগেই ব'লেছি আমি কোষ্ঠীর বিচার এখনও শিখ্‌তে পারিনি* সুতরাং যা' জানি তা'র বেশী বল্‌তে পার্‌বো না। ঐ রকম ক'রে ভাগ কর্‌লে প্রতিদিনই দণ্ডের পরিমাণ স্বতন্ত্র রকম হ'বে। প্রতিদিনের, দিন বা রাত্রির অষ্টমাংশের নাম যামার্দ্ধ। প্রতিদিন প্রতি যামার্দ্ধের এক এক জন অধিপতি আছেন। আবার প্রত্যেক যামার্দ্ধে চারিটি দণ্ড, প্রত্যেক দণ্ডেরও এক একজন স্বতন্ত্র অধিপতি আছেন। সেই অধিপতি নির্ণয় কর্‌লে, যাঁ'র দণ্ডে জন্ম হ'য়েছে, সেই গ্রহ যদি পতাকীতে লগ্নের সঙ্গে সমসূত্রে থাকেন, তবে লগ্ন দণ্ডপতি দ্বারা বিদ্ধ হ'লো বলা যায়, যেমন এই কোষ্ঠীর পতাকী চক্রটি দেখ।"

আমি বলিলাম "পতাকী চক্র কোনটা?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "এই যে লম্বা লম্বি তিনটি আর আড়ো তিনটি রেখা দিয়ে যে চক্রটি অঙ্কিত করা রয়েছে এইটির নাম "পতাকী চক্র।" (১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ

আমি বলিলাম "ওর পতাকীচক্র নাম হ'লো কেন?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "তা'ত তাঁ'কে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। যাই হোক ওর—নাম পতাকীচক্র। শাস্ত্রে বলেছেন, ঐরূপ ঊর্দ্ধভাবে তিনটি আর তির্য্যক্‌ভাবে তিনটি রেখা† অঙ্কিত ক'রে ছ'টি রেখাতে যে বারটি প্রান্ত পাওয়া গেল, এরই

* ভাল করিয়া কোষ্ঠী গণনা করিতে না পারিলে বিচার করা শিখিতে চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন।

† ঊর্দ্ধরেখাত্রয়ং লেখ্যং তির্য্যগ্রেখাত্রয়ন্তথা।
বেধস্তির্যক্‌ক্রমাদ্দেয়ো দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং পরস্পরং॥
ষড়্‌রেখাস্তু সমালিখ্য পতাকীবেধ নির্ণয়ে।
লগ্নাদি গ্রহযোগেন জন্মরিষ্টির্বিধীয়তে॥
পঞ্চাষ্টযুগ্মবিংশাশ্চষড়্‌দশেন্দ্রাগ্নি সাগরাঃ।
একটান্নীন পর্য্যন্তং অঙ্কা দেয়া যথাক্রমম্

উর্দ্ধের দক্ষিণ পার্শ্বের রেখাটিকে মেষ মনে করে বাম দিক্ দিয়ে যথাক্রমে বারটি রাশি চিহ্নিত করতে হ'বে (চক্র দেখ ১৩৮ পৃঃ) তার পর রাশি চক্রে থেকে গ্রহগুলি ও লগ্ন যে যে রাশিতে আছে এই চক্রেও সেই গুলি সেই সেই রাশিতে বসা'তে হ'বে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম "রাশিচক্র আঁক্‌তে হ'বে কি রকম ক'রে?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "না ভাই, তুমি বড়ই বিরক্ত করলে! আমি এক ধার থেকে ব'লে আস্‌ছিলাম, তুমি কেবলই উল্‌টো পাল্‌টা প্রশ্ন ক'রে ক্রমভঙ্গ কর্‌চো।"

আমি বলিলাম "তুমি তবে তোমার মত বলে যাও, আমি আমার জিজ্ঞাসা এখন একটা কাগজে টুকে রাখি, এর পর জিজ্ঞাসা করবো।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "সে কথা ভাল।" তা'হলে নিশাদণ্ড পর্যান্ত কি করে নির্ণয় করতে হয় তা বুঝেছ?"

আমি বলিলাম "হাঁ" পরে জিজ্ঞাসা করবার জন্য কাগজে লিখ্‌লাম্ "৬৪ দণ্ডে দিবাভাগকে ভাগ করবার হেতু কি?" তারপর বলিলাম "এইবার তোমার ভ-মানং।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "ভ-মান অর্থাৎ নক্ষত্রের পরিমাণ দণ্ড পল গুপ্তপ্রেশ পাঞ্জিকা থেকে লওয়া হ'য়েছে। এই দেখ সাতই তারিখে শ্রবণা নক্ষত্র আছে বেয়াল্লিশ দণ্ড আট্‌ত্রিশ পল তার পর ধনিষ্ঠা নক্ষত্র আরম্ভ হয়েছে; সুতরাং ষাইট দণ্ড থেকে বেয়াল্লিশ দণ্ড আট্‌ত্রিশ পল (৬০ – ৪২। ৩৮=১৭।২২) বাদ দিয়ে যে সতর দণ্ড বাইশ পল বাকী থাকে, সাতই তারিখের সেই সতর দণ্ড বাইশ পল আর আটই তারিখের ধনিষ্ঠার স্থিতিকাল বেয়াল্লিশ দণ্ড উনত্রিশ পল যোগ করে পাওয়া গেল?"

আমি কসিয়া বলিলাম "উনষাইট দণ্ড একান্ন পল (১৭। ২২+৪২। ২৯=৫৯। ৫১)।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "তাই ভ-মান বলে লেখা আছে। তা'র মধ্যে জন্ম-সময়-পর্য্যন্ত যত দণ্ডাদি অতীত হ'য়েছে অর্থাৎ সাতই তারিখের সতর দণ্ড বাইশ পল, আর আটই তারিখের জন্মকাল পর্য্যন্ত চৌদ্দ দণ্ড পঁয়ত্রিশ পল (১৭। ২২+১৪। ৩৫=৩১। ৫৭) এই একত্রিশ দণ্ড সাতান্ন পল হলো নক্ষত্রের ভুক্তদণ্ডাদি সুতরাং বাকী?"

আমি বলিলাম, "নক্ষত্র পরিমাণ উনষাইট দণ্ড একান্নপল থেকে একত্রিশ দণ্ড সাতান্ন পল বাদ দিলাম, (৫৯। ৫১ – ৩১। ৫৭=২৭। ৫৪) হ'লো সাতাইশ দণ্ড চুয়ান্ন পল, এইটাই ভোগ্য দণ্ডাদি?

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "হাঁ!"

ক্ষুদ্র নীতি স্তবক।

পূজনীয় পুরুষের শুনিলে বচন।
কিছুমাত্র বাধা নাহি দিবে কদাচন॥
জান যদি সেই বাণী, তাহে ক্ষতি নাই।
অন্যে যদি নাহি জানে চুপ কর তাই॥
তোমা হ'তে সেইজন জানে ভাল মতে
অথবা কি ক্ষতি যদি জান বিপিমতে॥

যদি কোন গুরুতর কার্য্যের কারণ।
সাহায্য পাইবে হেন আশ্বাস বচন
পেয়ে থাক, তবে তাহা না কর প্রকাশ।
যে হেতু বিপক্ষ ফিরে সদা ক্ষতি আশে॥
যখন সে কাজে তুমি হইবেক সিদ্ধি।
প্রকাশ করিবে সবে নাহি ক্ষতি বৃদ্ধি॥

শ্রীগণপতি রায়

পাগল।

(দ্বিতীয় দিনের প্রথমাংশ।)

শুয়েছিলাম রাত্রি ন'টার সময়, ঘুম ভাংলো রাত্রি একটার সময়। আলো জাল্‌লাম। একবার পত্নীর বিছানার মশারী তুলিয়া দেখ্‌লাম—তিনি অকাতরে নিদ্রা দিচ্চেন। এই পৌষ মাসের শীতে গায়ে লেপ নাই, বক্ষে সেই গুরুদত্ত **গোপাল**। গোপালের মুখ স্তনে লগ্ন। সর্ব্বাঙ্গে দর দর ধারে ঘাম হ'চ্চে।

তিনি নিদ্রিতাবস্থাতেই বল্লেন "ব্রজেশ্বরি, আর পারিনে মা, তোমার গোপালের সঙ্গে। দেখ দেখি মা, কি দুরন্ত ছেলে, মাখন তুলে তুলে হাঁড়িতে রাখ্‌ছিলাম; তোমার গোপাল কি না সেই হাঁড়িটে মাথায় ক'রে ছুট্‌লো। আমি কি করি বলো, কাজেই দই মওয়া ছেড়ে, গোপালের পেছু পেছু ছুট্‌লাম; কিন্তু গোপালের সঙ্গে সঙ্গে কি ছুট্‌তে পারি? শেষ ছুটে ছুটে হীমসীম হ'য়ে বল্‌লাম 'বাবা হাঁড়িটে আমায় দাও, আমি আর ছুট্‌তে পারি নে। তোমার যত ইচ্ছা খাও, কিন্তু হাঁড়িটে ভেঙ্গো না' গোপাল তোমার হাঁড়িটে নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে এসে বল্লে। 'না মা আমি তোর মাখন নষ্ট করবো না। ছুটে ছুটে আমারও পা ব্যথা কর্‌চে। আমি বল্লাম, 'কেন ছুট্‌লে বাবা? এ ব্রজের ক্ষীর, সর, নবনী সকলি তো তোমার! তোমার জন্যই ত বাবা সকলের সংসার! সকলের **গো-পালন**! এ ব্রজ ধাম ত তোমার অধিকার। যত খেতে চাও খাও। নিজের জিনিষ নষ্ট ক'রো না।" এই ব'লে সাদরে গোপালকে বক্ষে চেপে ধর্‌লেন। একটি ধাতুময় মূর্ত্তিকে সত্যজ্ঞানে এত আদর, বালিকা খেলা ঘরে ব'সে ক'রে থাকে। বয়স্থা যুবতীর পুত্তলিকাতে এ ভাব এই নূতন। এ ত চিত্ত-বিকৃতির লক্ষণ। তবে কি ইনি পাগল হ'লেন?—প্রাণের ভিতর ধ্বনি হ'লো, 'ভয় নাই, ভবে সবাই পাগল, সবাই মাতাল—পেঁচি মাতালেই মাতলাম করে। পাকা মাতালের মাতলাম নাই—আছে কেবল আনন্দ-টুকু। মা আমার ব্রজভূমে ভ্রমণ করচেন ভেবো না। **এসো ক্রিয়ায় ব'সো!**" প্রাণে শুন্‌তে শুন্‌তে, শেষের কথা কয়টি কানে শুন্‌লাম। বুঝ্‌লাম গুরুদেব ডাক্‌ছেন। বাহিরে আস্‌লাম, দেখি তিনি ধ্যানস্থ। পার্শ্বে আমার আসনখানি পাতা রয়েছে। আমি মুখ হাত ধুয়ে এসে তাতেই উপবেশন ক'রে গুরু নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়ার সাধনে প্রবৃত্ত হ'লাম।

এই সময়ে গুরুদেব আমার মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বোধ হয় আশীর্ব্বাদ করলেন। সেই আশীর্ব্বাদে আমার মনের চাঞ্চল্য দূর হ'লো এবং নির্ব্বিঘ্নে ক্রিয়া সম্পন্ন হ'লো। তখন তিনি বল্লেন, যাও বাবা গীতা এবং ভাগবতের নিয়মিত অধ্যায় আবৃত্তি ক'রে বেড়াতে যাও।

আমি বল্লাম "আজ আর বেড়াতে যা'ব না, আপনার বচন-সুধা পান ক'র্‌বো।"

তিনি বল্লেন "কোনও আমোদজনক কার্য্যের জন্য, নিত্য-নিয়মিত-কার্য্যের পরিবর্ত্তন করতে নাই—বিশেষ ব্যায়াম।

"ব্যায়ামোহি সদা পথ্য বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাম্।"

প্রায় দশ বৎসর হ'ল যে কাজটি নিয়মিত ভাবে ক'রে আসছো সে কাজটি এক দিনের তরেও ত্যাগ ক'রো না। এই

বাঙ্গালা দেশে, ছেলেরা অনেকেই পাঠ্যাবস্থায় ব্যায়াম অভ্যাস ক'রে, শেষে যখন চাকরী বাকরী আরম্ভ করে তখন প্রায়ই শারীরিক শ্রম একেবারে ত্যাগ করে। তার ফল হয় এই, যে দেহ চিরকালের জন্য ভগ্ন হ'য়ে যায়। প্রত্যহ যেমন ভ্রমণ কর, তেমনি ক'রো, বরং ক্রমে আরও দ্রুত চলা অভ্যাস কর—আর চল্‌বার সময়েও লক্ষ্য ইষ্টে রেখো—যেমন ব'লে দিয়েছি, তেমনিটি কর্‌বার জন্য যত্ন ক'র। তুমি ফিরে এলে আবার উপনিষৎ আরম্ভ করা যা'বে।"

আমি তাঁ'র চরণে প্রণাম ক'রে গৃহ মধ্যে গমন কর্‌লাম। এবং গীতার একাদশ অধ্যায় আর ভাগবতের দশমের ত্রিংশ অধ্যায় পড়্‌লাম। তারপর আজ ধুতি, জামা আর র‍্যাপার নিয়ে বেড়াতে গেলাম। তিনি সেই ভাবেই ব'সে রইলেন।

যখন ভ্রমণ ক'রে ফির্‌লাম, তখন আটটা বাজে নাই। দেখ্‌লাম পত্নী গুরুদেবকে তেল মাখাচ্ছেন। আমি আস্‌বামাত্র গুরুদেব হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন "আজ আমার বাবার মত পোষাক হ'য়েছে। নেয়ে বই পড়্‌বো এখন। এই দেখ বাবা, মা কেমন মাখন ক'রেছেন আমি খেয়েছি, তোমার জন্যেও আছে। আজ আবার ভাত খাবো এখন, উঠি উঠি দু'দিন ভাত খেলে অসুখ হ'বে না ত?

আমি বল্লাম "যে সুখ অসুখের অতীত, তা'র কি আর অসুখ হয়?"

তিনি বল্লেন "ঠিক বলেছ বাবা, অসুখ ওটা মনের ভুল। যদি জোর ক'রে বল্‌তে পার, ভগবানের ইচ্ছায় আমার অসুখ হ'বে না, তবে নিশ্চয়ই হ'বে না। যাও কাপড় চোপড় ছেড়ে, স্নান করে নাও। তারপর কিছু খেয়ে, দুই বাপ বেটায় বই পড়্‌বো আর মা বেটি খাট্‌বে এখন। কাজ কর্‌বার ভার মা'র—

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।"

আর খাবার ভার আমার; কারণ—

"পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।"

আমার স্ত্রী ইত্যবসরে এক ঘটি জল এনে আমার পা ধুইয়ে দিলেন। তার পর তাঁ'রে স্নান করাতে লাগ্‌লেন।

আমিও স্নান কর্‌লাম। উভয়ের জলযোগ হ'লো। তা'র পর তিনি উপনিষৎখানি আবৃত্তি কর্‌তে লাগ্‌লেন আর আমি সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি কর্‌তে লাগ্‌লাম। এত দিন সংস্কৃত উচ্চারণ কর্‌তে জান্‌তাম না, তাঁর কৃপায় উচ্চারণ বুঝ্‌তে লাগ্‌লাম। পাঠ শেষ হ'লে, তিনি বল্লেন "ঠিক্ ঠিক্ উচ্চারণ কর্‌তে শিখো। শব্দের শক্তি উচ্চারণে। উচ্চারণের দোষে একে আর বুঝায়—হিতে বিপরীত ঘটে। শান্তিপাঠ মন্ত্রের অর্থ ত মনে আছে।"

আমি বল্লাম "হাঁ! আপনার আশীর্ব্বাদে ভুলি নাই।

তিনি বল্লেন "বেশ, এইবার প্রথম মন্ত্রটি বোঝবার জন্য যত্ন কর—

ওঁ ঈশাবাস্যমিদꣳসর্ব্বম্
যৎ কিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা
মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥

এই মন্ত্রটির পদচ্ছেদ কর্‌লে হয়—

ইদꣳসর্ব্বমীশাবাস্যম্ এই সমুদায় ঈশ্বর কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত, গীতায় পড়েছ ত?—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ।"

দেখেছ ত কাল ওঙ্কাররূপী তিনি, জগন্ময়

ব্যাপ্ত। বুঝেছ ত প্রকৃতি-পুরুষ-রহস্য—"জগত্যাং যৎ কিঞ্চ" জগতের যা কিছু দেখ্‌ছো, না দেখ্‌ছো, সবই তাঁ'দ্বারা আবৃত। তাঁ'র পরাশক্তি প্রাণরূপে জগৎকে ধারণ ক'রে র'য়েছেন। সুতরাং এ সব তাঁ'রই। তিনি তোমাকে দিন কয়েকের জন্যে ভোগ ক'র্‌তে দেছেন, তুমি প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত—ভক্তিমান সন্তানের মত—পতিপ্রাণা রমণীর মত—"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" আসক্তিশূন্য হ'য়ে ভোগ কর—তাঁ'র সেবার জন্য যা না হ'লে নয়, সেই টুকু ভোগ কর। "মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং" কারো ধনে আকাঙ্ক্ষা রেখো না। পরধনে ত নয়ই—নিজ ধনেও আসক্তি রেখো না। যা 'তোমার' বল্‌তে আছে—সব তাঁ'কে সমর্পণ ক'রে, সেই নিবেদিত প্রসাদে দেহ রক্ষা কর। বড় নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারবে। তার পর দ্বিতীয় শ্লোক—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি
জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি
ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

শ্লোকটির পদগুলি স্বতন্ত্র করলে হয়—

"কুর্ব্বন এব ইহ কর্ম্মাণি জিবীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি ন অন্যথা ইতঃ অস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।'

এইবার বোঝ্‌বার চেষ্টা কর। প্রথমতঃ "ইহ এব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ শতং সমাঃ জিজীবিষেৎ।" অর্থাৎ এই জগতে কর্ম্ম করিয়া, শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। "ত্বয়ি নরে এবং কর্ম্ম ন লিপ্যতে।" তুমি মানুষ এরূপ কর্‌লে কর্ম্মে লিপ্ত হ'বে না। "ইতঃ ন অন্যথা অস্তি।" এর আর কোনও অনাথা নাই। এ জগতে কর্ম্ম কর্‌তে হ'বে। এখন এই কর্ম্মটা কি ভেবে দেখো। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।"

অর্থাৎ সর্ব্বদা কর্ম্ম করো অকর্ম্ম কোরো না। এই কর্ম্মটা বোঝা বড় কঠিন। তাই ভগবান বলেছিলেন—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ।"

বড় বড় পণ্ডিতেরাও এই কর্ম্মরহস্য বুঝ্‌তে পারেন না। কারণ ওখানে পাণ্ডিত্য প্রবেশ করিতেই পারে না। শ্রীগুরুদেব কৃপা ক'রে অনুগত শিষ্যের প্রাণে ঢুকিয়ে দেন তা'তে প্রাণে [illegible] হ'য়ে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত করে।"

আমি বল্লাম "কেন, যা করা উচিত ব'লে বোধ হ'বে তাই কর্ম্ম আর যা অনুচিত তাই অকর্ম্ম। এই ত সোজা কথা পড়ে র'য়েছে।"

তিনি বল্লেন "না বাবা, অত সোজা নয়। যা উচিত তা কর্ত্তব্য কিন্তু কর্ম্ম না হ'তে পারে। মানুষের প্রকৃতি অনুসারে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বোধ হয়, কিন্তু কর্ম্ম সকলেরই কর্ত্তব্য। শুধু কর্ত্তব্য নয়, সে কর্‌তে বাধ্য!"

আমি বল্লাম "যদি না করে।"

তিনি বল্লেন—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।"

একমাত্র প্রাণকর্ম্মই কর্ম্ম—আর তা'ই ধর্ম্ম।

"আমি বল্লাম ও সকল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নাই কর্‌লাম।"

তিনি বল্লেন "এখন না কর নাই করলে। কিন্তু বাবা—

"ব্রহ্মাপি তন্ন জানাতি ঈষৎ শর্ব্বোঽপি জানাতি
বহ্বর্থমৃগ্যমন্তত্ত্ব্ ভারতং প্রবদন্তি হি।
ব্রহ্মাদ্যৈঃ প্রার্থিতো বিষ্ণুর্ভারতং স চকার হ।
যস্মিন্ দশার্থাঃ সর্ব্বত্র ন জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বজন্তুভিঃ।"

সুতরাং তোমরা স্বীকার কর্‌তে না চাইলেও মহাভারতের সর্ব্বত্র দশটি ক'রে অর্থ আছে। যে যেমন অধিকারী, তা'র প্রাণে শ্রীগুরুদেব তদনুরূপ অর্থ প্রকাশ ক'রে দেবেন। তখন বুঝ্‌তে পেরে কৃতার্থ হ'বে। সেই **মহাভারতের** মধ্যে গীতা শ্রেষ্ঠ—

"ভারতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ভারতে গীতিকা বরা।"

এই গ্রন্থ সকল উপনিষদের সার—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দন।
পার্থো বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।"

টাটকা দুধ খাওয়াই ভাল। যদি হজম কর্‌তে পার তবে দুগ্ধের সার নবনীতই পরম উপাদেয়। তাই বলেছেন—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যাঃ স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতাঃ।"

তুমি অনেক দিন গীতা পড়েছ। তবে ঠিক ঠিক পাঠ কর্‌তে পারনি, তাই আজও প্রাণে অর্থ প্রতিভাত হয় নি। আশা করি **শ্রীগুরুদেবের** কৃপায় ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

(রাত্রে সমস্ত দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করবার সময় দেখ্‌ছি, গীতার মুখ্যার্থ ব্যতীত অন্য অর্থও আছে তবে দশ অর্থ এখনও বুঝ্‌তে পার্‌চি না)

"যদি নিয়মিত **প্রাণকর্ম্ম** কর, তবে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবন লাভ হ'বে, আর ক্রমেই সে জীবন আধিব্যাধিবিহীনও হ'য়ে পড়্‌বে। তোমাদের এ সব হ'বে ব'লেই আমায় এখানে পাঠিয়েছেন। যাঁ'দের দরকার হয় তাঁ'দের জন্য আসেন। এইবার তৃতীয় মন্ত্র আরম্ভ করি।

আমি বল্লাম "আপনি শান্তি পাঠ মন্ত্রটির সমগ্র ব্যাখ্যা করেন নি। এ মন্ত্রটিরও প্রায় সবই ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি হাস্‌লেন, বল্‌লেন "আমি মুখে বলিনি কিন্তু তুমি কি বুঝ্‌তে পারচো না?

আমি বল্লাম "পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে, আবার পূর্ণ অবশেষ থাক্‌বে কি করে?"

তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন "তাওত দেখেছ বাবা! না হয় আবার দেখ ও ত ব'লে বোঝাবার নয়!"

এই সময়, আমরা যেখানে বসেছিলাম, সেইখান হ'তে সূর্য্যদেব দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। তিনি সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কর্‌লেন। আমি চেয়ে দেখ্‌লাম—জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমে একটি জ্যোতিঃ--বিন্দুতে পরিণত হলো—দেখ্‌লাম সে বিন্দুটি একটি রশ্মি হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছে—রশ্মিটি ধ'রে লক্ষ্য কর্‌তে থাক্‌লাম—বহুক্ষণ পরে বোধ হ'লো যেন দূরে—অতি দূরে—আর একটি জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য—সে সূর্য্য থেকে অনন্ত রশ্মি অনন্ত দিকে গেছে। সেই সব রশ্মিস্ফুলিঙ্গ হ'তে অনন্ত সূর্য্য অনন্ত গগনে বিরাজ কর্‌চে। দেখ্‌লাম সেই কেন্দ্রস্থ সূর্য্য মহাজ্যোতিস্ময় হ'লেও বড়ই স্নিগ্ধ। তা'র মধ্যে সেই **নয়টি যুগলের মহানৃত্য**—প্রাণে ধ্বনিত হলো—"নয়টি যুগল চিরদিন পূর্ণ প্রণব রূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ঐ কেন্দ্রের চারিধারে অনন্ত সূর্য্যগণ স্ব স্ব গ্রহাদি সঙ্গে অনন্ত আকাশে অনন্ত কাল সেই অনন্ত দেবকে প্রদক্ষিণ করতে করতে কখনও লীন কখনও

বা প্রকাশিত হ'চ্চে। কিন্তু সবই সেই নয়টি যুগলে গঠিত। কেন্দ্র থেকে অনন্ত প্রণব অনন্ত আকাশে চলে গেল কিন্তু মাঝেরটি যেমন তেমনি পূর্ণভাবে চিরদিন বিরাজিত আছেন।”

বুঝলাম তিনি পূর্ণ অবতারি। অনন্ত অবতার তাঁ'র। যুগপৎ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ থাকলেও তিনি স্বধামে স্বরূপে পূর্ণরূপে অবস্থিত। একটি দীপ হ'তে অসংখ্য দীপ জাললেও মূল দীপটি যেমন তেমনিই থাকে, কতকটা সেই রকম।

তিনি ব'ল্লেন “এখন ত বুঝলে বাবা কেমন ক'রে পূর্ণমেবাবশিষ্যতে?”

আমি ব'ল্লাম ‘কালই বোঝা উচিত ছিল, তবে চঞ্চল মন তখন ধর্‌তে পারে নি।”

তিনি ব'ল্লেন “মনের চাঞ্চল্য শীঘ্রই যা'বে তখন আর কোনও বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য লৌকিক জগতে ঘুরতে হ'বে না।”

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম ‘কর্ম্ম ক'রে কর্ম্মে লিপ্ত না হওয়া কি রকম?”

তিনি বল্লেন “যখন বুঝতে পারবে যে কর্ম্ম-গুলো তাঁ'র। তখন নিরন্তর শুনতে পাবে—

“কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।”

তাঁ'র এই কথাগুলিই তোমায় এরূপ অবস্থায় নিয়ে যা'বে যে আর কর্ম্ম ক'রে লিপ্ত হ'তে হবে না। অর্থাৎ স্বতই কর্ম্ম হ'তে থাক্‌বে। অর্থাৎ নাম করতে করতে নামের উদয় হ'বে। সে যে কেমন মুখেত বলতে পার্‌বো না। মায়ের আমার হয়েছে দেখে বুঝতে পার, বোঝো।”

আমি বল্লাম “ওঁর সহসা এরূপ—ভাগ্যোদয় হ'লো কেন?”

তিনি হাসতে হাসতে বল্লেন “সহসা কিছুই হয় না। বীজ পড়্‌লে পর তা'তে উপযুক্ত উত্তাপ জল প্রভৃতি প্রবিষ্ট হ'লে তবে তাহ'তে অঙ্কুর হয়। তা'র পর ক্রমে ক্রমে সেই অঙ্কুর মহাবৃক্ষে পরিণত হয়। মায়ের প্রয়োজনেই আমার আসা। এখন তুমি মায়ের সাহায্যে পরমপদের অধিকারী হ'বে। ওঁকে উপেক্ষা ক'রো না। ধর্ম্ম-পত্নী ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার উপকরণ নয়। ধর্ম্ম কি বুঝেছ ত? যে নাম দিয়েছি সেই নামই ধর্ম্ম। যা-দ্বারা এই বিশ্ব সংসার ধৃত আছে। কিরূপে তা'তে প্রত্যক্ষ ক'রেছ? এখন অপর শ্লোকের অর্থ শোন :

“অসূর্য্যা নাম তে লোকা
অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি
যে কে আত্মহনো জনাঃ॥”

পদগুলি স্বতন্ত্র করলে হয়—

অসূর্য্যা নাম তে লোক অন্ধেন তমসা আবৃত্তাঃ।
তান্ তে প্রেত্য অভিগচ্ছন্তি যে কেচ আত্মহনঃ জনাঃ।

এখন শব্দার্থ দেখ, যে কে চ আত্মহনঃ জনাঃ অর্থাৎ আত্মঘাতীজনগণ তে প্রেত্য তা'রা ম'রে অন্ধেন তমসা আবৃতাঃ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অসূর্য্যা নাম লোকা তান্ অভিগচ্ছন্তি। অসূর্য্যা নামক লোকে গমন করে। এখন অসূর্য্যা প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ বিশেষ করে বোঝবার চেষ্টা কর। অসূর্য্যা শব্দটির

সয়ে হ্রস্ব উঁকার না দিয়া কোন কোনও পাঠে দীর্ঘ উকার আছে, তাঁ'রা বলেন সূর্য্য বিহীন লোকে। কিন্তু সূর্য্য না থাকলেই যে অন্ধকার হ'বে তা'র কোনও অর্থ নাই। তাঁ'র যে পরম ধাম সেখানে চন্দ্র সূর্য্য নাই। সুতরাং ও অর্থ ছেড়ে দাও। অনেকেই বলেন অসুর-প্রাপ্য লোক। "ভগবান শঙ্কর বলেছেন "পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োহপ্যসুরাঃ তেষাং চ স্বভূতা অসুর্য্যা।" আমার গুরুদেব বলেন "আচার্য্য শঙ্করের বাক্য শিরোধার্য্য, কিন্তু গুরুদেব ব'লেছেন "অসুষু এব রমন্ত ইত্যসুরা" অর্থাৎ যাঁহারা ইতর প্রাণীর মত জীবনরক্ষা ও ইহজীবনের ভোগ্য সুখের জন্যই লালায়িত, তা'রাই অসুর। তা'রা যে লোকে থাকে সে লোক অন্ধতমসাবৃত বটে। সেখানে যা'রা বিচরণ করে তা'দের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কিছুদিন সাধন করবার পর সূক্ষ্মদৃষ্টির বিকাশ হ'লে সেই লোক ও অন্যান্য সূক্ষ্মলোকের অধিবাসীগণকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। মন্ত্রে উল্লিখিত হ'য়েছে আত্মঘাতীরা সেখানে যায়। আত্মানন্দই মানবের নিজ স্বরূপে প্রাপ্তব্য সুখ। যে হতভাগ্য স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করবার জন্য যত্ন করে না সেই আত্মঘাতী। সে কল্পিত সুখের চেষ্টায় অসুখের সৃষ্টি ক'রে নিরন্তর কষ্ট পায়। তা'রা ম'লে সেই লোকে যায়। ভাগবত বল্‌চেন তা'রা জ্যান্তে মরা, মনে পড়ে কি?

> "ন যস্য কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
> ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতোহহি স॥"

সত্যসত্যই তা'রা জীবিতাবস্থাতেই ধীরে ধীরে সেই অন্ধতমসাবৃত অসুর্য্যলোকে প্রবেশ করতে থাকে। অতএব উত্তম ভক্তির আশ্রয় কর।

আমি জিজ্ঞাসিলাম "উত্তম ভক্তি কি? তিনি বলিলেন—

> সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
> হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা॥"

মা আমার সেই ভক্তি পেয়েছেন। তুমিও যত্ন কর পাবে।

সেই আশায় আজিও উদগ্রীব হয়ে আছি।

শ্রীবিনোদ বিহারী হালদার।

কমলা।

নবম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুনতিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্‌সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

গাড়ী, উদ্যান হইতে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন "দাদা, কোচমানকে গাড়ী থামা'তে বল, শ্যামসুন্দর ভায়া আস্‌চেন দেখ্‌লাম, ওঁকে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামিল। রামেশ্বর নামিয়া শ্যামসুন্দরকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন "ভাই শ্যামসুন্দর, গাড়ীতে

উঠ, বিশেষ কথা আছে।"

শ্যামসুন্দর গাড়ীতে উঠিবার আগে জ্ঞানেন্দ্রকে নমস্কার করিলেন। তিনিও "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন। সত্যেন্দ্র, শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিলেন। তার পর গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন "আজ আমাদের বাড়ীতে চল, তোমার সঙ্গে অনেক কথাআছে।"

শ্যামসুন্দর। "বাড়ীতে না ব'লে গেলে, তাঁ'রা ভাব্বেন।"

জ্ঞানেন্দ্র। "বাড়ীতে আমি খবর দিচ্চি। দাদা, তুমি মোড়ে থেকে নেমে, শ্যামসুন্দর ভায়ার বাড়ীতে খবর দিয়ে যাও। এবেলা আর আমাদের ওখানে যা'বার দরকার নাই। ভায়ার বাড়ীতে খবর দিয়ে, মিস্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে, বাগানের বাড়ী প্রস্তুত কর্বার বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে, তা'র পর বাড়ী যা'বে। ভায়ার বাড়ীতে বল্বে স্বামীজীর কোনও অমঙ্গল হয় নি। তবে তিনি এখন এখানে নাই, কয়েকদিন পরে আস্বেন। শ্যামসুন্দর ভায়া আজ আর বাড়ীতে আহার কর্বেন না, তাঁর জন্যে তাঁ'রা যেন অপেক্ষা ক'রে থাকেন না। তিনি সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে যাবেন।"

গাড়ী আবার থামিল। রামেশ্বর আবার নামিলেন। তার পর গাড়ী আবার গন্তব্য-পথে চলিতে লাগিল।

জ্ঞানেন্দ্র। তুমি এখন কি কর্চো?

শ্যামসুন্দর। কিছুই না।

জ্ঞানেন্দ্র। শুনেছিলাম, অনেক দেনা! নিষ্কর্ম্মা ব'সে রয়েছ কেন?

শ্যামসুন্দর। কোনও কাজকর্ম্মের যোগাড় কর্তে পারি নি।

জ্ঞানেন্দ্র। বৌমাকে একা রেখে বিদেশে যাওয়া ত সুবিধাজনক হ'বে না। আর যদি সঙ্গে নিয়ে যাও তা হ'লেও আর এক সমস্যা—এখানকার ঘর দোর সব নষ্ট হ'য়ে যাবে—তা এক কাজ কর না কেন? আমাদের এ কালী-নগরে ত পাঠশালা বই কোনও বিদ্যালয় নাই। আগে তোমাদের চতুষ্পাঠী ছিল, মামা ত তা তুলে দিয়েছেন। তোমাদের চৌবাড়ীর জমীতে একটা ইংরাজী বিদ্যালয় করলে হয় না? গুরুমহাশয়কে হাতে নিয়ে, আর দুই একটি শিক্ষক জোগাড় ক'রে, যদি একটা স্কুল করা যায় তা হ'লে তুমি তা'র প্রধান শিক্ষকের কাজ কর্তে পারবে। কি বল?

শ্যামসুন্দর। ও জমীটা প্রতাপ দাদার কাছে বন্ধক আছে।

জ্ঞানেন্দ্র। প্রতাপকে স্কুলের সম্পাদক করা যা'বে এখন; আর যে টাকায় ওটা বন্ধক আছে সেটা না হয় এখন আমি দিয়ে খালাস ক'রে দেবো। তা'র পর তুমি কিছু কিছু ক'রে আমায় দিও। কি বল?

শ্যামসুন্দর। আপনি যা' ভাল বোঝেন করুন।

জ্ঞানেন্দ্র। হঁ, একথা ছোট ভায়ের মতই হ'য়েছে। আচ্ছা! দাদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে শীগ্‌গীরই যা' হয় একটা সুব্যবস্থা করা যা'বে। দেখ শ্যাম, তোমার উচিত ছিল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এইসব কথা বলা। আমি ত তোমার দাদা বটে। তুমি বল্তে পার, আমারও উচিত ছিল তোমার খোঁজ নেওয়া। তোমার সে অনুযোগও অন্যায় হ'বে না। কারণ ছোট ভাই কি ভাবে আছে বড় ভাইয়ের তা খোঁজ নেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু ভাই আমি, জান্তাম, মামা মরবার পূর্ব্বেই তোমায় বিএ পাশ করিয়ে, বিবাহ

দিয়ে সংসারী ক'রে রেখে গিয়েছেন। তুমি বিদ্বান, অবশ্যই সংসার সুশৃঙ্খলায় চলছে, তুমি যে ভাগ্য বশে নিষ্কর্ম্মা রয়েছ তা আমায় কেউ বলে নি। আমি প্রজাদিগকে সুখে রাখবার জন্য নিরন্তর ব্যস্ত থাকি ব'লে, তোমার খোঁজ নিতে যেতে পারি নি, সেজন্য কিছু মনে ক'রো না।

শ্যামসুন্দর। আপনার দোষ কি? আপনার নিত্য কর্ত্তব্য ত অনেক, সে সব সেরে তবে ত অন্য কাজ।

জ্ঞানেন্দ্র। তোমাদের খোঁজ নেওয়াও আমার একটা কর্ত্তব্য। শ্যামানাথ ভায়া, প্রতাপ ভায়া এরা নিজ নিজ বিষয়াশয় নিয়ে বিব্রত আছে। আমিও মায়ের বিষয়, মায়ের সংসার, নিয়েবিব্রত। আমি জান্‌তাম, মামা তাঁর বিষয়ের কতক অংশ বন্ধক দিয়ে, কতক বিক্রয় ক'রে তোমায় লেখাপড়া শিখিয়ে গেছেন। তুমি—বুদ্ধিমান—অবশ্যই কোন কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা ক'রেছ। ঐটাই হ'য়েছে আমার ভুল—যখন তুমি ছোট, তখন তোমার সন্ধান রাখা আমার একান্ত কর্ত্তব্য—শ্যামানাথ আর প্রতাপের কথা স্বতন্ত্র—তা'দের সাংসারিক অস্বচ্ছলতা হ'বার কোনও সম্ভাবনা নেই—কিন্তু তোমার সেরূপ হ'বার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা জেনেও নিশ্চেষ্ট থাকা আমার নিতান্ত অন্যায় হয়েছে—যাই হোক—যা হ'বার হ'য়ে গেছে—এখন একটা কিছু বিহিত হওয়া উচিত। ভাল শ্যাম, তুমি ত ভাই ইংরাজী লেখা পড়া শিখেছ—দীক্ষিত হয়েছ কি?

শ্যাম। স্বামীজি কৃপা ক'রে আমাদের দু'জনকে আশ্রয় দিয়েছেন।

জ্ঞানেন্দ্র। তবে আর ভয় কি?—তাঁর কৃপায় সব আপনা হ'তে ঠিক হ'য়ে যাবে।

এই বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ কিয়ৎক্ষণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। এদিকে গাড়ী আসিয়া সদর দরজায় থামিল।

সকলে নামিলেন জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন "বাবা সত্যেন্দ্র মাকে বলগে তোমার ছোট কাকা এসেছেন। আমরাও যাচ্চি।

সত্যেন্দ্র ছুটিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। দু'জনে ধীরে ধীরে চলিলেন।

জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বলিলেন, 'ভাই, শ্যাম, শ্রীগুরুদেবের জন্য তোমার মন এত চঞ্চল কেন বল দেখি। তিনি এখনও অনেক দিন আমাদের পালন ক'রবেন। আমরা মানুষ না হ'লে, আমাদের ফেলে কোথাও যাবেন না। ভয় নাই শীঘ্রই তাঁ'র দর্শন পাবে।

শ্যাম। তিনি হঠাৎ গেলেন কোথায়? কাল অপরাহ্ন পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। আমাদিগকে নানা উপদেশ দিতে দিতে হঠাৎ উঠে গেলেন। তার পর প্রাতে শুন্‌লাম তাঁর আটচালায় কে আগুন দিয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্র। রাত্রে পঞ্চবটীতে ছিলেন, তার পর ঘর পুড়ে গেছে বলে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। আবার ঘর প্রস্তুত হলেই—ফিরে আস্‌বেন।

শ্যাম। আপনার বাড়ীতে ত আস্‌তে পার্‌তেন।

জ্ঞানেন্দ্র। তাঁ'রা সন্ন্যাসী; তাঁ'দের পক্ষে একবার মাত্র ভিক্ষা বিধি। তাঁ'রা কারো আলয়ে বাস করেন না। এই যে উদ্যান-গৃহে বাস এটিও তাঁ'র ঈপ্সিত নয়। তবে কি করেন, আমরা তাঁ'র চরণ ছাড়ি না তাই—কৃপা ক'রে আছেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা অন্তপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

(ক্রমশঃ।)

সাময়িক সংবাদ ও সমালোচনা

শোক-সংবাদ। গত ২৬এ বৈশাখ শুক্রবার নিশাশেষে আমাদের **ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড** লোকান্তর গমন করিয়াছেন। পরদিন এই সম্বাদ প্রচারিত হওয়াতে সমগ্র ভারত আকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিতেছে। ধূমকেতু কি আমাদের এই সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই উদিত হইয়াছে?

শোকে সান্ত্বনা। এ দারুণ শোকে আমাদের একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় স্বর্গীয় সম্রাটের উপযুক্ত পুত্র মহামনা শ্রীযুক্ত **জর্জ্জ ফেড্রিক আর্ণেষ্ট আলবার্ট।** তিনিই এখন তাঁহার লোকপূজ্য পিতার পরিবর্ত্তে আমাদিগকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিবেন। গত ২৯এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার তিনি ভারতে নব নরপতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করিয়া আমাদিগকে, তাহার শাসনে সুখী করুন।

গ্রহ-সংবাদ। ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে। ধূমকেতুর উদয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে প্রায়শঃ অমঙ্গল প্রদ হইয়া থাকে সে অমঙ্গল আমরা হাতে হাতেই পাইয়াছি। ধূমকেতু এখন শেষ রাত্রে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছে, ১৮ই মে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে উদিত হইবে পরদিন প্রাতে ৮টা ১৫ মিনিটের সময় সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে আসিবে। ও সূর্য্য হইতেই পৃথিবী কেতুপুচ্ছ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন। তৎপরে সন্ধ্যার সময় পশ্চিমাকাশে ধূমকেতুর উদয় হইবে এবং ক্রমে দূরতর হইতে থাকিবে ও ইহার স্থিতি কালও ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে। মে মাসের শেষ দিন প্রায় অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইবে। ধূমকেতুর পুচ্ছে প্রবিষ্ট হইলেও পৃথিবীর কোনও আঘাত পাইবার সম্ভাবনা নাই কারণ পুচ্ছ ধূমবৎ।

প্রাপ্তি স্বীকার। আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে পূর্ব্বস্বীকৃত পত্রিকাগুলি ব্যতীত নিম্নলিখিত পত্র সম্পাদক-গণও তাঁহাদের পত্রিকা গৃহস্থের বিনিময়ে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

৪৩। প্রবাসী, ৪৪। নায়ক, ৪৫। কাজের লোক, ৪৬। উৎসব, ৪৭। সুপ্রভাত, ৪৮। সাহিত্য সংহিতা, ৪৯। দেব নাগর।

করুণাময়ের করুণা।—ভগবান বিপন্নকে সময়ে সময়ে অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বঙ্গবাসী পত্রিকায় তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণায় দুমকা থানার অন্তর্গত মসানজোড় নামক স্থানের প্রান্তর দিয়া সম্প্রতি এক সন্ধ্যাকালে একটি স্ত্রীলোক একটি শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া একাকী যাইতেছিল এমন সময় একটি দস্যু আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার সমুদায় টাকা কড়ি গ্রহণ পূর্ব্বক, তাহাকে এক বৃক্ষে বন্ধন করিয়া কুঠার দ্বারা হত্যা করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু করুণাময়ের করুণায় তাহার কুঠার হস্তচ্যুত হইয়া, নিকটস্থ বন মধ্যে পতিত হয়। সে কুঠার অন্বেষণে গমন করিলে একটি কৃষ্ণ সর্প তাহার ললাটে দংশন করে, সেই দংশনেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। রমণী সমস্ত রাত্রি সেই বৃক্ষেই আবদ্ধ থাকে প্রাতে এক রাখাল তাহাকে দেখিয়া থানায় সম্বাদ দেয়। তখন সেই লাস ও রমণীকে সদরে লইয়া যাওয়া হয়। এই অদ্ভুত ব্যাপার ভগবানের অপার দয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনিদ্রার ঔষধ। বেঙ্গলী বলেন মানুষ চক্ষু বুজিয়া শয়ন করিলে সহজে নিদ্রা আসে না মনের মধ্যে নানা চিন্তার তরঙ্গ খেলিতে থাকে। যদি জোর করিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে পার অথবা কোন যথার্থ বা কল্পিত পদার্থে লক্ষ্য স্থির করিতে যত্ন কর অচিরে নিদ্রা আসিয়া নয়ন দ্বার আবৃত করিবে। সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি রাজংস্ত্বয়া দত্তা মম সর্ব্বা বসুন্ধরা।
যত্র মে বিষয়ে স্বাম্যং তস্মান্নিষ্ক্রান্তুমর্হসি ॥৩৩॥
শ্রোণীসূত্রাদিসকলং মুক্ত্বা ভূষণসংগ্রহম্।
তরুবল্কলমাবধ্য সহ পত্ন্যা সুতেন চ ॥৩৪॥

পক্ষিণ উচুঃ।

তথেতি চোক্ত্বা কৃত্বা চ রাজা গন্তুং প্রচক্রমে।
স্বপত্ন্যা শৈব্যয়া সার্দ্ধং বালকেনাত্মজেন চ ॥৩৫॥
ব্রজতঃ স ততো রুদ্ধা পন্থানং প্রাহ তং নৃপম্।
ক্ক যাস্যসীত্যদত্ত্বা মে দক্ষিণাং রাজসূয়িকীম্ ॥৩৬॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ভগবন্ রাজ্যমেতত্তে দত্তং নিহতকণ্টকম্।
অবশিষ্টমিদং ব্রহ্মন্নদ্য দেহত্রয়ং মম ॥৩৭॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

তথাপি খলু দাতব্যা ত্বয়া মে যজ্ঞদক্ষিণা।
বিশেষতো ব্রাহ্মণানাং হন্ত্যদত্তং প্রতিশ্রুতম্ ॥৩৮॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, শুনহ রাজন,
যদি এই বসুন্ধরা আমার এখন,
যতদূর আমারে দিয়াছ অধিকার,
তা'র মাঝে থাকিবারে নাহি পা'বে আর।৩৩॥
শ্রোণীসূত্র, রত্নভূষা, মুক্তা আদি আর,
যাহা কিছু আছে রাজা অঙ্গেতে তোমার,
অর্পণ করিয়া মোরে সকল এখন,
পত্নী-পুত্র-সনে পরি' বল্কল-বসন,
মম রাজ্য হ'তে দূরে করহ প্রস্থান,
আমার রাজ্যেতে তব নাহি আর স্থান। ৩৪ ॥
পক্ষিগণ বলে—মুনি করহ শ্রবণ,
বিশ্বামিত্র বাক্যে রাজা অচঞ্চল-মন,
বলিলেন—মুনিবর, যে আজ্ঞা তোমার,
সেই মত করিব সন্দেহ নাহি তা'র।
এত বলি' শরীরের যত আভরণ,
খুলিয়া মুনির পদে করিলা অর্পণ,
পরে পরে আসি' পরি' বল্কল-বসন,
রাজ্য ত্যজি' সদারে করেন গমন,
রাজপত্নী শৈব্যারাণী শিশুসুত আর।
চলে পাছু পাছু তাঁর, ত্যজি' অলঙ্কার। ৩৫ ॥
হেন কালে মুনি আসি' নিকটে তাঁহার,
বলে রাজা দেহ যজ্ঞ-দক্ষিণা আমার।
রাজসূয় তরে ধন না করি' অর্পণ
অম্লান বদনে কোথা ক'রছ গমন ? ৩৬॥
রাজা বলে,—মুনিবর, করহ শ্রবণ,
নিষ্কণ্টক রাজ্য, পদে করিনু অর্পণ।
এবে মোর নাহি কিছু অন্য রত্ন ধন,
দেহত্রয় অবশিষ্ট আছয়ে এখন। ৩৭ ॥
মুনি বলে—তথাপি দক্ষিণা কর দান,
দিব বলি' না দিলে না র'বে মোর মান। ৩৮

যাবত্তোষো রাজসূয়ে ব্রাহ্মণানাং ভবেন্নৃপ।
তাবদেব তু দাতব্যা দক্ষিণা রাজসূয়িকী ॥৩৯॥
প্রতিশ্রুত্য চ দাতব্যং যোদ্ধব্যঞ্চাততায়িভিঃ।
রক্ষিতব্যাস্তথা চার্ত্তাস্ত্বয়ৈব প্রাক্ প্রতিশ্রুতম্ ॥৪০॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ভগবন্ সাম্প্রতং নাস্তি দাস্যে কালক্রমেণ তে।
প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষে সদ্ভাবমনুচিন্ত্য চ ॥৪১॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কিম্প্রমাণো ময়া কালঃ প্রতীক্ষ্যস্তে জনাধিপ।
শীঘ্রমাচক্ষ্ব শাপাগ্নিরন্যথা ত্বাং প্রধক্ষ্যতি ॥৪২॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

মাসেন তব বিপ্রর্ষে প্রদাস্যে দক্ষিণাধনম্।
সাম্প্রতং নাস্তি মে বিত্তমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥৪৩॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

গচ্ছ গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মমনুপালয়।
শিবশ্চ তেঽধ্বা ভবতু মা সন্তু পরিপন্থিনঃ ॥৪৪॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

অনুজ্ঞাতঃ স গচ্ছেতি জগাম বসুধাধিপঃ।
পদ্ভ্যামনুচিতা গন্তুমন্বগচ্ছত তং প্রিয়া ॥৪৫॥

যতক্ষণ ব্রাহ্মণেরা তুষ্ট নাহি হয়,
ততক্ষণ যজ্ঞেতে দক্ষিণা দিতে হয়,
বিশেষতঃ প্রতিশ্রুত হয়েছ যখন,
অবশ্যই দিতে হ'বে দক্ষিণার ধন। ৩৯
নিজ মুখে বলিয়াছ তুমি নরনাথ,
দান, রক্ষা আর যুদ্ধ অরাতির সাথ,
এই তিন রাজধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম এখন,
পালন করহ রাজা, শুনহ বচন। ৪০ ॥
হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,— শুন মুনিবর,
অবস্থা আমার নহে তব অগোচর,
এইক্ষণে নাহি কিছু,—করি' উপার্জ্জন,
কিছু কাল পরে দিব,—রাখিব বচন। ৪১
মুনি বলে,—কত দিনে দিবে সুনিশ্চয়,
বলহ আমারে, মোর ঘুচাও সংশয়।
শীঘ্র বল, নহে শাপ দিব এই ক্ষণে,
দগ্ধ হ'বে কোপানলে, পত্নী পুত্র সনে। ৪২
হরিশ্চন্দ্র বলিলেন,—শুন মুনিবর,
এক মাস পরে দিব, তোমার গোচর।
এবে কিছু নাহি মোর, এই সে কারণে,
অনুগ্রহ করি' আজ্ঞা দেহ দীনজনে। ৪৩ ॥
বিশ্বামিত্র বলিলেন,—শুন নৃপবর,
যাও তবে, হও ধর্ম্মপালনে তৎপর,
হউক মঙ্গল পথে কুশল তোমার,
একমাস পরে দেখা হইবে আবার। ৪৪ ॥
পক্ষিগণ বলে, মুনি করহ শ্রবণ,
বিশ্বামিত্র-আজ্ঞা পেয়ে চলিলা রাজন,
পদব্রজে-ভ্রমণ অভ্যাস নাহি যাঁ'র,
হেন রাজ্ঞী পাছু পাছু চলিলা তাঁহার। ৪৫ ॥

তং সভার্য্যং নৃপশ্রেষ্ঠং নির্যান্তং সসুতং পুরাৎ।
দৃষ্ট্বা প্রচুক্রুশুঃ পৌরা রাজ্ঞশ্চবানুযায়িনঃ ॥৪৬॥
হা নাথ কিং জহাস্যস্মান্নিত্যার্ত্তিপরিপীড়িতান্।
ত্বং ধর্ম্মতৎপরো রাজন্ পৌরানুগ্রহকৃত্তথা ॥৪৭॥
নয়াস্মানপি রাজর্ষে যদি ধর্ম্মমবেক্ষসে ॥৪৮॥
মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ভবতো মুখপঙ্কজম্।
পিবামো নেত্রভ্রমরৈঃ কদা দ্রক্ষ্যামহে পুনঃ ॥৪৯॥
যস্য প্রযাতস্য পুরো যান্তি পৃষ্ঠে চ পার্থিবাঃ।
তস্যানুযাতি ভার্য্যেয়ং গৃহীত্বা বালকং সুতম্ ॥৫০॥
যস্য ভৃত্যাঃ প্রযাতস্য যান্ত্যগ্রে কুঞ্জরস্থিতাঃ।
স এষ পদ্ভ্যাং রাজেন্দ্রো হরিশ্চন্দ্রোঽদ্য গচ্ছতি ॥৫১॥
হা রাজন্ সুকুমারং তে সুভ্রু সুত্বচমুন্নসম্।
পথি পাংশুপরিক্লিষ্টং মুখং কীদৃগ্ ভবিষ্যতি ॥৫২॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মমনুপালয়।
আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিশেষতঃ ॥৫৩॥
কিং দারৈঃ কিং সুতৈর্নাথ ধনৈর্ধান্যৈরথাপিবা।

ভার্য্যা পুত্র সনে রাজা করেন গমন,
দেখি' পাছু পাছু ধায় যত পুরজন। ৪৬॥
বলে সবে,—মহারাজ, ত্যজিয়া সবায়,
কোথা যাও?—কেবা রক্ষা করিবেক হায়!
তুমি রাজা পৌরজনগণের জীবন,
কেমনে আমরা প্রাণ করিব ধারণ? ৪৭॥
চাহিয়া ধর্ম্মের মুখ ওহে নরনাথ,
অনুগত জনে লহ আপনার সাথ। ৪৮॥
দাঁড়াও ক্ষণেক, মুখকমলে তোমার
পিবে মধু, আঁখি-মধুকর সবাকার।
জন্মশোধ হেরি' করি সফল জীবন
এ জনমে আর কি হে পাব দরশন? ৪৯॥
যা'র পাছে ভ্রমিত যতেক রাজাগণ,
ভার্য্যা পুত্র সঙ্গে পথে তাহার ভ্রমণ! ৫০॥
যিনি রাজপথে রথে হইলে বাহির
কত ভৃত্য বাহিরিত উপরে হস্তির,
আজি সেই নরনাথ পদব্রজে যায়,
দেখিয়ে এখনো প্রাণ নাহি বাহিরায়। ৫১॥
হায় রাজা, সুকোমল ও মুখ কমল,
সুনাশা সু-ভ্রূযুগলে অতি নিরমল;
পথে তপ্ত ধূলা লাগি ওই চাঁদ মুখ,
কি যে হ'বে? ভাবিয়ে হৃদয়ে পাই দুখ। ৫২
দাঁড়াও দাঁড়াও রাজা, ক্ষণেকের তরে,
পালহ স্বধর্ম্ম, নাথ, কৃপাদৃষ্টি ক'রে।
নিদয় হ'য়ো না, দেবি ধরি তব পায়,
ক্ষত্রিয়ে নিদয়ভাব কভু না জুয়ায়। ৫৩॥

সর্ব্বমেতৎ পরিত্যজ্য চ্ছায়াভূতা বয়ং তব।
হা নাথ হা মহারাজ হা স্বামিন্ কিং জহাসি নঃ ॥৫৪॥
যত্র ত্বং তত্র হি বয়ং তৎ সুখং যত্র বৈ ভবান্।
নগরং তৎ ভবান্ যত্র স স্বর্গো যত্র নো নৃপঃ ॥৫৫॥
ইতি পৌরবচঃ শ্রুত্বা রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।
অতিষ্ঠৎ স তদা মার্গে তেষামেবানুকম্পয়া ॥৫৬॥
বিশ্বামিত্রোঽপি তং দৃষ্ট্বা পৌরবাক্যাকুলীকৃতম্।
রোষামর্ষবিবৃত্তাক্ষঃ সমাগম্য বচোঽব্রবীৎ ॥৫৭॥
ধিক্ ত্বাং দুষ্টসমাচারমনৃতং জিহ্মভাষিণম্।
মম রাজ্যঞ্চ দত্ত্বা যঃ পুনঃ প্রাক্রোষ্টুমিচ্ছসি ॥৫৮॥
ইত্যুক্তঃ পরুষং তেন গচ্ছামীতি সবেপথুঃ।
ব্রুবন্নেবং যযৌ শীঘ্রমাকর্ষন্দয়িতাং করে ॥৫৯॥
কর্ষতস্তাং ততো ভার্য্যাং সুকুমারীং শ্রমাতুরাং।
সহসা দণ্ডকাষ্ঠেন তাড়য়ামাস কৌশিকঃ ॥৬০॥
তাং তথা তাড়িতাং দৃষ্ট্বা হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ।
গচ্ছামীত্যাহ দুঃখার্ত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদুদাহরৎ ॥৬১॥

দারা, সুত, ধন, ধান্য আর পরিজন,
ত্যজি' ছায়া সম, সবে করিব গমন;
হা নাথ, হা মহারাজ, ছাড়িয়া সবায়—
যা'বে তুমি? ছেড়ে দিতে প্রাণ নাহি চায়। ৫৪
যথা যা'বে তথা রাজা, আমাদের স্থান,
হেরিয়া তোমারে সুখী রবে সদা প্রাণ।
যথা তুমি সেই স্থান সমৃদ্ধ নগর,
স্বর্গ সেই যথা তুমি র'বে নৃপবর। ৫৫ ॥
পৌরজন বাক্যে রাজা ব্যাকুল হইয়া,
কাতর নয়নে চাহি' রহে দাঁড়াইয়া। ৫৬॥
তাহা দেখি' বিশ্বামিত্র ক্রোধে রক্ত-আঁখি।
বলিলেন নৃপবরে অদূরেতে থাকি'—৫৭॥
ধিক্ ধিক্ রাজা তব একি ব্যবহার?
মিথ্যাবাদী সম তব কুটিল আচার?
মোরে রাজ্য, ধন, জন, করিয়া অর্পণ,
সে সবার প্রতি হও আকৃষ্ট এখন?
যদ্যপি মঙ্গল বাঞ্ছা থাকে তব মনে
শীঘ্র রাজ্য ত্যজি' চলি' যাও এই ক্ষণে। ৫৮ ॥
রোষযুক্ত ঋষিরে করিয়া নিরীক্ষণ,
কাঁপিতে কাঁপিতে রাজা বলিলা তখন—
"এই যাই"—কিন্তু কষ্টে চলে না চরণ,
তাহা দেখি ঋষিবর অতি-রুষ্ট-মন,
হস্তস্থিত দণ্ডে করে শৈব্যারে তাড়না—
একে শ্রমাতুরা তাহে কোমলা ললনা। ৫৯-৬০॥
কিন্তু সত্যবদ্ধ রাজা, ব্রাহ্মণের ডরে,
জড়বৎ রহে, মুখে বাক্য নাহি সরে। ৬১ ॥

অথ বিশ্বে তদা দেবাঃ পঞ্চ প্রাহুঃ কৃপালবঃ।
বিশ্বামিত্রঃ সুপাপোঽয়ং লোকান্ কান্ সমবাপ্স্যতি ॥৬২॥
যেনায়ং যজ্বনাং শ্রেষ্ঠঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ।
কস্য বা শ্রদ্ধয়া পূতং সুতং সোমং মহাধ্বরে।
পীত্বা বয়ং প্রযাস্যামো মুদং মন্ত্রপুরঃসরম্ ॥৬৩॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কৌশিকোঽতিরুষান্বিতঃ।
শশাপ তান্ মনুষ্যত্বং সর্ব্বে যূয়মবাপ্স্যথ ॥৬৪॥
প্রসাদিতশ্চ তৈঃ প্রাহ পুনরেব মহামুনিঃ।
মানুষত্বেপি ভবতাং ভবিত্রী নৈব সন্ততিঃ ॥৬৫॥
ন দারসংগ্রহশ্চৈব ভবিতা ন চ মৎসরঃ।
কামক্রোধবিনির্ম্মুক্তা ভবিষ্যথ সুরাঃ পুনঃ ॥৬৬॥
ততোঽবতেরুরংশৈঃ স্বৈর্দেবাস্তে কুরুবেশ্মনি।
দ্রৌপদীগর্ভসম্ভূতাঃ পঞ্চ বৈ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৬৭॥
এতস্মাৎ কারণাৎ পঞ্চ পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ।
ন দারসংগ্রহং প্রাপ্তাঃ শাপাৎ তস্য মহামুনেঃ ॥৬৮॥

নেহারি' নয়নে বিশ্বামিত্র-আচরণ,
কাতর হইয়া কহে বিশ্বেদেবগণ—
এ পামর বিশ্বামিত্র এ পাপ আচারে,
কোন্ লোকে যা'বে কেবা বলিবারে পারে? ৬২
যে রাজা সমগ্র রাজ্য করিল অর্পণ,
তা'র প্রতি করে হেন নিষ্ঠুরাচরণ।
হায় হায় কেবা আর যজ্ঞ-আচরণে,
তুষিবে দেবতাগণে সোম-অরপণে?
কা'র দত্ত মন্ত্রপূত সোমরস পানে
অতুল আনন্দ সবে, পা'ব মোরা প্রাণে? ৬৩॥
পক্ষিগণ বলিলেন—শুন মুনিবর,
বিশ্বেদেববাক্যে হ'য়ে ক্রোধিত অন্তর,
বিশ্বামিত্র মুনিবর বলিলা তখন—
নরলোকে জন্ম সবে করহ গ্রহণ। ৬৪॥
পরে তাহাদের স্তবে পরিতুষ্ট হ'য়ে
বলেছিলা মনুষ্য দেহেতে জন্ম ল'য়ে
অল্প কাল মাত্র রবে অবনী ভিতর।
কাম-ক্রোধ-বিনির্ম্মুক্ত রবে নিরন্তর।
দার-গ্রহ না করিতে হ'বে ধরাতলে।
অল্প কালে পুনঃ স্বর্গে আসিবে সকলে। ৬৫-৬৬
সেই শাপে জন্মে বিশ্বেদেব পঞ্চ জন।
কুরুবংশে জন্ম সবে করিলা গ্রহণ।
দ্রৌপদীর গর্ভে ক্রমে সেই দেবগণ,
পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ হইলা নন্দন। ৬৭॥
এই সে কারণে দ্রৌপদীর সুতগণ
সকলে অকৃতদার ত্যজিলা জীবন। ৬৮॥

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং পাণ্ডবেয়কথাশ্রয়ম্।
প্রশ্নং চতুষ্টয়ং গীতং কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়মহাপুরাণে দ্রৌপদেয়োৎপত্তিকথনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

এই ত তোমার মুনি প্রশ্ন চতুষ্টয়—
উত্তর করিনু সাধ্যমত সুনিশ্চয়।
এবে কিবা বাঞ্ছা হয় করিতে শ্রবণ,
বলহ এখনি তাহা করিব বর্ণন। ৬৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে দ্রৌপদেয়গণের উৎপত্তি কথন নামক সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

ভবদ্ভিরিদমাখ্যাতং যথাপ্রশ্নমনুক্রমাৎ।
মহৎ কৌতুহলং মেঽস্তি হরিশ্চন্দ্রকথাং প্রতি ॥১॥
অহো মহাত্মনা তেন প্রাপ্তং কৃচ্ছ্রমনুত্তমম্।
কচ্চিৎ সুখমনুপ্রাপ্তং তাদৃগেব দ্বিজোত্তমাঃ ॥২॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা স রাজা প্রযযৌ শনৈঃ।
শৈব্যয়ানুগতো দুঃখী ভার্য্যায়া বালপুত্রয়া ॥৩॥

বলেন জৈমিনি মুনি, বল পক্ষিগণ শুনি
রাজা হরিশ্চন্দ্র বিবরণ,
প্রসঙ্গ ক্রমেতে যাহা অংশতঃ বলিলে, তাহা
অবশিষ্ট বলহ এখন।
কৌতূহল হৈল মম শুনিতে সে অনুপম
আখ্যান অতীব মনোহর; ১ ॥
কত কষ্ট সে রাজন, ভুঞ্জিলেন অনুক্ষণ,
বল সব আমার গোচর;

পরে কোন সুখ আর, ঘটিল কি ভাগ্যে তাঁ'র?
শুনিতে বাসনা হয় মনে;
বলি সব বিবরণ তৃপ্ত কর মম মন
বাক্যরূপ সুধা বরিষণে। ২ ॥
বলে তবে পক্ষিগণ— শুন মুনি, বিবরণ
পরে যেবা হইল ঘটন,
শুনি' বিশ্বামিত্র কথা হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা
ধীরে রাজা করেন গমন,

স গত্বা বসুধাপালো দিব্যাং বারাণসীং পুরীম্।
নৈষা মনুষ্যভোগ্যেতি শূলপাণেঃ পরিগ্রহঃ ॥৪॥
জগাম পদ্ভ্যাং দুঃখার্ত্তঃ সহ পত্ন্যানুকূলয়া।
পুরীং প্রবিশ্য দদর্শ বিশ্বামিত্রমুপস্থিতম্ ॥৫॥
তং দৃষ্ট্বা সমনুপ্রাপ্তং বিনয়াবনতোঽভবৎ।
প্রাহ চৈবাঞ্জলিং কৃত্বা হরিশ্চন্দ্রো মহামুনিম্ ॥৬॥
ইমে প্রাণাঃ সুতশ্চায়মিয়ং পত্নী মুনে মম।
যেন তে কৃত্যমস্ত্যাশু তদ্গৃহাণার্ঘ্যমুত্তমম্ ॥৭॥
যদ্বান্যৎ কার্য্যমস্মাভিস্তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৮॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

পূর্ণঃ স মাসো রাজর্ষে দীয়তাং মম দক্ষিণা।
রাজসূয়নিমিত্তং হি স্মর্য্যতে স্ব-বচো যদি ॥৯॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ

ব্রহ্মন্নদ্যৈব সম্পূর্ণো মাসোঽম্লানতপোধন।
তিষ্ঠত্যেতদ্দিনার্দ্ধং নং তং প্রতীক্ষস্ব মা চিরম্ ॥১০॥

পত্নী শৈব্যা অনুপমা পাছে যায় ছায়াসমা
শিশু ক্রোড়ে করিয়া ধারণ। ৩ ॥

দত্তভূমি সমুদায়, কোথায় যাইব হায়!
এই কথা ভাবে মনে মনে—

হইল মনেতে তাঁর বারাণসী চমৎকার
শিবপুরী বিখ্যাত ভুবনে।

মানুষের অধিকার নাহিক ভিতরে তা'র
সেই রাজ্য নহে কভু মম।

দত্তভূমি নহে সেই ইহাতে সংশয় নেই
পুরী বারাণসী অনুপম। ৪ ॥

এতেক ভাবিয়া মনে পত্নী আর পুত্র সনে
বারাণসী করেন গমন।

পুরী প্রবেশের কালে দেখে তথা নরপালে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তপোধন। ৫ ॥

দেখি' তাঁ'রে নরপতি, বিনীত হইয়া অতি
নমে পদে ভূমে লুটাইয়া।

কৃতাঞ্জলি হ'য়ে তাঁয় বলে পদে নররায় —
মুনিবর [illegible] করিয়া, ৬ ॥

অর্থ লহ মন প্রাণ কি দিয়া রাখিব মান
কিবা মম আছে বল আর ?

পত্নী পুত্র আর প্রাণ পদেতে করিনু দান
কর মুনি যে ইচ্ছা তোমার। ৭ ॥

কি কার্য্য সাধিব আমি বল হে তাপসস্বামী
আমি তব বিক্রীত কিঙ্কর। ৮ ॥

মুনি বলে মহারাজ, মাস পূর্ণ হৈল আজ,
আইনু তাই তোমার গোচর,

রাজসূয় যজ্ঞ তরে দক্ষিণা প্রদান ক'রে,
তুষ্ট এবে করহ আমায়,

প্রতিজ্ঞা তোমার যাহা পরিপূর্ণ কর তাহা
আর কিবা বলিব তোমায়। ৯ ॥

রাজা বলে, মুনিবর, ক্ষণেক অপেক্ষা কর,
দিন পূর্ণ নহে যতক্ষণ,

বিশ্বামিত্র উবাচ।

এবমস্তু মহারাজ আগমিষ্যাম্যহং পুনঃ।
শাপং তব প্রদাস্যামি ন চেদদ্য প্রদাস্যসি ॥১১॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রো রাজা চাচিন্তয়ত্তদা।
কথমস্মৈ প্রদাস্যামি দক্ষিণা যা প্রতিশ্রুতা ॥১২॥
কুতঃ পুষ্টানি মিত্রানি কুতোঽর্থঃ সাম্প্রতং মম।
প্রতিগ্রহঃ প্রদুষ্টো মে নাহং যায়ামধঃ কথম্ ॥১৩॥
কিম্ প্রাণান্ বিমুঞ্চামি কাং দিশং যাম্যকিঞ্চনঃ।
যদি নাশং গমিষ্যামি অপ্রদায় প্রতিশ্রুতম্ ॥১৪॥
ব্রহ্মস্বহৃৎ ক্রিমিঃ পাপো ভবিষ্যাম্যধমাধমঃ।
অথবা প্রেষ্যতাং যাস্যে বরমেবাত্মবিক্রয়ঃ ॥১৫॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

রাজানং ব্যাকুলং দীনং চিন্তয়ানমধোমুখম্।
প্রত্যুবাচ তদা পত্নী বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥১৬॥

আজি পূর্ণ হবে মাস, পূরাইব তব আশ
দান করি দক্ষিণার ধন। ১০ ॥
রাজার একথা শুনি' বিশ্বামিত্র মহামুনি
বলে—রাজা হউক তাহাই,
আসিব ক্ষণেক পরে দক্ষিণার অর্থ তরে,
এবে আমি স্থানান্তরে যাই।
কিন্তু যদি সে সময় ধন না দেহ আমায়
অভিশাপ করিব প্রদান,
এই কথা ভাবি মনে কর রাজা এই ক্ষণে
যে উপায় চায় তব প্রাণ। ১১ ॥
পক্ষিগণ বলে—মুনি করহ শ্রবণ,
এত বলি গেলা বিশ্বামিত্র তপোধন।
রাজা ভাবে এ সময় করি কি উপায়?
কিরূপে নিস্তার হব দক্ষিণার দায়? ১২ ॥
কে আছে বান্ধব হেন কা'র কাছে যাই?
কা'র কাছে গেলে দক্ষিণার ধন পাই?
অথবা ভিক্ষার ধনে কি হইবে ফল? ১৩ ॥
ভাবি তাই বুঝি মোর মরণ মঙ্গল।
তাই বা কেমনে বলি? মরণে এখন—
মুক্তি মোর নাহি হ'বে ঋণী যতক্ষণ।
প্রতিশ্রুত অর্থ যদি নাহি করি দান,
পাপে পূর্ণ হ'য়ে তবে যা'বে মম প্রাণ। ১৪ ॥
ব্রহ্মধনহারী হ'য়ে সেই ঘোর পাপে
মৃত্যু পরে রহিতে হইবে মনস্তাপে—
ক্রিমিকীট হ'তে হ'বে জনম-অন্তরে,
ভাবি তাই ঋণ মুক্ত হই বা কি ক'রে॥
সেই ভাল—আত্মদেহ করিয়া বিক্রয়
তুষিব মুনির মন ধনে সুনিশ্চয়। ১৫ ॥
পক্ষিগণ বলে—মুনি করহ শ্রবণ,
রাজারে ব্যাকুল হেন করি' দরশন,
বাষ্পগদগদ ভাষে বলে পত্নী তাঁ'র—১৬ ॥

ব্যাধের প্রতি বাল্মিকী।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

রামায়ণ

INDIA PRESS, CALCUTTA.

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

সনাতন ধর্ম্মানুগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নীতি, এবং শিল্প বিজ্ঞানাদি প্রকাশক

সচিত্র মাসিক পত্র।

अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः ।
सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥

প্রথম খণ্ড।] আষাঢ়, ১৩১৭। [নবম সংখ্যা।

শ্রীরামচন্দ্র

সূচনা।

তমসানদীর তীরে মহর্ষি বাল্মিকীর আশ্রম। একদা দেবর্ষি নারদ সেই আশ্রমে আসিয়া তাঁহার নিকট শ্রীরামচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে—সুমধুর রামনাম—রামচরিত—তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব-তরঙ্গ তুলিয়া তাঁহাকে আত্মহারা করিয়াছিল। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রাম চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন।

প্রাতঃকাল উষার রক্তিম রাগে পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত। পাখিগণ বৃক্ষে বৃক্ষে কলরব করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। শ্বাপদগণ নিবিড় অরণ্য আশ্রয় করিয়াছে। আশ্রমের মৃগগণ শিশিরসিক্ত নবদূর্ব্বাদল ভক্ষণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। মুনিকন্যাগণ তমসাসলিলে স্ব স্ব কলস পূর্ণ করিয়া আশ্রমস্থ পুষ্পবৃক্ষাদিতে জল সেচন করিতেছেন। মুনিগণ তমসার জলে স্নান করিতেছেন। কিন্তু কুলপতি মহর্ষি বাল্মিকী আশ্রমে নাই তিনি রামচরিত চিন্তায় বিভোর হইয়া তমসার তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দূরবনে প্রবেশ করিয়াছেন। কোথায় যে যাইতেছেন, তাহা তিনি জানেন না। প্রাণে এক চিন্তা—হৃদয়ে এক মনো-মোহন মূর্ত্তি—নবদূর্ব্বাদলশ্যামসুন্দর—মহর্ষি বিভোর—শূন্যদৃষ্টি বাহ্যজগতে লগ্ন বটে কিন্তু তাহাতে দর্শন-ক্রিয়া নাই।

বৃক্ষশাখে ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চবধূ মুখোমুখী হইয়া বসিয়া আছে। মহর্ষি সেই দিকে চাহিয়া আছেন—কিন্তু বাহ্যদৃষ্টি রুদ্ধ—অন্তরে—দহরে—দেখিতেছেন—অযোধ্যায়—মণিমন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র জানকীর মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন।

সহসা একি?—ক্রৌঞ্চ ব্যাধের শরাঘাতে ভূতলে পতিত হইল। ক্রৌঞ্চবধূ কাতরকণ্ঠে

চীৎকার করিতে করিতে আকাশে উড়িল। ব্যাধ লোলুপ হইয়া মৃত পক্ষীর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। মহর্ষির প্রাণ কি এক অভূতপূর্ব্ব যাতনায় আকুল হইল—সহসা তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল*—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং
অগমঃ শাশ্বতীঃ সমা।
যঃ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকং
অবধীঃ কামমোহিতঃ॥"

এ কথা কে বলাইল?—মহর্ষি কোনও দিন এরূপ-ছন্দোবদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করেন নাই—ভগবদীচ্ছায় স্বতঃই ইহা তাঁহার মুখে আবির্ভূত হইল। মহর্ষি বলিলেন "এ কি বলিলাম?—এ কথা আমায় কে বলাইল—এমন সুন্দর ত আর কখনও শুনি নাই।

এই শ্লোকটি উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বে নাকি চারিচরণ-যুক্ত মধুর অনুষ্টুপছন্দ ছিল না। শোকাবেগে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল বলিয়াই নাকি ইহার নাম **শ্লোক**। এই শ্লোকটিতে শ্রীরামচরিত্রের আভাস আছে। এই মধুময় শ্লোকেই **শ্রীরামচন্দ্র-চরিতাত্মক রামায়ণের** অধিকাংশ গ্রথিত। সেই মধুময় **রামচরিত** আমরা সংক্ষেপে এই পত্রে উপস্থাপিত করিব।

যমুনা।

যমুনে! কাহার লাগি কুলু কুলু বহি যাও?
কাহার অমিয়া মাখা গরিমা গরবে গাও?
কে তোমার প্রিয়তম? কেমন সে মনোরম?
দিবানিশি অবিরাম তারি পানে ধেয়ে যাও।
তরিগুলি ধীরে ধীরে ভেসেছে তোমার নীরে
চারি পাশে ঘুরেফিরে আনন্দে তারে দোলাও।
যখন আকাশ কোলে নবীন নীরদ দোলে
দেখিয়া উঠ উথলে বেগে তরঙ্গ নাচাও।
চলে যাও গর্ব্বভরে তীর তরি মগ্ন ক'রে,
কাতর ক্রন্দন স্বরে ফিরে বারে নাহি চাও।
কভু গো দয়ার্দ্রমনে ফিরে চাও তট পানে—
তাপিত রবি কিরণে; কভু বা তারে ভাসাও।
শ্যামল শস্যের শোভা তব অতি মনোলোভা
তাপিলে তপন-প্রভা শান্তি দিতে ছুটে যাও।
যখন যা আসে মনে খেল তুমি ইষ্ট প্রাণে
চাহ না কাহারো পানে নিজ মনে খেলে যাও।
জানাতে কি জগজনে সংসারের অনিত্যতা
সতত পাষাণ স্তুতা জানাও এ অধীরতা
কভু ধীরে—অতি ধীরে খেল মলয় সমীরে;
উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তুলি' কভু মহাবেগে ধাও।

শ্রীগোবর্দ্ধন মিশ্র।

* এই ভাব লইয়া আমাদের বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্র। এই চিত্রখানি এবং "শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমাবেশ" চিত্রখানি "দেবনাগর" পত্রিকার সত্ত্বাধিকারীগণের অনুমত্যানুসারে প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান চিত্রখানির মূল চিত্রখানি আমাদের পরম সুহৃৎ এবং গৃহস্থের একজন প্রধান লেখক, শিল্পপুষ্পাঞ্জলি নামক পত্র সম্পাদন সময়ে ডিজাইন করেন, তদনুসারে স্বর্গীয় সুশিল্পী বিহারীলাল রায় মহাশয় উহা স্বহস্তে লিথোগ্রাফ করিয়া শিল্পপুষ্পাঞ্জলির প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই চিত্র হইতে দেবনাগর পত্রের সত্ত্বাধিকারীগণ উহা ফটো-এচিং করাইয়া আপনাদের পত্রের কোনও সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়া থাকিবেন, সম্ভবতঃ উহার জন্য লিখিত "শ্লোকের উৎপত্তি" নামক কবিতাটিও প্রকাশিত করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের এরূপ গুণগ্রাহিতায় আমরা পরম প্রীত হইলাম আমরাও এখানি পত্রস্থ করিতে পারিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। মৃত শিল্পীর হাতের লিথোগ্রাফ হইতে অনেকে রূপান্তরিত করিয়া অনেক চিত্র করিয়াছেন, দেবনাগর-সত্ত্বাধিকারীগণ যে সেরূপ করেন নাই ইহাই তাঁহাদের মহত্ত্বসূচক।

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

জন্মপত্র।—অনুবৃত্তি।

(১৪২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

আমি পরে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য লিখিলাম "নক্ষত্র দিয়ে কি কি গণনা করা হয়?" তারপর বলিলাম "এইবার অয়নাংশাদি—"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে অয়নগতি বৎসরে ৫৪ চুয়ান্ন বিকলা অথবা দশমিক শূন্য, এক, পাঁচ অংশ (৫৪ ÷ ৩৬০০ = ·০১৫ অংশ)"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার পণ্ডিত মহাশয় দশমিক জানেন না কি?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "না! তিনি সোজাসুজি অংশ, কলা, বিকলা ইত্যাদি ক'সে থাকেন। আমি কাজের সুবিধার জন্য নিজে একটা দাশমিক টেবিল ক'রে নিচি। পণ্ডিত মহাশয়ের টেবিল এই দেখ (প্রথম ও দ্বিতীয় চক্র ১৫৩-৪ পৃষ্ঠা)। আর আমি যে টেবিল প্রস্তুত

শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত-সম্মত অয়নাংশ-সারিণী।

প্রথম চক্র—বার্ষিক অয়নগতি।

বর্ষ	গতি অংশাদি	বর্ষ	গতি অংশাদি	বর্ষ	ংশাদি	বর্ষ	গতি অংশাদি
	০ | ০ | ৫৪		০ | ৯			১০০০	১৫ | ০
	০ | ১ | ৪৮	২০	০ | ১৮	২০০		১১০০	১৬ | ৩০
	০ | ২ | ৪২		০ | ২৭	৩০০	৪ | ৩০	১২০০	১৮ | ০
	০ | ৩ | ৩৬		০ | ৩৬		৬ | ০	১৩০০	১৯ | ৩০
৫	০ | ৪ | ৩০	৫০	০ | ৪৫	৫০০	৭ | ৩০	১৪০০	২১ | ০
৬	০ | ৫ | ২৪	৬০	০ | ৫৪		৯ | ০	১৫০০	২২ | ৩০
৭	০ | ৬ | ১৮	৭০	১ | ৩	৭০০	১০ | ৩০	১৬০০	২৪ | ০
৮	০ | ৭ | ১২	৮০	১ | ১২	৮০০	১২	১৭০০	২৫ | ৩০
৯	০ | ৮ | ৬	৯০	১ | ২১	৯০০	১৩ | ৩০	১৮০০	২৭ | ০

করিছি তা এই (তৃতীয় চক্র ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখ)। এখন, এস, এই দুই টেবিল দিয়েই অয়নাংশ কসা যাউক। আঠার শ এক বৎসর, ছ'মাস, সাত দিন, চৌদ্দ দণ্ড, ও পঁয়ত্রিশ পলের অয়নাংশ কর্‌তে হ'বে। প্রথমতঃ ১৮০১ থেকে চারি শ একুশ বাদ দাও।"

আমি বলিলাম "কেন"?

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে

দ্বিতীয় চক্র—মাসিক ও দৈনিক অয়নগতি।

সংখ্যা	মাসিক গতি অংশাদি	দৈনিক গতি অংশাদি	সংখ্যা	দৈনিক গতি অংশাদি	সংখ্যা	দৈনিক গতি অংশাদি
	০।০। ৪।৩০	০।০।০। ৯	১৩	০।০।১।৫৭	২৫	০।০।৩।৪৫
	০।০। ৯।	।০।১৮	১৪	০।০।২। ৬	২৬	০।০।৩।৫৪
	০।০।১৩।৩০	০।০।০।২৭	১৫	০।০।২।১৫	২৭	০।০।৪। ৩
	।০।১৮। ০	০।০।০।৩৬	১৬	০।০।২।২৪	২৮	০।০।৪।১২
	০।০।২২।৩০	০।০।০	১৭	০।০।২।৩৩		০।০।৪।২১
	০।০।২৭। ০	০।০।০।৫৪	১৮	০।০।২।৪২	৩	০।০।৪।৩০
৭	০।০।৩১।৩০	০।০।১। ৩	১৯	০।২।৫১		
	০।০।৩৬। ০	০।০।১।১২	২০	।০।৩। ০		
৯	০।০।৪০।৩০	০।০।১।২১	২১	।০।৩। ৯		
১০	।৪৫। ০	০।০।১।৩০	২২	০।০।৩।১৮		
১১	০।০।৪৯।৩০	০।০।১।৩৯	২৩	০।০।৩।২৭		
১২	।০।৫৪। ০	০।০।১।৪৮	২৪	০।০।৩।৩৬		

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই সারিণীতে ৩০ দিনে মাস স্বীকার করা হইলেও ইহাদ্বারা কাজ চলে। কেন না অয়নাংশে অংশ, কলা ও বিকলার বেশী কার্য্যকালে প্রয়োজন হয় না।

গণনা কর্‌লে চারি শ একুশ শকে অয়নাংশ শূন্য হয়, কাজেই সৃষ্টি থেকে গণনা না ক'রে, ঐ ৪২১ শক থেকে, প্রতি বৎসর চুয়ান্ন বিকলা হিসাবে কসে নেওয়াই সুবিধা।"

আমি বলিলাম "কসে দেখিয়ে দিতে পার, যে ৪২১ শকে অয়নাংশ শূন্য হয়?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল, "আমি ত শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত পড়িনি,* কাজেই পণ্ডিত মহাশয় যা ব'লে দেছেন, তাই বল্লাম। এখন কসি দেখ—

১৮০১।৬।৭।১৪।৩৫ হইতে

—৪২১ বাদ দিয়া

১৩৮০।৬।৭।১৪।৩৫ হইল।

১৩০০ = ১৯।৩০।০।০ বা ১৯.৫

৮০ = ১।১২।০।০ ,, ১.২

৬ মাস = ০।০।২৭।০ ,, .০০৭৫

৭ দিন = ০।০। ১।৩ ,, .০০০২৯

সিকিদিন = ০।০। ০।২ ,, .০০০০১

মোট = ২০।৪২।২৮।৫ ,, ২০.৭০৭৮

৬০

৪২.৪৬৮০

৬০

২৮.০৮০০

৬০

৪.৮০০

এখন দেখ উভয় ফলই এক রকম হ'লো।"

* অয়নাংশ প্রসঙ্গে, শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থানুসারে অয়নাংশ নির্ণয় করিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইবেক।

তৃতীয় চক্র—দাশমিক খণ্ড।

সংখ্যা	বার্ষিক গতি অংশ	মাসিক গতি অংশ	দৈনিক গতি অংশ
১	·০১৫০০	·০০১২৫	·০০০০৪
২	·০৩০০০	·০০২৫০	·০০০০৮
৩	·০৪৫০০	·০০৩৭৫	·০০০১৩
৪	·০৬০০০	·০০৫০০	·০০০১৭
৫	·০৭৫০০	·০০৬২৫	·০০০২১
৬	·০৯০০০	·০০৭৫০	·০০০২৫
৭	·১০৫০০	·০০৮৭৫	·০০০২৯
৮	·১২০০০	·০১০০০	·০০০৩৩
৯	·১৩৫০০	·০১১২৫	·০০০৩৮

আমি বলিলাম "তা হোক, কিন্তু তোমার পণ্ডিত মহাশয়ের টেবিলটাই সোজা। তোমার টেবিলে ত আবার অত বার গুণ কর্‌তে হবে? তা'তে ভুল হ'তে পারে। তার পর সূর্য্যাস্ফুট স্থূল নিরয়ণ-স্ফুটরাশ্যাদি—আচ্ছা সূক্ষ্ম না ক'রে স্থূল করবার হেতু কি?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "সূক্ষ্ম কর্‌তে গেলে অনেক কস্‌তে হয় তাই স্থূল ক'রেছেন।* প্রথমতঃ

* যখন জ্যোতিষ শিখিতে আরম্ভ করি, তখন দেশে গ্রহস্ফুট-যুক্ত পঞ্জিকা ছিল না। সুতরাং প্রথম শিক্ষা সময়ে ঐরূপ স্থূলভাবে রব্যাদিস্ফুট নির্ণয় শিখি। এক্ষণে প্রায় সকল পঞ্জিকাতেই সিদ্ধান্তরহস্যাদিসম্মত স্ফুট প্রদত্ত হয়। তাহার দ্বারা সহজেই জন্মসময়ের গ্রহস্ফুট নির্ণীত হইতে পারে। গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকায় প্রতিদিনের উদয়কালের স্ফুট দেওয়া হয়। সুতরাং একদিনের স্ফুট হইতে তৎপর দিনের স্ফুটের অন্তর একদিনের গতি। তৎপরে ৬০ দণ্ডে যদি ঐ গতি হয় তবে অভীষ্ট দণ্ডাদিতে কত হইবে? এই ত্রৈরাশিক-দ্বারা অভীষ্ট সময়ের গতি লব্ধ হইবে। তাহা পূর্ব্বদিনের স্ফুটে যোগ বা বিয়োগ করিলে অভীষ্ট সময়ের স্ফুট হইবে। যদি পূর্ব্বদিন হইতে পরদিনের নির্দ্দিষ্ট স্ফুট অল্প হয় তবে ঐ বক্রী গ্রহের জন্য বিয়োগ অন্যথা যোগ করিতে হইবেক। যথা—

বর্ত্তমান বর্ষের—২৩এ জ্যৈষ্ঠ রবি ১। ২১। ৪৭। ২৯

২৪এ „ „ ১। ২২। ৪৪। ৩৪

উভয়ের অন্তর ০। ০। ৫৭। ৫

সুতরাং রবির ষাইট দণ্ডের গতি সাতান্ন কলা পাঁচ বিকলা হইল। ঐ ২৩এ, বেলা বাইশ দণ্ড পঁয়তাল্লিশ পলের সময় রবিস্ফুট নির্ণয় করিতে হইবে সুতরাং—

দেখ জন্ম-সময়ে সূর্য্য আছেন ১৫ নক্ষত্রের প্রথম পাদে। আচ্ছা ১৫-সংখ্যক নক্ষত্র কি বল দেখি?"

আমার বচন মুখস্থ ছিল, গণিয়া বলিলাম "স্বাতী। প্রথম পাদে কি ক'রে জান্‌লে?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "দেখ না এই পঞ্জিকাতে লেখা আছে ১৫। সওয়া পনর।"

আমি বলিলাম "সওয়া পনর হ'লে ত ষোলর প্রথম পাদ হয়?"

জ্ঞানেন্দ্র। তা'হয় বটে কিন্তু পঞ্জিকাতে পূর্ব্বাবধি, নক্ষত্র পাদ চিহ্নিত করবার নিয়ম এই—যে দিন রবি কোনও নক্ষত্রে প্রবেশ করেন সে দিন কতক্ষণের সময় সেই নক্ষত্রে প্রবেশ করলেন তাই লেখা হয়। যেমন ৬ই কার্ত্তিক দেখ "র ১৫ দং ৪৮। ৮" এর অর্থ এই যে ৬ই তারিখে ৪৮ দণ্ড ৮ পলের সময় রবি ১৫ সংখ্যক নক্ষত্রে প্রবেশ করলেন. তার পর দেখ ৭ই থেকে ৯ই পর্য্যন্ত ১৫। লেখা ১০ই "র ১৫॥ দং ৭। ২০" তার অর্থ দশই সাত দণ্ড কুড়ি পলের সময় রবি ১৫ সংখ্যক নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে গেলেন। তার পর ১৩ই ২৬দণ্ড ৫২ পলের সময় ১৫৷৷০ অর্থাৎ পনর সংখ্যক নক্ষত্রের তৃতীয় পাদে গেলেন। তার পর ১৬ই ৪৫ দণ্ড ৪৪ পল সময়ে ১৫৷৷৷০ অর্থাৎ চতুর্থ পাদে প্রবেশ করলেন। তার পর ২০এ "র ১৬ দং ৪। ৫৬" বুঝ্‌লে?

আমি। বুঝ্‌লাম, কিন্তু আমার বোধ হয় ১৪।, ১৪॥, ১৪৷৷৷০, ১৫ ইত্যাদি লিখ্‌লে ভাল হ'তো।

জ্ঞানেন্দ্র। সে যার যে রকম সুবিধা বোধ হয়। আমি হ'লে স্পষ্ট ক'রে লিখে দিতাম স্বাতির প্রথম পাদে ইত্যাদি। ও কথা এখন থাক্। আচ্ছা বল দেখি ৬ই যদি ৪৮ দণ্ডের পর রবি স্বাতিতে প্রবেশ করেন, তবে রাশিচক্রের প্রথম থেকে কত এসেছেন?

আমি বলিলাম "ধর আট শ হিসেবে চৌদ্দ নক্ষত্রে হ'লো আট-চৌদ্দ এক শ বার (৮০০ × ১৪ = ১১২০০), সুতরাং চৌদ্দ নক্ষত্রে এগার হাজার দু শ কলা। ষাইট দিয়ে ভাগ দিলে

৬০ দণ্ড : ২২ দণ্ড ৪৫ পল :: ৫৭ কল ৫ বিকলা : কত?

$$\frac{২২ । ৪৫ \times ৫৭ । ৫}{৬০} = \frac{১৩৬৫ \times ৩৪২৫}{৩৬০০} = ২১ \text{ কলা } ৩৯ \text{ বিকলা।}$$

সুতরাং ২৩এ প্রাতঃকাল হইতে বাইশ দণ্ড পঁয়তাল্লিশ পল পর্য্যন্ত গতি একুশ কলা উনচল্লিশ বিকলা। এই গতি ২৩এ তারিখের ঔদয়িক স্ফুট ১। ২১। ৪৭। ২৯-তে

০। ০। ২১। ৩৯ যোগ করিলে

২৩এ ২২ দণ্ড ৪৫ পল সময়ে ১। ২২। ৯। ৮ রাশ্যাদি রবিস্ফুট হইল।

আবার যদি ঐ ২৩এ কোন গ্রহের স্ফুট ১। ২২। ৪৪। ৩৪ এবং ২৪এ ১। ২১। ৪৭। ২৯ হইত তাহা হইলে

২৩এর স্ফুট—১। ২২। ৪৪। ৩৪ হইতে

ঐ গতি ০। ০। ২১। ৩৯ বিয়োগ করিলে

ঐ বক্র গ্রহের ১। ২২। ২২। ৫৫ রাশ্যাদি স্ফুট হইত। এইরূপে সকল গ্রহের স্ফুট নির্ণয় করিতে পারা যাইবেক।

হ'লো ১৮৬ অংশ চল্লিশ কলা। তারপর পনর সংখ্যক নক্ষত্রের প্রথম পাদে প্রবেশ করেছেন ৬ই তারিখের ৪৮ দণ্ড ৮ পলের সময়, সুতরাং (৬০—৪৮ । ৮ = ১১ । ৫২) সে দিনের বাকী এগার দণ্ড, বাহান্ন পল, তার পর তিন দিনের ৬০ দণ্ড হিসাবে ১৮০ আর ১০ই তারিখের সাত দণ্ড কুড়ি পল, এই একশত নিরনব্বই দণ্ড, বার পল (১১ । ৫২ + ১৮০ + ৭ । ২০ = ১৯৯ । ১২) রবি ঐ প্রথম পাদে থেকে দুইশত কলা ভোগ ক'রে তবে দ্বিতীয় পাদে যাবেন কি বল ?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "হাঁ ঠিক হ'য়েছে, তারপর ঠিক কর, জন্ম-সময়-পর্য্যন্ত কত কলা হ'লো।"

আমি বলিলাম "তা' কর্‌ছি—৬ই তারিখের এগার দণ্ড বাহান্ন পলের সঙ্গে ৭ই তারিখের ষাইট দণ্ড আর আটই তারিখের জন্ম সময় পর্য্যন্ত চৌদ্দ দণ্ড পঁয়ত্রিশ পল যোগ কর্‌লে (১১ । ৫২ + ৬০ + ১৪ । ৩৫ = ৮৬ । ২৭) হয় ছিয়াশি দণ্ড সাতাইস পল। এবার ত্রৈরাশিক করি ?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "কস।"

১৯৯ । ১২ : ৮৬ । ২৭ :: ২০০ কলা : কত

অথবা

১১৯৫২ পল : ৫১৮৭ পল :: ২০০ কলা : ক

৫১৮৭
২০০

১১৯৫২) ১০৩৭৪০০ (৮৬
৯৫৬১৬

৮১২৪০
৭১৭১২

৯৫২৮

কি বল সাতাশি কলা বলি ? আর সূক্ষ্ম ক'রে কি হ'বে ?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "না। পণ্ডিত মহাশয় যখন বিকলা পর্য্যন্ত রেখেছেন তখন বিকলা পর্য্যন্তই কসা চাই।"

আমি বলিলাম "তবে নয় হাজার পাঁচশত আটাইসকে আবার ষাইট দিয়ে গুণ ক'রে এগার হাজার নয় শত বাহান্ন দিয়ে ভাগ দিই ?

৯৫২৮

১১৯৫২) ৫৭১৬৮০ (৪৮
৪৭৮০৮

৯৩৬০০
৯৫৬১৬

আটচল্লিশ ধরবো না সাতচল্লিশ ধরবো ?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "তিনি যখন আটচল্লিশ ধরেছেন তখন আটচল্লিশ ধরা যাক। তা-হ'লে ১৮৬ অংশ ৪০ কলা আর ৮৬ কলা ৪৮ বিকলা যোগ ক'রে হ'লো ১৮৮ অংশ ৬ কলা ৪৮ বিকলা।"

আমি বলিলাম "এটুকু আমি কস্‌তে পারতাম না নাকি ?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "কস না ভাই! আমার কসা আছে তাই বললাম।"

আমি বলিলাম "আমি কসে যাই ভুল হয় কি না তুমি দেখে যাও।

১৮৬ । ৪০
৮৬ । ৪৮
------
৬০) ১২৬ । ৪৮
------
২ অংশ ৬ । ৪৮
১৮৬ অংশ যোগে
------
৩০) ১৮৮ । ৫ । ৪৮

রাশ্যাদি ৬ । ৮ । ৬ । ৪৮

এইত হ'লো ছয় রাশি, আট অংশ, ছয় কলা, আটচল্লিশ বিকলা। তার মানে কি ?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "বল দেখি তার মানে কি?

আমি বলিলাম "বোধ হয় রবি ছয় রাশি অর্থাৎ কন্যা রাশি অতিক্রম ক'রে তুলার আট অংশ, ছয় কলা, আটচল্লিশ বিকলা অতিক্রম ক'রেছেন। না?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "হাঁ!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সূর্য্যের সূক্ষ্ম স্ফুটরাশ্যাদি কি ক'রে নির্ণয় করতে হয়?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "তিনি আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু আমি এখনও ভাল আয়ত্ত করতে পারিনি। নিয়মগুলি খাতায় লেখা আছে এর পর আলোচনা করা যাবে এখন থাক*। এখন স্থূলভাবে লগ্ন স্ফুট নির্ণয়ের সঙ্কেত বলি শোনো।"

আমি বলিলাম "আচ্ছা! তাই বল, কিন্তু আমার অনেক জিজ্ঞাস্য থেকে যাচ্চে।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "থাক্ না, যদি আপনা আপনি মীমাংসা করতে না পারি, পণ্ডিত মহাশয়কে চিঠি লিখ্‌লেই হ'বে। তাঁ'র বাড়ী ত আমাদেরই দেশে।"

আমি বলিলাম "তা'হ'লে মাঝে মাঝে যেতেও ত পার?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "তাও পারি, তবে আমি জন্মাবধি কখন দেশে যাই নাই। সে কথা থাক এখন লগ্ন নির্ণয়ের সহজ সঙ্কেত দেখ।"

আমি বলিলাম "সঙ্কেত ত দেখ্‌বো, কিন্তু লগ্নটা জিনিস কি? বুঝিয়ে দাও।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "শোনো বল্‌চি। বারটি রাশি যে বলয়াকারে পৃথিবীকে বেষ্টন ক'রে আছে, তা বোধ হয় জান। কেন না কালই সে কথার আলোচনা করা হ'য়েছে আর যা কিছু আছে আর এক দিন হ'বে। এই যে রাশি চক্র, এটি পূর্ব্ব পশ্চিম ভাবে আছে। সুতরাং পৃথিবীর দৈনিক-আবর্ত্তন-বশে তা'র সকল অংশই এক একবার পূর্ব্বাকাশ-সীমায় এসে থাকে। এই পূর্ব্বাকাশে আসার নাম, সেই রাশির উদয়। সেই উদিত রাশির নামই লগ্ন। এখন পঞ্জিকা দেখ। খোকার জন্ম দিন এই ৮ই কার্ত্তিক তুলা ১। ২৯। ৫২ বিপল গতে উদয় ইহার অর্থ হচ্চে—তুলা রাশি প্রথম পূর্ব্বাকাশে আস্‌বার পর এক দণ্ড, উনত্রিশ পল, বাহান্ন বিপল পরে সূর্য্য উদিত হয়েছেন। তার পর ঐ ছত্রেই লেখা আছে মেষ ১। ৫। ৫২ বিপল গতে অস্ত। অর্থাৎ পূর্ব্বাকাশে মেষ রাশির প্রথম উদয় হ'বার পর এক দণ্ড পাঁচ পল বাহান্ন বিপল পরে সূর্য্য অস্ত গেছেন। তার নীচের ছত্রে লেখা আছে ইং ঘণ্টা ৬। ১৯। ০ গতে উদয়, ৫। ৪১। ০ সেকেন গতে অস্ত। এর অর্থ হচ্ছে সকাল ছটা উনিশ মিনিটের সময় সূর্য্যোদয় আর বিকালের পাঁচটা একচাল্লিশ মিনিটের পর সূর্য্যাস্ত। খোকা যে সূর্য্যোদয়ের পর চৌদ্দ দণ্ড পঁয়ত্রিশ পলের সময় জন্মেছে তা আগেই কসা হয়েছে। এখন দেখ শুক্রবার তুলার এক দণ্ড, উনত্রিশ পল, বাহান্ন বিপল গতে সূর্য্যোদয় আর তার পর দিন এক দণ্ড, একচল্লিশ পল, ছাব্বিশ বিপল পরে উদয় সুতরাং ষাইট দণ্ডে সূর্য্য গেছেন (১। ৪১। ২৬—১। ২৯। ৫২= ০। ১১। ৩৪) এগার পল, চৌত্রিশ বিপল; সুতরাং জন্ম সময়ে রবি আর প্রায় ৩ পল

*সূর্য্যাদি বিবিধ গ্রহ প্রসঙ্গে, প্রতি গ্রহের স্ফুটাদি নির্ণয় করিবার উপায় নানা গ্রন্থ অনুসারে লিখিত হইবেক।

এগিয়ে গেছেন এই জন্য জন্ম দিনের তুলার গত দণ্ড ১।২৯।৫২ বা ১।৩০ এর সঙ্গে ঐ তিন পল যোগ ক'রে হ'লো একদণ্ড তেত্রিশ পল। তার সঙ্গে জন্মসময়ের গত দণ্ডাদি ১৪।৩৫ যোগ ক'রে হলো ১৬।৮ তা থেকে বাদ দাও তুলার মান (ঐ বৎসরের গুপ্ত প্রেশ পঞ্জিকার ৩২ পৃষ্ঠায় আছে) ৫।৩৭ হ'লো দশ দণ্ড একত্রিশ পল। তা থেকে বাদ দাও বৃশ্চিকের পাঁচ দণ্ড, চল্লিশ পল, কুড়ি বিপল। বাকী থাক্‌লো চারি দণ্ড পঞ্চাশ পল।

১।৩০ উদয়ে তুলার গত
০। ৩ রবির গতি

১।৩৩ জন্ম সময়ের তুলার গত
সূর্য্যোদয়ের ১৪।৩৫ পল গতে জন্ম

সুতরাং ১৬।৮ তুলার প্রথম হইতে
— ৫।৩৭ তুলার মান

১০।৩১
— ৫।৪০।২০ বৃশ্চিকের মান

৪।৫০ ধনুর ভুক্তদণ্ডাদি

এখন দেখ ধনুর মান আর বাদ যায় না, সুতরাং খোকার ধনুলগ্নে জন্ম হ'য়েছে। ধনুর পরিমাণ পাঁচ দণ্ড, সতর পল, কুড়ি বিপল, এখন ত্রৈরাশিক দ্বারা দেখ্‌তে পাবে ধনুর সাতাইশ অংশাদি উদিত লগ্ন। এই উপায়ে পণ্ডিত মহাশয়ের স্ফুট ঠিক মিল্‌বে না। সূক্ষ্মভাবে লগ্ন করবার নিয়ম লেখা আছে এর পর আলোচনা করা যাবে। এখন রাশি চক্র আঁকা যাউক কি বল?"

আমি বলিলাম "তাই হোক, কিন্তু এ রকম থাব্‌কো হিসাব আমি ভাল বুঝচি না।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "পণ্ডিত মহাশয় বলেছেন ছোট ঠিকজীতে এই রকম কসা হ'লেই যথেষ্ট। এমন কি রবির গতি যোগ না করলেও বড় বেশী তফাৎ হয় না। কেন না জন্মসময় কে নিখুঁত দিতে পারে বল?"

আমি বলিলাম "তা ঠিক, নিখুঁত সময় পাবার সম্ভাবনা খুব কম। প্রথম ঘড়ি থাক্‌লেও যে ঠিক আছে তার প্রমাণ কি? তার পর ভুমিষ্ঠের সময় ঠিক ঘড়ি নিয়েই বা কে লেখে বল? কিন্তু তা হ'লে নির্ভুল কোষ্ঠী হ'বে কেমন ক'রে?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "তোমার ত কিছুই জানা ছিল না। তা'তেই যদি হ'তে পেরে থাকে, তবে দু' চার মিনিট শুদ্ধ করা কি এতই কঠিন ব্যাপার নাকি? তিনি সব লিখে দিয়ে গেছেন। একটু সবুর কর। এক দিনেই কি সব হ'বে? আমায় একবার বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন মাত্র। আমি ত সকল বিষয় এখনও তলিয়ে বোঝবার সময় পাই নি। ক্রমে দু'জনে মিলে সবই দেখা যাবে। লগ্নস্ফুটটা আপাততঃ ঐ পর্য্যন্তই থাক্। পণ্ডিত মহাশয় বলেছেন, ঐটাই কোষ্ঠীর মধ্যে কঠিন ব্যাপার। এখন এস রাশিচক্র আঁকি। প্রথমতঃ উর্দ্ধভাবে দু'টি রেখা এই রকম সমান্তর ক'রে আঁকতে হ'বে; তা'র পর এড়ো ভাবে দু'টি রেখা তা'র মাঝখানে এইরূপ আঁকতে হ'বে, তা'হলে মাঝে একটি বর্গক্ষেত্র হ'বে, আর চারিদিকে আটটা মুখ বেরিয়ে থাক্‌বে। এইবার চারি কোণে টের্‌চা ক'রে চারিটা রেখা দাও। এখন দেখ চার ধারে বারটা ঘর হ'লো। আমাদের দেশে এই রকম ক'রে রাশিচক্র আঁকবার রীতি। অন্যান্য দেশের রীতি অন্য প্রকার। সে কথা এরপর হ'বে।

আমাদের দেশে এই রকম আঁকা হ'লে "সব উপরে মাঝখানের এই ঘরটিকে মেষ, তার পাশে বাম দিক দিয়ে বৃষ প্রভৃতি ক্রমে বুঝতে হয় (চিত্র দেখ)। কোষ্ঠীতে রাশিচক্রে লেখা না
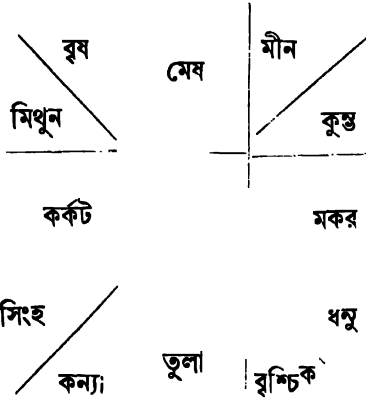
থাক্‌লেও বুঝতে হ'বে, যে ঐ ঐ ঘর ঐ ঐ রাশি। এখন তোমার ঐ রাশিচক্রে ধনুর ঘরে লং লেখ। ধনুই লগ্ন। কার্ত্তিক মাসে জন্ম। কার্ত্তিক মাসের রাশি তুলা স্তরাং তুলায় রবির আদ্যবর্ণ র লেখ। এই বার পঞ্জিকা দেখ। ঐ ৮ই তারিখের বাম পার্শ্বে লেখা আছে র ১৫। স্তরাং র এর পাশে ১৫ লেখ, তার পর তারি নীচে লেখা আছে মকরের চন্দ্র, তা'র নীচে ১২।৩৩।৩০ গ, (অর্থাৎ গতে) কুম্ভের চন্দ্র, খোকা জন্মেছে ১৪ দণ্ড ৩৫ পলের সময় স্তরাং কুম্ভের ঘরে লেখ চ এখন পঞ্জিকায় দেখ, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র আছে ৪২ দণ্ড ২৯ পল, স্তরাং চ এর পাশে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অঙ্ক ২৩ লেখ। এইবার পঞ্জিকার (১২৮৬ সালের গুপ্তপ্রেশ) ২২০ পৃষ্ঠা খোলো ঐ পাতে রাশিচক্রের নীচে "কার্ত্তিক মাসের রবি চন্দ্র ভিন্ন গ্রহের সঞ্চার" আছে তা'তে লেখা আছে "৫ই কার্ত্তিক বুধ ৭।৫৫ পলে ১৬ বিশাখা নক্ষত্রে। ৭ ঐ শুক্র ১৪।১ পলে পুনর্ব্বার ১২ উত্তরফাল্গুনীতে ৯ ঐ বুধ ৩৫।৫৫ পলে বৃশ্চিক রাশিতে যাইবেন।" খোকা জন্মেছে ৮ই স্তরাং বুধের আদ্যক্ষর বু ও ১৬ তুলায় লেখ। আর শু ১২ সিংহরাশিতে লেখ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "শুক্র পুনর্ব্বার ১২ কেন?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "পঞ্জিকার ১৯৮ পৃষ্ঠা দেখ, শুক্র ১৮ই আশ্বিন বক্রগমনে ১১ পূর্ব্বফাল্গুনীতে গিয়েছিলেন, তার আগে ১২ উত্তরফাল্গুনীতে ছিলেন, ২৮এ ঐ বক্র ত্যাগ হয়, ৭ই কার্ত্তিক তাই পুনর্ব্বার ১২তে লেখা হ'য়েছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বক্রগতি কি?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "আজ থাক্, আর এক দিন হ'বে।"

আমি লিখিয়া রাখিলাম "বক্রগতি কি?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "এইবার বাকি গ্রহগুলি চক্রে বসাও। এখন দেখ আমাদের অঙ্কিত রাশিচক্রটিও ঠিক পণ্ডিত মহাশয়েররাশি চক্রের মত হ'য়েছে (১৩৬ পৃষ্ঠার রাশিচক্র)।"

আমি বলিলাম "হাঁ, রাশিচক্র অঙ্কিত করা বোধ হয় শেখা হ'য়েছে। তুমি দেখ, আমি, একটা করি।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "আচ্ছা।"

আমি বলিলাম "তোমার পণ্ডিত মহাশয় আমার কোষ্ঠী উদ্ধারের প্রশ্ন সময়ের যে রাশিচক্র ক'রেছিলেন সেইটিই করা যা'ক্। আমি প্রশ্ন ক'রেছিলাম ১লা কার্ত্তিক, শুক্রবার এই দেখ আমার ডায়রীতে লেখা আছে সকালে ৭টা ৫০ মিনিটের সময় প্রশ্ন হ'য়েছিল। ১লা সূর্য্যোদয় ৬টা ১৪ মিনিট ১২ সেকেণ্ড গতে—

সুতরাং ৬টা ৫০ মিনিট থেকে
৬টা ১৪ মিনিট ১২ সেকেণ্ড

বাদ দিয়া ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড হইল
২॥ দিয়া গুণ করিয়া

× ২ = ৩ — ১১ — ৩৬

× ॥ = ০ — ৪৭ — ৫৪

× ২॥ = ৩ দণ্ড ৫৯ পল ৩০ বিপল প্রশ্নকাল

তুলার ০ ১১ ১৪ গতে উদয়

সুতরাং
তুলার ৪ — ১০ — ৪৪ গতে প্রশ্ন

তুলার পরিমাণ ৫।৩৭ সুতরাং তুলার শেষাংশে প্রশ্ন

৫ দণ্ড ৩৭ পল = ৩০ অংশ

সুতরাং ২ । ৪৮ । ৩০ ১৫ অংশ
এবং ১ । ২৪ । ১৫ ৭ । ৩০

সুতরাং ৪ । ১২ । ৪৫ = ২২ । ৩০ কলা

তোমার পণ্ডিত মহাশয় লিখেছেন ২২।৩৬ কিন্তু আমার ৪ দণ্ড ১২ পল ৪৫ বিপলে হ'লো ২২ অংশ ৩০ কলা।

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "আগেই ত ব'লেছিলাম লগ্ন নির্ণয়ের এটা সূক্ষ্ম উপায় নয়। যাই হৌক লগ্ন যে তুলার বাইশ অংশের পর অর্থাৎ তৃতীয় দ্রেক্কাণে তাতে ত আর কোনও তফাৎ হ'চ্চে না তার পর রাশিচক্র আঁকো।

আমি দেখিলাম র১৪৬ আর তুলায় চন্দ্র স্বাতী নক্ষত্রে. সুতরাং র১৪ চ১৫ তুলায় লিখে তার পর পঞ্জিকার রাশিচক্র দেখে সব গ্রহ বসালাম। রাশিচক্রও ঠিক মিল্‌লো।

☞ পাঠকগণ, আমাদের প্রদর্শিত উপায়ে, আপনার ও নিজ পরিচিতগণের কোষ্ঠী গণিতে চেষ্টা করিবেন আমরা সুলভ মূল্যে কোষ্ঠী লিখিবার ফরম ছাপাইয়াছি। গণিত অঙ্কগুলি তাহাতে লিখিতে থাকিবেন, আর যেখানে সন্দেহ হইবে, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। এই উপায়ে সহজে কোষ্ঠী প্রস্তুত করা অভ্যস্ত হইবে সন্দেহ নাই।—(লেখক)

আমার মানস দেবতা

গড়িয়াছি মনে মনে মানস-প্রতিমা-খানি,
ভুবনমোহিনীরূপ শশাঙ্ক দিয়াছে আনি!
মরমের ভাবগুলি গহনা দিয়াছি গায়,
অতীতের সুখস্মৃতি মাখায়েছি রাঙ্গা পায়,
দশ করে থরে থরে সাজায়েছি যত আশা,—
জলন্ত হৃদয়মণি দিয়াছি সে শিরোভূষা,—
ব'সেছে মহিষাসুর উদ্দাম পাগল মন.
সিংহ তায় ধরিয়াছে—অদম্য সে রিপুগণ॥

২

পাদ্য অর্ঘ্য সাজায়েছি অশ্রুরাশি গেঁথে গেঁথে-
সারাটা জীবনভরা হা হুতাশ দিছি সাথে!
বড় আদরের ধন, দিয়াছি নৈবেদ্য ধ'রে—
শংখ ঘণ্টা কোলাহল র'য়েছে সংসার ভরে—
বুকভরা ভালবাসা দিছি অকাতরে বলী
আছে অহঙ্কার—তাও হাড়িকাঠে দিছি তুলি;
ভক্তি পুষ্প তুলিয়াছি শুভ আরত্রিক তরে,
হৃদিপ্রেম গঙ্গাজল আছে কোশা-কুশি ভ'রে

৩

জেলেছি মঙ্গলদীপ জ্ঞানের আলোক নিয়ে—
পরিপূর্ণ করিয়াছি বিবেকের ঘৃত দিয়ে;
হোমানলে পূর্ণাহুতি দিছি মান অপমান—
ব'সে আছি ধৈর্য্যাসনে—ক্রমে ধৈর্য্য অবসান!
নীরবে জলুক বহ্নি উজলি গগন-পট—
ভস্ম হ'ক ভস্ম হ'ক কানন সাগর তট—
মরমের দীর্ঘশ্বাস ফুৎকারি সে অগ্নিশিখা—
ছড়াক এ পূজাগৃহে শান্তিবারি অগ্নিশিখা!

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্, এ।

কমলা।

নবম পরিচ্ছেদের শেষাংশ।

(১৫০ পৃষ্ঠার প্রকাশিত অংশের পর)

জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের জননী শ্যামসুন্দরকে দেখিবামাত্র ব্যস্তসমস্তভাবে আসিয়া তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক বলিলেন "বাবা শ্যামসুন্দর, এত দিনের পরে কি তোমার পিসির কথা মনে পড়্লো? বাবা! দাদার যখন অসুখ হ'য়েছিল, একটিবার আমায় সম্বাদও দিলে না। আমি তাঁ'রে জন্মশোধ একটিবার দেখ্তেও পেলেম না। সেই তোমার বিয়ের সময় গিয়েছিলাম। দাদার মৃত্যুর পর একবার সম্বাদ দিয়েছিলে মাত্র, তার পরে আর এ দোর মাড়াও নি, এটা কি ভাল বাবা?"

জ্ঞানেন্দ্র। মা! শ্যাম ছেলে মানুষ; ওর বুদ্ধি কি? কি করা উচিত, তা ব'লে দেবার লোকও কেউ মাথার উপর নেই। আমি সে সময়ে স্বামীজির সঙ্গে কাশীতে গিয়েছিলাম সেইজন্যই ও রকম হ'য়েছে। এখন যা'তে নিত্য শ্যামকে দেখ্তে পাও তা'র ব্যবস্থা কর।

মাতা। সেই ভাল, বাবা তুমি বৌমাকে নিয়ে এ বাড়ীতে এস।

জ্ঞানেন্দ্র। তা সম্ভব নয়। তা হ'লে ওর বাড়ী ঘর দোর সব পড়ে নষ্ট হ'বে। তা'র চেয়ে তুমি সতুকে নিয়ে কিছুদিন শ্যামের বাড়ীতে গিয়ে থাক। আমি প্রত্যহ একবার তোমার চরণ দর্শন ক'রে আস্‌বো। শ্যাম ভাই বেশ লেখা পড়া শিখেছেন, উনি সতুকে লেখা পড়া শেখাবেন, আর তুমিও দিনকত বাপের ভিটেয় থাক্‌বে।

মাতা। আচ্ছা, তা মন্দ নয়। এ সংসারের কোন বিশৃঙ্খলা হ'বার সম্ভাবনা নেই। রামেশ্বর আর বিমলার কল্যাণে এ সংসার সুশৃঙ্খলে চল্‌বে।—ঠাকুরের খবর কি?

জ্ঞানেন্দ্র। তিনি কোথায় গেছেন!

মাতা। ঘরে যে আগুন লেগেছিল?

জ্ঞানেন্দ্র। তিনি কাল ঘরে ছিলেন না। রাত্রে পঞ্চবটীতে জপে ব'সেছিলেন সেখানে তাঁ'র আসন আছে।

মাতা। কোথায় গেছেন?

জ্ঞানেন্দ্র। তা কি ক'রে বল্‌বো? তবে তাঁ'র যে কোনও অমঙ্গল ঘটে নি তা নিশ্চয়।

মাতা। যা'ক তা'হ'লেই ভাল। কিন্তু তাঁ'র খোঁজ নেয়াও ত উচিত।

জ্ঞানেন্দ্র। তা খোঁজ কর্‌বো বৈ কি মা—তোমাকে আর সত্যেন্দ্রকে শ্যামসুন্দরের কাছে রেখে, আর রামদাদাকে মায়ের বিষয় রক্ষার ভার দিয়ে—নিজে তাঁ'রে ধ'রে আন্‌বো।—তিনি যে আমাদের! আমাদের ফেলে কি তাঁ'র যা'বার যো আছে মা? আমাদের ছেড়ে গেলে, আমরা থাক্‌বো কি ক'রে?—আমাদের পথ দেখা'বে কে?

মাতা। তাই কর্ বাবা, তাই কর!—এই করিস্, যেন মর্‌বার সময় তাঁ'র পা দু'খানি দেখ্‌তে পাই।

জ্ঞানেন্দ্র। সে তাঁ'র ইচ্ছা! তোমার আমার ইচ্ছায় কি হ'তে পারে মা? আচ্ছা মা, মামা ত প্রতাপের কাছে তাঁ'র সম্পত্তির

অধিকাংশই বিক্রয় ক'রে গেছেন; কতক অংশ বন্ধকও রেখে গেছেন। প্রতাপকে তা'র প্রাপ্য টাকা দিলে সে ফিরে দেবে না?

মাতা। তা আমি কি ক'রে জান্‌বো বাবা? ও সব হ'লো বিষয়াশয়ের কথা—আমি মেয়ে মানুষ—ও সব কথার আমি কি বুঝ্‌বো?—রামেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কোরো, সে ঠিক ব'ল্‌তে পারবে।

জ্ঞানেন্দ্র। তুমি যদি বল ত আমি দাদাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আজ একবার বিকেলে যাই। সে অস্বীকার ক'রলেই বা লজ্জা কি?

মাতা। তা যা'বে বৈকি বাবা! শ্যামসুন্দরের যা'তে ভাল হয়, তা'র জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রবে বৈকি? তা'র পর ঠাকুরের ইচ্ছা! এখন যাও দু'জনে স্নানাহ্নিক কর গে। বেলা অনেক হ'য়েছে।

তখন জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ শ্যামসুন্দরকে সঙ্গে লইয়া আবার বহির্ব্বাটিতে চলিলেন।

শ্যামসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা, যখন বেশ জান্‌চেন যে প্রতাপের ইচ্ছা সব আত্মসাৎ করা, তখন আর বৃথা কেন তা'র কাছে যা'বেন?"

জ্ঞানেন্দ্র। বল দেখি ভাই প্রতাপের চেয়ে বড় কি কেউ নেই? যাঁ'র ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড চ'ল্‌চে—তিনি যে কেন কি করেন, তা কে ব'ল্‌তে পারে?—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় কোন্ ব্যাপারটি যে কিরূপে সম্পন্ন হ'চ্ছে—তা অদূরদর্শী আমরা কেমন ক'রে বুঝ্‌বো ভাই? যে লক্ষ্য করে নি, সে কি বল্‌তে পারে, যে ঐ সুন্দর প্রজাপতিটি কয়েক দিন আগে গুটিপোকা ছিল?—ও যেমন সেই চক্রীর চক্রে চালিত হ'য়ে কোষকীট অবস্থায় আপনার মুখনিঃসৃত তন্তুদ্বারা কোষ নির্ম্মাণপূর্ব্বক আপনাকে আবদ্ধ ক'রেছিল, প্রতাপও নিশ্চয়ই তাঁ'রি চক্রে, নিজকৃত-কর্ম্মরূপ তন্তুদ্বারা একটি অপূর্ব্ব-কোষ নির্ম্মাণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে তা'তে আবদ্ধ হ'চ্ছে। এ সংসারে সকলেই তাই ক'রে থাকে। কোষকীটটি নিজকৃত কোষটি ছিন্ন ক'রে আজ যেমন সুন্দর প্রজাপতিরূপে গগনে বিচরণ ক'র্‌চে—প্রতাপও নিশ্চয়ই একদিন সেইরূপ নিজকৃত কোষ ছিন্ন কর্‌বে —তখন তাঁ'র আর এ বীভৎসমূর্ত্তি থাক্‌বে না, —তখন সে অতি অপূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আত্মানন্দে বিভোর হ'য়ে অধ্যাত্মগগনে বিচরণ কর্‌বে। হয়ত এ জন্মে সে শুভদিন নাও হ'তে পারে, কিন্তু একদিন যে হ'বে এ কথা নিশ্চয়। মায়ের ছেলে যতই দুরন্ত হোক না কেন একদিন না একদিন নিজ দুরন্তা বুঝতে পেরে, মায়ের পায়ের তলে লুটিয়ে প'ড়বেই—তা'তে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুদেবের চরণপদ্মে বিশ্বাস রেখে কাজ ক'রে যাও ভাই। মায়ের কাজ—মা নিজেই দেখিয়ে দেবেন কেমন ক'রে কি কর্‌তে হ'বে। তুমি কায়মনোবাক্যে কেবল তাঁ'র সেবার জন্য ব্যস্ত থাক। সব আপনিই হ'য়ে যা'বে। তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে নির্ভরে কত আনন্দ—ভাই রে, তুমি আমি কে যে বিচার ক'রে আগে ঠিক কর্‌বো কিসে কি হ'বে?—ভাই, তা ভাববার দরকার নেই। যখন কোনও কাজ সামনে আস্‌বে, একবার চক্ষুবুজে সংসার ভুলে—একমনে মাকে ক'রো 'মা করবো কি?'—মা বলে দেবেন—তোমার প্রাণের ভেতর থেকে বলে দেবেন—তাই শুনে তুমি ঠিক ক'রে নেবে কাজটা কর্‌বে কি না? আমার মা সাক্ষাতে ব'সে আছেন, আমি ওঁকে জিজ্ঞাস

কর্‌লাম, উনি যখন বল্লেন 'চেষ্টা কর' তখন জেনো সফল হ'বে? নিশ্চয় জেনো তোমার বিষয় উদ্ধার হ'বে। বিষয় আর কা'রো নয় ভাই—বিষয় মায়ের। তিনি যখন যে ছেলেটির হাতে যতখানি দেবার প্রয়োজন বোঝেন ততখানি দেন।

শ্যাম। কিন্তু যে পরপীড়ক তা'র হাতে দেন কেন?

জ্ঞানেন্দ্র। নিশ্চয়ই দরকার আছে তাই দেন। ঠাকুরের ও সব জিনিসে দরকার নাই তাই তাঁ'রে দেন না। আজ আমরা দেখ্‌ছি প্রতাপ সব নেবো বলে ব্যস্ত হ'য়েছে। যদি তা'র সব নেবার দরকার থাকে— মা দেবেন। আবার কে জানে—যদি দরকার বোঝেন তবে এই সব নিয়ে হয়ত তোমার হাতেই দিতে পারেন। আমাদের এ মায়ের জমিদারীর নায়েবী করা বই ত নয় ভাই। ভাল ক'রে কাজ কর্‌তে পার্‌লে ক্রমে পদোন্নতি হ'বে—সেই পাদপদ্ম সেবার অধিকারী হ'বো।

শ্যাম। কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে। বড় গোলমাল ঠেকে।

জ্ঞানেন্দ্র। সব গোলমাল কেটে যাবে ভাই। কেবল তাঁ'র নাম কর। কূটস্থে লক্ষ্য রেখে গুরুদত্তবীজে দিবানিশি স্মরণ-বারি-সেচন কর। সংসার তাঁর, তিনি দেখ্‌চেন—দেখ্‌বেন। তুমি আমি চাকর, কেবল হুকুম তামিল আমাদের কাজ। এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে স্নানান্তে, পূজাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধা কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥

মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়াগিয়াছে। প্রতাপ স্বীয় অট্টালিকার সেই সুসজ্জিত কক্ষে, সেই টেবিলটির উপর, তেমনি করিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। টেবিলের উপর বীরেন্দ্রের সেই অর্দ্ধদগ্ধ বস্ত্রখানি। প্রতাপের নয়নদ্বয় হইতে দর দর ধারে বারিধারা প্রবাহিত হইতেছে। মুখে বাক্য নাই। গৃহেও অপর কেহ নাই।

এতদিনে বুঝি প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় এইবার প্রতাপের পরিবার হইতে ভৈরব প্রভৃতির অন্তর্দ্ধান হইবে। সকলি তাঁ'র ইচ্ছা।

আজ প্রাতে ভৈরব আসিয়াছিল, কিন্তু প্রভুর সম্মুখে আসিতে তাহার সাহস হয় নাই। কারণ সে যখন বাটিতে প্রবেশ করে, সেই সময়েই একটি ভৃত্য বীরেন্দ্রের পাদুকা দু'খানি আর অর্দ্ধদগ্ধ বস্ত্রখানি লইয়া বাটিতে প্রবেশ করিতেছিল। ভৈরব সেই বস্ত্র আর পাদুকা চিনিতে পারিয়াছিল। বুঝিয়াছিল সে পরমহংসকে দগ্ধ করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রভুপুত্রকেও বিনাশ করিয়াছে।—বুঝিয়াছিল, এই বস্ত্র দেখিলেই প্রভু বুঝিতে পারিবেন, যে ভৈরব হইতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। তখন তাহার ভাগ্যে, সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। তাই তাহার আর প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস হয় নাই। সে বাহিরে

দপ্তরখানায় কিয়ৎক্ষণ বসিবার পর, যখন অন্তঃপুরে রোদন-রোল উত্থিত হইল, অমনি ধীরে ধীরে নিজ ভবনে প্রস্থান করিল।

প্রাতে সেই দগ্ধবস্ত্র পাইয়া সকলেই বুঝিয়াছিল, যে যে কারণেই হউক কাল রাত্রে বীরেন্দ্র, সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছেই ছিল, সে সন্ন্যাসীর সহিত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

প্রতাপের পত্নী, সেই পর্য্যন্ত, ভূতলে পতিতা হইয়া আছেন—সংজ্ঞাহীনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।—প্রতাপ সেই পর্য্যন্ত অধোবদনে রোদন করিতেছেন, তাঁহার স্নানাহার হয় নাই। আজ বাটিতে এখনও রন্ধনের আয়োজনও হয় নাই। দাস দাসীরা সকলেই আকুল হইয়া রোদন করিতেছে। দাস দাসীরা সকলেই বীরেন্দ্রকে ভাল বাসিত—কারণ এ সংসারে সেই তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিত—সেই কেবল কখনও কাহাকে কটু-বাক্য বলে নাই—সেই সকলের কষ্টে কষ্ট করিত। আর আছে তা'র একটি ভগিনী আর জননী—এই দুই জনের মুখেও কেহ কখন রূঢ় বাক্য শ্রবণ করে নাই। বীরেন্দ্র এ সংসারের দাস দাসীগণের প্রাণস্বরূপ ছিল। তাই আজ তাহারা প্রাণহীনের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে—তাহাদেরও স্নানাহারের কথা মনে নাই।

ক্রমে তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইল। প্রতাপ সেই ভাবেই বসিয়া আছেন। তাঁ'র প্রাণের মধ্যে যে কি যন্ত্রণা হইতেছে তাহা স্থির করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়।—হঠাৎ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনুচ্চ স্বরে বলিলেন—"বিষবৃক্ষ রোপণ ক'রেছি, ফল ভোগ কর্‌তে হ'বে বৈ কি?—কিন্তু কর্‌লে কে?—আমি না তুমি?—সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বশক্তিমান—ইচ্ছাময়—তোমার ক্ষমতার চেয়ে কি আমার ক্ষমতা বেশী, যে তুমি আমায় সুপথে চালাতে পার না?—ভৈরব কে?—ভৈরব অমন কেন?—তা'কে কে অমন ক'রেছে?—আমায়ইবা কে এমন ক'রেছে?"

এমন সময়ে একজন চাকর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রতাপ আরক্তিম নয়নে বলিল "এখানে কেন?"

ভৃত্যটি কম্পান্বিত কলেবরে বলিল, "কালীনগরের মুখুর্য্যে মশাই এসেছেন।"

প্রতাপ বলিল "কেন?"

ভৃত্য। তা'ত জানি নে।

প্রতাপ উঠিল। এমন সময় অগ্রে জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ পশ্চাতে শ্যামসুন্দর ও রামেশ্বর সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণকে দেখিয়া প্রতাপ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ সসব্যস্তে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন "ভাই, কেঁদো না। চুপ কর। আমার বোধ হয়, বীরেন্দ্রের কোন অনিষ্ট হয় নাই। রামেশ্বর দাদা বল্লেন—তিনি সেখানে উপস্থিত থেকে, আটচালার পোড়া কাট, ছাই প্রভৃতি সরিয়েছেন, সেখানে কোন দগ্ধ দেহ পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, বীরু আর কোথাও গিয়ে থাক্‌বে। বাবাও কাল আটচালায় ছিলেন না, তিনি তীর্থপর্য্যটনে গেছেন। আটচালাখানা পুড়ে গেছে, ভালই হ'য়েছে। ওখানে বাবার কাছে সময় সময় অনেক লোক আস্‌তেন, স্থান সঙ্কুলান হ'তো না। আমি মনে কর্‌তাম, বড় ক'রে আর একটা ঘর ক'র্‌বো—কিন্তু, আটচালাখানা পিতামহদেবের আমলের, ভাঙ্গতে ইচ্ছা হ'তো না। এখন ভগবানের ইচ্ছায় দগ্ধ

হ'য়ে গেছে। অনায়াসেই বড় ঘর করা যাবে।

প্রতাপ ধীরভাবে সকল কথা শুনিলেন। তাঁহার মনে আবার আশার সঞ্চার হইল। চক্ষের জল অদৃশ্য হইল। বলিলেন "দাদা, আমরা বড়ই কাতর হ'য়ে প'ড়েছিলাম। এই পোড়া কাপড়খানা দেখে, আমরা বীরুর অমঙ্গল আশঙ্কা ক'রে, সকলেই আকুল হ'য়েছিলাম। আপনার কথায় দেহে যেন প্রাণ এলো। আপনি চলুন বাটির ভিতর গিয়ে এই কথাগুলি বল্‌লে, হয়ত সকলে আশ্বস্ত হ'তে পারবে।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিলেন "চল ভাই, শ্যাম তুমিও এস। দাদা তুমিও এস, তুমি যা স্বচক্ষে দে'খেছ তাই বল্‌বে। বিশেষতঃ বধূমাতা তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে থাকেন, তুমি তাঁ'কে সকল কথা বুঝিয়ে বল্‌তে পারবে। আহা মার প্রাণ কি সহজে আশ্বস্ত হ'বার। চল,—প্রভুর ইচ্ছা।"

অনন্তর, সকলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপচন্দ্রের শয়ন কক্ষের দ্বারদেশে, বীরেন্দ্রের জননী অর্দ্ধমূর্চ্ছিতাবস্থায় পতিতা। তাঁহার আলুথালু বেশ দেখিয়া জ্ঞানেন্দ্র ও শ্যামসুন্দরের আর সে দিকে যাওয়া হইল না। জ্ঞানেন্দ্র বলিলেন "দাদা তুমি যাও, তুমি ও'কে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছিলে তুমি গিয়ে ও'কে বুঝাও।

রামেশ্বর অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন "মা" বীরেন্দ্রের জননী, মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন—বুঝি তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাঁহার বীরেন্দ্র আসিয়া মা বলিয়া ডাকিল। কিন্তু যখন দেখিলেন সে নহে, রামেশ্বর, তখন তাঁহার হৃদয়ে শোকের উচ্ছ্বাস পুনরুত্থিত হইল। তিনি বলিলেন "দাদা গো, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, আমার বীরেন্ আমায় ছেড়ে গেছে।" এই কথা বলিয়া তিনি যেন সংজ্ঞাহীনা হইয়া আবার ভূমিতলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পার্শ্বে তাঁহার বিধবা কন্যা বসিয়াছিলেন তিনিও উচ্চৈঃস্বরে "দাদা গো, কোথা গেলে গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

রামেশ্বর বলিলেন "মা, তোমরা কেঁদো না। বীরেন্দ্র বাবুর কোনও অনিষ্ট হয় নাই। আমি এতক্ষণ বাগানের পোড়া আটচালাখানা সরাচ্ছিলাম। সেখানে, কারও দেহ নাই; তাইতে বোধ হ'চ্ছে তিনি সেখানে ছিলেন না। নইলে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পুঁথিগুলি যেমন তেমনি র'য়েছে—তাঁ'রা থাক্‌লে, তাঁ'দের দগ্ধ দেহও ত থাক্‌তো? তোমরা ভেবো না। বীরেন্দ্র বাবু শীঘ্রই আস্‌বেন। কোনও ভাবনা নাই। ঐ দেখ, আমার প্রভু এসেছেন, তোমাদের সান্ত্বনা করতে।"

জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণকে দেখিয়া প্রতাপের কন্যা সৌদামিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া তাঁহার পদধূলি ও শ্যামসুন্দরের পদধূলি এবং সর্ব্বশেষে স্বীয় পিতার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক, বলিলেন "জ্যাটা মশাই, আপনি এসেছেন?"

জ্ঞানেন্দ্র। হ্যাঁ মা, আমি এসেছি, সকালে তোমার দাদার পোড়া কাপড়খানা দেখে আমারও ভাবনা হ'য়েছিল, তা'র পর দাদা যখন বল্লেন সেখানে কা'রো দেহ পাওয়া যায় নি; তখন নিশ্চিন্ত হ'লাম—ভাবলাম, তোমরা সব কাতর হ'য়েছ, তোমাদের এ খবর দেওয়া উচিত। তাই এসেছি। যাও মা তোমার মাকে বলগে, আমি বল্‌চি নিশ্চয়ই বীরু শীঘ্র আস্‌বে।"

সৌদামিনী। জ্যাটা মশাই বলুন না, দাদা কোথায় গেছেন?"

জ্ঞানেন্দ্র। আমি কি জানি মা, সে কোথায়

গেছে? তবে, বুঝ্‌তে পারূচি, যেখানে থাক্ না কেন, শীঘ্রই ফিরে আস্‌বে? তোমাদের ছেড়ে সে কোথায় থাকবে বল? এখন যাও মা, তোমার মাকে স্নান করতে বলগে। চাকর দাসীদের বলগে শীঘ্র খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগ করতে।

সৌদামিনী, মাতাকে বলিল। তিনি বলিলেন "আমার প্রাণ যে বোঝে না, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর্ সে কবে আস্‌বে?"

জ্ঞানেন্দ্র বলিলেন "মা, আপনি শান্ত হৌন। সে কবে আসবে এ কথা আমি কেমন ক'রে ব'লবো? আমি ত সর্ব্বজ্ঞ নই। তবে আমি বলূচি, যদি তা'র আস্‌তে দেরি হয়। আমি নিশ্চয়ই তা'কে খুঁজে এনে দেব। কোনও চিন্তা নাই।

প্রতাপ বলিল "দাদা, আপনি এনে দেবেন? তবে আর ভয় কি?—তোমারা ওঠ—ভয় নাই। দাদা জন্মেও কখন মিথ্যা বলেন নি—দাদার কথা মিথ্যা হ'বে না। উনি নিশ্চয়ই বীরুকে এনে দেবেন।

বীরেন্দ্রের জননী উঠিয়া বসিলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহারা আবার বহির্বাটিতে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন "ভাই প্রতাপ, মামা, তোমার কাছে নিজের জমিজমা কতক বন্ধক রেখে, আর কতক বিক্রী ক'রে, টাকা নিয়েছিলেন। টাকা কত তা জানি না। কিন্তু শ্যামসুন্দরের বড়ই কষ্ট হ'য়েছে। এক কাজ ক'রলে হয় না? শ্যাম তোমায় তোমার প্রাপ্য টাকা দিক্, তুমি ওর জমিজমাগুলি ফিরে দাও। কি বল?

প্রতাপ কিছুই বলিলেন না।

জ্ঞানেন্দ্র বলিলেন "বুঝেছি ভাই, বিষয়ী লোকে বিষয় পেলে আর ফিরে দিতে পারেন না। বিশেষতঃ যা কিনেছ, সেটা ফিরে দিতে গেলে আবার বিক্রয় ক'রতে হ'বে। তা এক কাজ কর না কেন? সেই সব জমিজমা ত তুমি আর নিজে চাস্ ক'রচো না। সে গুলো একটু কম খাজনায় শ্যামকে দাও, শ্যাম ত আর তোমার পর নয়? আর যা যৎসামান্য বন্ধক আছে, তা'র টাকা নিয়ে ফিরে দাও। কি বল?"

প্রতাপ বলিল "আমি আর কি বল্‌বো?—আচ্ছা ভেবে দেখি, পরে সম্বাদ দিব।"

জ্ঞানেন্দ্র। তার পর দু একদিনের মধ্যে যদি বীরেন্দ্র ফিরে না আসে, তা হ'লে আমি তা'রে খুঁজতে যা'ব। সে সময় তোমায় আমাদের বাড়ী ঘর যা কিছু আছে সবই তত্ত্বাবধান করতে হ'বে। কি বল?

প্রতাপ। তা ক'র্‌বো বই কি?

জ্ঞানেন্দ্র। আর এক কথা, ভৈরব লোক ভাল নয়। তা'রে ত্যাগ কর।

প্রতাপ। তা'রে নিশ্চয়ই ত্যাগ ক'র্‌বো। কিন্তু একজন লোক না হ'লে ত চল্‌বে না।

জ্ঞানেন্দ্র। যে পর্য্যন্ত ভাল লোক না মেলে, দাদা এসে তোমার কর্ম্মচারিদের তত্ত্বাবধান ক'রবেন। তা'হ'লে আপাতত কাজ চল্‌তে পারবে। কি বল?

প্রতাপ। আচ্ছা তাই যা হয় হ'বে।

এমন সময়ে সৌদামিনী আসিয়া বলিল বাবা আপনি স্নান করবেন আসুন।"

জ্ঞানেন্দ্র বলিলেন "যাও ভাই, স্নানাহার করগে। আমরাও এখন আসি।"

পাগল।

(দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয়াংশ।)

তৎপরে তিনি বল্লেন—"এইবার চতুর্থ মন্ত্র।

"অনেযদেকম্মনসোজবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥

পদচ্ছেদ ক'রে পাই—

অনেজৎ একং মনসঃ জবীয়ঃ ন এনৎ দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বং অর্ষৎ তৎ ধাবতঃ অন্যান্ অত্যেতি তিষ্ঠতি অস্মিন্ অপঃ মাতরিশ্বা দধাতি।

সেই যে পরমতত্ত্ব তিনি অনেজৎ কম্পনরহিত অর্থাৎ নিশ্চল; এজ্ ধাতুর অর্থ হ'চ্চে কম্পন। একং অর্থাৎ তাঁহার সমান, বা অধিক আর কেহ নাই। তিনি মনসঃ জবীয়ঃ অর্থাৎ মন হ'তেও দ্রুতগামী। এখন তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার যে যদি তিনি নিশ্চল—তবে আবার দ্রুতগামী হন কেমন করে? কথাটা জিজ্ঞাসা করবার মত বটে, কিন্তু, তাঁ'তে সর্ব্বদা অচিন্ত্যভেদাভেদ দৃষ্ট হ'য়ে থাকে। তুমিও প'ড়েছ "ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।" কোথাও তাঁ'রে সাকার কোথাও বা নিরাকার বলা হ'য়েছে; ও সকল তত্ত্বের মীমাংসা তর্ক বা যুক্তির দ্বারা হ'বে না। শাস্ত্র বলচেন "যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ক্ষুদ্র মানবের সহায় সম্বল বাক্য আর মন। মানুষ তা'দের দু'টিকে পাঠা'লেন তাঁ'র তত্ত্ব অনুসন্ধান ক'রতে। মন অনেক চেষ্টা ক'রে বিক্ষেপরহিত হ'য়ে তাঁ'র অঙ্গকান্তির আভা দেখে ভাবলেন বুঝি এই তাই। বাক্য, মনের সহায়তা করবার জন্ত দু'ধারে যা কিছু দেখে তন্ন তন্ন করতে করতে নেতি নেতি করতে করতে—এ তা নয় এই তর্ক করতে করতে ঐ পর্য্যন্ত গেলেন, কিন্তু বিরজার পরপারে না গেলে ত সে ধন মিলবে না কাজেই তাঁ'রা সে পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরলেন্। এই মন যখন তাঁ'রে পেলেন না, তখন তাঁকে মনসো জবীয়ো বলা গেল। কিন্তু মন পেলেন না কেন?—তিনি কি মনের ভয়ে দৌড়ে পালিয়েছেন? তা নয়—মনের চোক বাঁধা—সে, ছেলেরা যেমন "কাণামাছি" খেলে, তেমনি বাঁধা চোকে দু'হাতে হাঁচা ক'রচে। তা'র চোকের বাঁধন খুলে গেলে সে যখন দেখে বল্বে এই আমি, তখন সব গোল মিটে যা'বে। তুমি মনে ক'রচো বাঁধন খুলে দেন না কেন? ছেলেরা যেমন নাম বলতে পারলিই কাণমাছির চোকের বাঁধন খুলে দেয়, তিনিও তেমনি নাম করতে পারলেই বাঁধন খুলে দেন। মনে নাই কি?—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাস্তরন্তি তে।

ফল কথা প্রপন্ন হওয়া চাই। তার পর দেবা এনৎ ন আপ্নুবন্ দেবতারাও তাঁ'রে ধরতে পারে না। আমাদের পক্ষে দেবগণ হ'চ্চেন ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা। ইন্দ্রিয়গণের রাজা মন যখন হারে, তখন তা'র চেলারাই বা পারবে কেন বল? সেত পূর্ব্বমর্ষৎ সামনে থেকে পাশ কাটায়। তৎ ধাবতঃ অন্যান্ অত্যেতি মন প্রভৃতি ছুটো ছুটি ক'রে তাঁ'র সঙ্গে

পারবে কেন? মাতরিশ্বা তস্মিন্ তিষ্ঠতি (যদা) অপঃ দধাতি অর্থাৎ মাতরিশ্বা = বায়ু যখন প্রাণকর্ম্ম-দ্বারা তা'তে স্থিতি করে। অমনি সে ধরা দেয়। ঐ বায়ুর চাঞ্চল্য হ'চ্ছে সকল বিপদের গোড়া।

তা'র পর পঞ্চম মন্ত্র—

"তদেজতি তন্নৈজতি
তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য
তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"

পূর্ব্বপূর্ব্ব মন্ত্রের কথিত বিষয় পুনরায় বিশেষ ক'রে এই মন্ত্রে বলা হ'য়েছে। এখন মন্ত্রটির প্রতি পদ স্বতন্ত্র করা যা'ক্।

তৎ এজতি তৎ ন এজতি, তৎ দূরে, তৎ উ অন্তিকে। তৎ অন্তরস্য সর্ব্বস্য তৎ উ সর্ব্বস্য অস্য বাহ্যতঃ।

এইবার কতকগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যাপার তাঁ'তে নির্দ্দেশ করা হ'চ্ছে। তৎ এজতি তাহা চঞ্চল, তৎ ন এজতি তাহা অচঞ্চল। আমি বড় চঞ্চল তা'ই তারে চঞ্চল ব'লে মনে করি। যখন রেল-গাড়ীতে ক'রে যাও, দেখ নি কি দূরের গাছপালাগুলো সব যেন ছুটচে। ঠিক ঐ রকম আমি মনের ঘাড়ে চ'ড়ে ছুটচি আর মনে করচি, সে বড় চঞ্চল তা'র ধারণা করা বড় কষ্টকর ব্যাপার। ঐ রকম তৎ দূরে তৎ উ অন্তিকে তোমার আমার পক্ষে বড়ই দূরে কিন্তু মা'য়ের পক্ষে তিনি আঁচল ধ'রে বেড়াচ্ছেন কি মজা বল দেখি? তৎ সর্ব্বস্য অন্তরস্য তৎ উ অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ (তিষ্ঠতি) সে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে নিরন্তর বর্ত্তমান। এখন শুনে শিখে রাখ—যত্ন কর—শীঘ্রই প্রত্যক্ষ হ'বে।

আমি বল্লাম "প্রত্যক্ষ ত দেখেছি।"

তিনি বল্লেন "ও না দেখাই—সত্যের ছায়া বইত নয়—ওতে মায়ার গন্ধ আছে—এমন এক দিন হ'বে যে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে পেয়ে যা'বে আর হারাবে না। মা'র আর হারাবে না। দিন কয়েক পরে তোমার ও হয় ত হ'বে। শেষে দু'টিতে এক হ'য়ে সিদ্ধদেহে নিত্যবৃন্দাবনে সেবা সুখে কাল কাটা'বে।

এই বার ষষ্ঠ মন্ত্র—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি
আত্মান্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং
ততো ন বিজুগুপ্সতে॥*

---

* এইটি ও পরের মন্ত্রটির অর্থ লেখক দেন নাই, সেইজন্য আমরা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সম্পাদিত ঈশোপনিষৎ হইতে উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের তাঁহার কৃত বেদার্কদীধিতি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"[যঃ তু আত্মনি সর্ব্বানি ভূতানি অনুপশ্যতি সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানং পশ্যতি সততঃ তস্মাৎ দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে জুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি। ৬।

যিনি আত্মাতে সর্ব্বভূত এব সর্ব্বভূতে আত্মা এরূপ দৃষ্টি করেন তিনি তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র ঘৃণাশূন্য হন। ৬।

ভাবার্থ:—ঘৃণাই প্রীতির বিরুদ্ধ তত্ত্ব। ঘৃণাশূন্য না হইলে প্রীতি সম্পত্তিলাভ হয় না। যাঁহার সর্ব্বত্র আত্ম-সম্বন্ধ-দৃষ্টি থাকে, তাঁহার ঘৃণার পাত্র অভাবে ঘৃণা জন্মে না। তিনি সহজে প্রীতি সম্পত্তি লাভ করেন। ৬।

[যস্মিন্ কালে সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ বিজানতঃ একত্বং অনুপশ্যতঃ তস্য তস্মিন্ কালে কো মোহঃ কঃ শোকং সম্ভবতি ? । ৭ ।

একবার স্মরণ কর শ্রীমদ্ভাগবদগীতা—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মানি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।"

এই তাঁ'র উপাসনা। এ অবস্থা সাধন-লভ্য। উপাসনা বলি কা'রে? না উপ সমীপে আসনা থাকা। সর্ব্বক্ষণ তাঁ'র সম্মুখে থাকা। সেই অবস্থাই প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। সে অবস্থায়

"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।"

মায়ের আমার এখন সেই অবস্থা। ততো ন বিজুগুপ্সতে তখন আর কারুকে তাঁ'র ঘৃণার অবসর থাকে না।

তিনি এ শ্লোকের আর বিস্তার করলেন না। আমার মনে অর্থ প্রতিভাত হ'লো ব'লে, আমারও কিছুই জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হ'লো না। তার পর পড়লেন—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি
আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ
একত্বমনুপশ্যতঃ॥"

বল্লেন "বুঝলে?"

বুঝলাম "যে অবস্থায় এইরূপ সর্ব্বভূতে তাঁ'রে দেখা যায়, তখন শোক মোহ চ'লে যায়। হায়, সে দিন কবে হ'বে?"

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণং
অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ
যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥"

এটির পদচ্ছেদ ক'রে অর্থ বলি, কি বল?

আমি হাসলাম, মনে মনে বল্লাম্ "বল্লেও যা' না বল্লেও তাই। বোধ হয়, এগুলি ঐ রকম গান ক'রে পড়লেই হয়।"

তিনি বল্লেন "ঠিক কথা বাবা, এই রকম ক'রে এই শব্দগুলি উচ্চারিত হ'লেই শব্দের শক্তিতে প্রাণে শান্তি আসে।

স পরি অগাৎ, শুক্রং (শুক্লং) অকায়ং অব্রণং অস্নাবিরং শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং কবিঃ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ যাথাতথ্যতঃ অর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ

বাক্যের দ্বারা যতটুকু তাঁ'র স্বরূপ বলা যেতে পারে তা' বলা যা'চ্চে স পরি অগাৎ যে তাঁ'র উপাসনা ক'রে সে তাঁ'রে পায়। তখন বুঝতে পারে যে তিনি শুক্রং কিনা শুক্লং অর্থাৎ শুদ্ধ। অকায়ং অর্থাৎ আমাদের মত জড় দেহ হীন। অস্নাবিরং স্নায়ু প্রভৃতি শূন্য অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্মাদি জড় দেহ না থাকলে জড় উপাদানও থাকবে না। সুতরাং অব্রণং ক্ষতাদি রহিত। শুদ্ধং রাগাদিদোষরহিত। অপাপবিদ্ধং পাপশূন্য বা কর্ম্মরহিত। কবিঃ সর্ব্বজ্ঞ মনীষী চতুর। পরিভূঃ সকলের শ্রেষ্ঠ স্বয়ম্ভূঃ যাঁহার কাহা হইতে জন্ম হয় নাই। তিনি শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ যাথাতথ্যতঃ অর্থান্ ব্যদধাৎ অর্থাৎ নিত্য কাল মহদাদি বিষয়সমূহ যথার্থ স্বরূপে প্রকাশ করছেন। অর্থাৎ তাঁ'র শক্তিবলে

যে সময়ে সর্ব্বভূতের সহিত আত্মার একত্ব দৃষ্ট হয় তখন একত্বদর্শক পণ্ডিতের কি মোহ ও শোক হইতে পারে? ॥ ৭ ॥

ভাবার্থ :—মোহ ও শোক জ্ঞানের বিরুদ্ধ তত্ত্ব। তাহারা যে হৃদয়ে স্থান লাভ করে, সে হৃদয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে না। সর্ব্বত্র পরমাত্ম সম্বন্ধে যেরূপ ঘৃণা তিরোহিত হয় তদ্রূপ শোক ও মোহও তিরোহিত হয়। অতএব পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ॥ ৭ ॥"

মহতত্ত্ব প্রভৃতি প্রকট হ'য়ে নিত্যকাল জগতের হেতু হ'য়ে র'য়েছে। এইরূপে তাঁ'তে তন্ময়তা আসলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি
যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো
য উ বিদ্যায়াংরতাঃ॥

এই মন্ত্রটির আর পদচ্ছেদ কর্‌বার প্রয়োজন দেখ্‌চি না। একেবারেই অর্থ বল্‌চি শুনে যাও। যে অবিদ্যাং উপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যা'রা অবিদ্যাকে আশ্রয় করে, তা'রা অন্ধ তমে (অর্থাৎ গাঢ় অন্ধকারে) প্রবেশ করে; যে উ তু বিদ্যায়াংরতাঃ তে ততঃ ভূয়ঃ তমঃ (প্রবিশন্তি) আর যা'রা বিদ্যার আশ্রয় করে তা'রা আরো অধিক তমে (অন্ধকারে) প্রবেশ করে। তাঁ'র মায়া অতিক্রম করা সহজ নয়। তিনি বলেছেন—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়াদুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাস্তরন্তি তে।"

তাঁ'র দৈবী গুণময়ী মায়াকে কেহ সহজে অতিক্রম করতে পারে না। কেবল যে প্রপন্ন ভক্ত সেইই মায়াকে উত্তীর্ণ হ'তে পারে। এই যে মায়া এঁ'র দুই মূর্ত্তি বিদ্যা মূর্ত্তি আর অবিদ্যা মূর্ত্তি। বিদ্ ধাতুর অর্থ হ'চ্চে জ্ঞান বা জানা। কাজেই বিদ্যা-জানা আর অবিদ্যা -না জানা। অর্থাৎ যা'রা তাঁ'র স্বরূপ জান্‌তে যত্ন না ক'রে অন্ধের মত কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি লাভে যত্ন করে, তা'দের সেই সেই কর্ম্মফলে স্বর্গাদি লাভ হ'লেও তা'রা অন্ধকারেই থেকে যায়, আবার যারা শাস্ত্রাদি দ্বারা যুক্তিতর্কাদির সাহায্যে তাঁ'কে জান্‌তে চায় তাদের আরও বিপদ। কেন না সেই অবাঙ্ মনসগোচর তত্ত্বকে বুঝতে পারে এমন শক্তি শুষ্ক জ্ঞানের নাই। কিন্তু মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। তাঁ'তে প্রপন্ন হও, বিদ্যা অবিদ্যা দুইই ছাড়, সেই সর্ব্বতত্ত্বাতীত পরম তত্ত্ব পেয়ে কৃতার্থ হ'বে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম প্রপন্ন হবো কেমন ক'রে?"

"হর সোঁ লাগি রহ রে ভাই,
তেরা বনত বনত বন যাই।"

কুটস্থে লক্ষ্য রাখ আর নাম কর। আপনা আপনি হ'য়ে যা'বে। কিছু করতে হ'বে না অথবা যা কর্‌তে হ'বে তা সেই হৃদয়বল্লভ আপনিই বলে দেবে, ভাবনা কি বাবা?

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া
অন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্
যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥

পদচ্ছেদ করি--

অন্যৎ এব আহুঃ বিদ্যয়া অন্যৎ আহুঃ অবিদ্যয়া
ইতি শুশ্রুমধীরাণাং যে নঃ তৎ বিচচক্ষিরে।

বিদ্যয়া অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা অন্যৎ এব আহুঃ অন্য ফল লাভ হয়, তাঁ'রে পাওয়া যায় না। অবিদ্যয়া অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারাও অন্যৎ আহুঃ অন্য ফল হয়। যে নঃ তৎবিচচক্ষিরে যা'রা আমাদের জন্য এই রহস্য ব্যাখ্যা ক'রেছেন সেই সকল ধীরাণাম ইতি শুশ্রুম পণ্ডিতগণের মুখে এমন শুনেছি।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ
য স্তদ্বেদোভয়ংসহ!
অবিদ্যয়া মৃত্যুন্তীর্ত্ত্বা
বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

এ মন্ত্রটির পদচ্ছেদ করবার দরকার নাই যঃ তৎ বিদ্যাং চ অবিদ্যা চ উভয়ংসহ বেদ যিনি জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দু'টিকে তাঁ'তে অর্পণ করতে জানেন, তিনি অবিদ্যয়া মৃত্যুন্তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতং অশ্নুতে। তিনি কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যুং অর্থাৎ অন্তকরণের মালিন্য হ'তে উত্তীর্ণ হ'য়ে জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি
যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো
য উ সম্ভূত্যাংরতা ॥

সম্ভূতি শব্দের অর্থ উৎপত্তি। বিশ্বোৎপত্তির কারণ—অনুসন্ধানের নাম সম্ভূতির উপাসনা। অসম্ভূতি শব্দের অর্থ উৎপত্তি নয় অর্থাৎ এই বিশ্বের কেহ কর্ত্তা নাই স্বতঃই লয়োদয় হ'চ্চে এইরূপ ধারণার নাম অসম্ভূতির উপাসনা। সুতরাং—

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাৎ
অন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুমধীরাণাম্
যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥
সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ
যস্তদ্বেদোভয়ংসহ।
বিনাশেন মৃত্যুন্তীর্ত্ত্বা
সম্ভূত্যামৃত মশ্নুতে ॥

এই উভয় মন্ত্র বা মন্ত্রত্রয় সাহায্যে আমরা বুঝতে পারবো যে প্রকৃতি অর্থাৎ অসম্ভূতির এবং পুরুষ অর্থাৎ সম্ভূতির পৃথক্ উপাসনা হয় না। প্রকৃতির সাহায্যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হ'য়ে পুরুষকে পেতে হ'বে। তাই আগে দুটাই চাই।

আমি বল্লাম "ভাল বুঝলাম না।"

তিনি বল্লেন "দেখে বুঝো। শুনে বুঝা যা'বে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কবে।"

তিনি বল্লেন "হ'বে, ব্যস্ত হ'বার কর্ম্ম নয়। কূটস্থে লক্ষ্য রেখে প্রারব্ধের জন্য পিঠ পেতে চ'লে যাও। কুছ পরওয়া নেহি।"

শ্রীবিনোদবিহারী হালদার।

পাখী

পাখি! তোরে কে শিখালে গান?
প্রভাতে মধুর স্বরে
পিয়াও আকণ্ঠ ভরে—
কাহার এ প্রেম-সুধা আকুলিয়ে প্রাণ
কে শিখালে বল পাখি! এ মধুর গান॥

নিশা অবসানে যবে মেলিয়া নয়ন
কর্ম্মে ব্রতী করিবারে
ডাকি নরে উচ্চৈঃস্বরে—
নিদ্রালস প্রাণে পাখি! সঞ্চারি' জীবন
অতুল মহিমা কা'র করাও শ্রবণ॥

গাওরে আবেশ ভরে তাঁরি গুণ-গান।
আশৈশব কুতূহলী
শুনি তোর মধু বুলি
ও ঝঙ্কারে হৃদিমাঝে পড়ে এক টান
কি জানি কি ভাবে ভোর হয় মোর প্রাণ—
বল্ পাখি! বল্ তোরে কে শিখালে গান?

শ্রীগোষ্ঠবিহারি দত্ত।

সাময়িক সংবাদ ও সমালোচনা

গ্রহসংবাদ।—আগামী ২৪শে আষাঢ় চন্দ্র ও মঙ্গল পরস্পর সন্নিহিত হইবেন। যাঁহারা মঙ্গলগ্রহকে চিনেন না তাঁহাদের উহা চিনিবার এই উপযুক্ত সময়।

কলকৌশলের উন্নতি চেষ্টা।—মান্দ্রাজে ভিক্টোরিয়া টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ নামে একটি শিল্পশিক্ষাগার আছে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ শিক্ষাগারের কর্ত্তৃপক্ষগণের হস্তে পঁচিশ হাজার টাকা অর্পণ করিয়াছেন। ঐ অর্থে একজন উপযুক্ত পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়া নানা শিল্পকেন্দ্রে পরিভ্রমণপূর্ব্বক কলাকৌশলের উন্নতিসাধনে যত্ন করিবেন। এরূপ চেষ্টায় অবশ্যই সুফল প্রসূত হইবেক।

কাশীরাম দাসের স্মৃতিচিহ্ন।—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কাটোয়ার কতিপয় ভদ্রলোকের সাহায্যে কাশীরামের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন। কাটোয়ার অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে কাশীরামের বাস্ত ভিটা ও শুষ্কপ্রায় এক দীঘিকা এখনও বিদ্যমান আছে। এই কার্য্যের জন্য ১০ হাজার টাকার প্রয়োজন। কাশীমবাজারের মহারাজা ১০০৲ কাটোয়া সমিতি ৫০০৲ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৫০৲ বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৲ বাবু সারদাচরণ মিত্র ২৫৲ মহারাজকুমার বলন্তয়ারী আনন্দ ৩০৲ বাবু মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী ২৫৲ বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৫৲ বাবু বনওয়ারীলাল চৌধুরী ২৫৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।—(সঞ্জীবনী)

পি, এম, বাকচির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার প্রথম খণ্ড আমরা পাইয়াছি। এই পঞ্জিকাখানিতে তিথি নক্ষত্রাদির বিষয় ব্যতীত অন্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত আছে। তাহাতে গৃহস্থগণের অনেক উপকার হইবেক। দ্বিতীয় খণ্ডে আরও অনেক বিষয় থাকিবে দ্বিতীয় খণ্ড আমাদের হস্তগত হইলে বিস্তারিত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অলৌকিক রহস্য। এই মাসিক পত্রখানি নির্ব্বিঘ্নে দ্বিতীয় বর্ষে প্রবেশ করিল দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। এখানি নূতন ধরণের মাসিক পত্র। ইহাতে প্রতিমাসে প্রাকৃতিক গুহ্য রহস্য সমূহের বিকাশ-বিবরণ দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীত হই আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবচ্চরণে ইহার দীর্ঘ জীবনের কামনা করি।

ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুল।—আমরা ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের খ্রীঃ ১৯০৯ অব্দের রিপোর্ট পাইয়াছি। এই বিদ্যালয়টির দিন দিন উন্নতি হইতেছে দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। বর্ত্তমান সময়ে ইহার ছাত্রসংখ্যা ৬৪ গত বর্ষে ৫৮টি মাত্র ছিল। ছাত্রসংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। ছাত্রগণের সম্পাদিত কার্য্য বিশেষ আশাপ্রদ। এক্ষণে এই বিদ্যালয় ৯২নং বহুবাজারস্থ প্রশস্ত বাটিতে অবস্থিত।

মসরুল মোতাখরীণ।—পারসী ভাষায় লিখিত একখানি সুন্দর ইতিহাস। ইহাতে মহীউদ্দীন মোহম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর সাহ বাদসাহের লোকান্তর গমন হইতে পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস বর্ণিত আছে।

ইহার একখানি ইংরাজী অনুবাদ আছে কিন্তু তাহা ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য নহে! স্বর্গীয় গৌরসুন্দর মৈত্র মহাশয় উহার আমূল অনুবাদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার যোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র, তাহার মুদ্রনের আয়োজন করিতেছেন। আমরা ইহার নমুনাখণ্ড পাইয়াছি। সম্পূর্ণ হইলে গ্রন্থখানি দ্বারা একটি অভাব দূর হইবে। আশা করি সকলে এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া প্রকাশককে তাঁহার পিতায় কীর্ত্তি রক্ষায় সহায়তা করিবেন।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার আমেরিকার একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২৪এ আগষ্ট তাঁহার জন্মদিন। আগামী ২৪এ আগষ্ট তাঁহার জন্মদিনের শত বার্ষিকী উৎসব হইবে। ভারতবর্ষে ঐ উৎসব সম্পাদন করিবার আয়োজন করা হইতেছে।—(সঞ্জীবনী)

তারবিহীন টেলিফোঁ।

ফরাসীর রাজধানী প্যারিস সহর হইতে ২৫ মাইল দূরে মেলন নামক সহরে বিনা তারে টেলিফোঁর দ্বারা কথাবার্ত্তা চলিতেছে। ইহা ব্যতীত টুলোঁ নামক বন্দর হইতে ১০৮ মাইল তফাতে সমুদ্রে এক জাহাজের যাত্রীদিগের সহিতও কথোপকথন হইয়াছে। একস্থান হইতে অপর স্থানে বেশ পরিষ্কারভাবে ও উচ্চৈঃস্বরে কথা শুনা গিয়াছিল। যিনি এই যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন তিনি আশা করেন যে, শীঘ্রই দুইশত মাইল তফাতে কথা কহিতে পারিবেন।—(সঞ্জীবনী)

আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।—আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম সম্প্রতি বারাণসী ধামে একটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ স্থাপিত হইয়াছে।

বাতরোগে হাইড্রোক্লোরিক এসিড—বাতরোগে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের গুণ দেখিয়া ডাক্তার ফকেনষ্টির বলের যে তিনি বিশ্বাস করেন যে বাত রোগীরও পাকস্থলী কোন কোন মাংসগ্রন্থি এক প্রকার আবরণে আচ্ছাদিত, ইহা বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে সেই জন্য শরীরে যতটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড প্রয়োজন ততটা তৈয়ারী হয় না। এই ডাক্তার বিশুদ্ধ ও উগ্র হাইড্রোক্লোরিক এসিড জলের সহিত মিশাইয়া আহারের পর বেশী পরিমাণে ক্রমাগত সেবন করেন। উক্ত ডাক্তার নিজে এই ঔষধ প্রত্যহ ৫০।৬০ ফোঁটা এসিড জলে মিশাইয়া সেবন করিয়াছেন, ইহাতে কোন অপকার ত হয়ই নাই বরং বাতের উপকার হইয়াছে। ইনি আরও বলেন যে স্নান করিবার জন্য গরম জলে ৩০ হইতে ৬০০০ গ্রেণ পর্য্যন্ত উক্ত এসিড মিশাইয়া দিলে বাতরোগীর চর্ম্মের কার্য্য বাড়িয়া যায়। বাতরোগী এই জলে দশ মিনিট অবস্থান করিবেন ও দুই এক সপ্তাহ অন্তর আবার ঐ প্রকার জলে স্নান করিবেন, ইহাই নিয়ম।—(সঞ্জীবনী)

তারে দেখা।—দুই জন ফরাসী আবিষ্কারক তারের দ্বারা যেমন কহিতে পারা যায়, সেইরূপ তারের দ্বারা একই সময় কথা কহিতে পারা যায় ও টেলিফোঁর অপরদিকে যিনি কথা কহিতেছেন তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। আবিষ্কারকদিগের নাম জ্ঞি, বিস্থ ও ফনিয়ে দুইজনেই বিখ্যাত আবিষ্কারক। টেলিফোঁতে যেমন শব্দের তরঙ্গ এক স্থান হইতে অপর স্থানে যায় ইহাতেও তেমনি আলোকের তরঙ্গ অপর স্থানে যায়। তারের তারের দুই দিকের দুই ব্যক্তির উপর ৩০০০ হাজার মোমবাতির সমান আলোক পড়া প্রয়োজন ও এই জন্য ৬ টি তার ব্যবহার করিতে হয়। আবিষ্কারকগণ বলেন যে কয়েক মাসের মধ্যেই এই আবিষ্কার কার্য্যে লাগাইতে পারিবেন। ইতি মধ্যেই তাঁহারা মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন এমন কি তাঁহারা শীঘ্রই স্বাভাবিক বর্ণের ছবি প্রেরণ করিতে পারিবেন।—(সঞ্জীবনী)

ত্যজ চিন্তাং মহারাজ স্বসত্যমনুপালয়।
শ্মশানবদ্বর্জনীয়ো নরঃ সত্যবহিষ্কৃতঃ ॥১৭॥
নাতঃ পরতরং ধর্ম্মং বদন্তি পুরুষস্য তু।
যাদৃশং পুরুষব্যাঘ্র স্বসত্যপরিপালনম্ ॥১৮॥
অগ্নিহোত্রমধীতম্বা দানাদ্যাশ্চাখিলাঃ ক্রিয়াঃ।
ভজন্তে তস্য বৈফল্যং যস্য বাক্যমকারণম্ ॥১৯॥
সত্যমত্যন্তমুদিতং ধর্ম্মশাস্ত্রেষু ধীমতাম্।
তারণায়ানৃতং তদ্বৎ পাতনায়াকৃতাত্মনাম্ ॥২০॥
সপ্তাশ্বমেধানাহৃত্য রাজসূয়ঞ্চ পার্থিবঃ।
কৃতির্নাম চ্যুতঃ স্বর্গাদসত্যবচনাৎ সকৃৎ ॥২১॥
রাজঞ্জাতমপত্যং মে ইত্যুক্ত্বা প্ররুরোদহ।
বাষ্পাম্বুপ্লুতনেত্রান্তামুবাচেদং মহীপতিঃ ॥২২॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

বিমুঞ্চ ভদ্রে সন্তাপময়ং তিষ্ঠতি বালকঃ।
উচ্যতাং বক্তুকামাসি যদ্বা ত্বং গজগামিনি ॥২৩॥

চিন্তা ত্যজ মহারাজ আছে যুক্তি সার ;
পাল সত্য—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জানি সুনিশ্চয়—
সত্যহীন নর শ্মশানের তুল্য হয়। ১৭ ॥
নিজ-সত্য-রক্ষা-তুল্য ধর্ম্ম আর নাই
সত্যের সমান কিছু খুঁজিয়া না পাই। ১৮
দান বল, যজ্ঞ বল, যত ক্রিয়া আর,
সকলি বিফল রাজা, বাক্য মিথ্যা যা'র। ১৯
শাস্ত্রে সত্যগুণ বহু আছয়ে বর্ণিত ;
তরিতে এ ভবে সত্য-পালন উচিত,
সত্য পালনেতে লোক মুক্তিধন পায় ;
অসত্য-আশ্রয়ে জীব নরকেতে যায়। ২০
সপ্ত অশ্বমেধ আর রাজসূয় যাগ,
কৃতি নামে রাজা কৈল, শুন মহাভাগ,
কিন্তু একমাত্র মিথ্যা বাক্যের কারণ,
স্বর্গ হ'তে হলো তাঁ'র নরকে পতন। ২১ ॥
আমি তব পত্নী নাথ, গর্ভেতে আমার
জন্মিয়াছে সুলক্ষণ তনয় তোমার—
বলিতে বলিতে রাণী করেন রোদন,
বাষ্পে রুদ্ধ কণ্ঠ—আর না সরে বচন। ২২ ॥
হরিশ্চন্দ্র বলে—প্রিয়ে কাঁদ কি কারণ ?
এই ত সম্মুখে সেই রয়েছে নন্দন।
বল বল কিবা তব বাসনা অন্তরে ?
পূরাতে করিব যত্ন—বল ত্বরা ক'রে। ২৩ ॥

পত্ন্যুবাচ।

রাজন্ জাতমপত্যং মে সতাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
স মাং প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥২৪॥

পক্ষিণ উচুঃ।

এতদ্বাক্যমুপশ্রুত্য যযৌ মোহং মহীপতিঃ।
প্রতিলভ্য চ সংজ্ঞাং স বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥২৫॥
মহদ্দুঃখমিদং ভদ্রে যত্ত্বমেবং ব্রবীষি মাম্।
কিং তব স্মিতসংলাপা মম পাপস্য বিস্মৃতাঃ ॥২৬॥
হা হা কথং ত্বয়া শক্যং বক্তুমেতৎ শুচিস্মিতে।
দুর্বাচ্যমেতদ্বচনং কর্ত্তুং শক্নোম্যহং কথম্ ॥২৭॥
ইত্যুক্ত্বা স নরশ্রেষ্ঠো ধিগ্‌ধিগিত্যসকৃদ্ ব্রুবন্।
নিপপাত মহীপৃষ্ঠে মূর্চ্ছয়াভিপরিপ্লুতঃ ॥২৮॥
শয়ানং ভুবি তং দৃষ্ট্বা হরিশ্চন্দ্রং মহীপতিম্।
উবাচেদং সকরুণং রাজপত্নী সুদুঃখিতা ॥২৯॥

রাজপত্ন্যুবাচ।

হা মহারাজ কস্যেদমপধ্যানমুপস্থিতম্।
যৎ ত্বং নিপতিতো ভূমৌ রাঙ্কবাস্তরণোচিতঃ ॥৩০॥

রাণী বলে—মহারাজ কি বলিব আর,
পুত্র-প্রয়োজনে পত্নী জানি এই সার।
সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে যখন,
দক্ষিণা কারণে মোরে করহ অর্পণ। ২৪ ॥
পক্ষিগণ বলিলেন—শুন মুনিবর,
অশনি-সমান এই বাক্য ভয়ঙ্কর
শ্রবণ করিয়া, রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া
সেই ক্ষণে পড়িলেন ভূমে লুটাইয়া।
রাজ্ঞীর যতনে পরে সংজ্ঞালাভ করি'
বলিতে লাগিলা মহিষীর করে ধরি'। ২৫ ॥
বলে,—প্রিয়ে, তুমি যে বলিলে এ বচন—
এ কথা স্মরণে দেহে না রহে জীবন।
ভুলেছ সকলি হেন হয় মোর মনে
নহিলে এ হেন কথা বলিলে কেমনে?
যে কথা ভাবিতে মনে, বুক ফেটে যায়,
কেমনে সে কার্য্য করি বলহ আমায়? ২৬-২৭।
হাধিক হাধিক্ মোরে—বলিয়া রাজন—
মূর্চ্ছিত হইলা,—ভূমে হইল পতন। ২৮ ॥
কিছুক্ষণ পরে রাজা সম্বিত পাইয়া,
নিশ্চেষ্ট সমান ভূমে রহিলা পড়িয়া।
ভূমে নিপতিত তাঁ'রে করি' দরশন,
বলিতে লাগিলা রাণী করিয়া রোদন—২৯ ॥
হায় হায় মহারাজ বুক ফেটে যায়,
ভূতলে ধূলায় আজি হেরিয়া তোমায়।
রাঙ্কবাস্তরণে যেবা করিত শয়ন,
ধূলায় লুণ্ঠিত তাঁ'রে করি দরশন। ৩০ ॥

যেন কোট্যগ্রশো বিত্তং বিপ্রাণামপবর্জ্জিতম্।
স এষ পৃথিবীনাথো ভূমৌ স্বপিতি মে পতিঃ ॥৩১॥
হা কষ্টং কিং তবানেন কৃতং দেব মহীক্ষিতা।
যদিন্দ্রোপেন্দ্রতুল্যোঽয়ং নীতঃ পাপমিমাং দশাম্ ॥৩২॥
ইত্যুক্ত্বা সাপি সুশ্রোণী মূর্চ্ছিতা নিপপাত হ।
ভর্ত্তৃদুঃখমহাভারেণাসহ্যেন নিপীড়িতা ॥৩৩॥
তৌ তথা পতিতৌ ভূমাবনাথৌ পিতরৌ শিশুঃ।
দৃষ্ট্বাত্যন্তক্ষুধাবিষ্টঃ প্রাহ বাক্যং সুদুঃখিতঃ ॥৩৪॥
তাত তাত দদস্বান্নমম্বাম্ব ভোজনং দদ।
ক্ষুন্মে বলবতী জাতা জিহ্বাগ্রং শুষ্যতে তথা ॥৩৫॥

পক্ষিণ উচুঃ।

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
কালকল্প ইব ক্রুদ্ধো ধনং সংমার্গিতুং তদা ॥৩৬॥
দৃষ্ট্বা তু তং হরিশ্চন্দ্রঃ পতিতো ভুবি মূর্চ্ছিতঃ।
স বারিণা সমভ্যুক্ষ্য রাজানমিদমব্রবীৎ ॥৩৭॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্র তাং দদস্বেষ্ট-দক্ষিণাম্।
ঋণং ধারয়তো দুঃখমহন্যহনি বর্দ্ধতে ॥৩৮॥

কোটি স্বর্ণ কোটি গাভী বিপ্রে যেইজন
অবলীলাক্রমে সদা করিত অর্পণ
আজি সে পৃথিবী-নাথ ভিকারী যেমন ;
ভূমে ধূলি'পরে হায় করেছে শয়ন। ৩১ ॥
ইন্দ্রোপেন্দ্র সনে ছিল তুলনা যাঁহার,
হা বিধি এতেক কষ্ট কপালে তাঁহার ! ৩২ ॥
এত বলি' শোকভরে কাতরা হইয়া,
মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়িলা লুটিয়া। ৩৩ ॥
পিতামাতা ভূমে পড়ি' গড়াগড়ি যায়
দেখি শিশু হাহাকারে কাঁদে উভরায়।
অসহ্য ক্ষুধায় অতি হইয়া কাতর
কাঁদি' বলে জননিগো উঠহ সত্বর.
ক্ষুধা বড়—কি খাব মা দাওগো আমায়,
পিতা উঠ পিপাসায় প্রাণ মোর যায়,
জিহ্বা শুষ্ক হ'য়ে এলো কর নিরীক্ষণ,
জল এনে দিয়ে মোর রাখহ জীবন। ৩৪-৩৫ ॥
পক্ষিগণ বলে— মুনি করহ শ্রবণ,
এরূপে ধূলায় লুটে অযোধ্যা-জীবন।
হেন কালে বিশ্বামিত্র, কৃতান্ত-সমান
ক্রুদ্ধ হ'য়ে, ধন আশে আসে সেই স্থান। ৩৬।
মূর্চ্ছিত ভূতলে হেরি' রাজারে তখন
কমণ্ডলু জলে করি' মূর্চ্ছাপনোদন
বলিলেন—মহারাজ, উঠহ এখন,
দক্ষিণা আমার দাও শুনহ বচন।
যতদিন রবে ঋণ বাড়িবে দুর্গতি ॥
ঋণীর না যায় দুঃখ শুন নরপতি ! ৩৭ ৩৮ ॥

আপ্যায়্যমানঃ স তদা হিমশীতেন বারিণা।
অবাপ্য চেতনাং রাজা বিশ্বামিত্রমবেক্ষ চ।
পুনর্ম্মোহং সমাপেদে স চ ক্রোধং যযৌ মুনিঃ ॥৩৯॥
স সমাশ্বাস্য রাজানং বাক্যমাহ দ্বিজোত্তমঃ।
দীয়তাং দক্ষিণা সা মে যদি ধর্ম্মমবেক্ষসে ॥৪০॥
সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী।
সত্যঞ্চোক্তং পরো ধর্ম্মঃ স্বর্গঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪১॥
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥৪২॥
অথবা কিং মমৈতেন সাম্না প্রোক্তেন কারণম্।
অনার্য্যে পাপসঙ্কল্পে ক্রূরে চানৃতবাদিনি ॥৪৩॥
ত্বয়ি রাজ্ঞি প্রভবতি সদ্ভাবঃ শ্রূয়তাময়ম্।
অদ্য মে দক্ষিণাং রাজন্ন দাস্যতি ভবান্ যদি।
অস্তাচলং প্রয়াতেঽর্কেশপ্স্যামি ত্বাং ততো ধ্রুবম্ ॥৪৪॥
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বিপ্রো রাজা চাসীদ্ভয়াতুরঃ।
কান্দিগ্‌ভূতোঽধনো নিঃস্বো নৃশংসধনিনার্দ্দিতঃ ॥৪৫॥

মূর্চ্ছা গতে হরিশ্চন্দ্র দেখি' তপোধনে,
পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইলা সেই ক্ষণে;
তাহা দেখি' বিশ্বামিত্র মহাক্রুদ্ধ-মন,
রাজারে চেতনা করি' বলেন বচন—
দাও রাজা দাও ত্বরা দক্ষিণা আমার
সত্য রক্ষা যদি হয় বাসনা তোমার। ৩৯-৪০
সত্যে দিবাকর কর করে বিতরণ—
সত্য আছে তাই ধরা আছে ত এখন—
শাস্ত্রে বলে সত্য সম ধর্ম্ম আর নাই—
সত্যে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত শুনিবারে পাই। ১॥
সত্য সনে অশ্বমেধ-সহস্র তুলায়
ধরিলে' সত্যের ভার গুরু হ'বে তা'য়। ৪২॥
অথবা কি প্রয়োজন আছয়ে আমার
এত কথা বলিবার নিকটে তোমার?
নিতান্ত অনার্য্য তুমি মিথ্যাবাদী আর,
অতিক্রূর পাপময় সংকল্প তোমার। ৪৩॥
যাই হোক তাহে মোর কিবা প্রয়োজন?
শেষ বাক্য তুমি রাজা শুনহ এখন—
সূর্য্যাস্তের আগে চাই দক্ষিণা আমার,
নহিলে তোমার আজি নাহিক নিস্তার।
সূর্য্যাস্ত হইলে শাপ দিব সুনিশ্চয়,
ঘটিবে তোমার ভাগ্যে অনন্ত নিরয়। ৪৪॥
এত বলি ক্রোধে বিশ্বামিত্র তপোধন,
কাঁপিতে কাঁপিতে অতি, করিল গমন।
তাহা দেখি' রাজা অতি আকুল-হৃদয়,
বলেন কাতর হ'য়ে কিসে প্রাণ রয়? ৪৫॥

ভার্য্যাস্য ভূয়ঃ প্রাহেদং ক্রিয়তাং বচনং মম।
মা শাপানলনির্দগ্ধঃ পঞ্চত্বমুপযাস্যসি ॥৪৬॥
স তয়া চোদ্যমানস্তু রাজা পত্ন্যা পুনঃ পুনঃ।
প্রাহ ভদ্রে করোম্যেষ বিক্রয়ং তব নির্ঘৃণঃ ॥৪৭॥
নৃশংসৈরপি যৎ কর্ত্তুং ন শক্যং তৎ করোম্যহম্।
যদি মে শক্যতে বাণী বক্তুমীদৃক্ সুদুর্বচঃ ॥৪৮॥
এবমুক্ত্বা ততো ভার্য্যাং গত্বা নগরমাতুরঃ।
বাষ্পাপিহিতকণ্ঠাক্ষস্ততোবচনমব্রবীৎ ॥৪৯॥

রাজোবাচ।

ভো ভো নাগরিকাঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং বচনং মম।
কিং মাং পৃচ্ছথ কস্ত্বং ভো নৃশংসোহমমানুষঃ ॥৫০॥
রাক্ষসো বাতিকঠিনস্ততঃ পাপতরোঽপি বা।
বিক্রেতুং দয়িতাং প্রাপ্তো যো ন প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্ ॥৫১॥
যদি বঃ কস্যচিৎ কার্য্যং দাস্যা প্রাণেষ্টয়া মম।
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাবৎ সন্ধারয়াম্যহম্ ॥৫২॥

রাজারে কাতর অতি করি' দরশন,
রাণী বলে—রাখ নাথ আমার বচন,
মুনি শাপানলে দগ্ধ হব কয় জনে?
তা'র চেয়ে কষ্টকর কি আছে ভুবনে?
বিক্রয় করহ মোরে ব্রাহ্মণের পাশ,
একেবারে মহারাজ হয়ো না হতাশ;
হয়ত সুদিন কালে হ'বে পুনরায়,
মিলিত হ'তেও পারি তোমায় আমায়। ৪৬॥
রাজ্ঞীর নির্ব্বন্ধ অতি করি' দরশন
রাজা বলে—শুন প্রিয়ে আমার বচন;
বদনে ও বাক্য যদি বলিবারে পারি,
নিশ্চয় তা'হলে বাক্য রাখিব তোমারি। ৪৭-৪৮॥
এত বলি নরপতি পত্নী-পুত্র-সনে
নগর সমীপে যায় সুদুঃখিত মনে,
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কষ্টে বলেন তখন,—
শুন পুরবাসী সবে আমার বচন?
কি বলিলে?—কেবা আমি?—ঘোর নরাধম,
নির্দ্দয়, পিশাচ কেহ নাহি মোর সম; ৪৯॥
দুরন্ত রাক্ষস আমি, কঠোর হৃদয়,
তাই প্রাণপত্নী মোর করিব বিক্রয়।
এতই কঠিনতর হৃদয় আমার,
এ কথা ভাবিতে নাহি হইল বিদার। ৫০-৫১॥
তোমাদের মাঝে যেবা আছ দয়াময়;
ত্বরা করি' এসে মোরে রাখ এ সময়।
প্রাণের মঙ্গল আমি করিব বিক্রয়,
দাসী ভাবে লহ যা'র প্রয়োজন হয়।
থাকিতে জীবন মোর করহ গ্রহণ,
বুঝিবা হৃদয় ভিন্ন হইবে এখন। ৫২॥

পক্ষিণউচুঃ।

অথ বৃদ্ধোদ্বিজঃ কশ্চিদাগত্যাহ নরাধিপম্।
সমর্পয়স্ব মে দাসীমহং ক্রেতা ধনপ্রদঃ ॥৫৩॥
অস্তি মে বিত্তমস্তোকং সুকুমারী চ মে প্রিয়া।
গৃহকর্ম্ম ন শক্নোতি কর্ত্তুমস্মাৎ প্রযচ্ছ মে ॥৫৪॥
কর্ম্মণ্যতাবয়োরূপশীলানাং তব যোষিতঃ।
অনুরূপমিদং বিত্তং গৃহাণার্পয়মেঽবলাম্ ॥৫৫॥
এবমুক্তস্য বিপ্রেণ হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ।
ব্যদীর্য্যত মনোদুঃখান্ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥৫৬॥
ততঃ স বিপ্রো নৃপতের্বল্কলান্তে দৃঢ়ং ধনম্।
বদ্ধা কেশেষ্বথাদায় নৃপপত্নীমকর্ষয়ৎ ॥৫৭॥
রুরোদ রোহিতাস্যোঽপি দৃষ্ট্বা কৃষ্টাস্তু মাতরম্।
হস্তেন বস্ত্রমাকর্ষন্ কাকপক্ষধরঃ শিশুঃ ॥৫৮॥

পক্ষিগণ বলে— শুন কুতূহলে
হে জৈমিনি মুনিবর,
যেরূপ ঘটন ঘটিল তখন
বলি শুন অতঃপর—
বৃদ্ধ দ্বিজবর আসিল সত্বর
শুনিয়া রাজার ভাষ,
বলে—লহ ধন করহ অর্পণ
দাসী ল'য়ে যাই বাস; ৫৩ ॥
আছয়ে আমার ধন রত্ন আর
পত্নী অতি সুকুমারী,
এ নারী লইয়ে তা'র কাছে গিয়ে
দাসী ক'রে দিব তারি।
পত্নী সে আমার কোমল আকার
গৃহ-কার্য্য নাহি পারে,
এই সে কারণে দাসীর কারণে
খুঁজি আমি চারি ধারে। ৫৪ ॥
সমর্থা এ নারী সেবনে তাঁহারি
হ'বে হেন মনে লয়,
অনুরূপ ধন করহ গ্রহণ
বিলম্ব নাহিক সয়। ৫৫ ॥
ব্রাহ্মণের ভাষে বাক্য নাহি আসে
রাজা রহে মৌন হ'য়ে,—৫৬ ॥
বল্কল বসন উপরে তখন
দ্বিজ রাখে ধন লয়ে।
বল্কল উপরে ধন রাখিয়া তখন,
বিপ্র সেই মহিষীরে করে আকর্ষণ। ৫৭ ॥
তাহা দেখি রোহিতাস্য কাঁদে উভরায়,
বস্ত্র ধরি' আকর্ষণ করিয়া তাঁহায়। ৫৮ ॥

রাজপত্ন্যুবাচ।

মুঞ্চার্য্য মুঞ্চ তাবন্মাং যাবৎ পশ্যাম্যহং শিশুম্।
দুর্লভং দর্শনং তাত পুনরস্য ভবিষ্যতি ॥৫৯॥
পশ্যেহি বৎস মামেবং মাতরং দাস্যতাং গতাম্।
মাং মা স্প্রাক্ষী রাজপুত্র অস্পৃশ্যাহং তবাধুনা ॥৬০॥

পক্ষিণউচুঃ।

ততঃ স বালঃ সহসা দৃষ্ট্বা কৃষ্টাং তু মাতরম্।
সমভ্যধাবদম্বেতি রুদন্নস্রাবিলেক্ষণঃ ॥৬১॥
তমাগতং দ্বিজঃ ক্রোধাদ্বালমভ্যাহনৎ পদা।
বদংস্তথাপি সোঽম্বেতি নৈবামুঞ্চত মাতরম্ ॥৬২॥

রাজপত্ন্যুবাচ।

প্রসাদং কুরু মে নাথ ক্রীণীষ্বেমঞ্চ বালকম্।
ক্রীতাপি নাহং ভবতো বিনৈনং কার্য্যসাধিকা ॥৬৩॥
ইত্থং মমাল্পভাগ্যায়াঃ প্রসাদসুমুখো ভব।
মাং সংযোজয় বালেন বৎসেনেব পয়স্বিনীম্ ॥৬৪॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

গৃহ্যতাং বিত্তমেতত্তে দীয়তাং বালকো মম।

রাজ-পত্নী বলে—পিতঃ রাখহ বচন,
বিলম্ব ক্ষণেক, দেখি শিশুর বদন,
হয়ত এ জন্মে আর না পাব দেখিতে,
যাইবে জীবন শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে। ৫৯।
পরে রাণী পুত্রপানে করি' নিরীক্ষণ,
বলে—বৎস, কি করিবে করিয়া ক্রন্দন?
দৈববশে ভাগ্যে ঘটে দাসীত্ব আমার,
ক্রীতাদাসী আমি বৎস অস্পৃশ্য তোমার। ৬০।
পক্ষিগণ বলে—মুনি করহ শ্রবণ,
কিন্তু তাহে শান্ত নহে রাজার নন্দন,
কাঁদিয়া মায়ের সাথে করয়ে গমন—
অশ্রুজলে রুদ্ধ হ'লো যুগল নয়ন। ৬১ ॥
হেরি' দ্বিজ পদাঘাত করিল তাহারে,
তথাপি বালক নাহি ছাড়িল মাতারে। ৬২ ॥
তবে রাণী নিবেদিলা ব্রাহ্মণের পায়,
দয়া করি' পিতা ক্রয় করগো ইহায়।
এরে ফেলে তব ঘরে করিলে গমন,
কার্য্য করা সাধ্য মোর না হ'বে কখন। ৬৩ ॥
অতি অল্পভাগ্যা আমি শুন দ্বিজবর,
কৃপাদৃষ্টি কর পিতা, দাসীর উপর
বৎসহারা গাভীরে মিলাও বৎস সনে।
এই নিবেদন পিতা, তোমার চরণে। ৬৪ ॥
রাণীর বচনে, বিপ্র বলিল রাজারে—
লহ অর্থ দেহ এই বালক আমারে।

স্ত্রীপুংসো ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞৈঃ কৃতমেবহি বেতনম্।
শতং সহস্রং লক্ষঞ্চ কোটিমূল্যন্তথাপরৈঃ ॥৬৫॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

তথৈব তস্য তদ্বিত্তং বদ্ধোত্তরপটে ততঃ।
প্রগৃহ্য বালকং মাত্রা সহৈকস্থমবন্ধয়ৎ ॥৬৬॥
নীয়মানৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাপুত্রৌ স পার্থিবঃ।
বিললাপ সুদুঃখার্ত্তো নিঃশ্বস্যোষ্ণং পুনঃ পুনঃ ॥৬৭॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

যাং ন বায়ুর্ন চাদিত্যোর্নেন্দুর্ন চ পৃথগ্জনঃ।
দৃষ্টবন্তঃ পুরা পত্নীং সেয়ং দাসীত্বমাগতাঃ ॥৬৮॥
সূর্য্যবংশপ্রসূতোঽয়ং সুকুমারকরাঙ্গুলিঃ।
সংপ্রাপ্তো বিক্রয়ং বালো ধিঙ্মামস্তু সুদুর্ম্মতিম্ ॥৬৯॥
হা প্রিয়ে হা শিশো বৎস মমানার্য্যস্য দুর্নয়ৈঃ।
দৈবাধীনাং দশাং প্রাপ্তো ন মৃতোঽস্মি তথাপি ধিক্ ॥৭০॥

পক্ষিণঃ ঊচুঃ।

এবং বিলপতো রাজ্ঞঃ স বিপ্রোঽন্তরধীয়ত।
বৃক্ষগেহাদিভিস্তুঙ্গৈস্তাবাদায় ত্বরান্বিতঃ ॥৭১॥

ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণ করিলা নির্ণয়
নারী-পুরুষের-মূল্য যেই মত হয়।
কারো মূল্য শত, কারো সহস্র বা হয়
কারো লক্ষ কারো কোটি কহিনু নিশ্চয়। ৬৫ ॥
পক্ষিগণ বলে—তবে শুন মুনিবর,
অর্পণ করিয়া ধন বল্কল উপর,
বালকে মাতার সনে করিয়া বন্ধন,
বিপ্র তবে নিজগৃহে করেন গমন। ৬৬ ॥
যতক্ষণ পত্নী পুত্রে দেখিবারে পায়,
একদৃষ্টে রহিলেন চেয়ে নররায়।
হৃদয়ে অসহ্য দুঃখ—করিয়া রোদন,
শিরে কর হানি' রাজা বলেন বচন—৬৭ ॥
মানুষ দূরের কথা চন্দ্র সূর্য্য আর
পবন দেখেনি কভু বদন যাহার।
সেই পত্নী আজি মোর পরদাসী হ'লো,
হেরেও এ দেহে আজো জীবন রহিল। ৬৮।
পুণ্যময় সূর্য্যকুলে লভিয়া জনম,
ক্রীতদাস হ'লো এ তনয় অনুপম;
এততেও আছে দেহে জীবন আমার।
ধিক মোরে—শতধিক ছার প্রাণে আর,
হা হা প্রিয়ে, হা কুমার, একি হ'লো হায়,
বিক্রয় করিনু আজি তোমা দু'জনায়।
কেন বজ্র শিরে মোর হলো না পতন?
বায়ুতে না মিশে কেন গেলরে জীবন?। ৭০।
পক্ষিগণ বলে—মুনি করহ শ্রবণ,
এইরূপে রাজা বহু করেন রোদন।
ক্রমে সেই বিপ্র ল'য়ে পত্নীপুত্র তাঁ'র
চলি' গেল বৃক্ষ, উচ্চ গৃহের মাঝার। ৭১ ॥
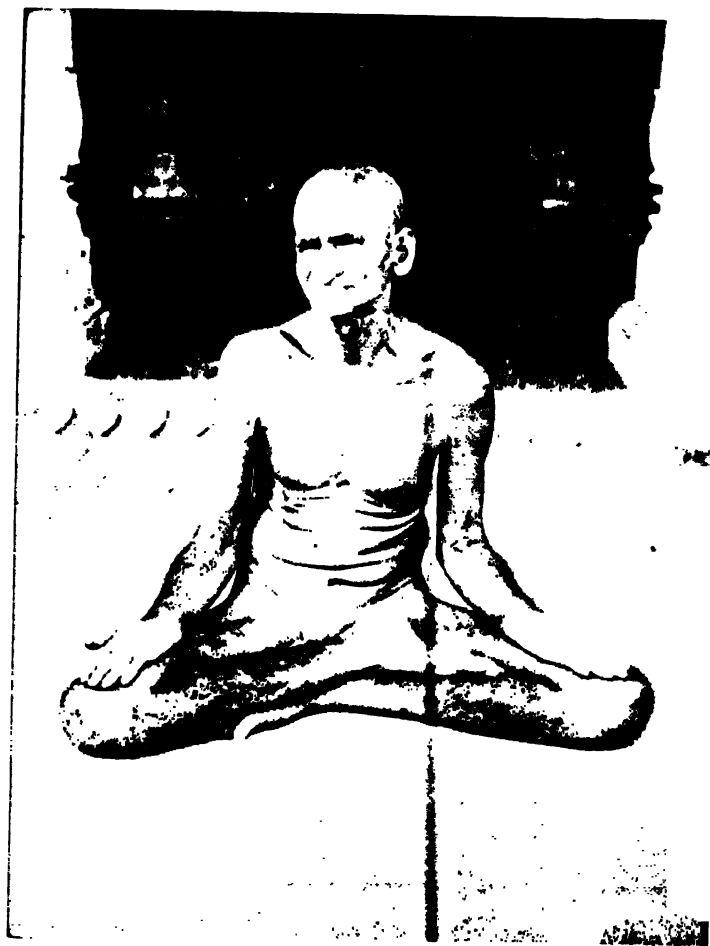
শ্রীমৎ পরমহংস স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী

INDIA PRESS, CALCUTTA.

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সনাতন ধর্ম্মানুগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নীতি, এবং শিল্প বিজ্ঞানাদি প্রকাশক

সচিত্র মাসিক পত্র।

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

প্রথম খণ্ড।] শ্রাবণ, ১৩১৭ [দশম সংখ্যা।

শ্রীমৎ পরমহংস স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

পূর্ব্বাকাশে উদি' যথা ভাস্কর সহস্র কর
প্রসারিয়া জগতের তমোনাশে নিরন্তর।
সেই মত এ ভারতে হইয়ে তুমি উদয়
নাশিলে অজ্ঞানরাশি হে ভাস্কর দয়াময়।
তব সৌম্য মূর্ত্তিখানি হৃদয়েতে গাঁথা মোর
হেরিয়ে চরণ ওই ঘুচে গেছে ভব ঘোর!
দ্বিদলের কোলে মোর ভাস্কর আনন্দময়
থাকিবেন চিরদিন যতদিন দেহ রয়।
দেহ অন্তে ওই পদে সতত পাইব স্থান
প্রাণ ভরি' মুখ হেরি ওঙ্কার করিব গান।
যদি হয় ভাগোদয় সমাধি মগন-মন—
আত্মানন্দে হ'য়ে ভোর নিরখিবে ও চরণ
ব্রহ্মরূপী গুরুপদে হইব হইব লয়
আসিব না আর ভবে জনম মরণময়।
করিয়া ওঙ্কার-ধ্বনি ওঙ্কারে মিশিয়ে যাব,
ওঙ্কার স্বরূপ সেই শিবরূপী গুরু পাব।
আনন্দ চিন্ময়-রসে ভাবিত হইবে কায়
ভাবাঙ্গে সেবিব তোমা লুটায়ে ও রাঙ্গা পায়।
চিরদিন তরে নাথ তুমি মোর প্রাণ-ধন
সঁপিয়াছি রাঙ্গাপায় শরীর জীবন-মন।

শ্রীসারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

প্রথম দর্শন।

মনে পড়ে প্রিয়তম? মুক্ত জোছনায়,
তারকা মণ্ডিত ওই নীলাম্বর তলে;
মিলেছিনু দুইজনে পূর্ণিমা নিশায়,
জীবনের স্বপ্নমাখা প্রেম উপকূলে।
দীপালোকে উদ্ভাসিত জনপূর্ণ সভা,
চেয়েছিনু, তারি মাঝে নয়নে নয়নে,
মধুর আবেশ মাখা কি উজল বিভা
ছেয়েছিল সেই দিন কৈশোর জীবনে!
কোথা ছিনু দোঁহে সখা, সহসা কেমনে
মিলনের মধুময় মন্দাকিনী তীরে;
একবৃন্তে ফুল সম ফুটীনু দুজনে;
মোহন মূরতি তব, আঁকিলে সুধীরে
হৃদয় মাঝারে মম, হে কুহকী বর!
কেমনে করিলে জয় দীনার অন্তর!!

শ্রীমতী স্বর্ণলতা বসু।

শ্রীমৎ পরমহংস স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

কানপুরের নিকট কোনও গণ্ডগ্রামে মিশ্র উপাধিধারী মিছির লাল নামে একজন কনৌজ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সম্বৎ ১৮৯০ অব্দের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে, তাঁহার মতিরাম নামে এক পুত্র জন্মে; তিনিই কালে ভাস্করানন্দ নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অষ্টম বৎসর বয়ক্রম সময়ে তাহার উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হয়, তৎপরে তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত শাস্ত্রাভ্যাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পঠদ্দশায় দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম সময়ে তাঁহার বিবাহ ও সপ্তদশ বর্ষ বয়সে পাঠাবস্থা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। এরূপ অল্পবয়সের পুত্রের ভাগ্যে যাহা ঘটে তাহাই হইল। শিশুটি শৈশব উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হইল। মতিরাম পুত্রের অকাল মৃত্যুতে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি উজ্জয়িনীতে উপনীত হন, তথায় তাঁহার গুরু সাক্ষাৎকার লাভ হয়। গুরু সন্নিধানে অবস্থান করিয়া তিনি কিছুদিন যোগাভ্যাস করেন তৎপরে দ্বারকায় ও অবন্তীতে সাত বৎসর অবস্থান পূর্ব্বক সাধনার জন্য পুনরায় উজ্জয়িনীতে আগমন করিলেন। এইবার শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামী সরস্বতী তাঁহাকে দীক্ষা দানান্তর ভাস্করানন্দ সরস্বতী নাম প্রদান করিলেন। এইরূপে জীবনের সাতাইশ বৎসর অতীত হইলে তিনি ৺বারাণসীধামে আগমন পূর্ব্বক দুর্গাবাড়ী সন্নিহিত আনন্দবাগে আশ্রম স্থাপন করেন। এই আশ্রমে কিয়ৎদিন অবস্থানের পর কেবলমাত্র কৌপিন ধারণ পূর্ব্বক, ভারতবর্ষের সমুদায় তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া ৺বদরিকাশ্রমে গমন সময়ে, পথে তুষারপাতে তাঁহার বড়ই কষ্ট হয়। দেহে একমাত্র কৌপিন ব্যতীত দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না। যাঁহারা ঐ অঞ্চলে কখনও গিয়াছেন তাঁহারা জানেন, যে ঐরূপ অবস্থায় ঐ স্থানে গমন কিরূপ বিপজ্জনক। স্বামীজির সিদ্ধ দেহও সে কষ্ট সমর্থ হয় নাই। তিনি মৃতবৎ ভূতলে পতিত হইলেন। দৈববশে একজন মহাজন সেই পথে গমন করিতেছিলেন তিনি তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া রক্ষা করেন। ৺হরিদ্বারে সুবিখ্যাত সাধু অনন্তরামের নিকট কিছুদিন বাস করিয়া তিনি পুনরায় আনন্দবাগের আশ্রমে আগমন করেন। ১৯২৫ সম্বতে তিনি কৌপীন বাসও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তপঃপ্রভাবে তাঁহার অনেক অমানুষিক শক্তি জন্মিয়াছিল। তাঁহার অনেক শিষ্য। একজন শিষ্য ভাস্করানন্দ সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৫৬ সম্বতের ২৫এ আষাঢ় অর্দ্ধরাত্রে তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

পাগল।

(দ্বিতীয় দিনের তৃতীয়াংশ

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ
সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু
সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

পদচ্ছেদ করিলে হয়—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য অপিহিতং মুখং।
তং ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।

হে পূষণ্! হে সূর্য্য, তুমি হিরণ্ময় পাত্র, ঐ হিরণ্ময়েন পাত্রেণ তোমার ঐ জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল মধ্যে সত্যস্য সেই ভগবানের মুখং অর্থাৎ রূপ অপিহিতং অর্থাৎ আচ্ছাদিত র'য়েছে। আমরা তাঁরে ধ্যান করি কি বলে, জান কি?

"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী-
নারায়ণ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী-
হারী হিরণ্ময়বপুর্দ্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥"

তোমায় দেখিয়েছি যে এই সূর্য্যে আর সেই সূর্য্যে আর সকল সূর্য্যেই তিনি পূর্ণরূপে বিদ্যমান। কিন্তু বাবা ঐ সূর্য্যের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেই ত সে মোহন মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাইনে। তাই সেই চিৎসূর্য্যকে বলি তুমি হিরণ্ময় পাত্ররূপে তোমার জ্যোতির্ম্ময় নব জলদ কান্তি লুকিয়ে রেখেছ কেন?—কি বল্‌চো নাথ?

"নতু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।"

আমি ত বল্‌চি না যে এ চোখে দেখাও সেই কৃষ্ণেন্দ্রিয় দাও যাতে তোমার মোহন মূরতি দেখিতে পাই, তোমার মধুর বচন শুন্‌তে পাই, তোমার ও মদনমোহন দেহের মলয়জ গন্ধ আঘ্রাণ করতে পাই, তোমার ও কমল-চরণ-নিঃসৃত সুধা-ধারা আস্বাদন ক'রে ভব-ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করতে চাই, আর ঐ কমল চরণ দু'খানি হৃদয়ে ধারণ ক'রে বল্‌তে পারি—

"প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্।
প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্।"
যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহংস্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবতায়ুষাং নঃ।

তাই বলি নাথ ত্বং তৎ (পিধানং) সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে অপাবৃণু আমার মোহের আবরণ সরিয়ে দাও তা'হলে সত্যকে ধর্ম্মকে দেখ্‌তে পাব।

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য
প্রাজাপত্য ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমম্
তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ
পুরুষ সোঽহমস্মি॥

পদচ্ছেদ করা যাক্—

পূষন্ একর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ তেজঃ যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি যঃ অসৌ অসৌপুরুষঃ সঃ অহং অস্মি।

হে পূষন্! তুমি ভক্তের পোষণ কর তাই তোমায় তোমার ভক্তেরা এই নামে সম্বোধন করেন, তোমার জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গের এক একটি কণা হ'তে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সূর্য্য প্রকাশিত। তাই ওই তপনকেও হে পূষন্ ব'লে তাঁ'র ভক্তেরা স্তব ক'রে থাকে; ঋষ জ্ঞানার্থক্, তুমিই একমাত্র জ্ঞানের আকর তাই তোমায় বল্লাম একর্ষে। তুমি আমাদের অন্তরের সংযম সাধন কর, তাই তোমায় বল্লাম যম; সূরি অর্থাৎ পণ্ডিতগণ তোমায় জান্‌তে পারেন, তাই তোমায় বলি সূর্য্য। তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মার অতি প্রিয় তাই তোমায় বলি প্রাজাপত্য। তুমি রশ্মীন ব্যূহ (বিগময়)। অন্তরাকাশে তোমার দেহ কান্তি ব্রহ্মজ্যোতির বিকাশ হ'য়েছে কিছুই দেখ্‌তে যে পাই না, ঐ রশ্মি সংযত কর তেজো সমূহ (উপসংহর) একটু তেজ কমাও নাথ! যৎ তে কল্যাণতমং রূপং তোমার যে মঙ্গলময় মধুর মূর্ত্তিখানি, তৎ তে (প্রসাদাৎ) পশ্যামি, তোমার প্রসাদে সেই রূপ মাধুরী একবার দেখি নাথ। যঃ অসৌ যে তুমি ওখানে আছ অসৌ পুরুষ সেই তুমি এই প্রকৃতিরূপা আমার পুরুষ একবার যদি তোমায় পাই তবে স অহং অস্মি তোমার ঐ রাঙ্গা পাদুখানিতে আত্ম নিবেদন ক'রে আত্মহারা হই।

বায়ুরনিলমমৃতম্
অথেদম্ভস্মান্তৎশরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতংস্মর
ক্রতো স্মর কৃতংস্মর॥

পদচ্ছেদ কর্‌লে হ'বে---

বায়ুঃ অনিলং অমৃতং অথ ইদং ভস্মান্তং শরীরং। ওঁ ক্রতোস্মর কৃতংস্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মরং।

তার পর যখন দেহত্যাগ হ'বে তখন এ দেহের বায়ুঃ প্রাণবায় অমৃতং অনিলং মুখ্য প্রাণবায়ুতে মিলিত হ'বে সেত তুমি নাথ! আর এখানে ভূলোকে যে স্থূল দেহ রেখে যাব সেই ইদং শরীরং ভস্মান্তং হবে। তাই বলি ওঁ ক্রতো সঙ্কল্পাত্মক মন স্মর যা ভাববার তাই ভাব। কৃতং স্মর কি কর্‌লে এতদিন, একবার ভেবে দেখ ক্রতো স্মর কৃতংস্মর আবার বলি মন একবার ভাববার মত তাঁ'রে ভাব, এতদিন যে এ'সেছ যা ভাববার তা' ভে'বেছ কি না, একবার ভেবে দেখো।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যাস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥
ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং
পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়
পূর্ণমেবাশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

অগ্নে অস্মান্ রায়ে সুপথা নয় হে অগ্নি, আমাদিগকে সুপথে পরমার্থ পথে নিয়ে যাও। দেব বয়ুনানি বিশ্বানি বিদ্বান্ (নয়) হে দেব তুমিত বিশ্বানি বয়ুনানি বিদ্বান্

সমুদায় কর্ম্ম জান, জুহুরাণং এনঃ অস্মৎ যুযোধি আমাদের যা কিছু কুটিলতা আছে সব সরিয়ে দাও। আমাদের কি আছে যা প্রতিদানে দিতে পারি। তাই বলি তে ভূয়িষ্ঠাং নম উক্তিং বিধেম তোমার পায়ে কোটি কোটি নমস্কার করি। এই ধূলার দেহ তোমার চরণধূলায় পবিত্র করি। তুমি পূর্ণ; তোমা হ'তে যা কিছু হ'য়েছে তার মধ্যে তুমি পূর্ণ রূপে বিরাজিত। চরাচর বিশ্বে তুমি পূর্ণ রূপে আছ। ভূলোকে, দ্যুলোকে, গোলোক, ভিতরে, বাহিরে, তুমি পূর্ণ থেকেও পূর্ণ রূপে নিত্য বৃন্দাবনে বিরাজ কর্‌চো। শান্তি দাও।

এই ব'লে তিনি স্থির হ'লেন। আমি স্থির নয়নে তাঁর মুখ পদ্ম দেখ্‌তে লাগ্‌লাম— দেখ্‌লাম পূর্ণং অদঃ পূর্ণং ইদং।

শ্রীবিনোদবিহারী হালদার।

গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গ।

গুরুজনের প্রতি ব্যবহার (পূর্ব্বানুবৃত্তি

তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। ললিত মোহনের পিতা শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, পল্লীস্থ বৃদ্ধগণের সহিত, আপনার চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রম্ভালাপে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে শ্রীমদচ্যুতানন্দ স্বামী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান ললিতমোহনের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন।

স্বামীজীকে দেখিবামাত্র, মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং উপবিষ্ট আর আর সকলে সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। নমস্কার প্রতিনমস্কারাদিতে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। পরে সকলে উপবিষ্ট হইলে স্বামিজী মহেন্দ্রনাথকে বলিলেন "দাদা, এইবার বল। গুরুজন যে সাক্ষাৎ ভগবদবতার তাহার প্রমাণ কি?

মহেন্দ্র। প্রমাণ শ্রুতিবাক্য—শ্রুতি সর্ব্বত্রই বলিতেছেন একমাত্র ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের সমুদায়ই হইয়াছে। বিশ্বের সকল পদার্থই ব্রহ্মস্ফুলিঙ্গযোগে উৎপন্ন।

বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ বলিতেছেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং"

কঠ বলিতেছেন—

একস্তথাসর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ।"

ছান্দোগ্য বলিতেছেন—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

অচ্যুতানন্দ। থাক, দাদা, আর বলিতে হইবে না। এখন থেকে সমস্ত রাত্রি বলিলেও শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র হইতে যত উদ্ধার করিতে পার তাহা শেষ হইবে না। এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বচনে তোমার আমার সন্দেহ দূর হইলেও সকলের সন্দেহ তত সহজে দূর হইবার নয়। সেই জন্য বলিতেছি, যদি যুক্তি* দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পার যে গুরুজনকে

* গুরুগণের ভগবত্তার প্রমাণার্থ যে সকল যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই, অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রণীত "গুরু আনুগত্য ম্ম" নামক একখানি পরম উপাদেয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। আমরা লেখক মহাশয়কে যদিও বহুদিন হইতে শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকি, তথাপি তাঁহার সহিত পরিচিত নহি, এজন্য তাঁহার নিকট অনুমতি লইবার সুবিধা করিতে

ভগবান মনে করায় কিছু দোষ নাই তবেই সে কথা সকলের গ্রাহ্য হইবে।

মহেন্দ্র। ভগবানকে প্রায় সকল দেশেই জ্ঞানীগণ নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা এক বাক্যে বলিয়া থাকেন. যে তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই আছেন। যদি আপনি স্বীকার করেন তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ "এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি, আর কিছুই নহে,—কেবল সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পর-ব্রহ্মের অপরা ঐশী শক্তির বিচিত্র রূপ ও নাম মাত্র। শক্তিমানকে পৃথক রাখিলে, শক্তি কি কোনও পদার্থ মধ্যে গণনীয় হয়? শক্তির স্বতন্ত্র সত্বা কোথায়? শক্তিমানের সত্বাই শক্তির সত্বা। পরব্রহ্ম সত্বাই জগৎ সত্বা * * * সেই শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব হেতুই পরব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্" সেই পরম সত্বা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বায়ুর ন্যায় অনুস্যূত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন সুতরাং 'বিশ্বের তাবৎ পদার্থই তিনি' এ কথা স্বীকার করিবার কোনও আপত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং পিতামাতা শিক্ষাগুরু দীক্ষা-গুরু প্রভৃতি সর্ব্ব ঘটেই তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করা যাইতে পারে।

অচ্যুতানন্দ। তাহা হইলে শুধু গুরুজন কেন, গুরু লঘু সকলকেই ত ভগবান বলিয়া পূজা করিতে হয়।

মহেন্দ্র। তাহা পারিলে ভালই। স্থির লাভ হইলে, জীবের সেই অবস্থাই আসিবেক, তখন সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ বোধ হই-বেক। কিন্তু পিতা মাতাদি বিশেষ বিশেষ ঘটে অনুগত হইলে বিশেষ তত্ত্ব অধিগত হয় বলিয়াই তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে পূজা করা কর্ত্তব্য। যেমন মনে করা যাউক সূর্য্যদেব, জ্যোতি ও উত্তাপের আধার—আলোকের প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবেক। যদি শুধু আলোকের প্রয়োজন হয় যেখানে, তাঁহার জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়াছে সেইখানে গমন করিলেই আলোক প্রাপ্তি ঘটিবে সন্দেহ নাই। একটি গৃহ ঘোর নীলবর্ণ কাচ নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে যদি থাকি, তাহা হইলে যে আলোক পাইব তাহা অতি স্নিগ্ধ বোধ হইবেক বটে কিন্তু উজ্জ্বল বোধ হইবেক না। পক্ষান্তরে শ্বেত বর্ণের কাচ দ্বারা আবরিত গৃহে ঐ সূর্য্যালোকই পরিষ্কার উজ্জ্বল অথচ তৃপ্তিকর বোধ হইবেক। রক্তবর্ণ কাচ দ্বারা আবৃত গৃহে আলোক অসহ্য উজ্জ্বল বোধ হইবেক। কিন্তু এই সকল বা অন্য কোনও গৃহে আলোক লব্ধ হইলেও প্রচুর উত্তাপ লাভের সম্ভাবনা নাই। প্রচুর উত্তাপের প্রয়োজন হইলে, যে গৃহে প্রচুর সূর্য্য-কিরণ প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই গৃহের তদংশে মাত্র গমন করিতে হইবেক অথবা অনাবৃত স্থানে সূর্য্য-রশ্মিতে উপনীত হইতে হইবেক। আবার প্রকৃষ্টরূপে সূর্য্য-তেজ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইলে আতসী কাচের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐ কাচে সূর্য্যকে প্রতিবিম্বিত করিয়া নিকটস্থ করা চাই, তাহা হইলেই সেই তেজে অগ্নি উৎপাদন করা যাইবেক ও প্রচুর উত্তাপ লাভ করা যাইবেক সন্দেহ নাই।

পারিলাম না। গ্রন্থখানি আর বাজারে পাওয়া যায় না, সেই জন্য তাহার নানা অংশ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। ভগবৎ কৃপায় এক খণ্ড লেখকের হস্তগত হওয়ায় গৃহস্থ-পাঠকগণকে তাহার সুরস আস্বাদনে বঞ্চিত রাখা শ্রেয় বিবেচনা করিলাম না।—(লেখক)

সেইরূপ সেই পরম-তত্ত্ব সর্ব্বঘটে থাকিলেও, আধারের নির্ম্মলত্ব হেতু কোন কোন ঘটে পূর্ণ বিকশিত থাকেন, তাহাই দীক্ষা-গুরু-ঘট। পিতা মাতা প্রভৃতি অন্যান্য গুরু-ঘটে আবরণের তারতম্য বশতঃ তাঁহার বিশেষ বিশেষ শক্তির কার্য্য মাত্র লক্ষ হয়। কোনও ঘটে স্নেহ দয়া বাৎসল্যাদি। কোনও ঘটে জ্ঞান, ক্রিয়া প্রভৃতি কোনও ঘটে বা অন্যবিধ গুণ পাই। এবং সেই সেই গুণ বা শক্তির প্রয়োজন ঘটিলে তত্তৎ ঘটেরই আশ্রয় গ্রহণ করি। শৈশবে জীব পিতা মাতার উপাসনা দ্বারা তাঁহাদের স্নেহ বাৎসল্যাদির ছায়ায় বাস করে। পরে শিক্ষা-গুরুর ছায়ায় জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক দীক্ষাগুরুর চরণ ছায়ায় বাস করিতে করিতে তাঁহার সাহায্যে **সেই পরম-তত্ত্বকে হৃদয়-রূপ আতসী কাচ দ্বারা অন্তর মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সর্ব্বশক্তির সহায়তা লাভ পূর্ব্বক, ক্রমে সর্ব্ব-শক্তিমত্ত্বার অধিকারী হয়, ও তাঁহার নিজজন রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।**

অচ্যুতানন্দ। দাদা, আপনি যাহা বলিলেন বড়ই জটিল হইল। মনে করুন, আমরা সকলেই ত পণ্ডিত নই, যে আপনার হিঁয়ালির অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া লইতে পারিব। দেখিয়াছি নীল, সবুজ, লাল, হল্‌দে, সাদা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লণ্ঠনে, আলোকের উজ্জ্বলতার তারতম্য হয়, বুঝিলাম্ সর্ব্বঘটে তিনি দেহী রূপে বর্ত্তমান থাকিলেও আধারের মলিনতার তারতম্যে সকল ঘটে তাঁহার সত্তা স্ফুটতর অনুভূত হয় না। তিনি প্রেমময় তাঁহার সেই পরিপূর্ণ প্রেম অহরহঃ বিবিধ আধারে বিবিধ আকারে প্রকাশ হইতেছে। "সেই শক্তি পিতা মাতা, বন্ধু সখা, স্ত্রী পুত্র দাস দাসী, শান্তিদাতা ও পরিত্রাতা রূপে লীলাপর হইয়া—লীলা দেহরূপে কার্য্য করিতেছে।" সুতরাং সর্ব্বত্রই তাঁহার কৃপা, সকলেই তাঁহার প্রেম পাই, কিন্তু আপনাপন অজ্ঞতার জন্য পাইয়াও চিনিতে পারি না। বুঝিলাম, উজ্জ্বল সাধকে তিনি পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া জীবের পরিত্রাতা হইয়া গুরুরূপে বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু হৃদয়রূপ আতসী কাচের সাহায্যে তাঁহাকে নিকটস্থ করি কিরূপে? আমাদের এ সংশয় একটু বিশদ রূপেই ভঞ্জন করুন।

মহেন্দ্র। দাদা আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা প্রকাশের বিষয়। তথাপি আপনি যখন আদেশ করিতেছেন তখন সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যথা শক্তি বুঝাইতে যত্ন করি তারপর শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা। পণ্ডিতেরা আমাদের হৃদয়কে কাচের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। হৃদয় দর্পণ কথা অনেকে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু এই দর্পণের উৎপত্তির ক্রম, যাহা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অবগত হইয়াছি তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। শৈশবে জীবের হৃদয় নির্ম্মল কাচ স্বরূপ। যেমন সুনির্ম্মল কাচ নির্ম্মিত গবাক্ষ দিয়া বাহির হইতে গৃহ মধ্যস্থ সমুদায় দ্রব্য সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়—সেইরূপ শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিলে শিশুর হৃদয় মধ্যে কি আছে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাচ জ্ঞানরসে অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পারদে আচ্ছা-দিত হইয়া একখানি সুন্দর দর্পণে পরিণত হয়—এবং ঐ দর্পণ দ্বারা জীবের অন্তর

আবৃত হইয়া থাকে, সুতরাং তখন আর দৃষ্টি মাত্রই তাহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারা যায় না। সে দিকে চাহিলে দর্শকের নিজেরই ছবি সেই পরের হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হয়। তাই এ সংসারে মানব আত্মবৎ মন্যতে জগৎ। জগতের সকলকেই আপনার মত দেখে। সুতরাং যে স্বার্থপর সে জগতের সকলকেই স্বার্থপর মনে করে, যিনি সাধু তিনি সকলকেই ভাল মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু এই যে হৃদয়-দর্পণ ইহা সর্ব্বদা একাবস্থায় থাকে না। কোনও অদৃষ্ট শক্তির বলে ইহা নিরন্তর সংসার যন্ত্রে ঘর্ষিত হইতেছে। যে হৃদয়-দর্পণ জ্ঞানরসে রঞ্জিত, তাহা যখন ঐ ঘর্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে সেই সময়ে যাহার দর্পণ সে যদি চারিধার ঠিক রাখিয়া মধ্যভাগ ঘর্ষিত হইতে দেয় অর্থাৎ যে সকল পদার্থের প্রতি তার মমতা বুদ্ধি আছে সেই সকলের জন্য আপনাকে ঘর্ষিত হইতে দেয় তখন ঐ দর্পণের মধ্য ভাগ ক্ষীণ হওয়াতে, সৎ পদার্থের প্রকৃত ছবি প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু যিনি মমতা শূন্য হইয়া চারিদিক ঘর্ষিত হইতে দেন তাঁহার দর্পণের মধ্যভাগ স্থূল থাকাতে উহা আতসী দর্পণ হয়। তাহাতে সৎ পদার্থের যে ছবি প্রতিবিম্বিত হয় তাহা প্রকৃত ছবি। উহাতে প্রকৃত পদার্থের সমুদায় গুণ অণুরূপে বর্ত্তমান থাকে। কখনও কখন জীবের হৃদয়, দর্পণে পরিণত না হইয়াই, ঘর্ষিত হইয়া ঐ উভয়বিধ কাচে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সেরূপ ঘটিলে যাহার হৃদয়ের মধ্য ক্ষীণ, তাহার হৃদয় ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ থাকে সে কেবল চারিধার উজ্জ্বল দেখে, অর্থাৎ মমতার পদার্থ সমুদায় তাহার নিকট উজ্জ্বলবর্ণে প্রতিভাত হয়। সে কেবল আমার আমার করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করে। আর যে ভাগ্যবানের হৃদয় মধ্য পুষ্ট থাকে, তাহার হৃদয়ই আতসী কাচ—এরূপ আতসী শ্রীগুরুদেবের কৃপাবারি যোগে ঘর্ষিত হইয়াই উৎপন্ন হয়। সে কাচে জ্ঞান বা অজ্ঞান মলা নাই। তাহা বড় নির্ম্মল। প্রেমময়ের প্রেমরশ্মি তাঁহার পুণ্যধাম হইতে সেই আতসী যোগে সেই ভাগ্যবানের অন্তর কন্দরে পতিত হইয়া সেই স্থানের পূর্ব্ব সঞ্চিত মলিনতারাশি দগ্ধ করিয়া, তাঁহার প্রকৃত ছবি প্রকটিত করেন। সে ভাগ্যবান সেই অপূর্ব্ব ভাগ্যোদয়ে কৃতার্থ হয়। নিজের হৃদয়খানি তাঁহার দিকে ফিরাইয়া রাখিয়া, তাঁহার মোহন মূর্ত্তি নিরন্তর অন্তর-মধ্যে দর্শন পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়। এইরূপ নির্ম্মল ঘটেই তাঁহার পূর্ণবিকাশ। যে সকল ভাগ্যবান এইরূপ ঘটে শ্রীগুরুতত্ত্ব দর্শন করেন তাঁহাদের ভগবদ্দর্শন সহজ লভ্য। ইঁহারাই যথার্থ পরপারের কাণ্ডারী।

অচ্যুতানন্দ। কৈ দাদা, আপনার কথা এখনও ত পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা গেল না। হৃদয় কাচই হউক, দর্পণই হউক, আর গবাক্ষই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। হৃদয়ের মধ্যে যে হৃদয়নাথ আছেন, যাঁহাকে শাস্ত্র অঙ্গুষ্ঠ মাত্রং পুরুষং বলিয়াছেন তিনিই যে জীবের প্রকৃত আমিত্ব তাহার কি প্রমাণ—কি যুক্তি দিবেন?

মহেন্দ্র। কি যুক্তি আর দিব দাদা! যে জিনিস বাক্য মনের অগোচর, সেখানে যুক্তিতর্ক চলিবে কিরূপে। তিনি অনন্ত—সেই অনন্তের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে শক্তির বিকাশের নামই সৃষ্টি। "সৃষ্টিকে পৃথক

বলিলে, পরব্রহ্মের অনন্তত্ব রক্ষা পায় না,—তাঁহাকে সান্ত ও পরিমিত করিয়া ফেলা হয়। কেননা সৃষ্টির স্বতন্ত্রত্ব, পরব্রহ্মের অনন্তত্বকে পরিচ্ছিন্ন ও নির্ব্বিন্ন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। বস্তুতঃ সৃষ্টি পরব্রহ্মের অনন্তত্বের অন্তর্গত বলিয়া—তাঁহার অনন্ত স্বরূপের মধ্যগত ও সত্বাসাপেক্ষ বলিয়া, তাঁহার অনন্তত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ও অপরিচ্ছিন্ন আছে। সুতরাং পরব্রহ্ম, সৃষ্টির সমস্ত পদার্থকে—সমস্ত নামরূপকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বকীয় বিরাট অঙ্গে অঙ্গীভূত ও ধারণ করিয়াই অনন্ত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি সকলকে লইয়া অনন্ত—তোমাকে ও আমাকে লইয়া অনন্ত—কাহাকেও ছাড়িয়া নহেন। * * * সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থই সেই অনন্তের মধ্য বিন্দু হইয়া—সেই অনন্ত মহাচক্রের নাভিদেশ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। যে কোনও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পদার্থের প্রতি তোমার দৃষ্টি ও ভক্তি-বিশ্বাস কেন্দ্রীভূত, সেই খানেই সেই অখণ্ড অনন্ত পরব্রহ্ম—সেই বিরাট পুরুষ পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত ও দণ্ডায়মান;—যে কোনও স্থলে তোমার প্রেম ভক্তি ও নির্ভর, এবং আস্থা ও বিশ্বাস নিপতিত, সেই কেন্দ্রেই তিনি স্বয়ং তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রোপহার গ্রহণ করিবার জন্য—তোমাকে তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ ও বরাভয় দান করিবার জন্য বিরাজমান;—খণ্ডিত ভাবে নহে—নির্ভিন্ন ভাবে নহে—পরাংশিক ভাবে নহে—কিন্তু পূর্ণভাবে সেই জন্য তুমি মাতা পিতা প্রভৃতি যে কোনও ঘটেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পার—মনে রাখিও "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং।"

পাগল হরনাথের উপদেশ

১। সাধনাবস্থায় নানা বিঘ্ন;—কোন কর্ম্মচারীর বেতন বৃদ্ধি হইলে, প্রথমতঃ সকলেই শত্রুতা অবলম্বন করে।

মনিব সন্তুষ্ট থাকিলে কাহারও দ্বারা কোন অনিষ্ট হয় না।

অবশেষে সকলই তাহার বশ্যতা স্বীকার করে। ইহাও তদ্রূপ।

২। মন্ত্র—প্রাণবল্লভের কাছে পঁহুছিবার সঙ্কেত মাত্র। প্রণয়ীর সঙ্কেত কেবল প্রণয়িণী বুঝিতে পারে। সকল স্থানে সকল সময়ে করিলে পাছে সাধারণের কাছে ধরা পড়িতে হয়, তজ্জন্য গোপনে এবং একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাধন করা প্রয়োজন। অন্যথা নানা বিঘ্ন আসিয়া মিলন ব্যাঘাত উৎপাদন করে।

৩। নাম করিতে শুচি অশুচির প্রয়োজন নাই। আমাদের এ কুলটার প্রেম, কোন অন্তরায় মানে না। পতি পত্নীর প্রেম যাহাদের, তাহারা একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হইবে; আমরা তাহার বিপরীত পথে চলিব। এরূপ মিলনে অপার সুখ,—যেমন চিন্তামণির সহিত মিলনে বিল্বমঙ্গলের আবেগ-চেষ্টা।

৪। নানা দেবদেবীর নিকট কৃষ্ণ ভক্তিবর মাগিয়া লইতে হইবে ততদিন, যত দিন বিবাহ না হয়। বিবাহ হইবার পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত বরযাত্রী সকলের তোষামোদ করিতে হয়; বিবাহ কার্য্য শেষ হইলে আর তাহার প্রয়োজন থাকে না।

৫। কালীহর দাদা মহাশয় "সমন্বয়" "সমন্বয়," করিয়া চিত্ত নীরস করিতেছেন কেন। ইহা তাঁহার সঙ্গ দোষ। সকলের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা, তাহাতে সুখ শান্তি প্রকৃত রূপে ঘটে না। আমার পতি একজন, এক পতির সহিত শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করাই সঙ্গত; অন্যথা মাধুর্য্যের হ্রাস হয়।

৬। আমার নিতাই এক্ষণে প্যাণ্টালুন (pantaloon) পরিয়া আছেন। অর্থাৎ এক্ষণে ভিন্ন দেশীয় লোকেরাই তাঁহাকে চিনিয়াছেন,—তাঁহারাই বর্ত্তমানকালে earnest seekers.

৭। 'অন্যপথ ছাড়ি' মধ্য পথে চল। নামাশ্রয় করা মধ্য পথে চলা। এই পথেই চলিলে প্রেম আসিবে,—প্রেম আসিলে প্রেমের হরি দেখা দিবেন। মাভৈঃ।

৮। প্রশ্ন—নাম করিবার সময় কি চিন্তা করিব?

উত্তর—নাম করিবার সময় নামই চিন্তা করিতে হইবে। নাম—চিন্তামণি নাম রস—বিগ্রহ ইত্যাদি। নাম ছাড়িলে চলিবে না। কষ্টীক প্রয়োজন হইলে, ঐ নাম লইয়া দোকানীর নিকট যাইতে হইবে। মদের দোকানে গেলেও উহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু নামটী স্মরণ না থাকিলে কষ্টীক পাওয়া যাইবে না। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইতে হইবে।

৯। মানব দেহের হৃদয় কেন্দ্রে যেমন নিত্য রাসলীলা হইতেছে, তদ্রূপ এই জগতের মূল কেন্দ্রে এক মহারাস লীলার অভিনয় হইতেছে।

১০। ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মচারী হইলে, ডেপুটীদের ভয় রাখিতে হয় না। আমার প্রভুর কাছে সামান্য চাকুরী করিলেও, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণের ভয় কোথায় থাকে?

১১। জমিদারের বাগানে গাছের একটী পাতা ছিঁড়িলেও তাড়না পাইতে হয়। জমিদারকে অন্তরঙ্গ করিতে পারিলে সে আশঙ্কা থাকে না। প্রভুর নিজ জন হইতে পারিলে, তদ্রূপ কোন ভয় থাকে না।

১২। আমি আবর্জ্জনা স্তূপ; একাধারে পড়িয়া আছি। যাঁহার ইচ্ছা এ আবর্জ্জনা স্তূপে অনায়াসে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিতে পারেন। কাহারও অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নাই।

শ্রীরসিকলাল দে।

কমলা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
সবুদ্ধিমান মনুষ্যেষু সযুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥"

কর্ম্মই সংসার। এ সংসারে সকলেই কর্ম্ম করে। কায়িক, বাচিক বা মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্মের অন্ততঃ একটি কর্ম্মও মানবকে নিরন্তর করিতেই হইবে। এক নিমিষের জন্য কাহারও কর্ম্মহীন থাকিবার উপায় নাই। শ্বাসপ্রশ্বাস কর্ম্ম—প্রাণকর্ম্ম—সকল কর্ম্মের প্রধান। এই কর্ম্ম, স্বতঃই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর সম্পন্ন হইতেছে। ক্ষণমাত্রও এই কর্ম্মের বিরাম নাই। ইহার বিরামেই জগতের লয়।—এই প্রাণকর্ম্মই একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্ম। কেবল এই কর্ম্ম লোককে—স্থাবর জঙ্গমাত্ম ব্রহ্মাণ্ডকে—বিনা চেষ্টায়—বিনা কামনায়—করিতে হইতেছে—এই মহাকর্ম্ম কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে—বিনা ইচ্ছায়—বিনা চেষ্টায়—বিনা কামনায় নিরন্তর সম্পাদিত হইতেছে—যিনি এই কর্ম্ম জানিয়া করিতে পারেন সেই ভাগ্যবান পরার আশ্রয়ে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হন—তাঁহার অপর ত্রিবিধ কর্ম্ম করিয়াও করা হয় না—তাঁহারই সর্ব্ব কার্য্য প্রকৃতির কার্য্য—তাঁরই কর্ম্ম যথার্থই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে—তিনিই যথার্থ পণ্ডিত—তাঁহারই সর্ব্ব সমারম্ভ কাম সঙ্কল্প বর্জ্জিত—তাঁহারই কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ—তিনিই বুঝিয়াছেন কি কর্ম্ম কি বিকর্ম্ম—কিই বা অকর্ম্ম। তিনিই কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম—দর্শন করিতেছেন—তিনিই বুদ্ধিমান—তিনিই ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ার্থে নিয়োজিত রাখিয়া আপনাকে প্রাণেশের পদে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন—তিনিই সর্ব্বদা যুক্ত—তিনিই তত্ত্ববিৎ—তাঁহার সর্ব্বতত্ত্ব স্বতই স্ব স্ব কার্য্য করে—তিনি তাঁহাদের হাতে তাঁহাদের কাজ দিয়া নিশ্চিন্ত মনে আত্মকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে সমর্থ। আর সকল কর্ম্মের—জড়াজড় কর্ম্মের তিনটি অবস্থা আছে—সঞ্চিত, প্রারব্ধ আর ক্রিয়মাণ—কিন্তু প্রাণকর্ম্মের ক্রিয়মাণ অবস্থা বই সঞ্চিতাবস্থা বা প্রারব্ধাবস্থা নাই। আমাদের জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা—আর প্রতাপ ঐ ত্রিবিধাবস্থাবস্থিত ত্রিবিধ কর্ম্মের সমষ্টি মাত্র। এই দুজনের মত লোক জগতে যথেষ্ট আছে।

প্রতাপের ক্রিয়মান-সঞ্চিত-প্রারব্ধ—কায়িক বাচিক-মানসকর্ম্ম নিচয়ের—কোনোটি ফল প্রদান করিতেছে—কোনোটি ফলোন্মুখ কোনটি বা পরে ফল দান করিবে।—প্রতাপের কর্ম্মগুলি যে ফল দিবে—তাহা জগৎ অচিরেই দর্শন করিবে। আজ প্রতাপ বুঝিতে পারিতেছে না কি করিবে?—সে চায় পৃথিবীতে নাম রাখিতে—একটি প্রতাপ-পুর স্থাপন করিতে—কিন্তু পৃথিবীতে আরও কত পুর আছে—কত প্রতাপ-পুর—প্রতাপনগর আছে—সে সব যে কোন প্রতাপের তা কি কেউ

জানে?—রামের অযোধ্যা কৈ?—দ্বারকা নাথ শ্রীকৃষ্ণের সে দ্বারকা—সে মথুরা—সে বৃন্দাবন কৈ?—যা ছিল—আর যা আছে—যে দেখিতে জানে—সেই জানে যে নাম রাখিবার জন্য যত্ন বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নয়—আত্ম-নিবেদনই শ্রেয়ঃপথ।

জ্ঞানেন্দ্র পরামর্শ দিলেন—শ্যাম আমাদের আত্মীয়—তোমার প্রাপ্য লইয়া তাহার জিনিস তাহাকে দাও—তাহার বড়ই কষ্ট—সে কষ্টের মোচন কর। প্রতাপ ভাবিতেছে—ছলে—বলে—কৌশলে যাহা গ্রাস করিয়াছি, তাহা আর উদ্গার করিতে পারি না—এ সংসারে কেহই আমার আত্মীয় নয়—আমি কাহারও উপকার করিবার জন্য স্বার্থ নষ্ট করিতে পারিব না। কিন্তু একথা জ্ঞানেন্দ্র নাথকে বলিতে তাহার সাহস হইল না—সেখানেও তাহার স্বার্থ আছে—তাই জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ চলিয়া গেলেও প্রতাপ চিন্তামগ্ন। সে ভাবিতেছে—একটি সুবিস্তৃত নগর স্থাপন করা চাই তাহার মধ্যে অপর কাহারও কিছু থাকিলে হইবে না—মনোহরপুর চাই—কালীনগর চাই—জগন্নাথপুর চাই—যেমন করিয়া হউক গঙ্গার তীর হইতে আমার নিজস্ব ভূসম্পত্তির প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত প্রতাপ-পুর করা চাই—যাহারা ইহার প্রতিবাদী হইবে—তাহারা আমার আত্মীয় নয় শত্রু তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতেই হইবে। শ্যাম সুন্দরকে তাহার ভূ-সম্পত্তি ফিরিয়া দেওয়া হইবে না। বরং সে মূল্য লইয়া তাহার যাহা কিছু আছে আমায় প্রদান করুক। সে ত একক—যাউক না, সপরিবারে, বিদেশে গিয়া কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করুক না। আমার অধিকৃত ভূভাগের মাঝখানে একটু খানি অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিবার তাহার প্রয়োজন কি?—সে আত্মীয়—আমি উচিত মূল্যের চেয়ে অধিক দিব—সে তাহার যথাসর্ব্বস্ব আমায় দিক—ইচ্ছা হয়—তার পর আমার প্রজা হইয়া থাকুক—এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণকে পত্র লিখিতে বসিল, এমন সময় একজন ভৃত্য সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "এখানে কেন?"

ভৃত্য। মহারাজ, একটি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি বল্লেন তাঁর বাড়ী অনেক দূর—আপনার কাছে বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রতাপ। কি রকম লোক?

ভৃত্য। ভদ্রলোক। তিনি বল্লেন আপনার নাম শুনে কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় আপনার কাছে এসেছেন।

প্রতাপ। আচ্ছা, এখানে নিয়ে আয়।

ভৃত্য চলিয়া গেল। প্রতাপ চিঠি লিখিতে লাগিলেন।

চিঠি লেখা শেষ হইলে ভৃত্য সেই লোকটিকে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

আগন্তুকটির বয়স আন্দাজ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর; সুশ্রী, প্রসন্ন বদন, গৌরবর্ণ, নাতিস্থূল ও বলিষ্ঠ দেহ—মুখ খানি দেখিলেই তাঁহাকে বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়।

তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রতাপকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের মস্তকে ও জিহ্বায় অর্পণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রতাপ বলিলেন "বসুন মহাশয়। মহাশয়ের নিবাস কোথায়?—নাম কি?"

উত্তর। "মহারাজ! এ দাস কায়স্থ সন্তান

—নাম শ্রীমহেশ্বর দাস বসু—আপনার দাসানুদাস। দাসকে "আপনি" "মশায়" বলে কথা বল্‌লে বড়ই কুণ্ঠিত হ'তে হয়। অধীনের নিবাস বর্দ্ধমান। রায়নগর নাম মহাশয়ের শোনা আছে—এ দাসের একটি খুড়তুতো ভাই মহারাজের সংসারে প্রতিপালিত হ'চ্ছে—তাহারি পত্রে মহাশয়ের নাম শুনে—আশ্রয় প্রার্থী হয়ে আসা।

প্রতাপ। "কে আপনার ভাই?"

মহেশ্বর। "এ দাসকে "আপনি" বল্‌বেন না। এ দাসের ভাই শ্রীমান্ হরিহর দাস বসু আপনার এখানে অনেক দিন কাজ করছে।"

প্রতাপ। ওঃ হরিহরের ভাই আপনি?

মহেশ্বর। আর কুণ্ঠিত কর্‌বেন না। হরিহর এ অধীনের সহোদর তুল্য। তাকে শৈশবাবধি বড়ই ভাল বাসতাম। ভাগ্যবশে সে আপনার আশ্রয় পেয়েছে। সে যখনি বাটীতে পত্র লেখে আপনার গুণগ্রামের কথা লেখে। বর্ত্তমান এ দাসের কোনও কাজ কর্ম্ম না থাকায় মনে হ'লো—মহাশয়ের শরণাপন্ন হ'লে যা'হয় একটা কিনারা হ'বে। তাই এখানে আসা। এখন কৃপা ক'রে শ্রীচরণে স্থান দিলে এ দাস কৃতার্থ হ'বে।

প্রতাপ। হরিহর বড় ভাল ছোকরা। বয়স অল্প হ'লে কি হয়—বেশ কাজের লোক। তারে যে পর্য্যন্ত রঘুনাথপুরের নায়েবী দিয়েছি, সেই পর্য্যন্ত সেখানকার সমস্ত গোলোযোগ থেমে গেছে। প্রজারা নির্ব্বিবাদে, নিয়মিত খাজানা দিচ্ছে।

মহেশ্বর। হুজুর, মাঝি ভাল হ'লে কি নৌকো দোলে?

প্রতাপ। ঠিক বলেছেন।

মহেশ্বর। অধীনকে আর কুণ্ঠিত কর্‌বেন না।

প্রতাপ। আপনি প্রবীন লোক বিশেষ এখনও ত প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ ঘটে নি।

মহেশ্বর। অনেক দিন ঘটেছে। যে দিন থেকে হরিহর আপনার সরকারে নিযুক্ত হয়েছে সেই দিন থেকে, তাদের বংশের সকলেই মহারাজের অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছে—সেই দিন থেকে সেই বংশের সকলকেই মহারাজের চিহ্নিত ভৃত্য বলে মনে করবেন। তায় আবার আপনি ব্রাহ্মণ ভূ-দেবতা—স্বভাবতঃই আপনারা সর্ব্ব বর্ণের গুরু সুতরাং সকলের সঙ্গেই প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ।"

প্রতাপ। আচ্ছা, তাই হবে বাপু! আজ হ'তে তোমায়, আমি আমার ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করলাম। তুমি এই বাড়ীতে থেকে, আমার সমুদায় বিষয় রক্ষা করবে। এই ভার তোমার, আর তোমায় পালন করবার ভার আমার। আমার একান্ত ইচ্ছা যে একজন উপযুক্ত লোকের হাতে আমার সমুদায় বিষয়ের ভার অর্পণ করি। তুমি এ কাজ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন কর্‌তে পার্‌লে, তোমার উপর সমুদায় ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হ'বো।

মহেশ্বর। হুজুর, আমাদের বংশের সকলেই জমীদারী সেরেস্তার কাজ করেন। পূর্ব্বপুরুষেরাও সকলেই এই কাজ ক'রে জীবন কাটিয়ে গেছেন। আপনার এই ভৃত্যও আঠার বছর বয়স থেকে এই কাজ কর্‌ছে। শ্রীগুরু দেবের কৃপায় বোধ হয় সকল বিষয়েরই সুব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌বে।

প্রতাপ। আচ্ছা তবে সাবেক ম্যানেজারকে ডাকিয়ে, হিসাব পত্র বুঝে নাও। হ'রে, তুই এই চিঠি খানা নিয়ে একবার

কালীনগরে যা। জানা দাদাকে দিয়ে আয়, যাবার সময় ভৈরবকে ডেকে দিয়ে যাস্।

মহেশ্বর। হুজুর ভৈরব বাবু যদি আপনার সাবেক দেওয়ান হন, তবে তাঁকে আর ডাক্‌বার দরকার নেই। নিশ্চয়ই তাঁ'রে কোন অপরাধে বরতরফ করেছেন। হিসাব পত্র সবই ত দপ্তরে আছে। মহারাজ একবার গা তুলে দপ্তরে আসুন। কাগজ পত্র দেখে যদি কিছু কসুর বা'র হয়, তা'র প্রতিকার হ'তে কতক্ষণ। ভৈরব বাবু অবশ্যই আপনার প্রজা।

প্রতাপ। তবে তাই ভাল। বোধ হয় তোমার এখনও স্নানাহার হয় নি। আজ বিশ্রাম করগে। কাল সকালে দপ্তরে যা'ব। আজ একটু মন খারাপ আছে।

মহেশ্বর। মন খারাপের কারণ কি দাস শুন্‌তে পায় না?

প্রতাপ। দোষ কি?—কাল থেকে আমার একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হয়েছে সে জন্য একটু চঞ্চল আছি।

মহেশ্বর। ছেলে বয়সে বড় মানুষের ছেলেরা অমন করে থাকে। কুমার বাহাদুরের বোধ হয় বিবাহ হয় নি। যাই হ'ক দু দশ দিনের মধ্যেই চিঠি লিখবেন। ফিরে আসবার খরচ চেয়ে পাঠাবেন, সেই সময় কেউ গিয়ে ফিরিয়ে আন্‌লেই হ'বে। ভয়ের কারণ কিছুই নাই।

প্রতাপ। না ভয় কি?—সে ত আর নিতান্ত ছেলে মানুষ নয়। তবে কি না তার গর্ভধারিনী বড় ব্যাকুল হ'য়েছেন।

মহেশ্বর। তা হ'বার কথা, বিকালে বরং কল্‌কাতার বড় বড় দু একখানা কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে, আর বড় বড় থানায় তার চেহারা বলে দেওয়া। মাকে বলুন গে দু এক দিনের মধ্যেই সম্বাদ আনিয়ে দেওয়া যাবে।

প্রতাপ। ঠিক বলেছ। তাই কর্ত্তব্য। এখন তুমি স্নানাদি করগে। রাম এদিকে একবার আয় ত?

রাম যেন দরজার পাশেই ছিল।

প্রতাপ। রাম্! আজ থেকে এই বাবুটি আমাদের ম্যানেজার হ'লেন। একে দপ্তরখানার পাশের কুঠুরীতে নিয়ে যা। সেখানে এঁ'র থাক্‌বার জায়গা ক'রে দে। স্নানাহারের বন্দোবস্ত করে দে। তোদের এখনও খাওয়া হয় নি ত?

রাম। এই সবে মেয়েরা খেতে বসেছেন। তার পর আমরা পেসাদ পাব। আমাদের ভাত চড়েছে।

প্রতাপ। তবে আগে এঁ'র জন্যে চা'ল নিতে বলে আয়।

রাম। একজন লোকের জন্যে আর চা'ল নিতে হবে না। অমনি অমনিই হ'য়ে যাবে। ম্যানেজার বাবু আপনি আসুন।

এই বলিয়া রাম ম্যানেজারকে লইয়া চলিয়া গেল। প্রতাপ অনুচ্চস্বরে বলিলেন লোকটি মন্দ নয়। কায়স্থ!—কায়স্থ সন্তানেরাই এ বিষয়ে বড় দক্ষ বিশেষ ও অঞ্চলের। বোধ হয় সুব্যবস্থা করুতে পারবে। ঘুম আস্‌চে—শোবো কি?—যাই—একটু গড়াই গে। এই বলিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে গমন করিলেন।

এদিকে রাম, ম্যানেজার মহাশয়কে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আনয়ন করিল। গৃহটি ক্ষুদ্র হইলেও একজন লোকের পক্ষে যথেষ্ট, ম্যানেজার বলিলেন "ভাই রাম! তোমার পুরো নামটি কি?"

রাম। বাবু আমি যে চাকর আমায় কি ভাই বল্‌তে হয়? আমার নাম রামেশ্বর দাস!

মহেশ্বর। রামেশ্বর! তা বেশ আমার বাটীতে তোমার মত একটি ভাই আছে তার নামও রামেশ্বর। ভাই রাম, তোমায় ভাই বল্‌তে দোষ নাই। ভেবে দেখ ভাই, তুমিও যার চাকর আমিও তাঁর চাকর। যিনি অন্ন দাতা—তিনি পিতৃতুল্য। সুতরাং আমরা দুজনেই এক পিতার সন্তান। তুমি ভাই আমায় দাদা বলে ডেকো। এখন একটু তেল আন।

রাম চলিয়া গেল। মহেশ্বর গায়ের চাদর ও পিরাণ খুলিয়া রাখিলেন। পুটলি হইতে বস্ত্রাদি রাখিয়া গামছা খানি লইয়া শরীর মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"বেশ, কাজ দিলে যাহ'ক—সংসার পরীক্ষার স্থান—একবার অকিঞ্চনকে পরীক্ষা কর্‌বে?—দয়াময়, দয়া করে ক্ষমা কর্‌তে হবে?—এ দাসের পরীক্ষা দেবার সামর্থ নাই।—তাকে যেমন চালাবে সে তেমনি চল্‌বে।—সে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানে না—পাপ পুণ্য জানে না—জানে শুধু তোমায়—জানে সে তোমার কাজ কর্‌তেই তার আসা—যে কাজ দেবে সে তাই কর্‌বে—কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম সে বুঝতে চায় না—বুঝে কর্‌তেও চায় না—তোমার যে কাজে দরকার থাকে, তাকে তাই দিও সে তাই কর্‌তে জীবন পাত করবে—ছেলো বেশ—রাত্রিদিন চরণ দু'খানি ভেবে দিন কাটছিল—দিলে কাজ—সম্মুখে বিশাল সমুদ্র—তাতেই ভাস্‌তে হবে—কিন্তু—না ও চরণ তরি আশ্রয় ক'রে অকুল সাগরে ভাস্‌তেই বা ভয় কি?—ডোববার ভয় ত নেই—তবে দিন কত এখ' সেথা ভেসে বেড়াতে হ'বে—হয়ত একটা আধটা চুবুনিও খেতে হ'বে—তা হ'ক্—তাই করেই যদি তুমি সুখে থাক—তাই ক'রো নন্দ যশোদাকে কাঁদিয়ে ছিলে—প্রাণাধিকা শ্রীমতীকে অকুলে ভাসিয়ে ছিলে—প্রাণসম প্রিয় গোপীগণকেও কাঁদিয়ে ছিলে—শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল প্রভৃতিকে কাঁদিয়ে ছিলে—প্রাণাধিক সখা অর্জ্জুনকে কাঁদিয়েছিলে যে কেহ তোমার চরণে আশ্রয় চায়—তারে কাঁদিয়েই তুমি সুখী হও—জগত সংসারের সকলকেই কাঁদাচ্ছ—এ অকিঞ্চন ত জগত ছাড়া নয়, কাঁদিও তাকে তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু চরণ ছাড়া করোনা—তোমার বলেই এ অকিঞ্চনের বল। যখন তোমার দরকার তখন এ দাসকে এ কাজ কর্‌তেই হ'বে। যখন ভবরঙ্গভূমে এনেছ—অভিনয় কর্‌তেই হ'বে—কিন্তু নাথ অংশটা ভাল করে শিখিয়ে দিও—চল মন্ত্রী বাঁশী বাজাতে বাজাতে আগে আগে চল এ অকিঞ্চন স্বর লহরী শুনতে শুনতে পেছু পেছু নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলুক—

এমন সময় রাম তৈল আনিল।

তারপর স্নানাহার হইল।

মা-হারা শিশু

মা'কে ছেড়ে শিশু এক নানা সাথী সনে।
কত খেলা খেলে ফিরে, ঘুরে বনে বনে॥
কখনো গাঁথিয়া মালা সাথীরে পরায়।
কখনো বা ফল পাড়ি বাঁটি সবে খায়॥
কখনো পাতার ঘর রচিয়া যতনে।
ধূলো মাটি কুটো পাতা আনে প্রাণপণে॥
দেখিতে দেখিতে ঘর ঝড়ে উড়ে যায়।
হায় হায় বলি তারা আর দিকে ধায়॥
এইরূপে বহুদিন খেলিবার পরে!
উদিল মায়ের স্মৃতি শিশুর অন্তরে॥
মায়ের করুণ কথা স্নেহমাখা মুখ।
আদর চুম্বন আর দুধভরা বুক॥
যতন সোহাগ তার মধুময় হাসি॥
একে একে শিশুমনে দেখা দিল আসি॥
খেলা ছাড়ি সে তখন আন মনে থাকে।
মাঝে মাঝে একবার মা মা বলে ডাকে॥
ফল ফুল তরু লতা সাথী প্রিয়তম।
নাহি ভাল লাগে আর হইল বিষম॥
দেখি ইহা সাথীগণ গণে পরমাদ।
কাছে আসি বলে ভাই কিসের বিষাদ॥
প্রথমে শিশুর মুখে কথা নাহি সরে।
ঘন ঘন বহে শ্বাস চোখে জল ঝরে॥
পরে বহু দুঃখে বলে যাব মার কাছে।
মা বিনা আমার ভাই আর কেবা আছে॥
খেলার জিনিষ মোর চাহিস্ যদি—নে।
মোরে শুধু দয়া ক'রে মায়ের কাছে দে॥
তারা বলে কে মা তোর কিবা তার নাম।
পথে তোর সনে দেখা নাহি জানি ধাম॥
শিশু বলে বহুকাল মোরা ছাড়াছাড়ি।
ভুলিয়াছি মার নাম রূপ ঘর বাড়ি॥
নাহি জানি আর কিছু স্মৃতি মাত্র আসে।
তার মত কেহ মোরে ভাল নাহি বাসে॥
এই কথা বলি শিশু কাঁদিয়া উঠিল।
সাথিগণ ক্ষেপা ভাবি তারে তেয়াগিল॥
তখন একাকী শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে।
বন ছাড়ি হাট এক পাইল দেখিতে॥
হাটে দেখে শত নারী মায়ের মতন।
চারিদিকে ঘুরিতেছে মাথায় বসন॥
কাপড়েতে ঢাকা মুখ না পারি চিনিতে।
মা বলে ধরিল এক নারীরে চকিতে॥
অসহায় শিশু দেখি স্নেহ উপজিল।
আয় বাছা ব'লে নারী কোলে তারে নিল
মা পেয়েছি ভাবি শিশু হরষ অন্তর।
ল'য়ে কোলে তারে নারী গেল নিজঘর॥
যতনে রাখিল দিয়ে ক্ষীর সর ছানা।
বসন ভূষণ আর কোমল বিছানা॥
এই মত কিছুকাল সুখে কেটে যায়।
ক্রমে শিশু এ সকলে সুখ নাহি পায়॥
বিরলে বসিয়া তবে মনে মনে কয়।
স্নেহময়ী মা আমার এ কভু ত নয়॥
মা কখনো ভুলাতোনা নানা বস্তু দিয়ে।
রাখিত সদাই মোরে হৃদয়ে ধরিয়ে॥
সে আনন্দে সব জ্ঞান হ'য়ে যেতো রোধ।
মা রহিত কিম্বা আমি না থাকিত বোধ॥
এই ভাবি শিশু পুনঃ হাটে পলাইল।
মায়ের বিরহ ব্যথা দ্বিগুণ জ্বলিল॥
যত নারী দেখে ভাবে এই আমার মা।
কাছে গিয়ে বলে মাগো ঘরে নিয়ে যা॥
এইরূপে একে একে যত নারী ছিল।
সব ঘরে কিছুকাল বসতি করিল॥

কেহ দিল ধন মান কেহ রাজপদ।
বিদ্যা বুদ্ধি কেহ দিল কেহ বা সম্পদ ॥
কেহ শিখাইল তারে ভোজবাজী নানা।
অনিমাদি আটসিদ্ধি ছিল যত জানা ॥
কিন্তু সে মায়ের ছেলে তুষ্ট নাহি রয়।
মা বিনা কিছুতে তার তৃপ্তি নাহি হয় ॥
তাই পুনঃ আসি হাটে অধীর হইল।
মা মা বলি ভূমে পড়ি কাঁদিতে লাগিল ॥
কভু চুল ছেঁড়ে কভু করে হানে শির।
মুখে মা মা বুলি, চোখে শ্রাবণের নীর ॥
কাহারো বচনে আর না মানে প্রবোধ।
উলঙ্গ পাগল-পারা নাহি কিছু বোধ ॥
তখন যুবতী এক কোথা হ'তে এল।
তেজে তার দশদিক ঝলসিয়া গেল ॥
হাত ধরে শিশুটিরে ভূমি হ'তে তোলে।
যতনে মুছায়ে মুখ স্নেহে নিল কোলে ॥
বলে বাছা এ বিদেশে বড় কষ্ট পালি।
আহা তোর চাঁদ মুখ হইয়াছে কালী ॥
মাকে তোর চিনি আমি তাঁর দাসী হই।
সদা পদ সেবি তাঁর কাছে কাছে রই ॥
তোর মত কেঁদে যারা শুধু মাকে চায়।
তাদের লইতে আমি আসিয়ে হেথায় ॥
আয় মার কাছে, বলি যুবতী চলিল।
নিমেষে শিশুরে আনি মার কোলে দিল ॥
হারাধন পেয়ে মাতা দিল চুমা সুধা।
ঘুমায়ে পড়িল শিশু গেল তৃষা ক্ষুধা ॥

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, B. A.

জ্যোতিষ প্রসঙ্গ।

জন্ম-পত্র।—অনুবৃত্তি!

(১৬১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

আমি বলিলাম "রাশিচক্র আঁকা ত এক রকম শেখা গেল। স্থূল লগ্নস্ফুটও কর্‌তে শিখ্‌লাম। তা'র পর দেখ্‌চি "পুনঃ শুভমস্তু। এতচ্ছকীয় সৌরকার্ত্তিকস্যাষ্টমদিবসে কবের্ব্বারে শুক্লচান্দ্রাশ্বিনদশম্যান্তিথৌ ধনিষ্ঠা-নক্ষত্রস্য তৃতীয়পাদাশ্রিতে শশধরে গণ্ড-যোগে তৈতিলকরণে এবং পঞ্চাঙ্গশুদ্ধৌ তপনোদয়াৎ পঞ্চত্রিংশপলাদিকচতুর্দ্দশদণ্ডসময়ে গুরোর্ক্ষেত্রে চন্দ্রস্য হোরায়াং রবের্দ্রেক্কাণে বুধস্য সপ্তাংশে গুরোর্বর্গোত্তমনবাংশে শুক্রস্য দ্বাদশাংশে তস্যৈব ত্রিংশাংশে এবং সপ্তবর্গ-পরিশুদ্ধে শুভকার্ম্মুকোদয়ে গুরোর্যামার্দ্ধে তস্যৈব দণ্ডে রাহোর্দ্দশায়াং ইত্যাদি—" এর-মধ্যে 'সৌর কার্ত্তিকস্য' বুঝ্‌লাম। 'অষ্টমদিবসে' বুঝ্‌লাম। 'কবের্ব্বারে শুক্রবারে না কি?"

জ্ঞানেন্দ্র। হাঁ।

আমি। 'শুক্লচান্দ্রাশ্বিনদশম্যান্তিথৌ' এটাও বুঝ্‌লাম। 'ধনিষ্ঠানক্ষত্রস্য তৃতীয়পাদাশ্রিতে শশধরে' তা'ও বুঝেছি। গণ্ডযোগের পরিমাণ চৌত্রিশ দণ্ড পঁচিশ পল সুতরাং গণ্ডযোগে জন্ম হয়েছে তা'ও বুঝলাম। 'তৈতিলকরণে' তা'ও বুঝ্‌লাম। আচ্ছা পঞ্জিকাতে করণ একটা অন্তর দেওয়া আছে কেন? অথচ পরিমাণ দেওয়া নাই?

জ্ঞানেন্দ্র। তিথির অর্দ্ধেক করণ কি না? এখানে চৌদ্দদণ্ড পঁয়ত্রিশ পলের সময় জন্ম হ'য়েছে। আগের দিনে দেখ নবমী আছে তিপ্পান্ন দণ্ড, সতর পল, সুতরাং ষাইট দণ্ড

থেকে তিপ্পান্ন দণ্ড, সতর পল, বাদ দিয়ে (৬০।০ —৫৩।১৭ = ৬।৪৩) পেলাম ছয় দণ্ড তেতাল্লিশ পল। সুতরাং আগের দিনে দশমী ৬।৪৩ পল অতীত হ'য়েছে। জন্ম সময় পর্য্যন্ত (৬।৪৩ + ১৪।৩৫ = ২১।১৮) একুশ দণ্ড, আঠার পল, উহা সমুদায় তিথির পরিমাণের (৬।৪৩ + ৫১।৪৫ = ৫৮।২৮) অর্দ্ধেকের কম। সেই জন্য তৈতিল হ'লো। যদি আরও সাত দণ্ড ছাপ্পান্ন পলের পরে জন্ম হ'তো অর্থাৎ জন্মের পরে তিথির উনত্রিশ দণ্ড চৌ·· পলের কম বাকী থাকতো, তা' হ'লে আর তৈতিল করণ হ'তো না গর করণ হ'তো। (টেবিল দেখ।)

করণ-সারিণী।

যে যে তিথির পূর্ব্বার্দ্ধে				করণ,	অধিপতি।	যে যে তিথির শেষার্দ্ধে			
৫	১২	১৯	২৬	১ বব	ইন্দ্র।	১	৮	১৫	২২
২	৯	১৬	২৩	২ বালব	ব্রহ্মা।	৫	১২	১৯	২৬
৬	১৩	২০	২৭	৩ কৌলব	মিত্র।	২	৯	১৬	২৩
৩	১০	১৭	২৪	৪ তৈতিল	অর্য্যমা।	৬	১৩	২০	২৭
৭	১৪	২১	২৮	৫ গর	ভূ।	৩	১০	১৭	২৪
৪	১১	১৮	২৫	৬ বণিজ	শ্রী।	৭	১৪	২১	২৮
৮	১৫	২২	২৯	৭ বিষ্টি	যম।	৪	১১	১৮	২৫
*	*	*	*	শং শকুনি	কলি।	২৯	*	*	*
*	*	*	৩০	চং চতুষ্পাদ	বৃষ।	*	*	*	*
*	*	*	*	নাং নাগ	ফণি।	৩০	*	*	*
*	*	*	১	কিং কিন্তুঘ্ন	মারুত।	*	*	*	*

এখন এ টেবিল কি ক'রে প্রস্তুত হ'লো তা' বল্‌চি শোনো। পঞ্জিকাতে অবশ্য করণ গুলির নাম পেয়েছ। করণের সংখ্যা সবশুদ্ধ এগারটি (টেবিল দেখ) তন্মধ্যে "শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিন্তুঘ্ন এই চারিটি ধ্রুব করণ অর্থাৎ শকুনি কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর (২৯) শেষার্দ্ধে, চতুষ্পাদ অমাবস্যার (৩০) পূর্ব্বার্দ্ধে, নাগকরণ অমাবস্যার (৩০) শেষার্দ্ধে এবং কিন্তুঘ্ন শুক্লা প্রতিপদের (১) প্রথমার্দ্ধে হয়। আর বব প্রভৃতি সাতটি করণকে চর করণ বলে অর্থাৎ এদের নির্দ্দিষ্ট তিথি নাই, কিন্তু ঐ প্রতিপদের শেষার্দ্ধ থেকে প্রত্যেক তিথার্দ্ধে প্রতিমাসে আটবার আবর্ত্তিত হয়। যে তিথির যত দণ্ড যত পল পরিমাণ হ'বে তা'র পূর্ব্বার্দ্ধে এক করণ এবং অপরার্দ্ধে তৎপরবর্ত্তী করণ হয়। সেই জন্য করণের আর স্বতন্ত্র পরিমাণ লিখ্‌তে হয় না।

সপ্তবর্গ-সারিণী।

রাশি	ক্ষেত্রপতি	[হোরাধিপতি।					]	[দ্রেক্কাণাধিপতি।					
		প্রথম হোরা	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	দ্বিতীয় হোরা	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	প্রথম দ্রেক্কাণ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব
মেষ	কুজ	৫ রবি	০।১৫	দেব।	৪ চন্দ্র	১।০	পিতৃ।	১ কুজ	০।১০	নারদ।	৫ রবি	০।২০	অগস্তি।
বৃষ	শুক্র	৪ চন্দ্র	১।১৫	পিতৃ।	৫ রবি	২।০	দেব।	২ শুক্র	১।১০	অগস্তি।	৬ বুধ	১।২০	দুর্ব্বাসা।
মিথুন	বুধ	৫ রবি	২।১৫	দেব।	৪ চন্দ্র	৩।০	পিতৃ।	৩ বুধ	২।১০	দুর্ব্বাসা।	৭ শুক্র	২।২০	নারদ।
কর্কট	চন্দ্র	৪ চন্দ্র	৩।১৫	পিতৃ।	৫ রবি	৪।০	দেব।	৪ চন্দ্র	৩।১০	নারদ।	৮ কুজ	৩।২০	অগস্তি।
সিংহ	রবি	৫ রবি	৪।১৫	দেব।	৪ চন্দ্র	৫।০	পিতৃ।	[illegible] রবি	৪।১০	অগস্তি।	৯ গুরু	৪।২০	দুর্ব্বাসা।
কন্যা	বুধ	৪ চন্দ্র	৫।১৫	পিতৃ।	৫ রবি	৬।০	দেব।	[illegible]	৫।১০	দুর্ব্বাসা।	১০ শনি	৫।২০	নারদ।
তুলা	শুক্র	৫ রবি	৬।১৫	দেব।	৪ চন্দ্র	৭।০	পিতৃ।	[illegible] শুক্র	৬।১০	নারদ।	১১ শনি	৬।২০	অগস্তি।
বৃশ্চিক	কুজ	৪ চন্দ্র	৭।১৫	পিতৃ।	[illegible] রবি	[illegible]	দেব।	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ধনু	গুরু	৫ রবি	[illegible]	দেব।	[illegible]	[illegible]	পিতৃ।	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মকর	শনি	৪ চন্দ্র	৯।১৫	পিতৃ।	৫ রবি	১০।০	দেব।	১০ শনি	৯।১০	নারদ।	২ শুক্র	৯।২০	অগস্তি।
কুম্ভ	শনি	৫ রবি	১০।১৫	দেব।	৪ চন্দ্র	[illegible]	পিতৃ।	১১ শনি	১০।১০	অগস্তি।	৩ বুধ	১০।২০	দুর্ব্বাসা।
মীন	গুরু	৪ চন্দ্র	১১।১৫	পিতৃ।	৫ রবি	০।০	দেব।	১২ গুরু	১১।১০	দুর্ব্বাসা।	৪ চন্দ্র	১১।২০	নারদ।

সপ্তবর্গ-সারিণী।

দ্রেক্কাণাধিপতি।] [			সপ্তাংশাধিপতি।											
তৃতীয় দ্রেক্কাণ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	প্রথম সপ্তাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	দ্বিতীয় সপ্তাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	তৃতীয় সপ্তাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	চতুর্থ সপ্তাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব
৯ গুরু	১।০	দুর্ব্বাসা।	১ কুজ	০।৪।১৭	ক্ষার।	২ শুক্র	০।৮।৩৪	ক্ষীর।	৩ বুধ	০।১২।৫১	দধি।	৪ চন্দ্র	০।১৭।৯	ঘৃত।
১০ শনি	২।০	নারদ।	৮ কুজ	১।৪।১৭	জল।	৯ গুরু	১।৮।৩৪	মদ্য।	১০ শনি	১।১২।৫১	ইক্ষু।	১১ শনি	১।১৭।৯	ঘৃত।
১১ শনি	৩।০	অগস্তি।	৩ বুধ	২।৪।১৭	ক্ষার।	৪ চন্দ্র	২।৮।৩৪	ক্ষীর।	৫ রবি	২।১২।৫১	দধি।	৬ বুধ	২।১৭।৯	ঘৃত।
১২ গুরু	৪।০	দুর্ব্বাসা।	১০ শনি	৩।৪।১৭	জল।	১১ শনি	৩।৮।৩৪	মদ্য।	১২ গুরু	৩।১২।৫১	ইক্ষু।	১ কুজ	৩।১৭।৯	ঘৃত।
১ কুজ	৫।০	নারদ।	৫ রবি	৪।৪।১৭	ক্ষার।	৬ বুধ	৪।৮।৩৪	ক্ষীর।	৭ শুক্র	৪।১২।৫১	দধি।	৮ কুজ	৪।১৭।৯	ঘৃত।
২ শুক্র	৬।০	অগস্তি।	১২ গুরু	৫।৪।১৭	জল।	১ কুজ	৫।৮।৩৪	মদ্য।	২ শুক্র	৫।১২।৫১	ইক্ষু।	৩ বুধ	৫।১৭।৯	ঘৃত।
৩ বুধ	৭।০	দুর্ব্বাসা।	৭ শুক্র	৬।৪।১৭	ক্ষার।	৮ কুজ	৬।৮।৩৪	ক্ষীর।	৯ গুরু	৬।১২।৫১	দধি।	১০ শনি	৬।১৭।৯	ঘৃত।
৪ চন্দ্র	৮।০	নারদ।	২ শুক্র	৭।৪।১৭	জল।	৩ বুধ	৭।৮।৩৪	মদ্য।	৪ চন্দ্র	৭।১২।৫১	ইক্ষু।	৫ রবি	৭।১৭।৯	ঘৃত।
৫ রবি	৯।০	অগস্তি।	৯ গুরু	৮।৪।১৭	ক্ষার।	১০ শনি	৮।৮।৩৪	ক্ষীর।	১১ শনি	৮।১২।৫১	দধি।	১২ গুরু	৮।১৭।৯	ঘৃত।
৬ বুধ	১০।০	দুর্ব্বাসা।	৪ চন্দ্র	৯।৪।১৭	জল।	৫ রবি	৯।৮।৪৪	মদ্য।	৬ বুধ	৯।১২।৫১	ইক্ষু।	৭ শুক্র	৯।১৭।৯	ঘৃত।
৭ শুক্র	১১।০	নারদ।	১১ শনি	১০।৪।১৭	ক্ষার।	১২ গুরু	১০।৮।৩৪	ক্ষীর।	১ কুজ	১০।১২।৫১	দধি।	২ শুক্র	১০।১৭।৯	ঘৃত।
৮ কুজ	০।০	অগস্তি।	৬ বুধ	১১।৪।১৭	জল।	৭ শুক্র	১১।৮।৩৪	মদ্য।	৮ কুজ	১১।১২।৫১	ইক্ষু।	৯ গুরু	১১।১৭।৯	ঘৃত।

সপ্তবর্গ-সারিণী।

সপ্তাংশাধিপতি।][নবাংশাধিপতি।

পঞ্চম সপ্তাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	ষষ্ঠ সপ্তাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	সপ্তম সপ্তাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	প্রথম নবাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	নক্ষত্র পাদ	অধি-দেব	দ্বিতীয় নবাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	নক্ষত্র পাদ	অধি-দেব
৫ রবি	০।২১।২৬	ইক্ষু।	৬ বুধ	০।২৫।৪৩	মদ্য।	৭ শুক্র	১।০।০	জল।	১ কুজ*	০।৩।২০	১।	দেব।	২ শুক্র	০।৬।৪০	১।।	নর।
১২ গুরু	১।২১।২৬	দধি।	১ কুজ	১।২৫।৪৩	ক্ষীর।	২ শুক্র	২।০।০	ক্ষার।	২০ শনি	১।৩।২০	৩।।	নর।	১১ শনি	১।৬।৪০	৩৵	রক্ষ।
৭ শুক্র	২।২১।২৬	ইক্ষু।	৮ কুজ	২।২৫।৪৩	মদ্য।	৯ গুরু	৩।০।০	জল।	৭ শুক্র	২।৩।২০	৫৵	রক্ষ।	৮ কুজ	২।৬।৪০	৫	দেব।
২ শুক্র	৩।২১।২৬	দধি।	৩ বুধ	৩।২৫।৪৩	ক্ষীর।	৪ চন্দ্র	৪।০।০	ক্ষার	৪ চন্দ্র*	৩।৩।২০	৭	দেব।	৫ রবি	৩।৬।৪০	৮।	নর।
৯ গুরু	৪।২১।২৬	ইক্ষু।	১০ শনি	৪।২৫।৪৩	মদ্য	১১ শনি	৫।০।০	জল	১ কুজ	৪।৩।২০	১০।	নর।	২ শুক্র	৪।৬।৪০	১০।।	রক্ষ।
৪ চন্দ্র	৫।২১।২৬	দধি।	৫ রবি	৫।২৫।৪৩	ক্ষীর	৬ বুধ	৬।০।০	ক্ষার	১০ শনি	৫।৩।২০	১২।।	রক্ষ।	১১ শনি	৫।৬।৪০	১২৵	দেব।
১১ শনি	৬।২১।২৬	ইক্ষু।	১২ গুরু	৬।২৫।৪৩	মদ্য	১ কুজ	৭।০।০	জল	[illegible] শুক্র	৬।৩।২০	১৪৵	দেব	৮ কুজ	৬।৬।৪০	১৪	নর।
৬ বুধ	৭।২১।২৬	দধি	[illegible] শুক্র	৭।২৫।৪৩	ক্ষীর	৮ কুজ	৮।০।০	ক্ষার	৪ চন্দ্র	[illegible]	[illegible]	নর	[illegible] রবি	[illegible]	১৭	রক্ষ।
১ কুজ	৮।২১।২৬	ইক্ষু।	২ শুক্র	৮।২৫।৪৩	মদ্য।	৩ বুধ	৯।০।০	জল	১ কুজ	[illegible]	১৯	রক্ষ	২ শুক্র	৮।৬।৪০	১৯	দেব
৮ কুজ	৯।২১।২৬	দধি।	৯ গুরু	৯।২৫।৪৩	ক্ষীর	[illegible] শনি	১০।০।০	ক্ষার।	১০ শনি*	৯।৩।২০	২১।।	দেব।	১১ শনি	৯।৬।৪০	২১৵	নর।
৩ বুধ	১০।২১।২৬	ইক্ষু।	৪ চন্দ্র	১০।২৫।৪৩	মদ্য।	৫ রবি	১১।০।০	জল।	৭ শুক্র	১০।৩।২০	২৩৵	নর।	৮ কুজ	১০।৬।৪০	২৩	রক্ষ।
১০ শনি	১১।২১।২৬	দধি।	১১ শনি	১১।২৫।৪৩	ক্ষীর।	১২ গুরু	০।০।০	ক্ষার।	৪ চন্দ্র	১১।৩।২০	২৫	রক্ষ।	৫ রবি	১১।৬।৪০	২৬।	দেব।

সপ্তবর্গ-সারিণী।

নবাংশাধিপতি ও স্ফুটদ্বারা নক্ষত্র পাদ নির্ণয়। (*) তারকাচিহ্নিত নবাংশ, বর্গোত্তমনবাংশ।

তৃতীয় নবাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	নক্ষত্র পাদ	অধি-দেব	চতুর্থ নবাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	নক্ষত্র পাদ	অধি-দেব	পঞ্চম নবাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	নক্ষত্র পাদ	অধি-দেব	ষষ্ঠ নবাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	নক্ষত্র পাদ	অধি-দেব
৩ বুধ	০।১০।০	১৸	রক্ষ।	৪ চন্দ্র	০।১৩।২০	১	দেব।	৫ রবি	০।১৬।৪০	২।	নর।	৬ বুধ	০।২০।০	২॥	রক্ষ।
১২ গুরু	১।১০।০	৩	দেব।	১ কুজ	১।১৩।২০	৪।	নর।	২ শুক্র	১।১৬।৪০	৪॥	রক্ষ।	৩ বুধ	১।২০।০	৪৸	দেব।
৯ গুরু	২।১০।০	৬।	নর।	১০ শনি	২।১৩।২০	৬॥	রক্ষ।	১১ শনি	২।১৬।৪০	৬৸	দেব।	১২ গুরু	২।২০।০	৬	নর।
৬ বুধ	৩।১০।০	৮॥	রক্ষ।	৭ শুক্র	৩।১৩।২০	৮৸	দেব।	৮ কুজ	৩।১৬।৪০	৮	নর।	৯ গুরু	৩।২০।০	৯।	রক্ষ।
৩ বুধ	৪।১০।০	১০৸	দেব।	৪ চন্দ্র	৪।১৩।২০	১০	নর।	৫ রবি*	৪।১৬।৪০	১১।	রক্ষ।	৬ বুধ	৪।২০।০	১১॥	দেব।
১২ গুরু	৫।১০।০	১২	নর।	১ কুজ	৫।১৩।২০	১৩।	রক্ষ।	২ শুক্র	৫।১৬।৪০	১৩॥	দেব।	৩ বুধ	৫।২০।০	১৩৸	নর।
৯ গুরু	৬।১০।০	১৫।	রক্ষ।	১০ শনি	৬।১৩।২০	১৫॥	দেব।	১১ শনি	৬।১৬।৪০	১৫৸	নর।	১২ গুরু	৬।২০।০	১৫	রক্ষ।
৬ বুধ	৭।১০।০	১৭॥	দেব।	৭ শুক্র	৭।১৩।২০	১৭৸	নর।	৮ কুজ	৭।১৬।৪০	১৭	রক্ষ।	৯ গুরু	৭।২০।০	১৮।	দেব।
৩ বুধ	৮।১০।০	১৯৸	নর।	৪ চন্দ্র	৮।১৩।২০	১৯	রক্ষ।	৫ রবি	৮।১৬।৪০	২০।	দেব।	৬ বুধ	৮।২০।০	২০॥	নর।
১২ গুরু	৯।১০।০	২১	রক্ষ।	১ কুজ	৯।১৩।২০	২২।	দেব।	২ শুক্র	৯।১৬।৪০	২২॥	নর।	৩ বুধ	৯।২০।০	২২৸	রক্ষ।
৯ গুরু	১০।১০।০	২৪।	দেব।	১০ শনি	১০।১৩।২০	২৪॥	নর।	১১ শনি*	১০।১৬।৪০	২৪৸	রক্ষ।	১২ গুরু	১০।২০।০	২৪	দেব।
৬ বুধ	১১।১০।০	২৬॥	নর।	৭ শুক্র	১১।১৩।২০	২৬৸	রক্ষ।	৮ কুজ	১১।১৬।৪০	২৬	দেব।	৯ গুরু	১১।২০।০	২৭।	নর।

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচন

গ্রহ-সংবাদ।—১৭ই শ্রাবণ চন্দ্র শুক্রের, ১৮ই নেপচুনের এবং ২৪এ বৃহস্পতির সন্নিহিত হইবেন। ৯ই ভাদ্র রাত্রি দশটার পর চন্দ্র ও শনৈশ্চরের মিলন হইবেক।

প্রাচীন পুথি।—বেঙ্গলী বলেন, বিলাত হইতে তারে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, যে ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত লেশক (Lecoq), মধ্য এসিয়ার তুরফান (Turfan) দেশে যে হস্তলিখিত সংস্কৃত পুথি পাইয়াছিলেন এত দিনে বার্লিনের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হর লুডেন (Herr Luedcn) তাহার পাঠোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছেন, উহা প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, কতকগুলি নাটকের দৃশ্য। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে ভারতীয়গণের সঙ্গে মধ্য এসিয়ার বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

বঙ্গীয় নাট্যশালা।—শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৹ বার আনা। পুস্তকখানিতে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে। অভিনেতা ও নাট্যামোদী মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। আমরা গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি।

প্রাচীন স্তম্ভ।—মথুরার অপর পারে হংসগঞ্জের নিকট ইশাপুর। এই ইশাপুরে যমুনা-গর্ভে সম্প্রতি দুইটা প্রাচীন প্রস্তর-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটা স্তম্ভের গাত্রে এইরূপ খোদিত আছে,—"কনিষ্কের পুত্র বশিষ্কের রাজত্বকালে দ্বাদশ দিন যজ্ঞ সমাধানের পর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ২৪ অব্দে (খ্রীঃ পূঃ ১১০ বা ১১২) এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত"। কনিষ্ক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সম্রাট; আধুনিক পেশোয়ার বা প্রাচীন পুরুষপুর ইঁহারই রাজ্যভুক্ত ছিল। ইশাপুরের এই প্রস্তর-স্তম্ভ প্রত্নতত্ত্ববিদের পক্ষে বিশেষ আলোচনার বিষয় বটে। (বঙ্গবাসী)

তাতা-বৃত্তি।—দানব্রত পরলোকগত জে, এন্, তাতার নাম সকলেই অবগত আছেন। তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশে শিক্ষা লাভের জন্য কয়েকটি বৃত্তি স্থাপন করেন। প্রথমে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে কেবল পার্শী ছাত্রদিগকেই ঐ বৃত্তি প্রদান করা হইবে। কিন্তু দুই বৎসর পরেই তিনি নির্দ্দেশ করেন যে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতীয় ছাত্রমাত্রকে সেই বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারিবে। এপর্য্যন্ত ৩০ জন ছাত্র বিদেশে পাঠান হইয়াছে। তন্মধ্যে ২২ জন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, তন্মধ্যে ১৬ জন পার্শী, অবশিষ্ট হিন্দু। ইহার মধ্যে ৭ জন সিবিল সার্ব্বিস পাশ করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত আছেন; তিন জন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাশ করিয়া পূর্ত্তবিভাগে কার্য্য করিতেছেন; ডাঃ রাও লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া বাকটিরিওলজিক্যাল গবেষণাতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। দুইজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে একজন পিটার্সবার্গে এক প্রধান কারখানাতে নিযুক্ত আছেন। দুইজনে গবর্ণমেণ্টের ভাল কার্য্য করিতেছেন। অনেকে ডাক্তারী বা ব্যারিষ্টারী করিতেছেন। মিঃ তাতার বৃত্তি দ্বারা প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে।—(বসুমতী)

ওয়াটার-প্রুফ কাপড়।—এসিটোন, ইথার, এমিল, এসিটেট বা অন্য কোন প্রকার দ্রাবক পদার্থে সেলুলয়েড গলাইয়া লইয়া যদি কোন প্রকার মোটা কাপড়ে মাখান যায়, তাহা হইলে এই দ্রব্যের এক স্তর পড়িয়া যায় ও কাপড়ের সহিত একেবারে মিশিয়া যায়, বারবার লাগাইলে বেশ ঘন স্তর পড়িলে ওয়াটার প্রুফ কাপড় প্রস্তুত হয়। মাড় দেওয়া কাপড়েও ঐ প্রকার করা যায়। এ কাপড় জলেতে ভিজে না বটে কিন্তু ইহাতে আগুন অতি সহজে লাগে। কাপড় সাবান দ্বারা ধৌত করা যায়।—(সঞ্জীবনী)

চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের গৃহাদি।—নরওয়ের অন্তর্গত ষ্টকহলম সহরের ১২০ মাইল উত্তরে একজলা ভূমিতে মাটির নীচে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের গৃহাদি পাওয়া গিয়াছে। মাটি খুঁড়িয়া প্রস্তরীভূত ফল মূলাদি, মাটির বাসন ও শৃঙ্গের জিনিষাদি, শূকরের দন্ত ও মূল্যবান্ প্রস্তরের অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। উত্তর সুইজারল্যাণ্ডে এই প্রকার চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের গৃহ পাওয়া গিয়াছে।—(সঞ্জীবনী)

পুরাকালের লিপি।—সম্প্রতি খৃষ্ট পূর্ব্ব পাঁচ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের লেখা পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন লেখা সেটি ছোট কমলালেবুর ন্যায়, তাহার উপর ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানারূপের অক্ষর আঁকিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হইত। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে ক্রমে চেপ্টা ও চাক্তি আকারের মাটির ফলকে লেখা হইত, পরে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চেপ্টা, সমকোণ ও চতুষ্কোণ ফলকে লেখা হইত। ইহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ প্রকারের ফলক ছিল, তাহার মধ্যে এক প্রকার ফলক চিঠি পত্রাদির জন্য ব্যবহৃত হইত, এই প্রকার ফলক খৃঃ পূর্ব্ব ২৫০০ হাজার বৎসরকার। মাটির ফলক তৈয়ারী করিয়া সাধারণতঃ যে প্রকারে লিখিত হয় সেই প্রকারে লিখিয়া, আমরা যেরূপ খামের মধ্যে বন্ধ করি, সেই প্রকার মাটির পাতলা খাম তৈয়ারী করিয়া তাহাতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত।—(সঞ্জীবনী)

বেরি-বেরির কারণ।—সম্প্রতি ডাক্তারগণ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে চাউলের দোষ গুণের উপর বেরি-বেরি রোগ নির্ভর করে। তাহারা বলেন চাউল বেশী ছাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ব্যবহার করিলেই বেরি-বেরি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। আছাটা চাউল ব্যবহার করিলে বেরি-বেরি রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকা যায়।—(সঞ্জীবনী)

নারিকেল গাছের ব্যাধি।—নারিকেল গাছের এক প্রকার ব্যাধি আছে, তাহা সংক্রামিত হইয়া অনেক গাছ নষ্ট করে। সম্প্রতি ট্রাবাঙ্কোরের কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ এই ব্যাধি প্রতিকারের কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। (১) যে সকল বৃক্ষের ব্যাধি হইয়াছে তাহা কর্ত্তিত করিতে হইবে এবং তাহার মূল ও গোড়া পুড়িয়া ফেলাইতে হইবে। (২) কোন বৃক্ষের নূতন ব্যাধি হইলে তাহার চারিদিকে খাত কাটিয়া উহাকে অন্য গাছ হইতে পৃথক করিতে হইবে। (৩) যে বাগানে ব্যায়রাম আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে চূণ ও সার দিতে হইবে। এই প্রণালীর পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়।—(সঞ্জীবনী)

বিশ্বামিত্রস্ততঃ প্রাপ্তো নৃপং বিত্তমযাচত।
তস্মৈ সমর্পয়ামাস হরিশ্চন্দ্রোঽপিতদ্ধনম্ ॥৭২॥
তদ্বিত্তং স্তোকমালোক্য দারবিক্রয়সম্ভবম্।
শোকাভিভূতং রাজানং কুপিতঃ কৌশিকোঽব্রবীৎ ॥৭৩॥
ক্ষত্রবন্ধো মমেমাং ত্বং সদৃশীং যজ্ঞদক্ষিণাম্।
মন্যসে যদি তৎ ক্ষিপ্রং পশ্য ত্বং মে বলং পরম্ ॥৭৪॥
তপসোঽত্র সুতপ্তস্য ব্রাহ্মণ্যস্যামলস্য চ।
মৎপ্রভাবস্য চোগ্রস্য শুদ্ধস্যাধ্যয়নস্য চ ॥৭৫॥

রাজোবাচ।

অন্যাং দাস্যামি ভগবন্ কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্।
সাম্প্রতং নাস্তি বিক্রীতা পত্নীপুত্রশ্চ বালকঃ ॥৭৬॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

চতুর্ভাগঃ স্থিতো যোঽয়ং দিবসস্য নরাধিপ।
এষ এব প্রতীক্ষ্যো মে বক্তব্যং নোত্তরং ত্বয়া ॥৭৭॥

পক্ষিণ উচুঃ॥

তমেবমুক্ত্বা রাজেন্দ্রং নিষ্ঠুরং নির্ঘৃণং বচঃ।
তদাদায় ধনং তূর্ণং কুপিতঃ কৌশিকো যযৌ ॥৭৮॥

হেনকালে বিশ্বামিত্র করি' আগমন,
বলিলেন, কর রাজা দক্ষিণা অর্পণ।
পত্নী-পুত্র-বিক্রয়ের মূল্য-ধন ল'য়ে,
অর্পণ করেন রাজা ত্বরাপর হ'য়ে। ৭২॥
অল্প অর্থ দেখি' বিশ্বামিত্র মুনিবর
বলিতে লাগিলা তবে হয়ে রোষপর—৭
ক্ষত্রবন্ধো, যোগ্যধন এই কি আমার?
যদি তাই ভাব, নাহি নিস্তার তোমার।
তপোবল আমার করহ দরশন,
অপমান-প্রতিশোধ করিব গ্রহণ। ৭৪॥
দেখহ ব্রহ্মণ্য-তেজ, প্রভাব আমার,
মোর হস্তে আজি তব নাহিক নিস্তার। ৭৫॥

হরিশ্চন্দ্র বলে,— মুনি করহ শ্রবণ,
দিনু এই পত্নীপুত্র-বিক্রয়ের ধন;
সম্প্রতি ত নাহি আর নিকটে আমার,
অপেক্ষা করহ আরো দিন, পরে আর। ৭৬
বিশ্বামিত্র বলিলেন—শুনহ রাজন,
দিবসের চতুর্থাংশ আছয়ে এখন,
রব আমি সেই টুকু প্রতীক্ষা করিয়া
প্রয়োজন নাহি তব অধিক বলিয়া। ৭৭॥
পক্ষিগণ বলে—মুনি করহ শ্রবণ,
এত বলি সেই ধন করিয়া গ্রহণ
বিশ্বামিত্র গেলা চলি' দেখি' নরপতি,
ভাবিতে লাগিলা হ'য়ে শোকযুক্ত অতি। ৭৮॥

বিশ্বামিত্রে গতে রাজা ভয়শোকাদিমধ্যগঃ।
স্ববিক্রয়ং বিনিশ্চিত্য প্রোবাচোচ্চৈরধোমুখঃ ॥৭৯॥
বিত্তক্রীতেন যোঽর্থী ময়া প্রেষ্যেণ মানবঃ।
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাবত্তপতি ভাস্করঃ ॥৮০॥
অথাজগাম ত্বরিতো ধর্ম্মশ্চণ্ডালরূপধৃক্।
দুর্গন্ধো বিকৃতোরূক্ষঃ শ্মশ্রুলো দন্তুরো ঘৃণী ॥৮১॥
কৃষ্ণো লম্বোদরঃ পিঙ্গরূক্ষাক্ষঃ পরুষাক্ষরঃ।
গৃহীত পক্ষিপুঞ্জশ্চ শবমাল্যৈরলঙ্কৃতঃ ॥৮২॥
কপালহস্তোদীর্ঘাস্যো ভৈরবোঽতিবদন্মুহুঃ।
শ্বগণাভিবৃতো ঘোরো যষ্টিহস্তো নিরাকৃতিঃ ॥৮৩॥

চণ্ডাল উবাচঃ।

অহমর্থী ত্বয়া শীঘ্রং কথয়স্বাত্মবেতনম্।
স্তোকেন বহুনাবাপি যেন বৈ লভ্যতে ভবান ॥৮৪॥

পক্ষিণ উচুঃ।

তং তাদৃশমথালক্ষ্য ক্রূরদৃষ্টিং সুনিষ্ঠুরম্।
বদন্তমতি দুঃশীলং কস্ত্বমিত্যাহ পার্থিবঃ ॥৮৫॥

অনেক ভাবিয়া রাজা বলে উচ্চৈঃস্বরে-
শ্রবণ করহ যত কাশীবাসী নরে। ৭৯ ॥
কৃতদাসে যদি কারো থাকে প্রয়োজন
সূর্য্যাস্তের আগে হেথা কর আগমন। ৮০
শুনি সেই কথা ধর্ম্ম, চণ্ডালের বেশে
উপনীত ত্বরিত হইলা সেই দেশে—
অতীব বিকৃত রূপ, দুর্গন্ধ শরীর,
শ্মশ্রুল, দন্তুর, রুক্ষ, পরিধান চীর,
লম্বোদর, কৃষ্ণকায়, পিঙ্গল-নয়ন,
শবমাল্য-বিভূষিত, পরুষবচন,
দীর্ঘ আস্য, বদনে ভীষণ রব অতি,
দীর্ঘ দণ্ড হস্তে, ফিরে অতি দ্রুতগতি,
পক্ষী আর কুকুরেতে পরিবৃত হ'য়ে,
উপনীত হইলা কপাল করে লয়ে। ৮১-৮৩।
বলিল চণ্ডাল—বল কত ধন চাই?
অল্প, বহু, তাহাতে আপত্তি কিছু নাই,
যত বল তত ধনে কিনিব তোমায়,
সাহায্য করিতে মাত্র হইবে আমায়। ৮৪ ॥
পক্ষিগণ বলে—মুনি করহ শ্রবণ,
তাঁহার তাদৃশ মূর্ত্তি করি' দরশন,
বিশেষে কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া
জিজ্ঞাসা করেন রাজা বিস্মিত হইয়া—
"কে তুমি" এ প্রশ্ন যেই করিলা রাজন, ৮৫
চণ্ডাল অমনি বলে করিয়া গর্জ্জন—

চণ্ডাল উবাচ।

চণ্ডালোঽহমিহ খ্যাতঃ প্রবীরেতি পুরোত্তমে।
বিখ্যাতো বধ্যবধকো মৃতকম্বলহারকঃ ॥৮৬॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

নাহং চণ্ডালদাসত্বমিচ্ছেয়ং সুবিগর্হিতম্।
বরং শাপাগ্নিনা দগ্ধো ন চণ্ডালবশংগতঃ ॥৮৭॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

তস্যৈবং বদতঃ প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্তপোনিধিঃ।
কোপামর্ষবিবৃত্তাক্ষঃ প্রাহচেদং নরাধিপম্ ॥৮৮॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

চণ্ডালোঽয়মনল্পন্তে দাতুম্বিত্তমুপস্থিতঃ।
কস্মান্ন দীয়তে মহ্যমশেষা যজ্ঞদক্ষিণা ॥৮৯॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ভগবন্ সূর্য্যবংশোত্থমাত্মানং বেদ্মি কৌশিক।
কথং চণ্ডালদাসত্বংগমিষ্যে বিত্তকামুকঃ ॥৯০॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি চণ্ডালবিত্তং ত্বমাত্মবিক্রয়জং মম।
ন প্রদাস্যসি কালেন শপ্স্যামি ত্বামসংশয়ম্ ॥৯১।

জাতিতে চণ্ডাল আমি, চিনে সবে মোরে,
প্রবীর আমার নাম এই ত নগরে,
বধ্য জনে বধ করি এ পুর মাঝার,
মৃত কন্থা বস্ত্র লওয়া ব্যবসা আমার। ৮৬ ॥
রাজা বলে—নাহি হ'ব চণ্ডালকিঙ্কর,
সুগর্হিত কার্য্য ইহা জানি নিরন্তর ॥
শাপাগ্নিতে দগ্ধ হ'ব ক্ষতি তাহে নাই,
চণ্ডাল-দাসত্ব তবু করিতে না চাই। ৮৭ ॥
পক্ষিগণ বলে—মুনি করহ শ্রবণ,
হেন কালে আসি' বিশ্বামিত্র তপোধন,
নৃপতির বাক্য শুনি' বলে ক্রোধভরে,
ক্রোধেতে আরক্ত আঁখি কাঁপি' থরথরে—৮৮॥

বহুধন দিয়া এই চণ্ডাল তোমায়
নিজকার্য্য তরে যদি কিনিবারে চায়
তবে তুমি কি কারণ দক্ষিণা আমার
এখনি না দিবে কহ কারণ তাহার ? ৮৯ ॥
হরিশ্চন্দ্র বলিলেন—কহ তপোধন
পূজ্য সূর্য্যবংশে করি' জনম গ্রহণ
কেমনে ধনের তরে চণ্ডালের দাস
হইব, জিজ্ঞাসা তাই করি তব পাশ। ৯০ ॥
বিশ্বামিত্র বলে—রাজা করহ শ্রবণ,
অতি অল্পকাল পরে ডুবিবে তপন,
তা'র আগে যদি ধন না দাও আমারে,
নিশ্চয় সুমহাশাপ দিব যে তোমারে। ৯১॥

পক্ষিণ ঊচুঃ।

হরিচন্দ্রস্ততো রাজা চিন্তাবস্থিতজীবিতঃ।
প্রসীদেতি বদন্ পাদাবৃষের্জগ্রাহ বিহ্বলঃ ॥৯২॥
দাসোস্ম্যার্ত্তোঽস্মি ভীতোঽস্মি তদ্ভক্তশ্চ বিশেষতঃ।
কুরু প্রসাদং বিপ্রর্ষে কষ্টশ্চণ্ডালসঙ্করঃ ॥৯৩॥
ভবেয়ং বিত্তশেষেণ সর্ব্বকর্ম্মকরো বশঃ।
তবৈব মুনিশার্দ্দূল প্রেষ্যশ্চিত্তানুবর্ত্তকঃ ॥৯৪॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যদি প্রেষ্যো মম ভবাংশ্চণ্ডালায় ততো ময়া।
দাসভাবমনুপ্রাপ্তো দত্তো বিত্তার্ব্বুদেন বৈ ॥৯৫॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

যদ্যসৌ শক্যতে বিপ্রঃ কৌশিকঃ পরিতোষিতুম্।
ততো গৃহাণ মামদ্য দাসত্বন্তে করোম্যহম্ ॥৯৬॥

পক্ষিণ ঊচুঃ॥

এবমুক্তে তদা তেন শ্বপাকো হৃষ্টমানসঃ।
বিশ্বামিত্রায় তদ্দ্রব্যং দত্ত্বা বদ্ধা নরেশ্বরম্ ॥৯৭॥
দণ্ডপ্রহারসংভ্রান্তমতীবব্যাকুলেন্দ্রিয়ম্।
ইষ্টবন্ধুবিয়োগার্ত্তমনয়ন্নিজপত্তনম্ ॥৯৮॥

পক্ষিগণ বলে—মুনি করহ শ্রবণ,
হইয়া আকুল, শুনি' মুনির বচন
হরিশ্চন্দ্র লুটা'য়ে পড়িলা তাঁ'র পায়,
প্রসীদ প্রসীদ বলি' কাঁদে উভরায়। ৯২ ॥
আর্ত্ত আমি, ভীত আমি, ভক্ত আমি, তব
চণ্ডালের দাস হ'তে সমর্থ না হ'ব ; ৯৩ ॥
অনুমতি কর দাস হইয়া তোমার,
তব পদ সেবি' যা'ক জীবন আমার। ৯৪ ॥
বিশ্বামিত্র বলে—রাজা শুনহ বচন,
দাসত্ব স্বীকার মোর করিলে এখন,
স্বীকার করিনু তাই, কিন্তু বিত্ত তরে,
বিক্রয় করিনু তোমা চণ্ডালের করে,
অর্ব্বুদ সুবর্ণ মোরে করিয়া অর্পণ,
এই ত চণ্ডাল তোমা করিবে গ্রহণ। ৯৫ ॥
হরিশ্চন্দ্র বলিলেন—"হোক তবে তাই,
তুষ্ট কর মুনিরে, তোমার গৃহে যাই। ৯৬ ॥
পক্ষিগণ বলে—তবে শুন মুনিবর,
হইলা চণ্ডাল অতি হর্ষিত অন্তর।
মুনিবরে বহু ধন করিয়া অর্পণ,
রাজারে বাঁধিয়া করে করিল গ্রহণ—৯৭ ॥
একে ইষ্টবন্ধুশোকে অতীব কাতর
তাহাতে বন্ধন-ক্লেশে পীড়িত অন্তর
হেন মহারাজে দণ্ড করিয়া প্রহার
লয়ে যায় চণ্ডাল ভবনে আপনার। ৯৮ ॥

হরিশ্চন্দ্র স্ততো রাজা বসংশ্চণ্ডালপত্তনে।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসময়ে সায়ঞ্চৈতদাগায়ত ॥৯৯॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

বালা দীনমুখী দৃষ্ট্বা বালং দীনমুখং পুরঃ।
মাং স্মরত্যসুখাবিষ্টা মোচয়িষ্যতি নৌ নৃপঃ ॥১০০॥
উপাত্তবিত্তো বিপ্রায় দত্ত্বা বিত্তমতোঽধিকম্ ॥১০১॥
ন সা মাং মৃগশাবাক্ষী বেত্তি পাপতরং কৃতম্ ॥১০২॥
রাজ্যনাশঃ সুহৃত্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ঃ।
প্রাপ্তো চাণ্ডালতা চেয়মহো দুঃখপরম্পরা ॥১০৩॥

পক্ষিণ উচুঃ।

এবং স নিবসন্নিত্যং সস্মার দয়িতং সুতম্।
ভার্য্যাঞ্চাত্মসমাবিষ্টাং হৃতসর্ব্বস্ব আতুরঃ ॥১০৪॥
কস্যচিত্ত্বথকালস্য মৃতচেলাপহারকঃ।
হরিশ্চন্দ্রোঽভবদ্রাজা শ্মশানে তদ্বশানুগঃ ॥১০৫॥
চণ্ডালেনানুশিষ্টশ্চ মৃতবেলাপহারিণা।
শবাগমনমন্বিচ্ছন্নিহ তিষ্ঠন্দিবানিশম্ ॥১০৬॥

চণ্ডালপল্লীতে রাজা করিয়া গমন
আপন কর্ত্তব্য সদা করেন পালন।
প্রাতঃকাল—সন্ধ্যাকাল—মধ্যাহ্নেতে আর—
গীতচ্ছলে স্মরে রাজা ভাগ্য আপনার। ৯৯ ॥

দীনা পত্নী মোর দীন পুত্র সনে
স্মরে মোর অনুদিন,
ভাবে মনে মনে বিপ্রে তুষি' ধনে
উদ্ধারিব কোন দিন। ১০০-১ ॥
জানেনা ত আর কপালে আমার
কি যে হৈল অঘটন,
জনমের তরে চণ্ডালের ঘরে
দাসত্ব, ভাগ্য-লিখন। ১০২ ॥
হ'য়ে রাজ্য-হীন হ'লাম দীন,
ত্যজি' আত্মবন্ধুজন।
ভার্য্যাপুত্র আর বেচি' আপনার
চণ্ডাল আমি এখন। ১০৩ ॥

পক্ষিগণ বলে—মুনি, করহ শ্রবণ,
আকুল অন্তরে সদা করিয়া ক্রন্দন,
এইরূপে থাকি' রাজা চণ্ডালপত্তনে।
ভার্য্যা আর পুত্রে সদা স্মরে নিজ মনে। ১০৪।
চণ্ডাল আদেশে রাজা কিছুকাল পরে,
নিযুক্ত হইলা শ্মশানের কার্য্য তরে। ১০৫ ॥
মৃতজন-বসন-সংগ্রহ করিবারে
আদেশ করিলা সেই চণ্ডাল তাঁহারে,—

ইদং রাজ্ঞেঽপি দেয়ঞ্চ ষড়্ভাগস্তু শবং প্রতি।
ত্রয়স্তু মম ভাগাঃ স্যুর্দ্বৌ ভাগৌ তব বেতনম্ ॥১০৭॥
ইতি প্রতিসমাদিষ্টো জগাম শবমন্দিরম্।
দিশন্তু দক্ষিণাং যত্র বারাণস্যাং স্থিতং তদা ॥১০৮॥
শ্মশানং ঘোরসংনাদং শিবাশতসমাকুলম্।
শবমৌলিসমাকীর্ণং দুর্গন্ধং বহুধূমকম্ ॥১০৯॥
পিশাচভূতবেতালডাকিনীযক্ষসঙ্কুলম্।
মহাগণ-মহাভূতরব-কোলাহলাযুতম্ ॥১১০॥
গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কীর্ণম্ শ্ববৃন্দপরিবারিতম্।
অস্থিসংঘাত সঙ্কীর্ণম্ মহাদুর্গন্ধসঙ্কুলম্ ॥১১১॥
নানামৃতসুহৃন্নাদরৌদ্রকোলাহলাযুতম্।
হা পুত্র-মিত্র হা বন্ধো ভ্রাতর্বৎস প্রিয়াদ্য মে ॥১১২॥
হা পতে-ভগিনি-মাতর্হামাতুল-পিতামহ।
মাতামহ পিতঃ পৌত্র ক্ব গতোঽস্যেহি বান্ধব ॥১১৩॥

শব প্রতি যাহা প্রাপ্তি হইবে তোমার
ষড়্ভাগ তাহার প্রাপ্য জানিও রাজার;
তিন ভাগ রাখ তা'র আমার কারণে;
দুই ভাগ তোমার, জানিও স্থির মনে।"১০৬-৭॥
এত বলি' নিজ স্থানে করিল গমন।
রাজা রহে করিবারে শ্মশান রক্ষণ। ১০৮॥
পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী বেষ্টিত বরণা অসি
সে শ্মশান দক্ষিণে তাহার।
কত শত শিবাগণ ঘোর রবে অনুক্ষণ
পরিপূর্ণ করে চারি ধার।
শব মুণ্ড অগণন অতি ভীম দরশন
দুর্গন্ধে পূরিত দিক-চয়,
ধূমে ভরা চারিধার! নিরন্তর হাহাকার!
সে শ্মশান সদা ভয়ময়।
পিশাচবেতালগণ ভূত, প্রেত অগণন
ডাকিনী শাঁকিনী যক্ষ আর,
গোমায়ু কুকুর যত ফিরিতেছে অবিরত
গৃধ্র কত সংখ্যা নাহি তা'র। ১০৯-১১।
বসি' মৃত বন্ধু পাশে কাঁদে কোথা হা-হুতাসে,
দেখিলে হৃদয় ফেটে যায়,
কেহ বলে কোথা পুত্র, একি মোর কর্ম্ম-সূত্র
মোরে ফেলি' গেলিরে কোথায়?
কেহ বলে, "কোথা বন্ধু," উথলে শোকের সিন্ধু
বাক্য মুখে, না হয় বাহির।
কেহ বলে কোথা ভাই উপায় ভেবে না পাই
দেহ তোর কেন হ'লো স্থির?
কেন নাহি কহ কথা ঘুচাতে প্রাণের ব্যথা
কণ্ঠ ধরি, দাদা বলি' মোরে?
কেন নাহি এসো কাছে? কে আর আমার আছে
কে মোরে তারিবে দুঃখ ঘোরে?
কেহ কাঁদে প্রিয় বলি' কারো মুখে মা মা বুলি
হা নাথ বলিয়া সতী লুটে—

ইত্যেবং বদতাং যত্র ধ্বনিঃ সংশ্রূয়তে মহান্ ।
যত্র নেত্রৈরনিমিষৈঃ শবাভয়মিবাবিশন্ ॥১১৪॥
নিমীলিতৈশ্চ নয়নৈর্বন্ধুচিন্তাপথেস্থিতঃ ।
জ্বলন্মাংসবসামেদচ্ছমচ্ছমিতসঙ্কুলম্ ॥১১৫॥
অর্দ্ধদগ্ধাঃ শবাঃ শ্যামা বিকসদ্দন্তপংক্তয়ঃ ।
হসন্ত্যেবাগ্নিমধ্যস্থাঃ কায়স্যেয়ং দশাস্ত্বিতি ॥১১৬॥
অগ্নেশ্চটচটাশব্দোবয়সামস্থিপংক্তিষু ।
বান্ধবাক্রন্দশব্দশ্চ পুক্কসেষ্ প্রহর্ষজঃ ॥১১৭॥
গায়তাং ভূত-বেতাল-পিশাচ-গণ-রক্ষসাম্ ।
শ্রূয়তে সুমহান্ ঘোরঃ কল্পান্ত ইব নিঃস্ব[illegible] ॥১১৮॥
মহামহিষকারীষ গোশকৃদ্রাশীসঙ্কুলম্ ।
তদুত্থভস্মকূটৈশ্চবৃতং সাস্থিভিরুন্নতৈঃ ॥[illegible]॥
নানোপহারস্রগ্দীপকাকবিক্ষেপসঙ্কুল[illegible] ।
অনেকশব্দবহুলং শ্মশানং নরকায়তে ॥১২[illegible]॥

ভগিনি, জননী আর　　পুত্র পৌত্র গেছে কার
　　হাহাকার শুধু মুখে ছুটে। ১১২-১৩॥
হেন ঘোর আর্ত্তনাদ,　　শুধু অনন্ত বিষাদ
　　অন্য বাক্য সে শ্মশানে নাই।
মাংস, বসা, মেদ আর জলে,—শব্দ হয় তা'র
　　ছমচ্ছম শুনিবারে পাই।
অগ্নিমাঝে পুড়ে শব　　পুড়িয়াছে মাংস সব
　　হইয়াছে বিকৃত আকার।
অঙ্গার-বরণ কায়　　দন্তপংক্তি দেখা যায়
　　বীভৎস হয়েছে মুখ তা'র।
যেন উপহাসচ্ছলে　　সে শব মানবে বলে
　　ও দেহের এই দশা হ'বে।
কেন দম্ভ অকারণ?　　কেন ধনে আকিঞ্চন
　　সকলি এখানে পড়ি রবে। ১১৪-১৭॥
কোথা—অস্থি-স্তূপাকার　পাখীরা উপরে তার
　　বসি' শব্দ করে অনুক্ষণ,
আনন্দে চণ্ডালগণ　　[illegible]কার করে [illegible]
　　[illegible]
কোথায় ভূতের দল　　[illegible]
　　বেতাল [illegible]　　[illegible]য়,
শব্দ তার কি ভয়াল　　[illegible]রে প্র[illegible] কা[illegible]
　　বুঝি এবে সৃষ্টি
কোন স্থানে স্তূপাকার　　[illegible] পুরীষ আর
　　গোময়ের রাশি [illegible]ছ তার,
ভস্মসনে অস্থিরাশি　　[illegible] মিশেছে আসি'
　　আছে তথা পর্ব্বত আকার। ১১৮-১৯॥
কাক বলি উপহার　　রয়েছে নিকটে তা'র
　　কাছে তা'র মালা, দীপমালা,
কোথাও শৃগালদল　　করে শব্দ অমঙ্গল
　　উল্কামুখ মুখে বহ্নিজ্বালা।
এই সব শব্দ আর　　মানবের হাহাকার
　　দু'য়ে মিশি' অতীব ভীষণ—

সবহ্নিগর্ভৈরশিরৈঃ শিবারুতৈ
নিনাদিতং ভীষণরাবগহ্বরম্।
ভয়ং ভয়স্যাপ্যপসংজনৈর্ভৃশম্
শ্মশানমাক্রন্দবিরাবদারুণম্ ॥১২১॥

স রাজা তত্র সংপ্রাপ্তো দুঃখিতঃ শোচনোদ্যতঃ।
হা ভৃত্যামন্ত্রিণোবিপ্রাঃ ক তদ্রাজ্যং বিধে গতম্ ॥১২২॥
হা শৈব্যে পুত্র হা বাল মাং ত্যক্ত্বা মন্দভাগ্যকম্।
বিশ্বামিত্রস্য রোষেণ গতা কুত্রাপি তে মম ॥১২৩॥
ইত্যেবং চিন্তয়ংস্তত্র চণ্ডালোক্তং পুনঃ পুনঃ।
মলিনো রূক্ষসর্ব্বাঙ্গঃ কেশবান্ গন্ধবান্ ধ্বজী ॥১২৪॥
লগুড়ী কালকল্পশ্চ ধাবংশ্চাপি ততস্ততঃ।
অস্মিঞ্ছব ইদং মূল্যং প্রাপ্তং প্রাপ্স্যামি চাপ্যত ॥১২৫॥
ইদং মম ইদং রাজ্ঞে মুখ্যং চাণ্ডালকেত্বিদম্।
ইতি ধাবন্ দিশো রাজা জীবন্ যোন্যন্তরং গতঃ ॥১২৬॥
জীর্ণকর্পট সুগ্রন্থি কৃতকন্থাপরিগ্রহঃ।
চিতাভস্মরজোলিপ্ত মুখবাহূদরাঙ্ঘ্রিকঃ ॥১২৭॥

সেইত শ্মশান হায় হেরি নরকের প্রায়
ভয় নিজে ভয়ে ভীত মন। ১২০-২১ ॥

এ হেন শ্মশানে হায় প্রবেশিয়া নররায়
হৈলা শোকে আকুলিত প্রাণ।

বলে' কোথা ভৃত্যগণ কোথা মোর মন্ত্রিগণ
বিপ্রগণ দেবতা সমান! ১২২ ॥

কোথা শৈব্যা প্রাণেশ্বরী কোথা পুত্র আহামরি
এ জনমে দেখিব কি আর?

কোথা গেলে ত্যজি হায় বিরহেতে প্রাণ যায়
ঋষিরোষে এ দশা আমার। ১২৩ ॥

হরিশ্চন্দ্র নরেশ্বর শ্মশানেতে নিরন্তর
ফিরে হেন চিন্তাকুল মন,

চণ্ডাল আদেশ যাহা পুনঃ পুনঃ ভাবে তাহা
করে, কষ্টে জীবন যাপন।

হইল মলিন বেশ শিরে হ'লো রুক্ষকেশ
দেহ রুক্ষ, দুর্গন্ধ শরীরে,

হাতেতে লগুড় ধরি, নরনাথ হরি হরি!
দ্রুতপদে শ্মশানেতে ফিরে।

রাজার সুন্দর কায় কালান্ত কালের প্রায়
হৈল, ক্রমে ভয়ানক অতি;

শব অন্বেষিয়া ফিরে দান চায় ধীরে ধীরে
জীব দুঃখে দুঃখান্বিত অতি।

দানের যে অংশ যা'র, দেন, তাহা কাছে তা'র,
শ্মশানেতে করেন ভ্রমণ;

দেখি হেন মনে হয় দেহ সত্ত্বে সুনিশ্চয়—
প্রেত যোনি করিলা গ্রহণ। ১২৪-২৬ ॥

ছিন্ন কন্থা, জীর্ণবাস, হৃদয়েতে হা হুতাস,
চিতাভস্ম মাখা সর্ব্ব গায়,

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সনাতন ধর্ম্মানুগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নীতি, এবং শিল্প বিজ্ঞানাদি প্রকাশক

সচিত্র মাসিক পত্র।

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

প্রথম খণ্ড।] ভাদ্র, ১৩১৭। [একাদশ সংখ্যা।

অনলে বিজলী।

অনলে বিজলী ওই চমকি' উঠি'ছে মরি, আঁখি ভরি' দেখরে সকলে
লঙ্কার সাগর-কূলে প্রবল অনল-কুণ্ড, দেখ, কিবা ধূ ধূ করি' জ্বলে।
রঘুকুলবধূ সীতা বিজলী জিনিয়া রূপে তা'র মাঝে মুদিয়া নয়ন
ভাবি'ছেন পতি-পদ, নিবাত সময়ে দীপ স্থিরভাবে জ্বলেরে যেমন।
মনঃপ্রাণ এক হ'য়ে লগ্ন আছে পতি-পদে কোন চিন্তা নাহি প্রাণে আর
প্রবল অনল-জ্বালা উঠিতেছে ধূ ধূ করি' দেহে কিন্তু লাগে নারে তাঁ'র।
তপন উদিত হ'লে প্রদীপ নিষ্প্রভ যথা জ্বলে শুধু হ'য়ে তেজোহীন,
সতীর সতীত্ব তেজে আজিরে অনল ওই তেজোহীন তেমতি মলিন।
আসিয়া গগন-পথে স্থির নেত্রে দেবগণ দেখে এই অদ্ভুত ব্যাপার,
অনলে বিজলী খেলে কে কোথা' দেখেছে কবে, কে কবে শুনেছে বল আর?
ক্রমে অগ্নি ধূ ধূ করি' জ্বলিয়া উঠি'ছে ওই, রাঙা করি' নীল নভস্থল,
সতীদেহ তা'র মাঝে, অচল সমান ওই করজোড়ে দাঁড়ায়ে নিশ্চল।
আছে সতী পতি-পায় অনল স্পর্শেনি তাঁ'য় পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
অপ্সর কিন্নর আর সিদ্ধ বিদ্যাধর যত, সতী-কথা করি'ছে কীর্ত্তন।
সতীর সতীত্ব তেজে অনল নিষ্প্রভ হ'লো দেখে সবে, অতি চমৎকার!
অনলে বিজলী হেরি' যত কপিগণ দূরে রামজয় করি'ছে চীৎকার।

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

জন্ম-পত্র।—অনুবৃত্তি।

(২০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

[যদিও শ্রাবণমাসে জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ ১৯৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তবর্গের অবশিষ্টাংশ যাহা এই সংখ্যায় ১৯৭।১৯৮ ১৯৯।২০০ পত্রাঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে, তাহা গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই খণ্ড হইতে লইয়া শ্রাবণের সংখ্যায় ১৯৬ পৃষ্ঠার পরে সংযোজিত করিয়া লইবেন। সমগ্র সপ্তবর্গ-সারিণী এক স্থানে থাকিলে, প্রয়োজন সময়ে দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই ঐরূপ পত্রাঙ্ক দেওয়া গেল। ১৯৬ পৃষ্ঠায় "১।১৬।৪০"এর আগে "২ শুক্র" আছে "২ শুক্র*" হইবে এবং "৭।১৬।৪০"এর আগে "৮ কুজ" আছে "৮কুজ*" হইবে।]

আমি। করণের স্বতন্ত্র পরিমাণ না লেখ্‌বার কারণটি বুঝেছি। তার পর ঐ ক্ষেত্র, হোরা প্রভৃতি—

জ্ঞানেন্দ্র। ওগুলি এই টেবিল থেকে নিতে হ'বে। (সপ্তবর্গ টেবিল দেখ) আমাদের লগ্ন বেরিয়েছে ধনুর ২৭ অংশের কিছু বেশী। ধনুর ক্ষেত্রপতি গুরু। পনর অংশ পর্য্যন্ত প্রথম হোরা সুতরাং দ্বিতীয় বা চন্দ্রের হোরায় জন্ম হ'য়েছে। তার পর দেখ কুড়ি অংশ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ, সুতরাং তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হ'য়েছে। ৮।২৫।৪৩ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ সপ্তাংশ সুতরাং সপ্তম বা বুধের সপ্তাংশে জন্ম হ'য়েছে। ৮।২৬।৪০ পর্য্যন্ত অষ্টম নবাংশ সুতরাং নবম বা গুরুর নবাংশে জন্ম হ'য়েছে। এইটি বর্গোত্তম নবাংশ।

আমি। বর্গোত্তম নবাংশ কি?

জ্ঞানেন্দ্র। রাশ্যাধিপতির নবাংশকে বর্গোত্তম নবাংশ বলে তা'রপর দেখ ৮।২৭।৩০ পর্য্যন্ত শুক্রের দ্বাদশাংশ কিন্তু লগ্নস্ফুট ৮।২৭ ১৩।৫৬ সুতরাং শুক্রের দ্বাদশাংশেই জন্ম হ'য়েছে। তারপর দেখ ৮।২৫ পর্য্যন্ত বুধের ত্রিংশাংশ সুতরাং তৎপরবর্ত্তী বা শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্ম হ'য়েছে। এখন দেখ, ঐ গুলি কোষ্ঠীর সঙ্গে ঠিক মিলে গেল। স্ফুট পেলে, সকল গ্রহাদিরই সপ্তবর্গ এইরূপে নির্ণয় করা যেতে পারে। যেমন রবির স্ফুট ৬।৮।৬।৪৮ সুতরাং ঐ টেবিল হইতে ঐ রূপে লইয়া, শুক্রের ক্ষেত্র রবির হোরা, শুক্রের দ্রেক্কাণ, মঙ্গলের সপ্তাংশ বৃহস্পতির নবাংশ, শনির দ্বাদশাংশ এবং শনির ত্রিশাংশই রবির সপ্তবর্গ বুঝিতে হইবেক। তার পর যামার্দ্ধ ও দণ্ড। চৌদ্দ দণ্ড, পঁয়ত্রিশ পলের সময় জন্ম হ'য়েছিল। দিবার্দ্ধ-

সপ্তবর্গ-সারিণী।

নবাংশাধিপতি।												দ্বাদশাংশাধিপতি।		
সপ্তম নবাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	নক্ষত্র পাদ	অধি-দেব	অষ্টম নবাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	নক্ষত্র পাদ	অধি-দেব	নবম নবাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	নক্ষত্র পাদ	অধি-দেব	প্রথম দ্বাদশাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব
৭ শুক্র	০।২৩।২০	২৮	দেব।	৮ কুজ	০।২৬।৪০	২	নর।	৯ গুরু	১।০।০	৩।	রক্ষ।	১ কুজ	০।২।৩০	গণেশ।
৪ চন্দ্র	১।২৩।২০	৪	নর।	৫ রবি	১।২৬।৪০	৫।	রক্ষ।	৬ বুধ	২।০।০	৫॥	দেব।	২ শুক্র	১।২।৩০	অশ্বি।
১ কুজ	২।২৩।২০	৭।	রক্ষ।	২ শুক্র	২।২৬।৪০	৭॥	দেব।	৩ বুধ*	৩।০।০	৭৮	নর।	৩ বুধ	২।২।৩০	যম।
১০ শনি	৩।২৩।২০	৯॥	দেব।	১১ শনি	৩।২৬।৪০	৯৮	নর।	১২ গুরু	৪।০।০	৯	রক্ষ।	৪ চন্দ্র	৩।২।৩০	অহি।
৭ শুক্র	৪।২৩।২০	১১৮	নর।	৮ কুজ	৪।২৬।৪০	১১	রক্ষ।	৯ গুরু	৫।০।০	১২।	দেব।	৫ রবি	৪।২।৩০	গণেশ।
৪ চন্দ্র	৫।২৩।২০	১৩	রক্ষ।	৫ রবি	৫।২৬।৪০	১৪।	দেব।	৬ বুধ*	৬।০।০	১৪।	নর।	৬ বুধ	৫।২।৩০	অশ্বি।
১ কুজ	৬।২৩।২০	১৬।	দেব।	২ শুক্র	৬।২৬।৪০	১৬॥	নর।	৩ বুধ	৭।০।০	১৬৮	রক্ষ।	৭ শুক্র	৬।২।৩০	যম।
১০ শনি	৭।২৩।২০	১৮॥	নর।	১১ শনি	৭।২৬।৪০	১৮৮	রক্ষ।	১২ গুরু	৮।০।০	১৮	দেব।	৮ কুজ	৭।২।৩০	অহি।
৭ শুক্র	৮।২৩।২০	২০৮	রক্ষ।	৮ কুজ	৮।২৬।৪০	২০	দেব।	৯ গুরু*	৯।০।০	২১।	নর।	৯ গুরু	৮।২।৩০	গণেশ।
৪ চন্দ্র	৯।২৩।২০	২২	দেব।	৫ রবি	৯।২৬।৪০	২৩।	নর।	৬ বুধ	১০।০।০	২৩॥	রক্ষ।	১০ শনি	৯।২।৩০	অশ্বি।
১ কুজ	১০।২৩।২০	২৫।	নর।	২ শুক্র	১০।২৬।৪০	২৫॥	রক্ষ।	৩ বুধ	১১।০।০	২৫৮	দেব।	১১ শনি	১০।২।৩০	যম।
১০ শনি	১১।২৩।২০	২৭॥	রক্ষ।	১১ শনি	১১।২৬।৪০	২৭৮	দেব।	১২ গুরু*	০।০।০	২৭	নর।	১২ গুরু	১১।২।৩০	অহি।

সপ্তবর্গ-সারিণী।

দ্বাদশাংশাধিপতি।

দ্বিতীয় দ্বাদশাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	তৃতীয় দ্বাদশাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	চতুর্থ দ্বাদশাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	পঞ্চম দ্বাদশাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	ষষ্ঠ দ্বাদশাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব
২ শুক্র	০।৫।০	অগ্নি।	৩ বুধ	০।৭।৩০	যম।	৪ চন্দ্র	০।১০।০	অহি।	৫ রবি	০।১২।৩০	গণেশ।	৬ বুধ	০।১৫।০	অগ্নি।
৩ বুধ	১।৫।০	যম।	৪ চন্দ্র	১।৭।৩০	অহি।	৫ রবি	১।১০।০	গণেশ।	৬ বুধ	১।১২।৩০	অগ্নি।	৭ শুক্র	১।১৫।০	যম।
৪ চন্দ্র	২।৫।০	অহি।	৫ রবি	২।৭।৩০	গণেশ।	৬ বুধ	২।১০।০	অগ্নি।	৭ শুক্র	২।১২।৩০	যম।	৮ কুজ	২।১৫।০	অহি।
৫ রবি	৩।৫।০	গণেশ।	৬ বুধ	৩।৭।৩০	অগ্নি।	৭ শুক্র	৩।১০।০	যম।	৮ কুজ	৩।১২।৩০	অহি।	৯ গুরু	৩।১৫।০	গণেশ।
৬ বুধ	৪।৫।০	অগ্নি।	৭ শুক্র	৪।৭।৩০	যম।	৮ কুজ	৪।১০।০	অহি।	৯ গুরু	৪।১২।৩০	গণেশ।	১০ শনি	৪।১৫।০	অগ্নি।
৭ শুক্র	৫।৫।০	যম।	৮ কুজ	৫।৭।৩০	অহি।	৯ গুরু	৫।১০।০	গণেশ।	১০ শনি	৫।১২।৩০	অগ্নি।	১১ শনি	৫।১৫।০	যম।
৮ কুজ	৬।৫।০	অহি।	৯ গুরু	৬।৭।৩০	গণেশ।	১০ শনি	৬।১০।০	অগ্নি।	১১ শনি	৬।১২।৩০	যম।	১২ গুরু	৬।১৫।০	অহি।
৯ গুরু	৭।৫।০	গণেশ।	১০ শনি	৭।৭।৩০	অগ্নি।	১১ শনি	৭।১০।০	যম।	১২ গুরু	৭।১২।৩০	অহি।	১ কুজ	৭।১৫।০	গণেশ।
১০ শনি	৮।৫।০	অগ্নি।	১১ শনি	৮।৭।৩০	যম।	১২ গুরু	৮।১০।০	অহি।	১ কুজ	৮।১২।৩০	গণেশ।	২ শুক্র	৮।১৫।০	অগ্নি।
১১ শনি	৯।৫।০	যম।	১২ গুরু	৯।৭।৩০	অহি।	১ কুজ	৯।১০।০	গণেশ।	২ শুক্র	৯।১২।৩০	অগ্নি।	৩ বুধ	৯।১৫।০	যম।
১২ গুরু	১০।৫।০	অহি।	১ কুজ	১০।৭।৩০	গণেশ।	২ শুক্র	১০।১০।০	অগ্নি।	৩ বুধ	১০।১২।৩০	যম।	৪ চন্দ্র	১০।১৫।০	অহি।
১ কুজ	১১।৫।০	গণেশ।	২ শুক্র	১১।৭।৩০	অগ্নি।	৩ বুধ	১১।১০।০	যম।	৪ চন্দ্র	১১।১২।৩০	অহি।	৫ রবি	১১।১৫।০	গণেশ।

সপ্তবর্গ-সারিণী।

দ্বাদশাংশাধিপতি।

সপ্তম দ্বাদশাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	অষ্টম দ্বাদশাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	নবম দ্বাদশাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	দশম দ্বাদশাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব	একাদশ দ্বাদশাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধি-দেব
৭ শুক্র	০।১৭।৩০	যম।	৮ কুজ	০।২০।০	অহি।	৯ গুরু	০।২২।৩০	গণেশ।	১০ শনি	০।২৫।০	অগ্নি।	১১ শনি	০।২৭।৩০	যম।
৮ কুজ	১।১৭।৩০	অহি।	৯ গুরু	১।২০।০	গণেশ।	১০ শনি	১।২২।৩০	অগ্নি।	১১ শনি	১।২৫।০	যম।	১২ গুরু	১।২৭।৩০	অহি।
৯ গুরু	২।১৭।৩০	গণেশ।	১০ শনি	২।২০।০	অগ্নি।	১১ শনি	২।২২।৩০	যম।	১২ গুরু	২।২৫।০	অহি।	১ কুজ	২।২৭।৩০	গণেশ।
১০ শনি	৩।১৭।৩০	অগ্নি।	১১ শনি	৩।২০।০	যম।	১২ গুরু	৩।২২।৩০	অহি।	১ কুজ	৩।২৫।০	গণেশ।	২ শুক্র	৩।২৭।৩০	অগ্নি।
১১ শনি	৪।১৭।৩০	যম।	১২ গুরু	৪।২০।০	অহি।	১ কুজ	৪।২২।৩০	গণেশ।	২ শুক্র	৪।২৫।০	অগ্নি।	৩ বুধ	৪।২৭।৩০	যম।
১২ গুরু	৫।১৭।৩০	অহি।	১ কুজ	৫।২০।০	গণেশ।	২ শুক্র	৫।২২।৩০	অগ্নি।	৩ বুধ	৫।২৫।০	যম।	৪ চন্দ্র	৫।২৭।৩০	অহি।
১ কুজ	৬।১৭।৩০	গণেশ।	২ শুক্র	৬।২০।০	অগ্নি।	৩ বুধ	৬।২২।৩০	যম।	৪ চন্দ্র	৬।২৫।০	অহি।	৫ রবি	৬।২৭।৩০	গণেশ।
২ শুক্র	৭।১৭।৩০	অগ্নি।	৩ বুধ	৭।২০।০	যম।	৪ চন্দ্র	৭।২২।৩০	অহি।	৫ রবি	৭।২৫।০	গণেশ।	৬ বুধ	৭।২৭।৩০	অগ্নি।
৩ বুধ	৮।১৭।৩০	যম।	৪ চন্দ্র	৮।২০।০	অহি।	৫ রবি	৮।২৫।৩০	গণেশ।	৬ বুধ	৮।২৫।০	অগ্নি।	৭ শুক্র	৮।২৭।৩০	যম।
৪ চন্দ্র	৯।১৭।৩০	অহি।	৫ রবি	৯।২০।০	গণেশ।	৬ বুধ	৯।২২।৩০	অগ্নি।	৭ শুক্র	৯।২৫।০	যম।	৮ কুজ	৯।২৭।৩০	অহি।
৫ রবি	১০।১৭।৩০	গণেশ।	৬ বুধ	১০।২০।০	অগ্নি।	৭ শুক্র	১০।২২।৩০	যম।	৮ কুজ	১০।২৫।০	অহি।	৯ গুরু	১০।২৭।৩০	গণেশ।
৬ বুধ	১১।১৭।৩০	অগ্নি।	৭ শুক্র	১১।২০।০	যম।	৮ কুজ	১১।২২।৩০	অহি।	৯ গুরু	১১।২৫।০	গণেশ।	১০ শনি	১১।২৭।৩০	অগ্নি।

সপ্তবর্গ-সারিণী।

দ্বাদশাংশাধিপতি]			[ত্রিংশাংশাধিপতি।														]
দ্বাদশ দ্বাদশাংশ	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধিদেব	ত্রিংশাংশ পতি	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধিদেব	ত্রিংশাংশ পতি	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধিদেব	ত্রিংশাংশ পতি	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধিদেব	ত্রিংশাংশ পতি	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধিদেব	ত্রিংশাংশ পতি	রাশ্যাদি পর্য্যন্ত	অধিদেব
১২ শুক্র	১।০।০	অহি।	কুজ	০।৫।০	বহ্নি।	শনি	০।১০।০	বায়ু।	গুরু	০।১৮।০	শক্র।	বুধ	০।২৫।০	ধনদ।	শুক্র	১।০।০	জলদ।
১ কুজ	২।০।০	গণেশ।	শুক্র	১।৫।০	জলদ।	বুধ	১।১২।০	ধনদ।	গুরু	১।২০।০	শক্র।	শনি	১।২৫।০	বায়ু।	কুজ	২।০।০	বহ্নি।
২ শুক্র	৩।০।০	অগ্নি।	কুজ	২।৫।০	বহ্নি।	শনি	২।১০।০	বায়ু।	গুরু	২।১৮।০	শক্র।	বুধ	২।২৫।০	ধনদ।	শুক্র	৩।০।০	জলদ।
৩ বুধ	৪।০।০	যম।	শুক্র	৩।৫।০	জলদ।	বুধ	৩।১২।০	ধনদ।	গুরু	৩।২০।০	শক্র।	শনি	৩।২৫।০	বায়ু।	কুজ	৪।০।০	বহ্নি।
৪ চন্দ্র	৫।০।০	অহি।	কুজ	৪।৫।০	বহ্নি।	শনি	৪।১০।০	বায়ু।	গুরু	৪।১৮।০	শক্র।	বুধ	৪।২৫।০	ধনদ।	শুক্র	৫।০।০	জলদ।
৫ রবি	৬।০।০	গণেশ।	শুক্র	৫।৫।০	জলদ।	বুধ	৫।১২।০	ধনদ।	গুরু	৫।২০।০	শক্র।	শনি	৫।২৫।০	বায়ু।	কুজ	৬।০।০	বহ্নি।
৬ বুধ	৭।০।০	অগ্নি।	কুজ	৬।৫।০	বহ্নি।	শনি	৬।১০।০	বায়ু।	গুরু	৬।১৮।০	শক্র।	বুধ	৬।২৫।০	ধনদ।	শুক্র	৭।০।০	জলদ।
৭ শুক্র	৮।০।০	যম।	শুক্র	৭।৫।০	জলদ।	বুধ	৭।১২।০	ধনদ।	গুরু	৭।২০।০	শক্র।	শনি	৭।২৫।০	বায়ু।	কুজ	৮।০।০	বহ্নি।
৮ কুজ	৯।০।০	অহি।	কুজ	৮।৫।০	বহ্নি।	শনি	৮।১০।০	বায়ু।	গুরু	৮।১৮।০	শক্র।	বুধ	৮।২৫।০	ধনদ।	শুক্র	৯।০।০	জলদ।
৯ গুরু	১০।০।০	গণেশ।	শুক্র	৯।৫।০	জলদ।	বুধ	৯।১২।০	ধনদ।	গুরু	৯।২০।০	শক্র।	শনি	৯।২৫।০	বায়ু।	কুজ	১০।০।০	বহ্নি।
১০ শনি	১১।০।০	অগ্নি।	কুজ	১০।৫।০	বহ্নি।	শনি	১০।১০।০	বায়ু।	গুরু	১০।১৮।০	শক্র।	বুধ	১০।২৫।০	ধনদ।	শুক্র	১১।০।০	জলদ।
১১ শনি	০।০।০	যম।	শুক্র	১১।৫।০	জলদ।	বুধ	১১।১২।০	ধনদ।	গুরু	১১।২০।০	শক্র।	শনি	১১।২৫।০	বায়ু।	কুজ	০।০।০	বহ্নি।

যামার্দ্ধপতি ও দণ্ডপতি সারিণী।

বার	দিবাযামার্দ্ধপতি								রাত্রিযামার্দ্ধপতি								দিবাদণ্ডপতি				নিশাদণ্ডপতি			
	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
রবি	রবি	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	শনি	গুরু	কুজ	রবি	রবি	গুরু	চন্দ্র	শুক্র	কুজ	শনি	বুধ	রবি	রবি	রাহু	বুধ	চন্দ্র	রবি	শুক্র	বুধ	চন্দ্র
সোম	চন্দ্র	শনি	গুরু	কুজ	রবি	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	চন্দ্র	শুক্র	কুজ	শনি	বুধ	রবি	গুরু	চন্দ্র	চন্দ্র	রবি	রাহু	বুধ	চন্দ্র	শনি	গুরু	কুজ
মঙ্গল	কুজ	রবি	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	শনি	গুরু	কুজ	কুজ	শনি	বুধ	রবি	গুরু	চন্দ্র	শুক্র	কুজ	কুজ	রবি	রাহু	বুধ	কুজ	রবি	শুক্র	বুধ
বুধ	বুধ	চন্দ্র	শনি	গুরু	কুজ	রবি	শুক্র	বুধ	বুধ	রবি	গুরু	চন্দ্র	শুক্র	কুজ	শনি	বুধ	বুধ	চন্দ্র	রবি	রাহু	বুধ	চন্দ্র	শনি	গুরু
বৃহস্পতি	গুরু	কুজ	রবি	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	শনি	গুরু	গুরু	চন্দ্র	শুক্র	কুজ	শনি	বুধ	রবি	গুরু	গুরু	চন্দ্র	রবি	রাহু	গুরু	কুজ	রবি	শুক্র
শুক্র	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	শনি	গুরু	কুজ	রবি	শুক্র	শুক্র	কুজ	শনি	বুধ	রবি	গুরু	চন্দ্র	শুক্র	শুক্র	কুজ	রবি	রাহু	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	শনি
শনি	শনি	গুরু	কুজ	রবি	শুক্র	বুধ	চন্দ্র	শনি	শনি	বুধ	রবি	গুরু	চন্দ্র	শুক্র	কুজ	শনি	শনি	কুজ	রবি	রাহু	শনি	গুরু	কুজ	রবি

মান চৌদ্দ দণ্ড, সাড়ে বার পল, সুতরাং চারিটি যামার্দ্ধ অতীত হ'য়ে পঞ্চম যামার্দ্ধের (১৪।৩৫—১৪।১২।৩০ = ০।২২।৩০) সাড়ে বাইশ পল অতীত হ'য়েছে। ঐ দিনের দিবাদণ্ডমান তিপ্পান্ন পলের কিছু বেশী কাজেই দেখা যা'চ্ছে পঞ্চম যামার্দ্ধের প্রথম দণ্ডে জন্ম হ'য়েছে। জন্মবার হ'চ্চে শুক্রবার। তা'র পঞ্চম দিবা যামার্দ্ধপতি হ'চ্চেন গুরু, শুক্রর প্রথম দিবা দণ্ডপতি গুরু, (যামার্দ্ধ ও দণ্ডপতি সারিণী দেখ)।

তার পর দশা। কোন্ দিন কোন্ সময়ে জন্মা'লে কা'র দশার জন্ম হয় তা' ঐ পাঁজীতেই লেখা আছে। দশা সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করবার আছে, সে সকল এর পর হ'বে। তার পর শতপদচক্র। এই চক্রে নক্ষত্রপাদ অনুসারে নামের আদ্য অক্ষর

শতপদচক্র।

ঈশান　　　　পূর্ব্ব

অ ৩।	ব ৪॥	ক ৫৸	হ ৭৸	ড ৮	মো ১১।	মে ১০	মু ১০৸	মি ১০॥	ম ১০।
ই ৩॥	বি ৪৸	কি ৫	হি ৭	ডি ৯।	টো ১২॥	টে ১২।	টু ১১	টি ১১৸	ট ১১॥
উ ৩৸	বু ৪	কুঘঙছ ৬	হু ৮।	ডু ৯॥	পো ১৪॥	পে ১৪॥	পুষণঠ ১৩	পি ১২	প ১২৸
এ ৩	বে ৫।	কে ৭।	হে ৮॥	ডে ৯৸	রো ১৫৸	রে ১৫॥	রু ১৫।	রি ১৪	র ১৪৸
ও ৪।	বো ৫॥	কো ৭॥	হো ৮৸	ডো ৯	তো ১৬	তে ১৬৸	তু ১৬॥	তি ১৬।	ত ১৫
ল ১	লি ২।	লু ২॥	লে ২৸	লো ২	থো ২২	জো ০৸	ভো ২১॥	ষো ১৯॥	নো ১৮।
চ ২৭৸	চি ২৭	চু ১।	চে ১॥	চো ১৸	থে ২২৸	জে ০॥	ভে ২১।	ষে ১৯।	নে ১৭
দ ২৫৸	দি ২৫	দুথঝঞ ২৬	দে ২৭।	দো ২৭॥	থু ২২॥	জু ০।	ভুধফঢ ২০	ষু ১৮	নু ১৭৸
শ ২৪॥	শি ২৪৸	শু ২৪	শে ২৫।	শো ২৫॥	থি ২২।	জি ২১	ভি ১৯	ষি ১৮৸	নি ১৭॥
গ ২৩।	গি ২৩॥	গু ২৩৸	গে ২৩	গো ২৪।	থ ০	জ ২১৸	ভ ১৯৸	ষ ১৮।	ন ১৭।

বায়ু　　　　পশ্চিম　　　　নৈর্ঋত　　　　দক্ষিণ

লেখা আছে। (শতপদ চক্র দেখ) এই বালকের জন্ম ধনিষ্ঠার তৃতীয় পাদে তাই নামের আদ্য অক্ষর পাওয়া গেল "গু"। আর গণ ও বর্ণ এটিও প্রতিদিন পাঁজীতে লেখা আছে। এ সম্বন্ধেও এর পর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে। তার পর পতাকী চক্র কি ক'রে আঁকতে হ'বে তা আগেই বলা হয়েছে (১৪২ পৃষ্ঠা দেখ) এখন দেখ রাশি চক্রে যে রাশিতে যে গ্রহ আছে আর যে রাশিতে যে লগ্ন এখানেও সেই রাশিতে তাই দেওয়া হ'য়েছে। দণ্ড পতি গুরু কুম্ভে, লগ্ন ধনুতে সুতরাং বেধ হয় নাই অর্থাৎ ধনুর মূল হ'তে যে তিনটি রেখা তিন দিকে গেছে, তা'র কোনটিতেই বৃহস্পতি পড়েন না সুতরাং বেধাভাব। বেধ হ'লে লগ্নের কাছে এবং তার সম্মুখে বামে ও দক্ষিণে যে যে অঙ্ক পাওয়া যাবে

তাঁদের স্বতন্ত্র ভাবে ও সমষ্টি ভাবে যত অঙ্ক হ'বে তত দিন, মাস ও বর্ষে পীড়াদি রিষ্ট সম্ভাবনা বুঝ্‌তে হ'বে। যেমন মনে কর, দণ্ডপতি যদি বৃহস্পতি না হ'য়ে মঙ্গল হ'তেন তাহ'লে লগ্নে অঙ্ক ১০ বামে ৫ এবং দক্ষিণে ১৪ সম্মুখে নাই অতএব ৫।১০।১৪।১৫।১৯।২৪ ২৯ এই সকল দিন, মাস, ও বর্ষে রিষ্ট সম্ভাবনা নির্দ্দেশ করা হ'তো। অর্থাৎ ৫ দিনে, ৫ মাসে, ৫ মাস ৫ দিনে, ৫ বর্ষে, ৫ বর্ষ ৫ মাস ৫ দিনে ইত্যাদি রিষ্টকাল বলা যেতো। এ সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা কর্‌বার আছে। সে সকল কথা আর এক দিন অলোচনা করা যাবে। তার পর জাতচক্র। ঐরূপ একটি মূর্ত্তি এঁকে, তা'র মাথায় সূর্য্য ভোগ্য নক্ষত্র হ'তে তিনটি, তা'র পর মুখে তা'র পরের তিনটি, তা'র পর দক্ষিণ স্কন্ধে একটি, বাম স্কন্ধে একটি, দক্ষিণ বাহুতে একটি, বাম বাহুতে একটি, দক্ষিণ করে একটি, বাম করে একটি, হৃদয়ে পাঁচটি, নাভিতে একটি, গুহে একটি, দক্ষিণ জানুতে দু'টি, বাম জানুতে দু'টি, দক্ষিণ পদে দু'টি ও বাম পদে দু'টি এই সাতাইশটি নক্ষত্র দিতে হ'বে। জন্মনক্ষত্র অর্থাৎ চন্দ্র যে নক্ষত্রে আছেন, সেই নক্ষত্র যে স্থানে পতিত হ'বে সেই স্থানের যে ফল, তাহা নির্দ্দেশ কর্‌বে। যেমন এখানে দক্ষিণ ভুজে জন্মনক্ষত্র পতিত হ'য়েছে তার ফল "ভুজয়োঃ স্বভাঞ্জনঃ" এবং "বাহ্বো র্যট্‌ষষ্টিবর্ষাণি" অর্থাৎ এই বালক মধ্যায়ু বিশিষ্ট হ'য়ে কষ্টে জীবনযাপন কর্‌বে।

আয় মা !

কাঁপায়ে মেদিনী সকরুণ স্বরে
করযোড়ে আজি ডাকি গো মা, তোরে
আয় মা, মেয়ের কাছে !

সন্তানে ফেলি' মা, আছিস্ কোথায় ?
দে না দরশন ধরি দু'টী পায়,
হৃদয় অপেক্ষি' আছে !

সজনে বিজনে আকুল হিয়ায়
খুঁজিনু মা, তোরে পাগলের প্রায়,
তবুও লুকায়ে র'লি ?

তোরে সবে বলে করুণারূপিণী,
কেন ব্যথা দিস্ আমারে জননি,
কেন বা নিদয়া হ'লি ?

তোরে না নিরখি' দু'নয়ন ব'য়ে
ঝরে অশ্রু মাগো, দেখ্‌না গো চেয়ে,
দিস্‌নে বেদনা আর ;—

কোলে তুলে নে মা, তাপিত সন্তানে,
মা ছেড়ে তনয়া র'বে কোন্ প্রাণে,
দহে যে হৃদয় তা'র !

তুই যে মা, [illegible] জগৎজননী,
তাপীর সান্ত্বনা, [illegible],
কোথা মা আছিস্ আজ ?

সংসারের [illegible] গো, ঘোর পরীক্ষায়
আছিস্ লুকায়ে [illegible] আমা
[illegible] ছানিতে বাঁধ !

পরাণের যত বাসনা কামনা
নাহি যদি পূরে নাহিক বেদনা,
কেবলি চাহি মা, তোরে !

বড় জ্বালা বুকে নারি মা, সহিতে,
অসীম দুঃখেও [illegible] হাসিতে
দে মা, শকতি মোরে !

যত দিন দেহে থাকিবে পরাণ
পারি যেন তোর [illegible] দেয়ান,
তুই মা, যাসনে ভুলি',—

জীবনের মোর অন্তিম শয্যায়
দেখা না পাইনু [illegible] দুঃখ তায়,
নিস মা, কোলেতে তুলি' !!

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

পাগল।

(দ্বিতীয় দিনের অবশিষ্টাংশ।)

শ্রীমুখপদ্মনিঃসৃত সুধাধারা পান করতে করতে আমি বিভোর—আত্মবিস্মৃত হ'য়ে গেলাম। আমার প্রাণে যে অভুতপূর্ব্ব আনন্দ লহরী খেলতেছিল, তা অপরকে ব'লে বোঝাবার উপায় নাই। সহসা মনে হলো "একি স্বপ্ন?"

প্রাণের মধ্যে ধ্বনিত হ'লো "হাঁ, এ স্বপ্ন।"

আবার ভাবলাম্ "যদি স্বপ্ন। তবে ত আমি নিদ্রিত। তবে **আমি কে?**"

তিনি বল্লেন "শ্রীগুরুদেবের কৃপায় একবার দেখ **তুমি কে?**"

তাঁ'র সেই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হ'লো। মনে হ'লো—সহসা নিদ্রিত হ'য়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছি-

এক অপূর্ব্ব সুন্দর দেশ! সে দেশের সৌন্দর্য্য বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। সমুদায় ভূমি যেন মণিময়*—ভূমি অপূর্ব্ব কাননরাজিতে আবৃত—সে সব গাছের ফুল ফল যেন মণি, মুক্তা, প্রবালাদিতে গঠিত—সে শোভা বাক্যে ব্যক্ত করা অসম্ভব। জগতের জীব সকলেই এক দিন না একদিন সে শোভা দেখে চরিতার্থ হ'বে। যতদিন ঘুমিয়ে থাক্‌বো দেখ্‌তে পাবো না—যে দিন জাগ্‌বো সেই দিন দেখে প্রাণ জুড়াবে। দেখ্‌লাম সেই অপূর্ব্ব কাননে অগণিত কুঞ্জ—অগণিত লতামণ্ডপ। চারিধারে যুবতীগণ কেহ পুষ্পচয়ন করছে, কেহবা মালা গাঁথ্‌ছে, কেহ বা ফুলের অলঙ্কার, ফুলের ব্যজন প্রস্তুত ক'র্‌ছে—আবার সেই সকল প্রস্তুত হ'লে অপর যুবতীর হাতে দিচ্চে। সেই যুবতী সেই গুলি ল'য়ে কোথায় যাচ্ছে। আমারও ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌লো তেমনি ক'রে ফুল তুলে মালা গাঁথি। এমন সময়ে দেখ্‌লাম একটি লতামণ্ডপে একটি যুবতী নিদ্রিতা। তা'কে দেখে আমার মনে বড় আনন্দ হ'লো। সে যেন আমার কত কালের চেনা আপনার জন। আমি তা'র দিকে অনিমিষ নয়নে চেয়ে আছি, এমন সময়ে আর একটি যুবতী

* বোধ করি এ সেই দেশ, যে দেশ জীবের সিদ্ধদেহের নিবাস-ভূমি। সে দেশ সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন—

> "শ্রিয়ঃকান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
> দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
> কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশীপ্রিয়সখী
> চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।
> স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
> নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
> ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
> বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে।

(শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫৬ শ্লোক)

তা'র নিকটে এলেন। সেটিকেও আমার আপনার জন ব'লে বোধ হ'লো—ঠিক চিন্‌তে না পারলেও চেনা চেনা বোধ হ'তে লাগ্‌লো। তিনি নিদ্রিতার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লেন "আজিও জাগ্‌লে না? আজিও শ্রীরাধা-মাধবের সেবায় বঞ্চিত রইলে? জীবনের আরও একদিন বৃথা গেল?" এমন সময়ে বনদেবী যেন বল্‌তে লাগ্‌লেন "রজনী অবসান-প্রায় সকলে প্রস্তুত হও। এখনি আমাদের শ্রীরাধা-মাধবের সুখনিদ্রার অবসান হ'বে। সকলে সত্বরে সেবাদ্রব্যের আয়োজন কর। পাখিগণ, এই বেলা ধীরে ধীরে কূজন কর। কক্‌খটী যাও—কুঞ্জসমীপে গিয়ে বৃন্দাবন-বিলাসিনীকে কুঞ্জত্যাগ কর্‌তে সঙ্কেত কর।" অমনি মধুর কলরবে কানন পূর্ণ হ'লো—চকিতে চারিদিক নিস্তব্ধ হ'লো—সকলে কুঞ্জত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। রইলো কেবল সেই নিদ্রিতা যুবতী—আর তা'রি মত অসংখ্য নিদ্রিতা যুবতী কেহ বৃক্ষতলে—কেহ লতামণ্ডপে—কেহ কুঞ্জদ্বারে—গণনা ক'রে শেষ করা যায় না। সেই অসংখ্য যুবতীর মধ্যে,

"যে স্থানে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা, পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিন্ময় কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময়মণিগণময়ী, জল অমৃত, কথা মাত্রই গান, গমনমাত্রই নাট্য, বংশী প্রিয়-সখী, জ্যোতিঃ চিদানন্দময়, পরম চিৎপদার্থই আস্বাদ্য বা ভোগ্য, যে স্থলে কোটি কোটি সুরভী হইতে চিন্ময় মহাক্ষীরসমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হইতেছে, এবং যে স্থলে ভূত-ভবিষ্যৎরূপ খণ্ডরহিত চিন্ময়কাল নিত্যবর্ত্তমান সুতরাং নিমেষার্দ্ধও ভূতধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপরূপ পরমপীঠ আমি ভজনা করি। সেই ধামকে এই জড় জগতে বিরল-চর অতি অল্প সংখ্যক ভক্তই গোলোক বলিয়া জানেন।"

"তাৎপর্য্য। জীবগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস-ভজন দ্বারা প্রাপ্য যে স্থান, তাহা সম্পূর্ণ চিন্ময় হইলেও নির্ব্বিশেষ নয়। ক্রোধভয় মোহদ্বারাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম লাভ হয়। ভক্তগণ রসানুসারে চিজ্জগতের পরব্যোম বৈকুণ্ঠ বা তদুপরিস্থিত গোলোক লাভ করেন। সেই ধাম প্রকৃত প্রস্তাবে অত্যন্ত বিশুদ্ধ বলিয়াই শ্বেতদ্বীপ। জড় জগতে যাঁহারা চরম রস সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহারা এই জগদন্তরস্থিত গোকুল, বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে সেই শ্বেতদ্বীপ-তত্ত্ব অবলোকন করতঃ গোলোক বলিয়া বলেন। সেই গোলোকে চিদ্বিশেষগত কান্তা, কান্ত, বৃক্ষলতা, ভূমি (পর্ব্বত নদী বনাদি সহিত), জল, কথা, গমন, বংশী-বাদ্য, চন্দ্র, সূর্য্য, আস্বাদ্য-আস্বাদন (অর্থাৎ চতুষষ্টি কলার অচিন্ত্য চমৎকারিতা), গাভী সকল, অমৃত-নিঃসৃত-ক্ষীর ও নিত্যবর্ত্তমানময় চিন্ময় কাল সর্ব্বদা শোভা পাইতেছেন। বেদে এবং পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রে, অনেক স্থলে গোলোকের বর্ণনোদ্দেশ আছে। ছান্দোগ্য বলেন—

"ব্রূয়াৎ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষান্তর্হৃদয়ে আকাশ।
উত অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে।
উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌবিদ্যুন্নক্ষত্রানি
যচ্চান্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তস্মিন্ সমাহিতমিতি।"

ঐ একটিকে আর সেই একটিকে মাত্র আপনারজন বলে মনে হ'লো। শ্রীগুরুদেব বল্লেন—এঁরা সকলেই শ্রীললিতাদেবীর নিজগণ—সকলেই আমাদের আপনার জন। যখন জাগ্‌বে তখনই চিন্‌তে পার্‌বে। এখন তুমি ওই লতামণ্ডপে নিদ্রিতা—যিনি এসে তোমায় দেখে গেলেন তিনিই শ্রীরূপমঞ্জরী—এখন চল আর একদিকে চাই।

এই কথা শেষ হ'তে হ'তে দেখি, সম্মুখে অপূর্ব্ব মণিমন্দির। প্রাঙ্গণে শ্রীব্রজেশ্বরী অসংখ্য সঙ্গিনী সঙ্গে দধিমন্থনে ব্যাপৃতা। কি মধুর দৃশ্য—কি মধুর মন্থানদণ্ডোদ্ভূত সুমধুর স্বরলহরী। মন্থনকারিণীগণের অঙ্গে দর দর ধারে স্বেদজল ঝর্‌তেছে। শ্রীব্রজেশ্বরী নিজেও মন্থানদণ্ড আকর্ষণ কর্‌তেছেন।"

ক্রমে প্রভাত হ'লো শ্রীব্রজেশ্বরী বল্লেন—"কেউ শ্রীরাধাকে আন্‌তে গেল কি? একটি যুবতী বল্লেন—"হাঁ।"

শ্রীব্রজেশ্বরী বল্লেন—"তবে তুমি শীঘ্র মন্থনকার্য্য ছেড়ে রন্ধনের আয়োজন করগে। যাবার সময় নীলমণির মুখ ধোবার জল রেখে যেও। এখনই আমার নীলমণি জাগ্‌বে। যদি সব জিনিষ ঠিক করা না থাকে, এখনি এসে দধিভাণ্ডগুলি ভেঙ্গে ফেল্‌বে আমিও যাচ্ছি—বাছার প্রাতরাসের আয়োজন করিগে।"

এই বলে তিনি আপনার ভাণ্ডের দধি আর একটি যুবতীকে মন্থন কর্‌তে দিয়ে চলে গেলেন। আর যে যুবতীকে রন্ধনের আয়োজন ক'র্‌তে বলেছিলেন, তিনি নিজের ভাণ্ডের দধি নিকটস্থ কয়েকটি গোপীর ভাণ্ডে প্রদান ক'রে, শ্রীশ্যামসুন্দরের জন্য মুখ ধোবার জল, দন্তকাষ্ঠ প্রভৃতির আয়োজন ক'রে, গৃহদ্বারে রাখ্‌লেন; তার পর রন্ধন-শালার সম্মুখে ব'সে রন্ধনের আয়োজন ক'র্‌তে লাগ্‌লেন—আমি অনিমিষ নয়নে তাঁ'র দিকে চেয়ে রইলাম। সেই ভাগ্যবতীকেও আমার আপনার জন ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌লো। ক্রমে আরও

মূল তাৎপর্য্য এই যে, এই মায়িক জগতে যত-প্রকার বিশেষ বিচিত্রতা দেখিতেছ সে সমস্ত এবং তদপেক্ষা আরও অনেক বিশেষ তথায় আছে। চিজ্জগতের বিশেষ সমাহিত। জড়জগতের বিশেষ অসমাহিত—সুতরাং সুখদুঃখদায়ক। সমাহিত বিশেষ বিশদ চিদানন্দময়। শুদ্ধ-ভক্তি-সমাধি-ক্রমে বেদ এবং বেদোদিত ভক্ত সাধুগণ সেই ধাম, ভক্তিপ্রণিহিত স্বীয় চিদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেখিতে পান এবং কৃষ্ণকৃপাবলে স্বীয় ক্ষুদ্র চিদ্‌বৃত্তি অনন্তধর্ম্ম লাভ করিয়া তথায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোগসাম্য লাভ করেন। পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ শব্দের একটি গূঢ় অর্থ আছে। পরমপি শব্দে সমস্ত চিদানন্দ বিশেষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব। তদাস্বাদ্যমপি শব্দে তাঁহার অস্বাদ্যতত্ত্ব—শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা, রাধিকা যে কৃষ্ণরস অনুভব করেন এবং সেই অনুভবে রাধিকা যে সুখ লাভ করেন এই ভাবত্রয় কৃষ্ণের আস্বাদ্য হইলে, কৃষ্ণ গৌরত্ব লাভ করেন। তদীয় প্রদর্শিত রস সেবাসুখ। ইহাও সেই শ্বেতদ্বীপে নিত্য বর্ত্তমান।

শ্রীল ভক্তিবিনোদমহাশয়কৃত অনুবাদ ও তাৎপর্য্য।

দু'এক জন গোপী এসে তাঁ'র সহায়তা কর্‌তে লাগ্‌লেন। একজন বল্লেন "শ্রীমতী এসেছেন, সত্বর হও। গোপাল গোদোহনে গেছেন, এখনি এসে স্নানাহার ক'রে গোষ্ঠে যাবেন।"

তখন সকলে ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে, নানা দ্রব্য আয়োজন কর্‌তে লাগ্‌লেন, আর আমি একদৃষ্টে হতজ্ঞান হ'য়ে সেই যুবতীর দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি ব্যস্ত ভাবে যখন যে দিকে যেতে লাগ্‌লেন, আমার দৃষ্টিও তাঁ'র সঙ্গে সেই দিকে যেতে লাগ্‌লো। যখন তিনি কোনও গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন, আমি সেই দ্বারের দিকে চেয়ে থাকি—কখন তিনি বাহির হবেন—কখন তাঁ'র চরণ দু'খানির মৃদু-মন্থর-দ্রুত-গমন দেখে কৃতার্থ হবো, এই আশায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে চেয়ে থাকি—

এবার অনেকক্ষণ অতীত হ'লো—অনেকক্ষণ পরে তিনি এসে বল্লেন—"আমার প্রাণের গোপালের খাওয়া হয়েছে, তোমরা এসো—প্রসাদ গ্রহণ কর।"

আমি বল্লাম "দেবি! শ্রীগোপালের প্রসাদের পূর্ব্বে তোমার চরণধূলি দাও, আমার দেহ পবিত্র হ'ক।' এই ব'লে তাঁ'র চরণধূলি নিতে গেলাম! তিনি "কর কি কর কি?" ব'লে সরে গেলেন। বল্লেন—"অকল্যাণ হবে যে?"

আমার চেতনা হ'লো। "আমার পত্নী?—নানা এ যে সেই দেবী—সেই শ্রীব্রজেশ্বরীর কিঙ্করী—এ—যে আমার শ্যামসুন্দরকে আমার গোপাল ব'লে আদর ক'রে কৃতার্থ হ'য়েছে। আমি কে?—কোন্ পুণ্যফলে এমন দেবিকে আমার বল্‌তে পেয়েছি?" আমি আকুল প্রাণে তাঁ'র মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বল্লাম "আমি কি সে শ্যামসুন্দরের চরণ দু'খানি দেখ্‌তে পাব না? সে মোহন মুরলীধ্বনি শুনতে পাব না?"

শ্রীগুরুদেব বল্লেন "পাবে বই কি বাবা। আগে চিত্রপটে তাঁ'রে নিত্য পূজা কর—বৈধী সেবার বলে—তোমার প্রসুপ্ত ভাব দূর হ'লে—ভাবাঙ্গে প্রবুদ্ধ হ'বে। তার পর কাল যাঁ'রে দেখা'ব, তিনি তোমায় সেই ভাবাঙ্গে সাধনের পন্থা বুঝিয়ে দেবেন। তার পর মায়ের আমার যখন ব্রজভূমি দর্শনের সাধ হ'বে, দুজনে সেখানে গিয়ে চিন্ময় লীলা রস উপভোগ কর্‌তে কর্‌তে সিদ্ধদেহে প্রবুদ্ধ হ'বে। তখনই নিত্যধামে তোমার প্রসুপ্ত-স্বরূপ জাগ্‌বে—আর এ স্বপ্ন দেখ্‌তে হ'বে না—যা দেখ্‌তে হ'বে—কর্‌তে হ'বে—তা'র আভাস এই একটু আগে ত দেখ্‌লে। এখন এস শ্রীগোপালের প্রসাদ গ্রহণ করিগে।"

একি সুন্দর দৃশ্য! এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য ছিলাম বলে কিছুই দেখি নাই—আমরা যেখানে ব'সে আছি, তা'রি অদূরে একখানি ক্ষুদ্র সিংহাসনে শ্রীগোপাল—সেই শ্রীগুরুদত্ত গোপালমূর্ত্তি অপর্ব-পুষ্পভূষণে ভূষিত। এত ফুল কখন্, কোথা হ'তে, কে আন্‌লে? সম্মুখে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি বেষ্টিত অন্নপাত্র। এত আয়োজনই বা কখন্ কে কর্‌লে?"

আমার পত্নী বল্লেন "আশ্চর্য্য হ'য়ো না, আজ শ্রীমতী স্বয়ং রন্ধন ক'রে আমার গোপালকে খাইয়েছেন—তোমরাও প্রসাদ গ্রহণ কর—সেই পরম প্রেমিকার রন্ধন ভোজন কর্‌লে অনায়াসে প্রেমভক্তি লাভ কর্‌বে।"

শ্রীগুরুদেবের পার্শ্বে ব'সে প্রসাদ গ্রহণ

কর্‌লাম—রন্ধন অমৃত-তুল্য—কোনও ব্যঞ্জনা-দিতে কোনও দোষ নাই। আমি আমার পত্নীর মুখ পানে চেয়ে বল্লেম—"ধন্য তোমার রন্ধন!"

পত্নী। আমার নয় শ্রীমতীর, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর।

আমি গুরুদেবের পানে চাইলাম। তিনি বল্লেন "শ্রীরাধিকাই রন্ধন করেচেন।"

আমি বল্লাম—"কেমন ক'রে সম্ভব?"

তিনি বল্লেন—"স্বচক্ষেইত দেখ্‌লে তোমার এই পত্নী-বেশ-ধারিণী ব্রজদেবী শ্রীব্রজেশ্বরীর আদেশে উদ্যোগ ক'রে দিলেন—শ্রীমতীর রন্ধনের জন্যই উদ্‌যোগ কর্‌লেন। তবে অসম্ভব কেমন করে?"

আমি বল্লাম—"সে ত স্বপ্ন?"

তিনি হাস্‌লেন, বল্‌লেন—"এ ত প্রত্যক্ষ? এই স্বর্ণ-সিংহাসন ত কখনও কেনোনি? তোমার উঠানে ত ফুল-বাগান নাই?—আজ ত বাজার থেকে ফুল, ফল-মুল, তরকারী, দধি, ক্ষীর কিছুই আন নি। এ সব মা নিজে কিনে এনেছেন, না প্রস্তুত ক'রেছেন? যা খেলে তেমন মধুর জিনিষ কখনও খেয়েছ কি? মনে হ'চ্চে না কি? একবার প্রাণকৃষ্ণের গোষ্ঠ গমন দেখ্‌তে যাই? এ সব মিথ্যা—আর তুমি এক হাল্‌দারের পো,—আর আমি এক হ্যাংলা কাঙ্‌লা পাগ্‌ল—আর এই এক কায়েতের মেয়ে, তোমার চরণসেবার অধিকারিণী?—এই সত্য? আমরাই দুজনে পাগল বা মিথ্যাবাদী—আর তুমি—না—যত দিন না জাগ্‌বে এ ভ্রম যা'বে না। দেখ বাবা এখন আর হাত মুখ শুকিয়ে কাজনি। চল মুখ হাত ধুইগে।"

* * * *

তিন জনে মুখোমুখী হ'য়ে ব'সে সমস্ত দিন কেটে গেল—কা'রও মুখে কথাটি নাই। কিন্তু প্রাণে যে কি আনন্দ ভোগ ক'রেছি তা আর কি বল্‌বো। সন্ধ্যার পর শ্রীগোপালের আরাত্রিকাদি হ'লো। শেষে জলযোগের পর শয়ন ও নিদ্রা।

শ্রীবিনোদবিহারী হালদার।

ব্যায়ামে বিজ্ঞান।

(১)

অধুনা ব্যায়াম চর্চ্চার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নব পরিবর্ত্তনে ছাত্রগণের উপর যেরূপ পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা চাপান হইয়াছে, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ ব্যায়ামের ব্যবস্থা না থাকিলে, অতিরিক্ত মস্তিষ্ক-চালনা দ্বারা তাহাদের শারীরিক অবনতি যে অবশ্যম্ভাবী তাহা আর বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই ব্যায়াম-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে, শারীরিক উন্নতি ছাড়া, ইহার যে আর একটি অতি প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট গুণ আছে, তদ্বিষয়েও লক্ষ্য থাকা বিশেষ আবশ্যক।

ব্যায়ামশাস্ত্রের অনুমোদিত প্রক্রিয়াগুলির কতকগুলি অনুরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা, সর্ব্বপ্রকার না হইলেও, যে নানা প্রকার রোগ আরোগ্য করা যায়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি শিক্ষা করিতে পারিলে, আপনাকে ও সহপাঠি বা আত্মীয়স্বজনগণকেও নিত্যসংঘটিত নানা-

প্রকার কঠিন ও সামান্য সামান্য পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়। ব্যায়ামশিক্ষার্থী ছাত্র বা যুবকগণের ইহা শিক্ষা করা, নিত্য সুখসচ্ছন্দতার জন্য, নিতান্ত প্রয়োজন।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়-প্রদেশেই ব্যায়ামের চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে, এবং বহুতর বিজ্ঞ ও বিবেচক লোক ইহার অত্যাবশ্যকতা বুঝিয়া ইহার বিশেষ আদরও করিয়া থাকেন। ইহার প্রথম প্রচলন কখন হইয়াছিল, তাহা স্থির করা কঠিন, তবে পাশ্চাত্য প্রদেশে ইহার চর্চ্চা ও প্রচলনকারী প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণের তালিকার মধ্যে ইস্কিউলেপিয়সের (Æsculapius) নামই সর্ব্বোপরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যায়াম-দ্বারা রোগারোগ্য প্রথাও বহুদিন হইতে লোকে অল্পাধিক অব-গত থাকিলেও, সুইডেনের রয়াল একাডেমির (Royal Academy of Sweden) অন্যতম মেম্বর লিং (Ling) সাহেবই ইহার বিশেষ চর্চ্চা করেন, এবং বহুতর যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা ইহার সার্থকতা প্রতিপাদন করেন। লিং সাহেব খ্রীঃ ১৭৬৬ অব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি এক জন উচ্চদরের কবি ছিলেন, এবং নাইট অব্ দি পোলার ষ্টার (Knight of the Polar Star উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজ গ্রন্থকারগণের মধ্যে ডাক্তার ফুলার এবং পফ্ (Fuller and Pugh) খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দিতে এই ব্যায়াম-চিকিৎসার বিষয় প্রথম লিখিয়াছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে এবং পরিমিত বল-প্রয়োগ-দ্বারা হস্তপদাদি বা শরীরের স্থান বিশেষের পরিচালন করার নামই ব্যায়াম। তোমার হাত দু'খানি শূন্যে লম্বমান আছে, তাহাদিগকে যথেচ্ছাভাবে উর্দ্ধে উঠাইতে বা সম্মুখে প্রসারিত করিতে বিশেষ কোন শারী-রিক বা মানসিক বল প্রয়োগ করিতে হয় না, এবং তদ্দ্বারা শারীরিক কোন বিশেষ ক্রিয়া বা উপকারও সাধিত হয় না, কিন্তু ঐ কার্য্য-টিই যদি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও পরিমিত বলপ্রয়োগ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহা-দ্বারা নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক উপকার সাধন হইতে পারে। ইহাকেই ব্যায়াম বলা যায়।

শরীরের সহিত মনের নিত্য সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ না থাকিলে যে মন কখনও সুস্থ থাকিতে পারে না, ইহা সকলেই অবগত আছেন। আবার মনের সুস্থাসুস্থতার সহিত শারীরিক পীড়ারও সেইরূপ নিত্য সম্বন্ধ। শরীর অসুস্থ হইলেই মন অসুস্থ, এবং মন অসুস্থ হইলেই শরীর অসুস্থ অর্থাৎ পীড়া হয়, এবং মন সুস্থ সুতরাং শরীর সুস্থ হইলেই পীড়া উপশম হইয়া থাকে। অতএব যে উপায় দ্বারা শরীর ও মনের সুস্থতা উৎপাদন ও উৎকর্ষ-সাধন করিতে পারা যায়, তাহারই সাহায্যে শরীরকে ব্যাধিমুক্ত করিতে কেন না পারা যাইবে? Dr Ling, Fuller, Pugh, Guthsmuths, Pestalozzi, John, Salgmann প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বহুতর গবেষণাদ্বারা ইহার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া বিধিবদ্ধ করিয়া যান, সেগুলি সম্পূর্ণ ব্যায়ামশাস্ত্রানুমোদিত এবং তৎসদৃশ। সেই জন্যই ইহাকে Medical gymnastics অর্থাৎ ব্যায়াম-চিকিৎসা বলা হইয়াছে। এই ব্যায়াম-চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ—স্পন্দন বা

ব্যায়াম-স্পন্দন (Gymnastic movement), সেই জন্য ডাক্তার রথ (Dr. M. Roth. M. D.) ইহার Movement-cure অর্থাৎ 'স্পন্দন- চিকিৎসা' নাম দিয়াছেন। ফলতঃ 'ব্যায়াম-চিকিৎসা' ও 'স্পন্দন-চিকিৎসা' একই কথা। সাধারণ ব্যায়ামের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, সাধারণ ব্যায়ামের প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিতে একটা সময়, স্থান বা নিয়ম অবধারিত থাকিলেও, তাহা চিকিৎসা-সাধন ব্যায়ামের প্রক্রিয়াগুলির ন্যায় বিশেষরূপে পরিমিত ও বিজ্ঞান সম্মত রোগারোগ্যকারী উদ্দেশ্য-যুক্ত নহে।

ডাক্তার ব্যাবিট্ (Dr.. Edwin D. Babbit D. M.) এইরূপ ব্যায়ামের সহিত Animal Magnetism অর্থাৎ জীব-শরীরস্থ তাড়িত-পদার্থের সংযোগ-সাধন করিয়া ইহার আরও উন্নতি ও পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন, এবং তাঁহার এই অপূর্ব্ব ব্যায়ামকে তিনি Magneto-Gymnastics অর্থাৎ 'তাড়িত-ব্যায়াম' নামে অভিহিত করিয়াছেন। * ইহা শারীরিক সুস্থতা সম্পাদনে বিশেষ উপযোগী, এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে ব্যায়াম-ক্রীড়া রূপে প্রবর্ত্তিত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। ছোট ছোট বালকবালিকা ও যুবকগণের নিত্য ক্রীড়া রূপে প্রচলিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি কতকগুলি তাড়িত-বিজ্ঞান-সম্মত খেলার সৃষ্টি করিয়াছেন। বালকগণকে বৃথা আমোদপ্রমোদ অথবা উদ্দেশ্য-শূন্য খেলায় সময়াতিপাত করিতে না দিয়া, ডাক্তার ব্যাবিট-প্রবর্ত্তিত এই বিজ্ঞানসম্মত খেলায় নিয়োজিত করিলে, বিশেষ উপকার সাধিত হইবে অথচ বিশুদ্ধ আমোদ বা খেলার সুখেও তাহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইবে না। এই রূপ খেলাকে আমরা' বৈজ্ঞানিক-খেলা' বলিব।

এই বৈজ্ঞানিক খেলা যেমন বিশুদ্ধ আনন্দদায়ক তেমনি পরম হিতকারক। ইহাতে খেলার সঙ্গে যেমন বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ হয়, তেমনি শারীরিক ক্রিয়ার উন্নতি সাধিত হইয়া শরীর ও মনকে সুস্থ ও প্রফুল্ল করিয়া থাকে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যে সকল বালক অতিশয় অলস বা শারীরিক পরিশ্রমে একান্ত অনভ্যস্ত, তাহারা এইরূপ ব্যায়াম-ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলে, প্রথম পায়ে এক প্রকার ব্যথা বা চলিতে অশক্ততা অথবা অস্থিরতা অনুভব করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভীত হইবার কোনও কারণ নাই; বরং ইহা উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য প্রাপ্তির পূর্ব্ব-লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিম্নে এই খেলার কয়েকটি নিয়মাদি উল্লেখ করিতেছি।

সাধারণ-নিয়ম।

১। পিয়ানো (Piano), হার্প (Harp) অথবা তদনুরূপ কোন বাদ্যের সহিত মিলিত করিয়া, তালে তালে অর্থাৎ সমভাবে আঘাত (Strokes) করিতে হইবে।

* Dr. Babbitts' Magneto Gymnastics. ডাক্তার ব্যাবিট্ কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত ও তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত নিউইয়র্কের Electro Gymnasium নামক বিদ্যালয়ে ১৮৭২-৩ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছিল। ডাক্তার ব্যাবিট বলেন যে তিনি এই পদ্ধতি দ্বারা বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন।

মালবাধীশ্বরী—অহল্যাবাই।

দেবনাগরপত্রের স্বত্বাধিকারীদের অনুমতি অনুসারে প্রকা

INDIA PRESS, CALCUTTA.

২। বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গীত আরম্ভ করিবে, এবং সেই গীতের তালে তালে পদবিক্ষেপ ও আঘাত করিবে।

৩। প্রথমে অতি ধীরে ধীরে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বেগ বৃদ্ধি করিবে। কদাচ একেবারে সবেগে খেলা আরম্ভ করিবে না।

৪। কয়েক মিনিট মাত্র ক্রীড়া করিয়া বিশ্রাম করিবে, এবং সেই অবকাশে Magnetism অর্থাৎ তাড়িতশক্তির কার্য্য হইতে দিবে। কখনও অধিকক্ষণ ক্রমাগত ক্রীড়া করিবে না।

৫। ব্যথিত স্থানের (inflamed parts) উপর আঘাত করিবে না। ঐরূপ আঘাতে ব্যথিত স্থানে ব্যথা বোধ করিলে, উহার কিঞ্চিৎ উপরে কিম্বা নিম্নে আঘাত করা কর্ত্তব্য।

৬। ফুস্‌ফুসের উপর আঘাত করা আবশ্যক হইলে, উহা বায়ুপূরিত করিয়া তবে আঘাত করিবে।

৭। যতদূর সম্ভব পরস্পর বিপরীত জাতীয় এবং বিপরীত স্বভাবের লোকের সহিত ক্রীড়া করিবে, অর্থাৎ বালক বালিকার সহিত, উগ্রস্বভাবের লোক নম্রস্বভাবের লোকের সহিত এবং নম্রস্বভাবের লোক উগ্রস্বভাবের লোকের সহিত খেলা করিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

অহল্যাবাই।

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে, মালব দেশ অতি প্রসিদ্ধ। এই স্থানে নবরত্ন সভাপরিবৃত হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দেশে অনেক কবি, পণ্ডিত, শিল্পী ও পরমভাগবত জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ভারতবর্ষকে জগদ্বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। অহল্যাবাই এই মালব-রাজ্যাধিপতি কণ্ডিরাওয়ের মহিষী। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশীলা, বুদ্ধিমতী ও বিদুষী রমণী সচরাচর দেখা যায় না। এই রাজদম্পতীর একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রের নাম মালীরাও, কন্যাটির নাম মুক্তাবাই। যশোবন্ত রাওয়ের সহিত মুক্তাবাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল।

খ্রীঃ ১৭৬৪ অব্দে, কণ্ডিরাওয়ের মৃত্যুর অল্পদিন পরে, মালীরাওয়ের মৃত্যু হয়। রাজ্যের উত্তরাধিকারী না থাকায়, রাজপুরোহিত গঙ্গাধর যশোবন্ত দত্তক গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল দত্তক গৃহীত হইলে তিনিই তাঁহার অভিভাবকরূপে, প্রকৃত পক্ষে রাজ্যেশ্বর হইবেন; কিন্তু ধর্ম্মশীলা অহল্যা সে প্রস্তাব সুষ্ঠু বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তিনি বলিলেন ভগবান যখন এই বিশাল রাজ্য তাঁহাকে দিয়াছেন, তখন তাঁহার কৃপায় এ রাজ্যশাসনের ক্ষমতাও তাঁহার হইবে; অতএব তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবেন না। নিজেই রাজ্যশাসন করিবেন।

কথাটি গঙ্গাধরের প্রীতিকর হইল না। তিনি গোপনে মহারাষ্ট্ররাজ মধুরাওয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রাঘবদাদার সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হইলেন। বীরাঙ্গনা অহল্যা তাহাতে ভীতা হইলেন না। তিনি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা মহারাষ্ট্ররাজের নিকট এই বিদ্রোহের বিবরণ সম্বন্ধে পত্র প্রেরণ করিলেন।

মহারাষ্ট্রপতি মধুরাও, অহল্যার পত্র পাইয়া, তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই অকারণ বিদ্রোহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। সুতরাং রাঘবদাদা, গঙ্গাধর যশোবন্তকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন গঙ্গাধর বুঝিলেন, তিনি বিদ্রোহী হইয়া কিছুই করিতে পারিবেন না, অহল্যা সামান্যা রমণী নহেন, তিনি মনে করিলে নিজেই সৈন্য পরিচালিত করিয়া, অনায়াসে তাঁহাকে বন্দী করিয়া চিরনির্ব্বাসিত করিতে পারিবেন কারণ মহারাষ্ট্রপতি মধুরাও তাঁহার সহায়।

তখন গঙ্গাধর, অহল্যার নিকট নিজ কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ক্ষমাশীলা অহল্যা তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

মালব রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের সুশাসন-মানসে মহারাজ্ঞী অহল্যা, তকাজী হোলকারকে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান পূর্ব্বক, স্বীয় প্রতিনিধি করিয়া সাতপুরা পর্ব্বতমালার দক্ষিণস্থিত প্রদেশ সমূহের শাসন ও রাজস্ব সংগ্রহ জন্য নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে মহীসুরে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতের উত্তরস্থিত প্রদেশ সমূহের শাসন ও রাজস্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

তিনি ভারতবর্ষের ভূপতিবর্গের সহিত সদ্ভাবে রাজত্ব করিবার জন্য নিজ রাজধানীতে সকল রাজার দূত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং নিজেও উপযুক্ত দূত নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজের প্রতিনিধি স্বরূপ ভারতের সকল রাজার রাজধানীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তিনি নিজে রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া অর্থীপ্রত্যর্থীর আবেদন শ্রবণ পূর্ব্বক অমাত্যগণের সহিত সুশৃঙ্খলে বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং রাজ্যে যাহাতে কাহারও কোনও কষ্ট না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। তিনি প্রতিদিন শয্যাত্যাগের পর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নান করিয়া ইষ্ট পূজাদি করিতেন। তাহার পর ব্রাহ্মণগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া মধ্যাহ্নে নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতেন। তৎপরে স্বহস্তে আতপান্ন আহার করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, রাজবেশে সজ্জিতা হইয়া সভায় আগমন পূর্ব্বক রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা করিতেন। আড়াই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিয়মিত রাজকার্য্য করিয়া, তৎপরে স্নানান্তর সায়ংকৃত্য সমাধা করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা, তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। মালব রাজ্যের প্রভূত রাজস্বের মধ্যে ন্যায্য ব্যয় বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইত তাহার অতি সামান্য অংশ নিজের নিত্যব্যয়ে ব্যয়িত করিয়া অবশিষ্ট অর্থ সাধারণের কষ্ট মোচন ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যয় করিতেন। তীর্থযাত্রী ও অন্যান্য অধ্বগগণের কষ্ট দূর করিবার জন্য নানা স্থানে অনেক ধর্ম্মশালা ও কূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কেদারনাথ তীর্থের পথে, মহীশূর ও মালবের নানা স্থানে, সেতুবন্ধ পথে, দ্রাবিড় ও শ্রীক্ষেত্রে

প্রভৃতি তীর্থে, ধর্ম্মশালা, কূপ ও দেবমন্দির প্রভৃতি তাঁহার অনেক কীর্ত্তি আজিও বর্ত্তমান আছে।

গয়াক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক সুন্দর দেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে শ্রীবিষ্ণুপদের শ্রীমন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। গয়াধামে **শ্রীমতী অহল্যাবাই-য়ের** পূজানিরতা সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে।

এই ধর্ম্মশীলা ললনা, আলবাধীশ্বরীপদ গ্রহণপূর্ব্বক খ্রীঃ ১৭৬৫ অব্দ হইতে খ্রীঃ ১৭৯৫ অব্দ পর্য্যন্ত সুশৃঙ্খলে রাজ্য শাসন করিয়া ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইন্দোর আগে ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, তাঁহার সময়েই উহা একটি সুন্দর নগর হয়। আজ আমরা তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম।

গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গ।

গুরুজনের প্রতি ব্যবহার (পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

অচ্যুতানন্দ। বুঝিলাম সকলই তাই। ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ তাঁহার পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু সে জ্ঞান ত সাধনসাপেক্ষ। সে জ্ঞান লাভ হইবার পূর্ব্বে ভক্তি শ্রদ্ধাতেই কি কাজ হইবে? না ভগবদ্বুদ্ধির একান্তই প্রয়োজন?

মহেন্দ্র। ভগবদ্বুদ্ধিই একান্ত প্রয়োজনীয়। তাহা হইলে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রগাঢ় হইবে। দোষানুসন্ধানে ইচ্ছা হইবে না। বিশ্বে যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহারই। যেমন ধনের প্রয়োজন হইলে লোকে ধনীরই শরণাগত হয়, তেমনি সকল ধনের ধনী যিনি তাঁহার শরণাগত হওয়াই অভীষ্ট লাভের একমাত্র উপায়। যাহা আমার নাই, তাহা পাইবার প্রয়োজন হইলে—যাঁহার তাহা আছে তাঁহার কাছে যাওয়াই প্রয়োজন। "ধর্ম্ম, শক্তি, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সব তাঁহাতেই পূর্ণরূপে আছে। তিনি এই সমস্ত দিবার জন্য বিবিধ গুরুঘটে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন।" "অনায়ত্ত বিষয়ের প্রাপ্তি-কামনা অন্তরে ঐকান্তিক বলবতী হইলে, মানুষের মনে স্বভাবতঃ ঐকান্তিক দৈব-নির্ভর—ভগবৎ-নির্ভর প্রকাশ পায়। যে-খানে আত্মনির্ভর স্তম্ভিত, সেই খানেই দৈব-শক্তির উপর ভগবৎশক্তির উপর নির্ভর স্বতঃই পূর্ণভাবে উদয় হয়।" * * * তখন "বিশ্বাস ও ভক্তিযোগে ভগবৎশক্তি ও কৃপা সেই গুরুআধারে আবির্ভূত হইয়া * * * অনুগত জনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে।" * * * "শিষ্য অন্তরে আপনার কাম্য লইয়া, শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে যত ভাবে দাঁড়াইতে পারে, ভগবানকে—গুরুকে—ততভাবে তত প্রকার কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধাবান অনুগত শিষ্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হয়। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।" তাঁহার উদার সদাব্রতে শিষ্য একাগ্রগতা আস্থা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে যা চায় তাই পায়। ইহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। যে সংসারের বিপদ-জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধনজন ও মানসম্ভ্রম প্রাপ্তীচ্ছু হইয়া, বিধি-

পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হয়, তাহার ভক্তিযোগে আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। যে পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইহলোকে সুমতি ও পরলোকে সুগতি প্রাপ্তিকাম হইয়া তাঁহার দ্বারস্থ হয়, সে যেমন তাহা প্রাপ্ত হয়, আর যে অকাম-অন্তরে কোন প্রকার বিষয়-কামনা —কোন প্রকার সুখ বা সিদ্ধি কামনা অন্তরে পোষণ না করিয়া তাঁহার সন্নিধানে শুদ্ধ প্রেম বা অকাম-সঙ্কল্পে উপনীত হয়, তাহার সেই অকাম-কামনাও তিনি সেইরূপ পূর্ণ করিয়া থাকেন। তাহা পূর্ণ করিতে হইলে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার আত্মস্বরূপ —সংস্বরূপ সেই প্রেমার্থীর নিকট অগ্রে প্রকাশ করিয়া, ভক্তের সেই—প্রেম-সাধ পূর্ণ করিতে হয়। ভক্তের নিকট সর্ব্বকাল তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা আছে, ভক্তের সকল মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিবেন—যেখানে ভক্তের মনে কোন প্রকার বাসনা না থাকাতে তাঁহা-কর্ত্তৃক পূর্ণ হইবার স্থলাভাব হইবে, সেই খানেই তিনি ভক্তের ভজনঋণ অন্য কোন প্রকারে পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া, তাঁহার নিকট বিক্রীত ও আবদ্ধ হইবেন। তিনি সৃষ্টির আবরণে তাঁহার প্রেমমুখ ঢাকিয়া তাঁহার স্বরূপ ঢাকিয়া প্রেমার্থীর সঙ্গে প্রেম করেন না। সেই জন্যই কেবল প্রেমার্থীর নিকটেই তাঁহার মুখের আবরণ উন্মোচন করিতে হয়।”—প্রয়োজন অনুরোধেই—তাঁহার বিবিধ গুরুঘটে অবির্ভাব —যাহার যে ঘটে তাঁহাকে পাইবার প্রয়োজন সে সেই ঘটেই—পায়, অন্যে সেখানে তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পায় না।

অচ্যুতানন্দ। একটা কথা আছে। স্বীকার করিলাম, তিনি পিতা মাতা; প্রভৃতি গুরুঘটে আমাদিগকে কৃপা করেন। কিন্তু আপনি বলিলেন—সর্ব্বত্রই তিনি,—এবং মনে মনে যুক্তিতর্কদ্বারা বুঝি—সর্ব্বত্রই তিনি। তবে আমাতেও ত তিনি পূর্ণভাবে আছেন। আমি অন্যত্র তাঁহাকে না খুঁজিয়া, আপনার মধ্যেই খুঁজি না কেন?

মহেন্দ্র। আপনার মধ্যেই ত তাঁহাকে খুঁজিতে হইবে। কিন্তু সে পথ তিনি অন্যত্র হইতে—গুরুদেহ হইতে দেখাইয়া দিবেন।

অচ্যুতানন্দ। গুরুর আবার আনুগত্য কেন? আপনার মধ্যেই যখন তিনি আছেন, তখন আমিই সেই পদার্থ।

মহেন্দ্র। না দাদা আপনার মধ্যে তিনি থাকিলেও আপনি তিনি নন। যতক্ষণ আত্মদর্শন না হইতেছে, যতক্ষণ প্রত্যক্ষ না করিতেছেন যে আপনার যথার্থ আমিত্ব চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পর পারে অবস্থিত। ততক্ষণ আপনি তিনি নন্। ততক্ষণ সোঽহং বলা কেবল কথার কথা। ততক্ষণ স তিনি আর অহং আপনি বা আপনার অহঙ্কারতত্ত্ব। যখন ভাগ্যোদয় হইবে তখন সোঽহং বলিবার আর কেহ থাকিবে না।—তাহার আগে এ জৈবিক আমি স নয়। ইহা ততদিন নিশ্চয়ই পরানুগ্রহাপেক্ষী “এই জৈবিক আমি বা অহং অভিমানী আমি —এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, ইহা কোন ক্রমেই—কোন স্থলেই স্বতন্ত্র নহে। ইহার এ সংসারে উৎপত্তি ও জন্মগ্রহণ, আপনা হইতে নহে—সম্পূর্ণরূপে তোমা হইতে তুমিই পিতৃরূপে আমার উৎপত্তির ও জন্ম পরিগ্রহের কারণ হইলে,—তুমিই মাতৃরূপে

আমার বীজরূপ—জরায়ুগর্ত্তে ধারণ ও গ্রহণ করিয়া আমাকে অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন করিলে, সে বৈজিক পদার্থও তুমি, তাহাও আমি নহি; যে সমস্ত উপকরণ যোগে আমার সেই অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন হইল, তাহাও আমি নহি—তাহাও তুমি। যে সমস্ত সূক্ষ্ম উপাদান আসিয়া সেই মৌলিক বীজের অঙ্গীভূত হইল এবং আমাকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল তাহাও আমি নহি—তাহাও তুমি, যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বা তন্মাত্রার সত্বাংশ হইতে আমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইল, তাহাও আমি নহি,—তাহাও তুমি। তাহাদের যে রজঃ ভাগ হইতে আমার কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল আবির্ভূত হইল, তাহাও আমি নহি,—তাহাও তুমি। এই ইন্দ্রিয়গণের সত্বাংশ হইতে আমার সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন ও মনোবৃত্তিচয় উৎপন্ন হইল, তাহাও আমি নহি, তাহাও তুমি। এই মনের সত্বাংশ হইতে আমার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তি সকল আবির্ভূত হইল, তাহাও আমি নহি—তাহাও তুমি। আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, কোষপঞ্চও আমি নয়—তাহাও তুমি। যে পঞ্চপ্রাণ আমার দেহস্থ থাকিয়া * * * আমার দেহের জীবন হইয়া আছে, তাহাও আমি নহি,—তাহাও তুমি। যে সমান ও অপান বায়ু তদীয় বৈদ্যুতিক অধঃক্ষেপ ক্রিয়ার সাহায্যে আমাকে সেই নিবিড় অন্ধকারময় জরায়ুগর্ত্ত হইতে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিল, তাহাও আমি নহি,—তাহাও তুমি। ভূপৃষ্ঠে সমাগত হইবামাত্র তোমারই সংস্পর্শে আসিয়া আমার দেহের জড়ত্ব ঘুচিল। সেই মাতৃগর্ত্তে আমি জড় বা উদ্ভিদ দেহের ন্যায় অজ্ঞান ও অচেতন ছিলাম, তোমাকে দেখিবামাত্র আমার দেহে চৈতন্য সঞ্চার হইল।

"আমি মরেছিলাম যেন পাইলাম চেতন
তোমার শ্রীঅঙ্গের সাক্ষাৎ পেয়ে।"

তুমি স্নেহময়ী মাতৃরূপে আমার মুখে—সেই সদ্যপ্রসূত অবস্থায় সাক্ষাৎ অমৃততুল্য স্তন্যদান করিলে। সে স্তন্যও আমি নহি—তাহাও তুমি। জরায়ুগর্ত্তে জীবসঞ্চারের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত—এ পর্য্যন্ত কেন, এই দেহের অবসানকাল পর্য্যন্ত—তুমিই বিবিধ রূপে আমার সর্ব্বস্ব ধন, আমার একমাত্র অবলম্বন ও গতি হইয়া আছ ও থাকিবে। "আমি যে অনন্য গতি, তোমা বিনে, ত্রিভুবনে, বল আমার আর কি আছে গতি?" আমার মধ্য হইতে আমি আমার কোন অভাব পূর্ণ করিতে পারি নাই। তুমিই তোমার অপার স্নেহগুণে চিরদিন তাহা পূর্ণ করিয়া আসিতেছ। চিরদিনই তোমার উপর আমার নিরতিশয় নিত্য নির্ভর। রোগ যন্ত্রণায় তুমিই আমায় রোগ-নিবারক ঔষধ ও চিকিৎসক; শোকের সময় তুমিই কতরূপে আমার সান্ত্বনার স্থল। তুমিই স্বহস্তে, শত হস্তে আমার অশ্রুজল মোচন করিয়া থাক। তোমাকে দেখিতে দেখিতে, তোমার কথা ও উপদেশ শুনিতে শুনিতে, তোমার তত্ত্ব সমালোচনা করিতে করিতে, আমায় যাবতীয় জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়াছে। আমার যাবতীয় স্বতঃসিদ্ধ সহজাত সংস্কারসমূহের স্ফূর্ত্তির মূল কারণ, তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার লাভ ও পরিচয়। আমি তোমার দ্বারাই প্রতিনিয়ত পরিবেষ্টিত প্রতিনিয়ত পরিসেবিত, প্রতিনিয়ত সমুপকৃত, প্রতিনিয়ত সুশিক্ষিত, প্রতিনিয়ত পরিরক্ষিত,

প্রতিনিয়ত পরিচালিত, প্রতিনিয়ত পরিশাসিত, এবং প্রতিনিয়ত সংশোধিত হইতেছি। তুমি নড় চড় বলিয়াই আমি নড়িতে চড়িতে শিখিলাম,—তোমাকে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম—তোমাকে বেড়াইতে দেখিয়া আমি বেড়াইতে শিখিলাম—কথা কহিতে দেখিয়া আমি কথা কহিতে শিখিলাম। আমি প্রতিনিয়তই তোমার দ্বারা বিমোহিত ও পরিবর্তিত হইতেছি। তুমিই আমার নয়নের সম্মুখে শোভা ও সৌন্দর্য্য চিত্রিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছ—আমার শ্রবণদ্বারে সংগীত ও সুস্বর রূপে বর্দ্ধিত হইতেছ,—রসনামূলে কত প্রকার মনোজ্ঞ রসে পরিণত হইয়া প্রকাশ পাইতেছ—নাসারন্ধ্রে কত প্রকার প্রাণপরিতুষ্টি-সাধন সৌগন্ধে অভিব্যক্ত হইতেছ এবং আমার ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারে কত প্রকার সুখস্পর্শ তাপ-হরণ সুশীতল অনুভূতিতে পরিণত হইয়া সুব্যক্ত হইতেছ। আমি ত অনুদিন তোমাদ্বারা আক্রান্ত, পরাজিত ও অভিভূত হইয়া তোমার বিশাল বক্ষে —তোমার অনন্তত্বে বিলীন হইয়া যাইতেছি। তুমিই অনুদিন আমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার বারি ও জীবনের প্রাণ-বায়ু হইয়া রহিয়াছ। ও হরি! তবে আমি আর রহিলাম কোথায়? যাহা কিছু আমি ও আমার বলিয়া আমার অভিমান ছিল, সমস্তই ত তুমি স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইলে—আত্মসাৎ করিলে। আমি ও আমার বলিবার কিছুই রাখিলে না। তুমি আমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিয়া ফেলিলে—সত্য সত্যই তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিলে। এমন একটু ক্ষুদ্র বিন্দুও রাখিলে না, যাহার উপর দাঁড়াইয়া আমার অভিমান-সম্বল—অভিমান-সর্ব্বস্ব আমিত্বকে আমি তোমার অপ্রতিহত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারি। আমার তাহা রক্ষা করিবার সাধ্য নাই। আমি নগণ্য হইয়া পড়িলাম—তোমাতে বিলীন হইয়া পড়িলাম। তুমি আমার সমক্ষে মহতোমহীয়ান্ হইয়া সপ্রকাশ হইলে আর আমি অণোরণীয়ান্—ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র হইয়া তোমাতে আত্মসাৎ হইলাম। এই ত হ'লাম আমি। আমার নিজের অস্তিত্বের প্রমাণও তুমি। তোমার অস্তিত্বের ভূমিতে দাঁড়াইয়া 'অতএব' 'তজ্জন্যাদি' যুক্তিপথ অবলম্বনানন্তর আমার নিজের অস্তিত্ব, আমাকে অনুমানমার্গে বোধ-গম্য করিতে হয়। আমার নিজের মুখখানিও, তুমি দর্পণ হইয়া না দেখাইলে, আমার তাহা কুত্রাপি দেখিবার শক্তি সাধ্য নাই। ও হরি! আমি যে প্রত্যেক বিষয়ে তোমার নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণগ্রস্ত। এই আমির (যাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বিষয়েও অন্যাবলম্বন স্বীকার না করিলে কোনক্রমেই চলিতেছে না, তাহার) পরমার্থধনের অর্জ্জন-জন্য অন্যাবলম্বন পরিত্যাগ এবং স্বাবলম্বন-স্বীকার,—এই আমির তজ্জন্য স্বাতন্ত্র্যাভিমান—এই আমির তজ্জন্য স্বাধীনতার অহঙ্কার—এই আমির বিষয়পারাবার উত্তীর্ণ হইবার জন্য সদর্পে স্বগত ও স্বকেন্দ্রে দৃষ্টি, অবশ্যই অতীব বিচিত্র ও যুক্তিসিদ্ধ বটে।"—যখন দেখিতেছি ঘটান্তরে থাকিয়া—তিনি আমায় প্রত্যেক বিষয় শিখাইতেছেন, তখন পরমার্থ-পদার্থ যে তিনিই পূর্ণরূপে কোনও ঘটবিশেষ আশ্রয় করিয়া প্রদান করেন, তাহা অস্বীকার করিবার হেতু নাই। বরং এই সকল ঘটে ঈশ্বরবুদ্ধি

করিয়া নির্ভর করিতে পারিলে সহজেই কৃতার্থ হওয়া যায়। বলিলে, অনেক বলা যায়, কিন্তু তাহাতে লাভ কি?—শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক—প্রত্যেক গুরুঘটে তাঁহার বিকাশ দর্শন কর—কৃতার্থ হইবে সন্দেহ নাই। ভাবিয়া দেখ, তুমি ধনের কামনা করিলে তিনি শূন্যপথে আসিয়া তাহা দিয়া যান না, কোনও ঘটাশ্রয়ে তাহা সম্পন্ন করেন। তোমার যখন যাহা পাইবার প্রয়োজন, তাহা দেন তিনিই। কিন্তু কোনও ঘটাশ্রয়ে। সুতরাং তুমি যদি গুরুঘটে তাঁহাকে দেখিতে না চাও, তবে প্রকারান্তরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা হইবে। অতএব যদি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তবে ভাব—শ্রীগুরুদেবই তিনি—তবে শ্রীগুরুদেহে তাঁহাকে দেখিবে—সেই খানেই সেই চিন্ময় মূর্ত্তির প্রকাশ দেখিতে দেখিতে—যে দিকে চাহিবে সেই দিকেই—সেই প্রাণের ধনকে দেখিতে পাইবে। ইহাই সাকার উপাসনা। অব্যক্তে মনস্থির করিবার উপায় তিনি বলিয়া দেন। তখন—

"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভ।"

এই বলিয়া মহেন্দ্রনাথ নীরব হইলে, আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন একবার অন্তঃপুরে এসে মেয়েদের আশীর্ব্বাদ করুন।" তচ্ছ্রবণে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও স্বামীজী তাঁহার সঙ্গে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচন

গ্রহসংবাদ—আগামী ১৬ই ভাদ্র চন্দ্র শুক্রের, ১৯এ মঙ্গলের ২১এ বৃহস্পতির এবং ৫ই আশ্বিন শনৈশ্চরের সন্নিহিত হইবেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহ—শিখ-গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনী। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ৬৬ নম্বর মানিকতলা ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের নিকট পাওয়া যায়। বইখানি মন্দ নহে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকাদির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি, এই গুলি ক্রমে ক্রমে সমালোচিত হইবেক।

১। **জ্ঞানগর্ভ**—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস কবিরাজ প্রণীত।

২। **হোমিওপ্যাথিক ওলাউঠা চিকিৎসা** ডাক্তার কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

৩। **মেসমেরিজম্-শিক্ষা** ডাক্তার কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

পূর্ব্বস্বীকৃত পত্রিকাগুলি ব্যতীত ৫০। মুকুল ৫১। জাহ্নবী, ৫২। বাণী, ৫৩। নির্ম্মাল্য, ৫৪। সমাজ, ৫৫। রঙ্গমঞ্চ নিয়মিত প্রাপ্ত হইতেছি।

পানে বিষ কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ব-বঙ্গে পানে পোকার কথা উঠে। এবং শুনা যায় ঐরূপে পোকাধরা বিষাক্ত পান খাইয়া অনেকে মরিয়াছে। আজকাল কলিকাতায়ও ঐ কথা শুনা যায়। সম্প্রতি মেডিকেল কলেজে রসায়নবিৎ ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর মহাশয় এবং ঐ কলেজের সিনিয়ার ডিমনষ্ট্রেটর শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রতুলপতি গাঙ্গুলী

মহাশয় ঐ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, টাট্‌কা পানে কোন পোকা বা বিষ নাই। ছাঁচি পানেও নাই তবে পচা পানে এক জাতীয় পোকা দেখা যায়। সাধারণতঃ যে সকল লোক পানের দ্বারা বিষাক্ত বলিয়া কলেজে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের লক্ষণ দ্বারা দেখা যায়, যে ঐ সকল লক্ষণ কাঁচা সুপারি ও দোক্তা তামাক ব্যাবহারের ফল। উপসংহারে প্রতুল বাবু অতিরিক্ত পান ব্যবহার ও বাজারে যার তার হাতের তৈয়ারী পান ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং ভাল পান ভাল করিয়া ধুইয়া, সিদ্ধ করা সুপারী ও ও যোয়ান প্রভৃতি মসলার সহিত ব্যবহার করিবার কোন আপত্তি আমরা দেখিতেছি না। ২৫এ তারিখের বেঙ্গলী পত্রের প্রকাশিত প্রতুল বাবুর পত্রের সার অবলম্বনে আমরা সাধারণের জন্য এই সংবাদ প্রকাশ করিলাম।

দিনে বায়স্কোপ।—পূর্ব্বে অন্ধকার না হইলে বায়স্কোপ দেখান যাইত না। নূতন এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা দিনেই জীবন্ত-মূর্ত্তি প্রদর্শন করান যাইবে। রৌদ্রের তেজ যতই বেশী হইবে, চিত্র ততই পরিষ্কার দেখায়। ইহার প্রণালী অতি সহজ।—(সঞ্জীবনী)

দেশীয় পেন্সিল—স্মল ইন্‌ডাষ্ট্রী ডেভেলপ্‌মেণ্ট কোম্পানী হইতে পেনসিলের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সম্প্রতি বাণিজ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারল মিঃ ক্লটন ও প্রিণ্টিং ষ্টেসনারী প্রভৃতির কণ্ট্রোলার মিঃ ক্লগ্‌সোরেল ও মিঃ গ্রেহাম পেন্‌সিলের কারখানা পরিদর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন উৎকৃষ্ট গ্রাফাইট প্রস্তুত হইয়াছে। কপিয়িং পেন্‌সিল, রঙ্গীন পেন্‌সিল উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সকলে এই দেশীয় 'তারা' পেন্‌সিল ব্যবহার করিবেন, ইহাই আশা করি। —(সঞ্জীবনী)।

শোক সংবাদ—গত ১৩ই শ্রাবণ শুক্রবার প্রাতে পূর্ব্ববঙ্গীয় সারস্বতকুঞ্জের কলকণ্ঠ কোকিল রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সাহিত্যক কুঞ্জ-কানন আঁধার করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। যিনি গত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল অকাতরে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন,—যিনি জয়দেবপুরে সাহিত্য-সভার পুষ্টি করিয়া সাহিত্যিকগণের সাহায্য-বিধানের উপায় করিয়াছিলেন,—আজ তাঁহার লোকান্তরগমনে সমগ্র বাঙ্গালা দেশ শোকে মূহ্যমান। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া কালীপ্রসন্ন বাবু দুশ্চিকিৎস্য বহুমূত্র রোগ ভোগ করিতেছিলেন, তাহার পর গত সপ্তাহের প্রারম্ভে তাঁহার গণ্ডদেশ এক বিষম বিস্ফোটক হয়,—তাহার অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি শেষে অচেতন হইয়া পড়েন। শুক্রবার দিনেই ঐ স্ফোটকে অস্ত্রোপচার হইবার কথা ছিল। ঐ দিনই প্রাতে তিনি আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইহ জগৎ হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গল-বিধান করুন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

(বসুমতী)

নানামেদোবসামজ্জলিপ্তপাণ্যঙ্গুলিঃ শ্বসন্।
নানাশবৌদনকৃতাহারতৃপ্তিপরায়ণঃ ॥১২৮॥
তদীয়মাল্যসংশ্লেষকৃতমস্তকমণ্ডনঃ।
ন রাত্রৌ ন দিবা শেতে হা হেতি প্রবদন্ মুহুঃ ॥১২৯॥
এবং দ্বাদশমাসাস্তু নীতাঃ শতসমোপমাঃ ॥১৩০॥
স কদাচিন্নৃপশ্রেষ্ঠঃ শ্রান্তো বন্ধুবিয়োগবান্।
নিদ্রাভিভূতো রূক্ষাঙ্গো নিশ্চেষ্টঃ সুপ্ত এব চ ॥১৩১॥
তত্রাপি শয়নীয়ে স দৃষ্টবানদ্ভুতং মহৎ।
শ্মশানাভ্যাসযোগেন দৈবস্য বলবত্তয়া ॥১৩২॥
অন্যদেহেন দত্ত্বা তু গুরবে গুরুদক্ষিণাম্।
তদা দ্বাদশবর্ষাণি দুঃখ দানাত্তু নিষ্কৃতিঃ ॥১৩৩॥
আত্মানং স দদর্শাথ পুক্কসীগর্ভসম্ভবম্।
তত্রস্থশ্চাপ্যসৌ রাজা সোঽচিন্তয়দিদং তদা।
ইতো নিষ্ক্রান্তমাত্রো হি দানধর্ম্মং করোম্যহং ॥১৩৪॥
অনন্তরং স জাতস্তু তদা পুক্কসবালকঃ।
শ্মশানমৃতসংস্কারকরণেষু সদোদ্যতঃ ॥১৩৫॥

শবোদ্দেশে অন্ন যত রাখে লোকে অবিরত
তাই এবে জীবন উপায়।
সদা হৈ হৈ রবে শ্মশানের জীব সবে
দূরেতে খেদায় নরেশ্বর,
বিশ্রাম-সময় নাই ফিরে ইতি উতি ধাই
আগুলি' শ্মশান নিরন্তর।
কি দিবা কি বিভাবরী নরনাথ,—মরি মরি
বিরহেতে ব্যাকুল হৃদয়
পত্নী আর পুত্র তরে নিরন্তর আঁখি ঝরে
বহু কষ্টে দিন গত হয়। ১২৭-২৯॥
এরূপে দ্বাদশ মাস করে রাজা হা হুতাশ,
শত বর্ষ সম হয় জ্ঞান,
আত্ম-বন্ধু-হারা হ'য়ে হৃদয়ে যাতনা স'য়ে
শ্মশানে করেন অবস্থান। ১৩০॥
একদিন নররায়— শ্মশানেতে নিদ্রা যায়
দেখে এক অদ্ভুত স্বপন,
যেন কোন মহাশয় বলে তাঁ'রে সে সময়,
অন্য দেহ করিয়া গ্রহণ
দ্বাদশ বৎসর যদি ভুঞ্জ দুঃখ নিরবধি
তবে পা'বে এ দুঃখের পার। ১৩১-৩৩॥
তাঁ'র কথা অনুসারে পুক্কসীর গর্ভাগারে
এবে তাই নিবাস তাঁহার।
থাকি' সেই গর্ভবাসে ভাবে রাজা মাসে মাসে
কবে হায় লভিব জনম,
জন্মি' সদা কায়মনে দানধর্ম্ম আচরণে
কাটাইব মানব জনম। ১৩৪॥
পরে কাল পূর্ণ হ'লে আসিলেন ভূমিতলে
হইলেন চণ্ডালকুমার,
ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সনে মৃতকন্থা আহরণে
শ্মশানে নিয়োগ হ'লো তাঁ'র। ১৩৫॥

প্রাপ্তে তু সপ্তমে বর্ষে শ্মশানেঽথ মৃতো দ্বিজঃ।
আনীতো বন্ধুভির্দৃষ্টস্তেন তত্রাধনো গুণী ॥১৩৬॥
মূল্যার্থিনা তু তেনাপি পরিভূতাস্তু ব্রাহ্মণাঃ।
ঊচুস্তে ব্রাহ্মণাস্তত্র বিশ্বামিত্রস্য চেষ্টিতম্ ॥১৩৭॥
পাপিষ্ঠমশুভং কর্ম্ম কুরু ত্বং পাপকারক।
হরিশ্চন্দ্রঃ পুরা রাজা বিশ্বামিত্রেণ পুক্কসঃ।
কৃতঃ পুণ্যবিনাশেন ব্রাহ্মণস্বাপনাশনাৎ ॥১৩৮॥
যদা ন ক্ষমতে তেষাং তৈঃ স শপ্তো রুষা তদা।
গচ্ছ ত্বং নরকং ঘোরমধুনৈব নরাধম ॥১৩৯॥
ইত্যুক্তমাত্রে বচনে স্বপ্নস্থঃ স নৃপস্তদা।
অপশ্যৎ যমদূতান্ বৈ পাশহস্তান্ ভয়াবহান্ ॥১৪০॥
তৈঃ সংগৃহীতমাত্মানং নীয়মানং তদা বলাৎ।
পশ্যতিস্ম ভৃশং খিন্নো হা মাতঃ পিতরদ্য মে ॥১৪১॥
এবংবাদী স নরকে তৈলদ্রোণ্যাং নিপাতিতঃ ॥১৪২॥
ক্রকচৈঃ পাট্যমানস্তু ক্ষুরধারাভিরপ্যধঃ।
অন্ধে তমসি দুঃখার্ত্তঃ পূয়শোণিতভোজনঃ ॥১৪৩॥

সপ্তবর্ষ হৈলা যবে দেখিলা শ্মশানে তবে
যেন কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ
গেছে হায় কাল-বাসে তা'র বন্ধুগণ আসে
দেহ তার করিতে দাহন। ১৩৬ ॥
অর্থবল কিছু নাই তিরস্কার করি' তাই
বলিলেন বিরূপ বচন,
তাঁ'রা,শোকে,দুঃখে তারে বলে"রে চণ্ডাল,হারে
পূর্ব্বকথা নাহি কি স্মরণ?
ছিলি হরিশ্চন্দ্র রাজা ভূতলে অতুলতেজা
বিশ্বামিত্র শাপে দশা এই—
পুনঃ করিতেছ হেন ব্রাহ্মণে অবজ্ঞা কেন
নরকের ভয় কিরে নেই?
আমরা দরিদ্র সব এনেছি শ্মশানে শব
নাহি দিবি করিতে দাহন;
কে রক্ষিবে এইবার নাহিক নিস্তার আর
নরকেতে যা'রে এইক্ষণ। ১৩৭-১৩৯ ॥

ব্রাহ্মণের বাক্য হেন হ'লো বজ্রাঘাত যেন,
দেখে আসে যমদূতগণ
আসি তা'র আত্মা তাঁ'র শূন্য করি' দেহাগার
ল'য়ে সবে করিল গমন।
খেদে রাজা উভরায় কাঁদে করি হায় হায়
হা পিতা, হা মাতা, কোথা মোর!
আসি' কৃতান্তের চর নিয়ে যায় যম-ঘর
আসি' নাশ এ দুর্গতি ঘোর।
কেবা শুনে কা'র কথা কে বুঝে মৃতের ব্যথা
যমদূত নিয়ে গেল তাঁ'রে,
তৈল-দ্রোণী, নরকেতে নিক্ষেপ করিল তা'তে
রহিলেন ঘোর অন্ধকারে। ১৪০-১৪২ ॥
ক্রকচ ক্ষুরের ধার ছিন্ন করে দেহ তাঁ'র
যন্ত্রণা হ'তেছে অতিশয়,
তাহে যমদূতগণ করায় তাঁ'রে ভোজন
বিকৃত শোণিত পূয়-চয়। ১৪৩ ॥

সপ্তবর্ষং মৃতাত্মানাং পুক্কসত্বে দদর্শ হ।
দিনং দিনন্তু নরকে দহ্যতে পচ্যতেঽন্যতঃ ॥১৪৪॥
খিদ্যতে ক্ষোভ্যতেঽন্যত্র মার্য্যতে পাট্যতেঽন্যতঃ।
ক্ষার্য্যতে দীপ্যতেঽন্যত্র শীতবাতাহতোঽন্যতঃ ॥১৪৫॥
একং দিনং বর্ষশতপ্রমাণং নরকেঽভবৎ।
তথা বর্ষশতং তত্র শ্রাবিতং নরকে ভটৈঃ ॥১৪৬॥
ততো নিপাতিতো ভূমৌ বিষ্ঠাশী শ্বা ব্যজায়ত।
বান্তাশী শীতদগ্ধশ্চ মাসমাত্রে মৃতোঽপি স ॥১৪৭॥
অথাপশ্যৎ খরং দেহং হস্তিনং বানরং পশুম্।
ছাগং বিড়ালং কঙ্কঞ্চ গামবিং পক্ষিণং কৃমিম্ ॥১৪৮॥
মৎস্যং কূর্ম্মং বরাহঞ্চ শ্বাবিধং কুক্কুটং শুকম্।
শারিকাং স্থাবরাংশ্চৈব সর্পমন্যাংশ্চ দেহিনঃ ॥১৪৯॥
দিবসে দিবসে জন্ম প্রাণিনঃ প্রাণিনস্তদা।
অপশ্যদ্দুঃখসন্তপ্তো দিনং বর্ষশতন্তথা ॥১৫০॥
এবং বর্ষশতং পূর্ণং গতং তত্র কুযোনিষু।
অপশ্যচ্চ কদাচিৎ স রাজা তং স্বকুলোদ্ভবম্ ॥১৫১॥

জন্মিয়া পুক্কসকুলে সপ্তম বর্ষের কালে
গিয়ে যেন, শমন-ভবন,
নরক অনলে হায় কভু দগ্ধ হয় কায়
তাপে পক্ক হয় বা কখন। ১৪৪ ॥
কভু খিন্ন, ক্ষুব্ধ কভু, মারিত, পাটিত কভু,
ক্ষারিত, দীপিত বা কোথায়,
কোথাও বা শীতে হায় কম্পান্বিত হয় কায়
আহত বা বাতাসের ঘায়। ১৪৫ ॥
শত বর্ষ তুল্য হায় এক দিন কেটে যায়
সহি' সেই যাতনা ভীষণ,
এইরূপে কাটে কাল একদা নরক-পাল
বলে তাঁ'রে, করহ শ্রবণ —
"শত বর্ষ হলো শেষ ছাড়ি' এ কষ্টের দেশ
এবে তুমি যা'বে স্থানান্তর।"
এত বলি' ল'য়ে তাঁ'রে আনিল ধরা মাঝারে
হ'লেন কুক্কুর তারপর।

বিষ্ঠাদি ভোজন করি' অতি কষ্টে দেহ ধরি'
শীত বাতে কম্পিত কায়
মাস মাত্র রহে প্রাণ দেখে স্বপ্নে মতিমান
দেহত্যাগ হ'লো পরে হায়। ১৪৬-৪৭ ॥
লভিলা গর্দ্দভকায় হেরে হেন নররায়
পরে হস্তী, ছাগল, বানর,
হইলা বিড়াল, কঙ্ক গরু, মেষ, মৎস্যরঙ্ক
পক্ষী, ক্রিমি, মৎস্য, তার পর।
কূর্ম্ম-আদি প্রাণী যত সর্ব্ব দেহে অবিরত
বহুকাল করিলা ভ্রমণ,
ক্ষণেকের স্বপ্নে হায়! হেরে হেন, নররায়,
বহু কষ্ট ভুঞ্জিলা রাজন।
এরূপ স্বপ্নেতে মরি, নরনাথ হরি! হরি!
শত বর্ষ করিয়া যাপন,
স্বীয় কুলে পুনর্ব্বার জন্মিলেন আর বার—
হৈলা রাজা; বিচিত্র ঘটন। ১৪৮-১৫১ ॥

তত্র স্থিতস্য তস্যাপি রাজ্যং দ্যূতেন হারিতম্।
ভার্য্যা হৃতা চ পুত্রশ্চ, স চৈকাকী বনং গতঃ ॥১৫২॥
তত্রাপশ্যৎ স সিংহং বৈ ব্যাদিতাস্যং ভয়াবহম্।
বিভক্ষয়িতুমায়ান্তং শরভেণ সমন্বিতম্ ॥১৫৩॥
পুনশ্চ ভক্ষিতঃ সোঽপি ভার্য্যাং শোচিতুমুদ্যতঃ।
হা শৈব্যে ক্ব গতাস্যদ্য মামিহাপাস্য দুঃখিতম্ ॥১৫৪॥
অপশ্যৎ পুনরেবাপি ভার্য্যাং স্বাং সহপুত্রকাম্।
ত্রায়স্ব ত্বং হরিশ্চন্দ্র কিং দ্যূতেন তব প্রভো।
পুত্রস্তে শোচ্যতাং প্রাপ্তো ভার্য্যয়া শৈবয়া সহ ॥১৫৫॥
স নাপ্যশ্যৎ পুনরপি ধাবমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৫৬॥
অথাপশ্যৎ পুনরপি স্বর্গস্থঃ স নরাধিপঃ।
নীয়তে সা মুক্তকেশী দীনা বিবসনা বলাৎ।
হাহাবাক্যং প্রমুঞ্চন্তী ত্রায়স্বেত্যসকৃৎস্বনা ॥১৫৭॥
অথাপশ্যৎ পুনস্তত্র ধর্ম্মরাজস্য শাসনাৎ।
আক্রন্দন্ত্যন্তরিক্ষস্থা আগচ্ছেহ নরাধিপ ॥১৫৮॥

দ্যূতে রাজ্য, পত্নী আর হারি'পুত্র আর বার
অরণ্যেতে করিলা গমন,
হেরে সিংহ ভয়ঙ্কর শরভ যম সোসর
আসে হ'য়ে ব্যাদিত-বদন,
ভক্ষণ করিতে তাঁ'য়— রাজা করি' হায় হায়,
সকাতরে করেন রোদন—
হা শৈব্যে, হা প্রাণেশ্বরি, কোথা মোরে পরিহরি'
আছ এবে? দেহ দরশন। ১৫২-১৫৪ ॥
শৈব্যা বলে—প্রাণেশ্বর, কেন বা হ'লে কাতর
দ্যূতে তব কিবা প্রয়োজন?
দেখ নাথ, দ্যূত ফলে ভাসা'য়ে দিয়েছ জলে
পত্নী আর পুত্রে অকারণ।" ১৫৫ ॥
শুনিতে শুনিতে হেন আকুল হইয়ে যেন
দ্রুতপদে ইতি উতি ধায়,
দেখিতে দেখিতে হায় সব মিলাইয়া যায়
কিছু আর দেখিতে না পায়। ১৫৬ ॥
দেখিলা, ক্ষণেক পর হরিশ্চন্দ্র নরেশ্বর
স্বর্গেতে করেন অবস্থান,
হেন কালে, গেল কানে কাঁদি'ছে কাতরপ্রাণে
শৈব্যারাণী—মলিন-বয়ান,
কে যেন বলেতে তাঁ'য় দূর দেশে লয়ে যায়,
কাঁদে শৈব্যা, "কোথা, মহারাজ,
যায় মান, যায় প্রাণ, কর রক্ষা মতিমান,
দীনা, বিবসনা, আমি আজ। ১৫৭ ॥
আবার চকিতে হায় রাজা দেখিবারে পায়
যমের আদেশে দূতগণ,
দাঁড়া'য়ে গগনোপরে বলে অতি রুক্ষ স্বরে
"মহারাজ, করহ শ্রবণ,

বিশ্বামিত্রেণ বিজ্ঞপ্তো যমো রাজংস্তবার্থতঃ।
ইত্যুক্ত্বা সর্পপাশৈস্তু নীয়তে বলবদ্বিভুঃ ॥১৫৯॥
শ্রাদ্ধদেবেন কথিতং বিশ্বামিত্রস্য চেষ্টিতং।
তত্রাপি তস্য বিকৃতির্নাধর্ম্মোত্থা ব্যবর্দ্ধত ॥১৬০॥
এতাঃ সর্ব্বা দশাস্তস্য যাঃ স্বপ্নে সম্প্রদর্শিতাঃ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন সম্ভুক্তা যাবদ্বর্ষাণি দ্বাদশ ॥১৬১॥
অতীতে দ্বাদশে বর্ষে নীয়মানো ভটৈর্বলাৎ।
যমং সোঽপশ্যদাকারাদুবাচ চ নরাধিপম্ ॥১৬২॥

যম উবাচ।

বিশ্বামিত্রস্য কোপোঽয়ং দুর্নিবার্য্যো মহাত্মনঃ।
পুত্রস্য তে মৃত্যুমপি প্রদাস্যতি স কৌশিকঃ ॥১৬৩॥
গচ্ছ ত্বং মানুষং লোকং দুঃখশেষঞ্চ ভুঙ্ক্ষ্ব বৈ।
গতস্য তত্র রাজেন্দ্র শ্রেয়স্তব ভবিষ্যতি ॥১৬৪॥
ব্যতীতে দ্বাদশে বর্ষে দুঃখস্যান্তে নরাধিপঃ।
অন্তরীক্ষাচ্চ পতিতো যমদূতৈঃ প্রচোদিতঃ ॥১৬৫॥

বিশ্বামিত্র মুনিবর যমরাজে অতঃপর
বলেছেন তোমার কারণ,
অতএব এসো হেথা শুনহ মোদের কথা
বিলম্ব, ক'রো না রাজা আর,
এত বলি নাগপাশে বাঁধি' লয় যমপাশে;
যম বলে—"নাহিক নিস্তার।"১৫৮-১৫৯॥
স্বপ্নে এত কষ্ট সয়, কিন্তু গ্লানি নাহি হয়
প্রাণে তাঁ'র তাহার কারণ;
নানা কষ্ট সহ্য করি' মহারাজ হরি! হরি!
বার বর্ষ করেন যাপন। ১৬০-১৬১॥
দ্বাদশ বর্ষের পরে পুনর্ব্বার যমঘরে
দূতগণ নে যায় তাঁহারে,
বলিলেন যমরাজ— শুন শুন মহারাজ
বিশ্বামিত্র-কোপেতে তোমারে
সহিতে হইল কষ্ট, রাজ্য ধন হৈল নষ্ট,
পত্নী পুত্রে বেচিতে হইল,
তা'তেও না হলো শেষ শুন রাজা অবশেষ
পুত্র তব প্রাণেতে মরিল। ১৬২-১৬৩॥
এবে যাও নররায় মর্ত্ত্যলোকে পুনরায়
দুঃখশেষ ভুঞ্জহ তথায়,
দ্বাদশ বৎসর পরে আবার আমার বরে
হ'বে শুভ কি সন্দেহ তায়? ১৬৪॥
যমের আদেশে তবে মেলি যমদূত সবে
ফেলে দিল তাঁহারে তখন
পতনে পাইয়ে ভয় রাজা চমকিত হয়
নিদ্রাভঙ্গে করে দরশন,
সেই ত শ্মশানদেশ সেই সে মলিন বেশ
শুয়ে তিনি ভস্মের উপর।
ভাবে রাজা মনে মনে হেরিনু কি এ স্বপনে
ভয়ঙ্কর কষ্ট ঘোরতর।
ক্ষতে ক্ষার দিলে পর যেই কষ্ট ভয়ঙ্কর
সেইরূপ কষ্ট সুদারুণ

পতিতো যমলোকাচ্চ বিবুদ্ধো ভয়সম্ভ্রমাৎ।
অহো কষ্টমিতি ধ্যাত্বা ক্ষতে ক্ষারাবসেচনম্ ॥১৬৬॥
স্বপ্নে দুঃখং মহদ্দৃষ্টং যস্যান্তো নোপলভ্যতে।
স্বপ্নে দৃষ্টং ময়া যত্তু কিংনু মে দ্বাদশঃ সমাঃ।
গতেত্যপৃচ্ছৎ তত্রস্থান্ পুক্কসাংস্তু সসম্ভ্রমাৎ ॥১৬৭॥
নেত্যূচুঃ কেচিত্তত্রস্থা এবমেবাপরেঽব্রুবন্।
শ্রুত্বা দুঃখী তদা রাজা দেবান্ শরণমীয়িবান্ ॥১৬৮॥
স্বস্তি কুর্ব্বন্তু মে দেবাঃ শৈব্যায়া বালকস্য চ।
নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ॥১৬৯॥
পরাবরায় শুদ্ধায় পুরাণায়াব্যয়ায় চ।
নমো বৃহস্পতে তুভ্যং নমস্তে বাসবায় চ ॥১৭০॥
এবমুক্ত্বা স রাজা তু যুক্তঃ পুক্কসকর্ম্মণি।
শবানাং মূল্যকরণে পুনর্নষ্টস্মৃতির্যথা ॥১৭১॥

হইল ভাগ্যেতে মোর, যন্ত্রণা সহিনু ঘোর
কত কি যে করিনু দর্শন। ১৬৫-১৬৬ ॥
দেখিলাম স্বপ্নযোগে দ্বাদশ বৎসর ভোগে
কাটিয়াছে,—সত্য কি তাহাই ?
নিকটে আছিল যত চণ্ডালেরা কার্য্যে রত
জিজ্ঞাসিলা, তা সবারে যাই।
বলহে চণ্ডালগণ জানিতে হয়েছে মন
কত দিন এসেছি হেথায় ?
হলো কি বৎসর বারো, কেহ কি বলিতে পারো ?
শুনে কেহ বলিল তাঁহায়— ১৬৭ ॥
"বোধহয় হ'তে পারে" কেহ বলে—"নারে নারে
বার বছরের আছে দেরি।"
শুনিয়া তাদের কথা, নরনাথ হেঁট মাথা
মনে কষ্ট হ'লো তাঁ'র ভারি।
কর জোড়ে দেবগণে বলেন দুঃখিত মনে
"দেবগণ কৃপা কর মোরে—১৬৮ ॥
শৈব্যা মোর প্রাণেশ্বরী পুত্রটিরে সঙ্গে করি,
আছে কোথা ব্রাহ্মণের ঘরে।
যেন তাহাদের ভালে আরো কষ্ট কোনো কালে
নাহি হয়, এ মিনতি পায়

হে কৃষ্ণ, করুণাসিন্ধু কাতর জনার বন্ধু,
সে দু'টিরে রেখো রাঙ্গা পায়।
হে ধর্ম্ম, তোমার পায়, এ মিনতি আজি হায়
রাখিতে তোমারে নিজ করি'
ছাড়িয়াছি রাজ্যধন আত্মীয় স্বজনগণ—
শুধু দেব তব মূর্ত্তি স্মরি'।
কোথা কৃষ্ণ জগন্নাথ তুমি জগতের তাত,
পুরাণ পুরুষ তুমি হরি,
তুমি সকলের সার পদে তব নমস্কার
দীন জনে তার দয়া করি'।
কৃপা কর, দেবগুরু, তুমি দেব কল্পতরু
তব পদে করি নমস্কার,
হে বাসব, দেবরাজ, রক্ষা কর সবে আজ
প্রণিপাত চরণে তোমার।" ১৬৯-৭০ ॥
পরে, পুন নররায় আপনার কার্য্যে যায়
শব মূল্য করে নির্দ্ধারণ।
দিনে দিনে দিন যায় ভুলে গেল সমুদায়
হেথা সেথা করে বিচরণ। ১৭১ ॥

মলিনো জটিলঃ কৃষ্ণো লগুড়ী বিহ্বলো নৃপঃ ॥১৭২॥
নৈব পুত্রো ন ভার্য্যা তু তস্য বৈ স্মৃতিগোচরে।
নষ্টোৎসাহো রাজ্যনাশাৎ শ্মশানে নিবসংস্তদা ॥১৭৩॥
অথাজগাম স্বসুতং মৃতমাদায় লাপিনী।
ভার্য্যা তস্য নরেন্দ্রস্য সর্পদষ্টং হি বালকং ॥১৭৪॥
হা বৎস হা পুত্র শিশো ইত্থং বৈ বদতী মুহুঃ।
কৃশা বিবর্ণা বিমনাঃ পাংশুধ্বস্তশিরোরুহা ॥১৭৫॥

রাজপত্নু্যবাচ।

হা রাজন্নদ্য বালং ত্বং পশ্য সোগং মহীতলে।
রমমাণং পুরা দৃষ্টং দষ্টং পুষ্টাহিনা মৃতম্ ॥১৭৬॥
তস্যা বিলাপশব্দং তমাকর্ণ্য স নরাধিপঃ।
জগাম ত্বরিতোঽত্রেতি ভবিতা মৃতকম্বল ॥১৭৭ ॥
স তাং রোরুদতীং ভার্য্যাং নাভ্যজানন্মহীপতিঃ।
চিরপ্রবাসসন্তপ্তাং পুনর্জাতামিবাবলাম্ ॥১৭৮॥

অতীব মলিন বেশ শিরে দীর্ঘ রুক্ষ কেশ
জটা তায় পিঙ্গল বরণ
কাঞ্চন বরণ তাঁ'র এবে কৃষ্ণ কদাকার
দণ্ড হস্তে করে বিচরণ। ১৭২ ॥
নাহি মনে কারো কথা নাহি সে হৃদয়-ব্যথা
ক্রমে সব হৈলা বিস্মরণ.
এইরূপে কাটে কাল চণ্ডাল এবে ভূপাল
শ্মশানই তাঁহার নিকেতন। ১৭৩ ॥
হেথা ব্রাহ্মণের বাসে পুত্র গেল কাল-গ্রাসে
সর্পাঘাতে জীবন ত্যজি'ল.
নিকটে স্বজন নাই কি হ'বে উপায় তাই
শৈব্যা নিজে শ্মশানে চলিল।
মৃতশিশু ল'য়ে স্কন্ধে চলিল বিধি-নির্ব্বন্ধে
কান্দে রাণী, বুক ফেটে যায়
বিগলিত কেশপাশ ভূমেতে লুটায় বাস
কৃশা অতি, বিবর্ণ তাহায়, ১৭৪-৭৫॥
সর্ব্বাঙ্গে মেখেছে ধুলি মুখেতে হা' নাথ বুলি
বলে কোথা আছ প্রাণেশ্বর?

একবার এসো নাথ হ'লো শিরে বজ্রাঘাত
নাহি আর কে হিত আমার!
হা পুত্র, হা পুত্র বলি' শ্মশানেতে যায় চলি'
বলে নাথ কর দরশন,
ধরায় চাঁদের প্রায় সে কুমার ছিল হায়
যারে কত করিতে যতন,
সর্পের দংশনে, তা'র, নাহি প্রাণ দেহে আর
গেছে ছেড়ে তোমায় আমায়।
ফুরা'ল আমার সব তাই বক্ষে নিয়ে শব
এলাম শ্মশানে আজি হায়। ১৬৭ ॥
দূর হ'তে নররায় ক্রন্দন শুনিতে পায়
ভাবে, আছে কম্বল নিশ্চয়।" ১৭৭॥
এত ভাবি' ত্বরা করি নিকটে আসিয়া মরি
দেখে রাজা আকুল হৃদয়,
নারী এক শোকাকুলা সকল দেহেতে ধূলা
কোলে শিশু, করি'ছে ক্রন্দন।
রাণী এবে ক্ষীণা অতি চিনিতে নারে ভূপতি
শোকাকুলা—মলিন বসন। ১৭৮ ॥

সাপি তং চারুকেশান্তং পুরা দৃষ্ট্বা জটালকম্।
নাভ্যজানান্নৃপস্থতা শুষ্কবৃক্ষোপমং নৃপম্ ॥১৭৯॥
সোঽপি কৃষ্ণপটে বালং দৃষ্ট্বাশীবিষপীড়িতম্।
নরেন্দ্রলক্ষণোপেতং চিন্তামাপ নরেশ্বরঃ ॥১৮০॥
তস্যাস্যং চন্দ্রবিম্বাভং সুভ্রুরম্যং সমুন্নসম্।
নীলাঃ কেশাঃ কুঞ্চিতাশ্চ সমা দীর্ঘাস্তরঙ্গিতাঃ ॥১৮১॥
রাজীবনেত্রযুগলো বিম্বোষ্ঠপুটসংবৃতঃ।
চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুঃকিষ্কুর্দীর্ঘাস্যো দীর্ঘবাহুকঃ ॥১৮২॥
চতুর্লেখঃ করো মৎস্যযবযুক্ চৈক-পর্ব্বতঃ।
শিরালুপাদো গম্ভীরঃ সূক্ষ্মত্বক্ ত্রিবলীধরঃ ॥১৮৩॥
অহো কষ্টং নরেন্দ্রস্য কস্যাপ্যেষ কুলে শিশুঃ।
জাতো নীতঃ কৃতান্তেন কামপ্যাশাং দুরাত্মনা ॥১৮৪॥
এবং দৃষ্ট্বা হি তং বালং মাতুরুৎসঙ্গশায়িনম্।
স্মৃতিমভ্যাগতো বালো রোহিতাস্যোঽম্বুজলোচনঃ ॥১৮৫॥
সোঽপ্যেতামেব মে বৎসো বয়োঽবস্থামুপাগতঃ।
নীতো যদি ন ঘোরেণ কৃতান্তেনাত্মনো বশম্ ॥১৮৬॥

রাজারো সে বেশ নাই সর্ব্বাঙ্গে চিতার ছাই,
শুষ্ক দেহ, শিরে রুক্ষ কেশ,
তাই শৈব্যারাণী তাঁ'রে চিনিবারে নাহি পারে
হেরে তাঁ'র সে ভীষণ বেশ। ১৭০ ॥
আশীবিষ-বিষে হায় বালক মলিন কায়
দেহে আছে রাজচিহ্ন সব,
করে ভূপ নিরীক্ষণ পড়ে মনে ততক্ষণ
রোহিতের রূপ সেই শব। ১৮০ ॥
সেই মুখ চন্দ্র হায়, সেইরূপ সমুদায়,
সেই ভুরু, নাসিকা উন্নত,
কৃষ্ণ সুকুঞ্চিত কেশ সেই নেত্র, অংসদেশ
বিম্ব-ওষ্ঠ—সহাস্য সতত,
সেইরূপ দন্তপাঁতি আয়ত-বদন-ভাতি
হেরি' কাঁপে হৃদয়-কন্দর;
দীর্ঘবাহু—চিহ্ন সব— করে মৎস্য আর যব,
চারু ত্বক্, ত্রিবলী সুন্দর। ১৮১-১৮৩॥
রাজচিহ্ন সমুদায় দেখি' নরনাথ হায়
ভাবে কোন রাজার কুমার
দুরন্ত কৃতান্ত এরে লয়ে গেছে নিজাগারে
হানিয়ে হৃদয়ে শোক ভার।
চাহিয়া শিশুর পানে, রাজা কষ্ট পায় প্রাণে
মাতৃ-অঙ্কে মৃত শিশু হেরি'
পদ্মনেত্র হেরি' তার মনে পড়ে আপনার
রোহিতাস্য কুমারে আমরি। ১৮৪-৮৫ ॥
বলে রাজা মনে মনে রোহিতাস্য এত দিনে
এই মত হয়েছে নিশ্চয়,
যদি না কৃতান্ত তা'রে, নিয়ে থাকে নিজাগারে
মোর প্রতি হ'য়ে নিরদয়। ১৮৬ ॥

॥শুরবে নমঃ।

সনাতন ধর্ম্মানুগত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও নীতি, এবং শিল্প বিজ্ঞানাদি প্রকাশক

সচিত্র মাসিক পত্র।

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

প্রথম খণ্ড।] আশ্বিন, ১৩১৭। [দ্বাদশ সংখ্যা।

দুটি কবিতা।

অনন্তে আমি।

প্রাণেশের পাদপদ্ম হ'তে অমৃতের ধারা
পড়িল যেমন আসি' শুষ্ক জিহ্বা'পরে;
অলস অবশ আমি মোর, হ'লো আত্মহারা,
দেখিল অপূর্ব্ব ছবি—অন্তরে—দহরে।
স্থূল বিশ্ব ছিন্ন ভিন্ন হ'লো—নাহি কিছু আর
শুধু আছি আমি, হায় কোথায় কে জানে?
একটি গম্ভীর নাদে শুধু, পূর্ণ চারি ধার;
গম্ভীর ওঙ্কার শুধু পশিতেছে প্রাণে
স্থূল বিশ্ব ছিন্ন ভিন্ন হ'লো—প্রপঞ্চ-প্রলয়,
অনন্ত—অনন্ত জলে ঢাকা চারি ধার;
আলো নাই—নাহি অন্ধকার—নাহি দিকচয়—
চন্দ্র সূর্য্য তারা-রাজি কিছু নাহি আর
নাহি সুখ নাহি দুঃখ প্রাণে—শুধু আছি আমি
কারণ সলিলে, পত্রের শয়নে, আমিই ওঙ্কার।

অকিঞ্চন।

অতৃপ্ত।

ক্ষণে ক্ষণে তব তরে সকল পরাণ
ব্যাকুলিয়া উঠে মোর, ওগো প্রাণারাম,
ওগো মোর জীবনের অনন্ত কল্যাণ,
কোথা তুমি, কোথা তব পুণ্য-দিব্য-ধাম?
কবে দিয়েছিলে দেখা নিশীথ-স্বপনে
আমারে লইতে টানি' বক্ষ পাশে তব—
হরিতে সকল গ্লানি সহস্র চুম্বনে
জাগাতে নির্জীব চিত্তে ভাব অভিনব!
সে যে শুধু নিমেষের অপূর্ব্ব মিলন
চির তৃষ্ণার্ত্তের পাশে নীর এক কণা,—
কেমনে হইবে তৃপ্ত মরুভূ জীবন
কেমনে লভিবে শান্তি সন্তাপিত জনা?
কেবলি অনন্ত-স্মৃতি অন্তর মাঝার
তরঙ্গিয়া তুলিতেছে তীব্র হাহাকার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কমলা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

এখনও প্রভাত হয় নাই। পূর্ব্বাকাশ যেন পশ্চিমাকাশ অপেক্ষা ঈষৎ পরিস্কার হইয়াছে। এখনও পাখী ডাকে নাই ক্বচিৎ কোনও বৃক্ষে পক্ষশব্দ মাত্র শোনা যাইতেছে। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রের জ্যোতিঃ এখনও মলিন হয় নাই কেবল পূর্ব্বাকাশের তারাগুলি ঈষৎ হীনাভঃ। উদ্যানে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে বটে কিন্তু এখনও চিনিতে পারা যায় না—কেবল সুগন্ধই তাহাদের সত্বার জ্ঞাপন করিতেছে।

এমন সময়ে প্রতাপচন্দ্রের প্রাসাদ মধ্যস্থ অন্তঃপুরের একটি প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে তাঁহার আদরের কন্যা সৌদামিনী কি জানি কি স্বপ্ন দেখিয়া সহসা আপনার শয্যার উপর উপবেশন করিয়া বলিল—

"স্বামিন্, কৈ কোথা?—এই যে আমার কাছে এসে আমায় কত উপদেশ দিচ্ছিলে?—কৈ?—কোথা গেলে? সত্যই কি আমি কাঁদ্‌লে তোমার কষ্ট হয়?—তুমি ত এখন এদেশের মানুষ নও?—তবে তোমার কষ্ট হ'বে কেন?—তুমি কি আজো শোক দুঃখের অতীত হও নাই?—আমি কাঁদ্‌লে যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে আর কাঁদ্‌বো না। শোকে বক্ষ বিদীর্ণ হয় হো'ক—তবু আর কাঁদ্‌বো না। তোমার যা'তে কষ্ট হ'বে, তা'কি আমি ক'র্‌তে পারি? কিন্তু কে বোঝা'বে, যে তোমার সে বাক্য স্বপ্ন নয় সত্য?"

আহা বালিকা স্বামীহারা হ'য়েও কাঁদ্‌বে না—পাছে তাঁ'র ক্লেশ হয়। আজ স্বামীহারা হ'য়ে সে সন্ন্যাসিনী—এ সুসজ্জিত কক্ষে, সুবিস্তৃত পর্য্যঙ্কে, সুপরিষ্কৃত শয্যা রয়েছে, কিন্তু সে শয্যা শূন্য—অভাগিনীর শয্যা একটি জীর্ণ মাদুর! সে তাহারি উপর বসিয়া আছে। পর্য্যঙ্কস্থিত শয্যাটি সে সযত্নে সুপরিষ্কৃত রাখে বটে কিন্তু তাহাতে আর শয়ন করে না।

অভাগিনী তাহার শয্যায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"এই ত বৎসরাধিক কাল কাঁদ্‌লাম কিন্তু কৈ? তা'তে কি হ'লো?—তিনি যে খানে গেছেন—আমি সেখানে যেতে না পার্‌লে ত আর তাঁ'কে দেখ্‌তে পাবো না?—তবে সেখানে যা'তে যেতে পারি তেমনি ভাবে জীবন কাটাই।—তিনি বল্লেন "আমার রোদনে তাঁ'র কষ্ট হয়, সেখানে প্রাণে অশান্তি ভোগ করেন"—তবে ত আমার কাঁদা উচিত নয়—তাঁ'র যা'তে অসুখ অশান্তি হয়, তা করা ত ভাল নয়।"

এমন সময়ে সেই রুদ্ধ গৃহের দ্বার-দেশে স্বামী শঙ্করানন্দ আবির্ভূত হইয়া গম্ভীর স্বরে

বলিলেন "ঠিক বলেছ, মা, যা'তে তাঁ'র অসুখ অশান্তি হয়, তা করা ভাল নয়।"

সৌদামিনী, চমকিতা হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—চিনিলেন—বলিলেন—"আপনি এখানে?"

শঙ্করানন্দ। হাঁ মা আমি এখানে—যে দিন রেবতীর সঙ্গে দীক্ষিতা হ'য়েছিলে সেই দিন ত ব'লে দিয়েছি, আমি নিরন্তর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। যখন প্রয়োজন হ'বে আমায় দেখ্‌তে পা'বে। এইমাত্র তোমার মনে সন্দেহ হ'য়েছিল, 'যা দেখেছ তা স্বপ্ন না সত্য?' 'তাই বল্‌তে এলাম এ স্বপ্ন বটে—কিন্তু সত্য!' দেখ মা, সেই এক-দিন বই তুমি আমায় দেখনি—কিন্তু আমি যেখানেই থাকি না কেন তোমাকে ভুলে থাক্‌বার ক্ষমতা আমার নাই। মা, তোমার সম্মুখে বিস্তীর্ণ-কার্য্য ক্ষেত্র! আজ তোমার শ্বশুর দেহত্যাগ কর্‌বেন। তোমার শ্বশুর-কুলে তোমার একমাত্র দেবর বই আর কেউই নাই। তোমার পিতা এখন যদিও তোমায় তোমার শ্বশুরালয়ে পাঠাবেন না, কিন্তু কিছু কাল পরে অবশ্যই তোমায় যেতে হ'বে। রাধিকানাথ বালক—তুমিই তা'র একমাত্র অভিভাবিকা। আর সে যখন রেবতীর সহোদর তখন আমারও প্রিয় বটে। কিন্তু আমরা সন্ন্যাসী,—পারমার্থিক সম্পর্ক স্থাপিত না হ'লে, তা'র কোনও উপায় কর্‌বার সামর্থ্য আমাদের নাই।—ভগবদীচ্ছায় যা হ'বার তা হ'বে। তবে এখন আসি।

সৌদামিনী। শ্বশুর যাবেন? এত শীঘ্র? তাঁর ত কোনও অসুখের খবর কারুকে দেন নি?

শঙ্করানন্দ। খবর এসেছিল, তোমার পিতা তোমায় সেখানে পাঠাবেন না ব'লে, সে খবর কারুকে দেন নি।

সৌদামিনী। কি অসুখ হ'য়েছে?

শঙ্করানন্দ। জ্বর-বিকার! এখন শেষ অবস্থা! দেখা হ'বে না। মৃত্যুর পর সংবাদ পা'বে। হবিষ্যাশী ত আছই। ব্রহ্মচারিণী ত হ'য়েছই। তথাপি দশ দিন একবস্ত্রা হ'য়ো। আর একবার চেষ্টা ক'রো অশৌচান্ত-সময়ে যদি তোমায় সেখানে পাঠান্। মা! তুমি যে আদ্যাশক্তি সতীর অংশ এ কথা ভুলো না। বেশী কি বল্‌বো? এখন আসি। পতি নারায়ণে মন নিরন্তর লগ্ন রেখো, সেই জপ—সেইই সাধনা—তা'তে তন্ময় হওয়াই সিদ্ধি। মনে রেখ মা দেহ জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ত্যজ্য পরিচ্ছদ মাত্র—এ দেহ তুমি নও। তোমার পতি যে দেহ ত্যাগ ক'রে গেছেন, সে দেহও তোমার পতি নয়—পতির পরিচ্ছদ মাত্র। তোমার পতি এখন যে দেহে আছেন সে দেহও তাঁ'র পরিচ্ছদ মাত্র। তোমার পতি নিত্য, অজর, অমর, তুমিও এ দেহান্তে তাঁ'র সঙ্গে আবার মিলিত হ'বে। এখন আসি মা।

এই বলিয়া স্বামীজী অদৃশ্য হইলেন।

সৌদামিনী করযোড়ে উদ্দেশে তাঁ'রে প্রণাম ক'রে বল্লেন—"প্রভো! শক্তি দাও! মহাশক্তির অংশ হ'লেও আমার শক্তি ঢাকা,—আবরণ সরিয়ে দাও,—বুঝাও আমারে আমি কে?

কর্ণে ধ্বনিত হইল—"তুমি সেই।"

ব্যায়ামে বিজ্ঞান।

(২১৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর)

সংজ্ঞা (DEFINITIONS.)।

১। দুই জনে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, এক জনের করতল-(palms)-দ্বারা অন্যের করতলে আঘাত করাকে আমরা 'প্রত্যাঘাত' বলিব। ইহার ইংরাজী নাম *Reciprocals* রেসিপ্রোক্যাল।

২। নিজের শরীরে নিজে আঘাত করাকে 'আত্মাঘাত' বলিব। ইংরাজি নাম *Self-strokes* সেল্‌ফ ষ্ট্রোক্।

৩। উভয়করতলদ্বারা এক কালে আঘাত করিলে, তাহাকে 'করতলাঘাত' নামে অভিহিত করিব। ইংরাজী নাম *Palms* পাম।

বৈজ্ঞানিক খেলা।

যে কয়টি সাধারণ নিয়ম এবং সংজ্ঞা বা সাঙ্কেতিক শব্দের উল্লেখ করা হইল, সেগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে; কারণ প্রত্যেক খেলার বিষয় লিখিবার সময়, সুবিধার জন্য, যখন ঐ সকল সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহৃত হইবে সেই স্থলে সেই শব্দের ঐরূপ অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে।

প্রথম খেলা—'তাড়িত পদচারণ'
(MAGNETIC MARCH.)

এই খেলা অতি সহজ এবং ছোট বালক বালিকা দিগের বিশেষ উপযোগী। পরস্পর হাতধরাধরি করিয়া গীত বা বাদ্যের তালে তালে সকলে একই সঙ্গে পদবিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হওয়ার নাম 'তাড়িত-পদ-চারণ'। এই খেলা যুবকযুবতীগণও করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশে যুবতীগণের এরূপ খেলায় যোগদান করা অসম্ভব বলিয়াই বালক বালিকাগণের উপযোগী বলিলাম।

প্রথমে একটি বালক ও একটি বালিকা অথবা বালিকার অভাবে দুইটিই বালক (একটি অন্যের বিপরীত ভাবাপন্ন হইলেই ভাল হয়), প্রায় সমবয়স্ক দেখিয়া বাছিয়া লইয়া, জোড়া মিলাইয়া লইবে। বালকটিকে বাম দিকে রাখিয়া তাহার দক্ষিণ দিকে বালিকাটিকে দাঁড় করাইবে, এবং বালকের দক্ষিণ হস্তে বালিকার বামহস্ত ধারণ করিবে।* বালক অপেক্ষা বালিকাকে অধিক শক্তি প্রয়োগ করা স্বভাবতঃ আবশ্যক, এবং সেই জন্যই বালিকাকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া তাহার বাম হস্ত ধারণের ব্যবস্থা আছে। আর যদি দুইটিই বালক হয়, তবে তাহাদের উভয়ের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত হীনবল বা মৃদু স্বভাব তাহাকে দক্ষিণ দিকে রাখিবে। এইরূপ জোড়া যে কয়টি হয়, তাহাদের সারি বাঁধিয়া এবং ঠিক সোজা হইয়া, অর্থাৎ নিজ নিজ শরীর সরল ও উন্নত করিয়া, দাঁড়াইতে বলিবে।

সকলে এইভাবে দাঁড়াইলে বাদ্যের তালে তালে—ব্যায়ামের নিয়মানুসারে—*one, two,*

* বাম হস্ত negative এবং দক্ষিণ হস্ত positive—তাহাদের পরস্পরের গুণ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ negative গ্রহণ করে, আর positive দান করে।

three,—*left*, *left*, *left*, এক, দুই, তিন, —বাম, বাম, বাম—ইত্যাদি সাঙ্কেতিক শব্দ, পরিষ্কাররূপে ও উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করিবে। তখন সেই বালকবৃন্দ 'বাম' শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র, বামপদ প্রথমে অগ্রসর করিয়া, বাদ্যের তালের সহিত, সকলে একত্রে ও একই সময়ে পদবিক্ষেপ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে থাকিবে। এইরূপ কিছু দূর বা কয়েক মিনিট চলিবার পর, চালক বা শিক্ষক, Halt—about face—অর্থাৎ 'থাম'—'মুখ ফের'—এইরূপ সাঙ্কেতিক শব্দ প্রয়োগ করিবেন। তখন তাহারা সকলে নিজ নিজ স্থানে ঘুরিয়া বা ফিরিয়া দাঁড়াইবে, এবং তাহার ফলে পরস্পরের হস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে, অর্থাৎ বালকের বাম হস্ত, বালিকার দক্ষিণ হস্তে, এবং বালিকার দক্ষিণ হস্ত বালকের বাম হস্তে যোগ হইবে। আর তদ্বারা সেই শক্তি চলাচলেরও অবশ্য পরিবর্ত্তন হইবে, অর্থাৎ তখন বালিকা বা হীনবল বালকগণের দক্ষিণ হস্তের সহিত অপর বালকগণের বাম হস্তের সংযোগ হওয়াতে, প্রথমের কোমল শক্তি দ্বিতীয়ের প্রখর-শক্তি-সম্পন্ন শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে শান্ত ও সুস্থ করিতে থাকিবে।

তার পর আবার সেই পূর্ব্বরূপ—এক, দুই, তিন—বাম, বাম, বাম—ইত্যাদিরূপ সঙ্কেত করিয়া বিপরীতাভিমুখে চালনা করিবে। এবার প্রথমবার অপেক্ষা কিছু অধিক সময় বা অধিক দূর পর্য্যন্ত চলিবে ও পরিশেষে halt বা 'থাম' শব্দ দ্বারা খেলা বন্ধ করিয়া, কিছুক্ষণ সকলে একস্থানে বসিলে, তাহারা পরস্পর যে তাড়িত-শক্তি বিনিময় করিয়াছিল, তাহা কার্য্য করিতে থাকিবে। এইরূপ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সকলে অপেক্ষাকৃত আনন্দিত চিত্তে ও সুস্থ শরীরে খেলা ভঙ্গ করিয়া স্ব স্ব ভবনে যাইবে।

ছোট ছোট বালক বালিকাগণ বাজে খেলায় সময় অতিবাহিত না করিয়া, প্রত্যহ এইরূপ বৈজ্ঞানিক খেলা খেলিলে, দিন দিন তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বিশেষ উন্নতি ও স্ফূর্ত্তি হইতে থাকিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য।

আগমনী।

(১)

স্বপ্নদর্শনে মেনকা।

বেহাগ—একতালা।

কোথায়, প্রাণের উমা, এসো মা, এসো মা,
ছলা কোরে কোথায় লুকালে এখন ?
না হেরে তোমারে দেখো ধারাকারে
দু'নয়নে বারি ঝরে অনুক্ষণ।
এই যে আমার শিয়রে বসিয়ে
ডাকিলে মা, উমা, মা মা বলিয়ে
কোথায় গেলে চলে আমায় না বলিয়ে
বিদরে হৃদয় না হেরে বদন।

বোলে গিয়েছিলে আসিবে আবার
এলে যদি ফিরে, একি মা ব্যভার ?
মায়ের সনে ছলা, একি ছেলে খেলা
লুকালি' কোথা মা আয়—
আর ত সহে না তোমার অদর্শন
এসে কাছে পুনঃ কেন মা এমন ?
অকিঞ্চনে ভণে, থেকে ত্রিভুবনে
দেখায় সবায় তারা, দিবসে স্বপন।

অকিঞ্চন।

(২)
হিমালয়ের প্রতি মেনকা।
বেহাগ—একতালা।

জাগো গিরিরাজ, একি হোলো আজ
এলো গিরিবালা, গেল সে কোথায়?
এই যে মা মা ব'লে ডেকে এলো কোলে
(আমি) কোলে নিতে গিয়ে না পেলাম্ তা'য়।
আস্‌বো বোলে গিয়েছিলো উমা মোর,
এসেছে সে আজ্ না হোতে নিশি ভোর,
আলু আলু কেশ, বিমলিন বেশ,
সর্ব্বাঙ্গেতে ধূলি, অতি ক্ষীণ কায়।
বড় ক্ষুধা—কিছু খেতে দে মা—বোলে
কাঁদিতে কাঁদিতে এলো আমার্ কোলে,
নিতে গেলাম কোলে, গেলো কোথায় চোলে,
দেখিতে না পেলাম আর—
উঠ গিরি, ছুটে দেখো চারি ধারে
উমা কোথায় আছে লুকায়ে আঁধারে
অকিঞ্চনে ভণে দেখো হৃদ্‌মাঝারে
প্রফুল্ল কমলে তারা শোভা পায়।

অকিঞ্চন।

(৩)
হিমালয়ের প্রতি মেনকা।
বেহাগ—আড়াঠেকা।

শরত আইল গিরি, উমা আমার কৈ এল?
পাষাণ নন্দিনী ব'লে সেও কি পাষাণী হ'ল?
যাত্রাকালে গিরিবালা, বলেছিল ধরে গলা,
আসিব নিজে, অচলা, ফেল না মা অশ্রুজল।
সম্বৎসর গত হ'ল, সে ত কৈ ফিরে না এল,
কি করিব বল বল, ওগো অচল;—
না হেরে সে প্রাণকুমারী কেমনে ধৈরয ধরি,
ত্বরা করি যাও গিরি, আন তা'রে হিমাচল।

শ্রীরাজকৃষ্ণ বসু।

(৪)
মেনকার প্রতি হিমালয়।
বেহাগ—আড়াঠেকা।

রাণি, হয়ো না কাতরা!
কৈলাসে চলিনু আমি আনিতে তারা।
বুঝাইয়ে কৃত্তিবাসে, আনব তারা মম বাসে,
স্থির হ'য়ে থাক বাসে, কেঁদে আর হয়োনা সারা।
জানত জামাইয়ের ধারা করে নাকো নয়ন ছাড়া
পলকেতে হয় গো হারা, ত্রিনয়নায় ত্রিনয়ন;—
উমা শিবের সর্ব্বস্ব ধন, উমা উমানাথের জীবন
শ্মশান ছাড়ি' পঞ্চানন, গৃহবাসী পেয়ে তারা।

শ্রীরাজকৃষ্ণ বসু।

(৫)
শিবের প্রতি উমা।
ললিত—আড়াঠেকা।

যোগীশ্বর যোগীবর যা'ব জনক ভবনে।
পশুপতি এ মিনতি বিদায় দাও প্রফুল্ল মনে।
যাব আমি গিরিপুরে, কেবল তিনটি দিনের তরে,
দশমীতে আবার ফিরে, আসিব তব চরণে।
যোগনিদ্রা গত যখন, মায়েরে দেখিনু স্বপন,
অচলা চঞ্চলা অতি আমার কারণ;—
চক্ষে বহে শতধারা, মুখে কেবল বলে তারা,
যায় কি প্রাণে ধৈর্য্য ধরা, সে দশা হেরে নয়নে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ বসু।

(৬)
উমার প্রতি মহেশ্বর।
ললিত—আড়াঠেকা।

যাও ভবে ভবরাণি, যেতে ভবের নাহি মানা।
এ মিনতি তোমায় শিবে শিবেরে ভুলে থেকো না।
শিবের সর্ব্বস্ব তারা, ত্রিনয়নের নয়ন-তারা,
তারা হারা হ'য়ে তারা, কেমনে থাকি বল না?
দক্ষ যজ্ঞে যেতে মানা, ক'রে তোমায় ত্রিনয়না,
পেয়েছিলাম যে লাঞ্ছনা, আছে সব মনে;—
তাই তোমারে শুভঙ্করি! যেতে মানা নাহি করি,
এস ফিরে ক্ষেমঙ্করি, ভোলারে ভুলে থেকোনা।

শ্রীরাজকৃষ্ণ বসু।

(৭)

মেনকার প্রতি পুরবাসিনিগণ।

মঙ্গলললিত—আড়াঠেকা।

গাও সবে সুমঙ্গল মঙ্গলা এল ভবনে।
বরণ করিয়া লও ত্রিদিব-আরাধ্যাধনে।
যত পুরবাসীগণ, কর মঙ্গলাচরণ,
কর জয় উচ্চারণ, প্রেমানন্দে বদনে।
এল প্রাণের নন্দিনী, লয়ে নন্দন নন্দিনী,
কি ভাবনা আর রাণি, বল গো এখন;—
ব্রহ্মা আদি দেবগণে, যাহারে না পায় ধ্যানে,
কন্যা ভাবে সেই উমা, এল হের নয়নে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ বসু।

(৮)

পুরবাসিনিগণের প্রতি মেনকা।

মঙ্গলবিভাস—আড়াঠেকা।

মঙ্গল বাজনা বাজারে আমার্ মঙ্গলা ভবনে এলো।
দুখো-বিভাবরী আমার এতদিনে পোহাইলো।
প্রভাতে উঠেছো যা'রা এলো তা'রা, তারা—তারা,
আজি আমার আঁখি-তারা তারা, হেরে সুখী হ'লো।
বিহগ-কূজন-ছলে, ধরা তারা—তারা বলে,
প্রকৃতি-সুন্দরী ওই তারা গুণ গায়—
আঁধার গেলরে দূরে আলো এলো গিরিপুরে
আনন্দ-সিন্ধু-সলিলে দশদিশি ভেসে গেলো।

শ্রীসারদা প্রসাদ শর্ম্মা।

পাগল।

(তৃতীয় দিনের প্রথমাংশ।)

রাত যখন দুটো—তখন ঘুম ভাঙ্‌লো। ইচ্ছা হ'লো দেখি আজ পত্নী কি কর্‌চেন। তাঁ'র শয্যার নিকটে গেলাম। দেখ্‌লাম তিনি গোপালকে কোলে ক'রে নিদ্রাসুখ ভোগ কর্‌ছেন। শ্রীগুরুদেবের নিকট গেলাম —তিনি আসনে বদ্ধাসন হ'য়ে নয়ন মুদিত ক'রে ব'সে আছেন। সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে— **নমো নারায়ণায়** ব'লে প্রণাম কর্‌লাম। —মুখ হাত ধুয়ে এসে, নিত্য-ক্রিয়া সমাধা ক'র্‌তে প্রায় চার্‌টে বাজ্‌লো। তা'র পর গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ ক'রে, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম খুল্‌লাম। আজ একত্রিশের অধ্যায় পাঠ ক'র্‌তে হ'বে, কিন্তু সেই অধ্যায়ে দৃষ্টি পতিত হ'বামাত্র মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হ'লো—মনে হোলো—যেন আমি একটি গোপবালিকা—**শ্রীশ্যামসুন্দরের** মধুর মুরলী শুনে তাঁ'রে দেখ্‌বার জন্য আমার মন অত্যন্ত আকুল হ'য়েছিল—তা'ই সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে এখানে এসেছি।—কিন্তু লজ্জাবশতঃ অন্য গোপিগণের সঙ্গে মিলিত হ'তে সাহস হ'চ্চে না—কি জানি—তা'রা যুবতী—আমি বালিকা—যদি আমায় তাড়িয়ে দেয়—এই খানে—এই গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকি—হয় ত **শ্রীরাধামাধবের** মোহন মূরতি পলকের জন্যও দেখে নয়ন চরিতার্থ কর্‌তে পার্‌বো—কিন্তু কৈ?—সে **শ্যামসুন্দর** কৈ?—সহসা যেন কানে গেল—

"জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥ ১॥
শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥ ২॥
বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাৎ
বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়া
দৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥ ৩॥
ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥ ৪।
বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্॥ ৫

* আমাদের পাঠিকাগণের অনেকে, প্রবন্ধে সংস্কৃত শ্লোক থাকিলে তাহার অর্থ করিয়া দিতে বলেন, এখানে এই উনিশটি শ্লোকের ব্যাখ্যা না থাকায়, নিম্নে অনুবাদ প্রদত্ত হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সিগণের উক্তি তেমনি সরস রাখিয়া অনুবাদ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং এ অনুবাদে শ্রীগোপীগীতের ভাবার্থ মাত্র বোধ হইবে। কোনও প্রেমিকের হাতে এ ভার দিতে পারিলে বড়ই ভাল হইত।—(গৃহস্থ সম্পাদক)।

হে দয়িত, তোমার জন্মদ্বারা এই ব্রজধামের গৌরব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে, তুমি জন্মিয়াছ বলিয়াই ইন্দিরা নিরন্তর এখানে বাস করিতেছেন। দেখ, নাথ, আমরা তোমার আপনার, তোমায় প্রাণ দিয়া, এখন চারিদিকে তোমায় অন্বেষণ করিতেছি। ১। হে সুরতনাথ, হে বরদ, তোমার কমলনয়ন, প্রফুল্ল শারদ-কমলের শোভাগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে, সেই কমল-নয়নের আকর্ষণে আমরা বিনামূল্যে তোমার চরণে বিক্রীতা হইয়াছি। এখন যদি তুমি আমাদিগকে এমনি করিয়া বধ কর, তবে কি তোমায় বধ ভাগী হইতে হইবে না? ২। হে ঋষভ তুমি আমাদিগকে বিষপানে রক্ষা করিয়াছ—সর্পরূপী অঘাসুর হইতে, ইন্দ্রকৃত ঝড়বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ হইতে, বৃষরূপী অরিষ্টাসুর* ও ময়দানবনন্দন ঘূর্ণবায়ুরূপী ব্যোমাসুর এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে আমাদিগকে বারম্বার রক্ষা করিয়াছ। ৩। তুমি নিশ্চয়ই গোপিকা যশোদার নন্দন নও, তাহা হইলে আমাদের প্রতি এত নিদয় হইতে পারিতে না, আমরা সেই যশোদারই নিজজন। কে বলে তোমায় তুমি অখিলদেহীর অন্তরাত্মদৃক্, তাহা হইলে কি তুমি আমাদের অন্তর দেখিতে পাইতে না?—দেখিতে পাইলে এমন করিবে কেন? লোকে বলে ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি বিশ্ব রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ তাই বা সম্ভব কি রূপে?—আমরা কি বিশ্ব ছাড়া? তবে আমাদের রক্ষায় আসিতেছ না কেন? কেহ বা বলে তুমি সাত্বত-(ভক্ত)-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ?—তাহা হইলে তোমার দয়ার অভাব হইত না। ৪। হে বৃষ্ণিধুর্য্য, হে কান্ত, লোকে যখন ভব ভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ চায় তখন তুমি তোমার যে কর-কমল প্রসারিত করিয়া অভয় দাও, যে কর-কমলে কমলার কর ধারণ করিয়া থাক, সেই বরদ কর-কমল আমাদের মস্তকে অর্পণ কর। ৫। হে ব্রজবাসীগণের কষ্টনাশকারী

* এই অরিষ্টবধ রাসলীলার পরবর্ত্তী ঘটনা। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেয়সিগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলাই নিত্য বর্ত্তমান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের চিন্ময় রাজ্যে "নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।"

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয়॥ ৬॥
প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং॥
মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ॥ ৮॥
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ ৯॥
প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সম্বিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥ ১০॥
চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥ ১১॥
দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈঃ
বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুঃ
মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥ ১২॥

শ্রীকৃষ্ণ, হে বীর, তুমি ত মৃদু মধুর হাস্যদ্বারা নিজজনের অভিমান দূর করিয়া থাক, সখে, আমরা যে তোমার কিঙ্করী, আমাদিগকে স্বীকার কর—আমরা কৃতার্থ হই। তোমার মনোহর কমল-বদনখানি আমাদের নিকট প্রকাশ কর।৬। তোমার যে কমল-চরণ প্রণত দেহীগণের পাপনাশন, যে চরণ নিরন্তর গো-গণের অনুগামি, কমলার আশ্রয়, সেই চরণ-কমল দুইটি আমাদের স্তনমণ্ডলে অর্পণ করিয়া আমাদের হৃদয়জ্বালা নিবারণ কর।৭। হে কমল-লোচন, তোমার বাক্যগুলি বড়ই মধুর —উহা পণ্ডিতগণেরও মনোজ্ঞ। আমরা তোমার মধুর-বচন স্মরণে মোহিত হইতেছি, তুমি অধরামৃত দানে আমাদিগকে তৃপ্ত কর।৮। এ সংসারে যাহারা তোমার বিরহে তপ্ত, তোমার চরিতকথামৃত তাহাদের জীবনস্বরূপ, পণ্ডিতগণ* সদাই সেই কথামৃত-পানে তৃপ্ত, সে অমৃতের এমনি শক্তি যে, জীবের পাপরাশি নাশ করিয়া নবজীবন প্রদান করে, সেই কথা, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল সাধনে সমর্থ। যাঁহারা সেই শ্রবণমঙ্গল শ্রীমৎকথামৃত অন্যকে নিরন্তর দান করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আর দাতা ব্যক্তি কে আছে? তাঁহারাই যথার্থ ভূরিদ।৯। হে প্রিয়, তোমার হাসিটুকু প্রেমমাখা, তাহাতে তোমার নয়নদুটি প্রেমে ঢল ঢল দেখায়। তোমার সখাগণের সঙ্গে বন-ভ্রমণ-মাধুরী সদাই নয়ন মুদিয়া ধ্যান করিতে ইচ্ছা করে এবং ধ্যান করিতে পারিলে মঙ্গল অনিবার্য্য। তুমি দূর নির্জ্জন বনে গিয়া বংশী-সহযোগে তোমার এই কিঙ্করীগণের উদ্দেশ্যে যে নর্ম্ম-বচন প্রয়োগ কর, তাহা সমস্তই হৃদয়স্পর্শী, সে গুলি চিরদিন হৃদয়ের পরতে পরতে অঙ্কিত থাকে। হে কুহকময়, তোমার সেই সব ছলনায় আমাদের মন বড়ই ক্ষুব্ধ হয়।১০। হে নাথ, হে কান্ত, যখন তুমি পশুচারণজন্য ব্রজ হইতে বন-প্রদেশে গমন কর, তখন তোমার ঐ নলিনসুন্দর চরণ দু'খানি যে শিল, তৃণ ও অঙ্কুরে ক্লেশ পায়, এই কথা মনে হইলে, আমরা মনে বড় কষ্ট পাই—বড়ই আকুল হই।১১। হে বীর, যখন দিবাবসানে তুমি ব্রজে ফিরিয়া আইস, সেই সময়ে তোমার কমলবদনমণ্ডল নীল-কুন্তলে আবৃত এবং গোক্ষুরের ধূলিরঞ্জিত হইয়া যে শোভা ধারণ করে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া আমাদের মনে স্মরকে জাগাইয়া থাক।১২। হে রমণ, হে আধিনাশক, তোমার চরণ দু'খানির সেবায় বড় সুখ, যে ঐ চরণে প্রণত

---

* যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ। সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা পণ্ডিতগণের দেবভোগ্য অমৃতে আর রুচি থাকে না, কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকথামৃত পরমাদরে পান করিয়া থাকেন।

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষর্পয়াধিহন্॥ ১৩
সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ১৪
অটতি যদ্ ভবানহ্নি কাননম্
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥ ১৫॥
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্
অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥ ১৬॥
রহসি সম্বিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ॥ ১৭॥
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলং।
ত্যজ মনাক্ চ ন স্তৎ স্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিষূদনম্॥ ১৮॥
যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥১৯॥

সেই মধুর ধ্বনির সঙ্গে আমারও ইচ্ছা হ'তে লাগলো, যেন তাঁ'রে উদ্দেশ ক'রে, অমনি ক'রে বলি—কিন্তু বল্‌তে ত পার্‌লাম না—বল্‌বো মনে ক'রলাম, কৈ বলা ত হ'লো না—আমি যে বালিকা?—কেবল চেয়ে দেখ্‌চি—আর প্রাণে শুন্‌চি—বুঝ্‌লাম মদনমোহন এখন ওখানে নাই—তাই ওঁরা তাঁ'রে খুঁজ্‌তেছেন—আর কাঁদ্‌চেন্

হয়, তাহার আর কোনও কামনা থাকে না। পদ্মজ ব্রহ্মা ঐ চরণ পূজা করেন। লোকে আপদে পড়িলে ঐ চরণেই আশ্রয় চায়,—তোমার ঐ ধরণীমণ্ডন চরণ দুখানি আমাদের স্তনমণ্ডলে প্রদান কর।১৩। হে বীর, তোমার সুনাদিত বেণু ত নিরন্তর তোমার অধর চুম্বন করিতেছে, উহা একবার পাইলে, আর ত কোনও বিষয়ে অনুরাগ থাকে না। তোমার সুরতবর্দ্ধন ও শোকনাশন সেই অধরামৃত আমাদিগকে দাও।১৪। তুমি দিনের বেলায় যখন কাননে ভ্রমণ কর তখন তোমায় না দেখিয়া ক্ষণার্দ্ধ সময়ও যুগতুল্য বোধ হয়। তাহার পর যখন তুমি ফিরিয়া আইস, সেই সময়ে উর্দ্ধমুখে তোমার শ্রীমুখ দেখিতে দেখিতে চক্ষুর পলকের স্রষ্টাকে নিতান্ত মূর্খ বলিয়াই মনে হয়।১৫। হে অচ্যুত, আমরা ত তোমার গানে মোহিত হইয়া পতি পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। কিতব, এই রজনীতে রমণীগণকে কে পরিত্যাগ করে বল দেখি? ১৬। তোমার নির্জ্জনে সঙ্কেত-নর্ম্ম, সহাস্য-বদন, প্রেমপূর্ণ-নয়ন, হৃদয়রোগের আকর। শ্রীনিবাস বিশাল বক্ষ দর্শনে অতি স্পৃহায় মন মুহুর্মুহুঃ মোহ প্রাপ্ত হইতেছে।১৭। প্রিয়তম, তোমায় দেখিলেই ব্রজবাসিগণের সমস্ত দুঃখ দূর হয় এবং বিশ্বের অশেষ মঙ্গল হয়। আমরা তোমায় চাই,—আমরা তোমার—আমাদের হৃদয়রোগ যাহাতে একেবারে নষ্ট হয় এমন কিছু দাও।১৮। হে প্রিয়, তুমি তোমার সুকুমার চরণ-কমলে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ—তাহাতে সূক্ষ্ম কঙ্করাদিদ্বারায় ঐ চরণে কতই ব্যথা পাইতেছ বোধ হয়, তাই আমরা ভয়ে ভয়ে ঐ সুজাত চরণপদ্ম দু'টি আমাদের কর্কশ স্তনমণ্ডলে ধারণ করিতে চাই। তাহাতে তোমার কষ্ট দূর হইবে কি না, ভাবিয়া আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইতেছে। তোমার কষ্টে আমাদের বড় কষ্ট হয় কারণ তুমিই আমাদের জীবন।১৯।

আমরা চিরবহির্ম্মুখ মন্দভাগ্য, তথাপি এই কয়টি শ্লোক—এই সুমধুর গোপীগীত, যখনি পাঠ করি, তখনি মনে হয়, এমনি করিয়া ভগবানে আত্মনিবেদন না করিতে পারিলে, জীবের সাধন ভজন সকলই ব্যর্থ।—(অনুবাদক)

—কালার জন্য কাঁদাতেও যে সুখ আছে—কৈ আমি ত অমন্ করে কাঁদ্‌তে পার্‌লাম না—কাঁদ্‌তে পার্‌লে বোধ হয় দেখ্‌তে পেতাম।

এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে, দেখ্‌তে পেলাম আমি যে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি তা'রি নিকটে একটি লতায় অনেকগুলি ফুল ফুটে রয়েছে। দেখে—একটি একটি ক'রে ফুলগুলি সব তুল্‌লাম্। তারপর অঞ্চলের সুত্রে দু'গাছি মালা গাঁথ্‌লাম। মালা গাঁথা হ'লে ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌লো যে শ্রীরাধা-মাধবকে পুষ্পময় সিংহাসনে বসিয়ে তাঁদের চরণকমলে এ দু'গাছি মালা দিই—কিন্তু আমি কোথায়, আর শ্রীরাধা-মাধবই বা কোথায়?—তিনিত এখন কুঞ্জে নাই—গোপীরা সব কেঁদে কেঁদে তাঁ'রে খুঁজে বেড়াচ্চে—কতক্ষণে তাঁ'র কৃপা হ'বে কে জানে?—হয়ত আজ আর—কুঞ্জে শ্যাম চাঁদের উদয় হ'বে না!—তবে কি হ'বে? আর একটি বার কি সে শ্রীমুখের মোহন মুরলীর ধ্বনি শুন্‌তে পা'ব না? একবার কি কেউ বল্‌বেও না যে রাধাবিনোদিনী আবার শ্যামচাঁদের বামে দাঁড়িয়েছেন; ব্রজগোপীগণের সকল যত্ন সার্থক হ'য়েছে। আমার এ মালা, না হয় ঐ কুঞ্জের দ্বারে ফেলে রেখে যা'ব—তা'হ'লে অন্ততঃ কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের একজনও ত এ মালা পদদ্বারা স্পর্শ করুবেন—তা' হ'লেই আমার সকল যত্ন সফল—সকল শ্রম সার্থক হ'বে।"

আমি এইরূপ ভাবছি—এমন সময়ে আবার মুরলী-ধ্বনি হ'লো—গোপীগণ কাণ পেতে শুন্‌তে লাগ্‌লেন—আমিও প্রাণ ভ'রে সে ধ্বনি শুন্‌লাম—ইচ্ছে হ'তে লাগ্‌লো, ছুটে যাই, কিন্তু লজ্জা প্রতিবাদী হ'লো, যেতে সাহস হ'লো না—লোকে কি বল্‌বে -যদি গোপীরা আমায় বালিকা ব'লে তাড়িয়ে দেয়, তাহ'লে ত এখানে লুকিয়ে থাক্‌তেও পা'ব না! থাক কাজ নাই গিয়ে, এখেনে থেকে যদি পলকের জন্যও দেখ্‌তে পাই, তা'হ'লেই আমার শ্রম সার্থক হ'বে। আবার বাঁশী—নিশ্চয়ই কাল-শশী কুঞ্জে উদিত হ'য়েছেন -কিন্তু এখান হ'তে অনেক দূর—কিছুই দেখা যাচ্ছে না···রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হ'লেও—রাত্রি—তা'য় কুঞ্জবন--তা'য় রমণী-সমূদ্র

এমন সময়ে সেই রমণী- গুরুদেব যাঁ'রে শ্রীরূপমঞ্জরী ব'লছিলেন···তিনি আমার নিকট এলেন এসে আমার মুখের পানে স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন, এই যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মালা গেঁথেছো—তবে দাও—শ্রীললিতাদেবীকে দিইগে যদি তিনি কৃপা ক'রে এ দু'গাছিকে শ্রীরাধা-মাধবের চরণকমলে দেন তা'হ'লে এ মালা দুগাছির জন্ম সার্থক হ'য়ে যাবে। এই কথা ব'লে তিনি মালা দুগাছি নিয়ে চলে গেলেন। আমি সেই দিকে চেয়ে রইলাম।

তারপর কোটি চন্দ্রের উদয়ে যেন কানন-ভূমি আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌লো--কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে. সে সুখ স্বপ্নও ভেঙ্গে গেল। সম্মুখে শ্রীভাগবত খোলা—লেখা -

তাসামাবিরভূৎ শৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ।

এমন সময়ে কাণে গেল শ্রীগুরুদেব বল্লেন ও অধ্যায় কাল প'ড়ো, -সকাল হ'য়েছে, চল একটু বেড়িয়ে আসি গে।

শ্রীবিনোদবিহারী হালদার।

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ।

জন্ম-পত্র।—অনুবৃত্তি।

(২০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।)

আমি। এখন আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে। এটি কিন্তু এর পর হ'লে হ'বে না। এটি অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও এখনি বল্‌তে হ'বে

জ্ঞানেন্দ্র। কি জিজ্ঞাস্য বল। যদি আমার জানা থাকে এখনি বল্‌বো। না জানা থাকৃলে কাজেই বল্‌তে পার্‌বো না।

আমি। দেখ স্ত্রী আর পুরুষের কোষ্ঠী অবশ্যই এক রকমে গণনা কর্‌তে হ'বে। কিন্তু সকল জায়গায় বোধ হয় ফল ঠিক এক রকমে নির্দ্দেশ করা যাবে না। যেমন জাতচক্রে, পুরুষের বেলা যে ফল লেখা হ'য়েছে, স্ত্রীলোকের বেলা সেই সেই স্থানে সেই সেই ফল ব'লে বোধ হ'চ্চে না।

জ্ঞানেন্দ্র। ঠিক অনুমান ক'রেছ। কেবল জাতচক্রে কেন, অন্যান্য অনেক বিষয়েই স্বতন্ত্র ফল হ'বে। সে সকল স্ত্রীজাতক সম্বন্ধীয় গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লেখা আছে; এর পর আলোচনা করা যাবে। আপাততঃ তোমার উপস্থিত প্রশ্নের মীমাংসা করা যা'ক। নারী-জাত-চক্রে একটি নারী মূর্ত্তি এঁকে তা'তে ভিন্ন প্রকারে নক্ষত্র দিতে হয়। যথা মস্তকে তিন, মুখে সাত, প্রত্যেক স্তনে চারি, বক্ষে তিন, নাভিতে তিন ও গুহ্যে তিন এই সাতাইশ নক্ষত্র, রবিভোগ্য নক্ষত্র হ'তে দিতে হ'বে। যেমন, আমাদের খোকা না হ'য়ে যদি খুকি হ'তো তা'হলে ঐ চক্র এই-রূপ হ'তো। এই বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিম্ন-মত চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে অঙ্ক প্রদান করিল—তারপর বলিল—

নারীজাতচক্রম্।

মস্তকে ১৫।১৬।১৭

মুখে ১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪

দক্ষিণ স্তনে ২৫।২৬।২৭।১

বাম স্তনে ২।৩।৪।৫

বক্ষে ৬।৭।৮

নাভৌ ৯।১০।১১

গুহ্যে ১২।১৩।১৪

চক্রে—মুখে জন্মনক্ষত্রপতনং শুভম্। যথা—"স্যাৎ সন্তাপঃ শীর্ষতো বক্ত্রসংস্থে নিত্যং মিষ্টান্নাদিসৌখ্যোপলব্ধিঃ। কামং স্বামীপ্রেমবৃদ্ধিঃ স্তনস্থে বক্ষোদেশে বাস্থিতেঽত্যন্তহর্ষঃ। পত্যুশ্চিত্তানন্দবৃদ্ধিশ্চ নাভৌ গুহ্যস্থে স্যান্মন্মথাধিক্যমুচ্চৈঃ॥" ইতি নারী-জাতচক্রম্ ॥ * ॥ * ॥

এস্থলে দেখ মুখে ধনিষ্ঠা (২৩) নক্ষত্র পতিত হ'য়েছে সুতরাং খোকা যদি খুকী হ'তো তাহ'লে তা'র জাতচক্রের ফল অশুভ না হ'য়ে শুভই হ'তো। তার পর দেখ কোষ্টীতে আরও কয়েকটি চক্র আঁকা র'য়েছে। আচ্ছা! বাকী টুকু পড় দেখি।

আমি। এখনও ত অনেক বাকী এতটা কি আজ আর পড়া যা'বে?

জ্ঞানেন্দ্র। সব পড়্‌তে হ'বে না। অনেক ফল লেখা আছে। সে সব শ্লোক তুমি তোমার বৃহজ্জাতক এবং অন্যান্য গ্রন্থেই পা'বে। কেবল বাকী চক্র ক'টা আলোচনা করা হ'লেই যথেষ্ট হ'বে।

আমি পড়িতে লাগিলাম

॥ * ॥ শতপদচক্রম্ ॥ * ॥ অথ চক্রপাতনম্। চক্রং শতপদং বক্ষ্যে ঋক্ষাংশাক্ষরসম্ভবম্। নামাদিবর্ণতো জ্ঞেয়া ঋক্ষরাশ্যংশকাস্তথা॥ তীর্য্যগূর্দ্ধাগতা রেখা রুদ্রসংখ্যা লিখেদ্বুধঃ। জায়ন্তে কোষ্ঠকানাঞ্চ শতৈকং নাত্র সংশয়॥ বিন্যস্যাবকহড়াদীনি রুদ্রাদি-বিদিশ-ক্রমাৎ। পঞ্চ পঞ্চ ক্রমেণৈব শুদ্ধবর্ণান্ নিয়োজয়েৎ। পঞ্চস্বর-সমাযোগে ত্বেকৈকং পঞ্চধা কুরু॥ অবর্ণাদ্যাস্ত্রয়ো জ্ঞেয়াঃ সন্ধ্যক্ষরযুতাস্তথা। সজাতীয়ৈক্যমাস্থায় পঞ্চস্বরবিনির্ণয়ঃ॥ ঋৎঌতোরপ্যকারেণ শেষ সম্য পরিগ্রহ। কুর্য্যাদ্ কুপুভুহু স্থানে ত্রীণি ত্রীণ্যক্ষরাণি চ। কুঘঙছা ভবেৎ স্তম্ভে রৌদ্রেত্বীশানগোচরে। পুষণঠা ভবেৎ স্তম্ভে হস্তে চাগ্নেয়-সংজ্ঞিতে। ভুধফঢা ভবেৎ স্তম্ভে পূর্ব্বাষাঢ়ে চ নৈঋতে। ভুথঝঞা ভবেৎ স্তম্ভে বায়ব্যে ভাদ্র-উত্তরে। এবং স্তম্ভ চতুষ্কঞ্চ জ্ঞাতব্যং স্বর-বেদিভিঃ। ধিষ্ণ্যানি কৃত্তিকাদীনি প্রত্যেকং চতুরক্ষরৈঃ। সাভি-জিত্যংশকাস্তত্র শতৈকং দ্বাদশাধিকং। যদৃক্ষাংশককোষ্ঠস্থঃ ক্রুরঃ সৌম্যোঽপি বা গ্রহঃ। তত্রস্থো বেধয়েৎ সম্যক্ পুংসো নামাদিমাক্ষরম্॥ নামাক্ষরাশ্রিতে কোষ্ঠে গ্রহবেধং বিচিন্তয়েৎ॥ কোষ্ঠে বা দক্ষিণে বামে সম্মুখে গ্রহসংস্থিতে। সৌম্যবেধে শুভং জ্ঞেয়মশুভং ক্রূরখেচরৈঃ। মিশ্রৈর্মিশ্রফলং তত্র নির্ব্বেধেন শুভাশুভং ॥ * ॥ অথ ভাবচক্রম

॥ * ॥ তত্র চক্রপাতনপ্রকারমাহ—"ভিন্নং দ্বাদশধা বিধায় বিলসৎ চক্রঞ্চ তত্র ন্যসেৎ লগ্নাদ্দ্বাদশরাশয়োঽতিবিশদা বামাঙ্গমার্গক্রমাৎ। অস্ত্যাস্তত্র নভশ্চরা স্ফুটতরা রাশৌ চ যত্র স্থিতাস্তেভ্য সাধু ফলং স্ব-সাধু সুধিয়া বাচ্যং হি হোরাগমাৎ ॥ * ॥ তত্র প্রয়োজনস্তাবানাং গ্রহাণাঞ্চ স্ফুটতর স্থান-নির্দ্দেশমিতি ॥ * ॥ অথ মিত্রাদিচক্রম্ ॥ * ॥ যথা বৃহজ্জাতকে—শত্রূ মন্দসিতৌ সমশ্চ শশিজো
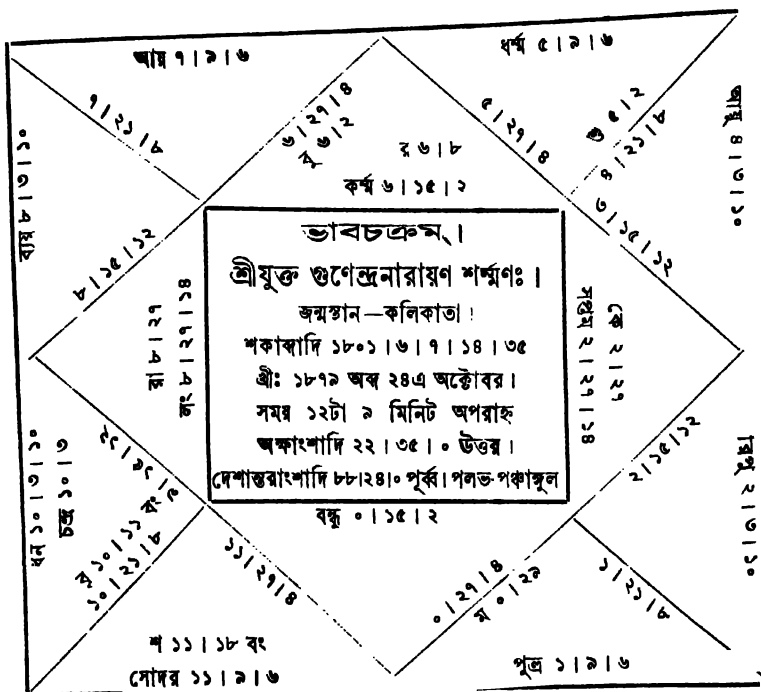
মিত্রাণি শেষা রবেঃ তীক্ষ্ণাংশুর্হিমরশ্মিজশ্চ সুহৃদৌ শেষাঃ সমাঃ শীতগোঃ। জীবেন্দূষ্ণকরাঃ কুজস্য সুহৃদো জ্ঞোঽরিঃ সিতার্কৌ সমৌ মিত্রে সূর্য্যসিতৌ বুধস্য হিমগুঃ শত্রুঃ সমাশ্চাপরে॥ সুরেঃ সৌম্য সিতাবরী রবিসুতো মধ্যোঽপরে ত্বন্যথা, সৌম্যার্কী সুহৃদৌ সমৌ কুজ-গুরূ শুক্রস্য শেষাবরী। শুক্রজ্ঞৌ সুহৃদৌ সমঃ সুরগুরুঃ সৌরস্য চান্যেঽরয়ো যে প্রোক্তাঃ স্বত্রিকোণভাদিস্থ পুনস্তেঽমী ময়া কীর্ত্তিতাঃ॥ অন্যোঽন্যস্থ ধনব্যয়ায়সহজব্যাপারবন্ধুস্থিতাস্তৎকালং সুহৃদঃ স্বতুঙ্গ-

ভবনেপ্যেকেহরয়স্তন্যথা দ্বেকানুক্তভপান্ সুহৃৎসমরিপূন্ সঞ্চিন্ত্য নৈসর্গিকান্ তৎকালে চ পুনস্ত তানধিসুহৃন্মিত্রাদিভিঃ কল্পয়েৎ॥ * ॥ অথ রাহোর্ম্মিত্রাদি। উচ্চং নৃযুগ্মং ঘটভং ত্রিকোণং কন্যাগৃহং শুক্রশনী চ মিত্রে। সূর্য্যঃ শশাঙ্কো ধরণীসূতশ্চ রাহোরিপুর্বিংশতিকঃ পরাংশঃ॥ * ॥

মিত্রাদি-চক্রম্।

	রবেঃ	চন্দ্রস্য	কুজস্য	বুধস্য	গুরোঃ	শুক্রস্য	শনেঃ	রাহোঃ	কেতোঃ
নৈসর্গিকমিত্রাণি ...	চ, ম, বৃ	র, বু	র, চ, বৃ	র, শু,	র, চ, ম	বু, [illegible]	বু, শু	শু, শ,	র, চ, ম,
নৈসর্গিকসমাঃ ...	বু	ম, বৃ, শু, শ	শু, শ	ম, বৃ, শ	শ	ম, বৃ	বৃ	র, চ, ম	শু, শ
নৈসর্গিকশত্রবঃ ...	শু, শ	০	বু	চ	বু, শু	[illegible]	র, চ, ম	বু, বৃ,	বু, বৃ
তৎকালমিত্রাণি ...	বু, শু	বৃ শ ম	শ চ বৃ	র [illegible]	চ শ ম	র, বৃ	[illegible] বৃ ম	শ চ বৃ র বু	শ ম শু
তৎকালশত্রবঃ ...	চ ম বৃ শ	র বু শু	বু র শু	চ ম বৃ শ	র বু শু	চ ম বু শ	র বু শু	ম শু	র চ বু বৃ
অধিমিত্রাণি ...	০	০	চ বৃ	র শু	চ ম	বু	০	শ	ম
মিত্রাণি	বু	বৃ শ ম	শ	০	শ	০	বৃ	চ র	শ শু
সমাঃ	শু চ ম বৃ	র বু	র	০	র	র শ	চ বৃ ম শু	বু বৃ শু	র চ
শত্রবঃ	০	শু	শু	ম বৃ শ	০	ম বৃ	০	ম	০
অধিশত্রবঃ ...	শ	০	বু	চ	বু শু	চ	র	০	বু বৃ

অথ কেতোর্ম্মিত্রাদি। সিংহস্ত্রিকোণং ধনুরুচ্চসংজ্ঞং মীনো গৃহং শুক্রশনী বিপক্ষৌ। সূর্য্যারচন্দ্রাঃ সুহৃদঃ সমানৌ জীবেন্দুজৌ মট্ শিখিনঃ পরাংশাঃ ॥ * ॥ অত্র পূর্ণবলগ্রহাভাবঃ মধ্যবলগ্রহো কুজো বুধশ্চ, শেষাঃ হীনবলা। * ॥ অথ ষণ্নাড়ীচক্রম্ ॥ * ॥ জন্মভং জন্মনক্ষত্রং দশমং কর্ম্মসংজ্ঞকম্। সাংঘাতিকঞ্চ বিজ্ঞেয়মৃক্ষং ষোড়শমত্র হি।

অষ্টাদশঞ্চ নক্ষত্রং সামুদায়িকমুচ্যতে। বৈনাশিকং ত্রয়োবিংশং পঞ্চবিংশস্তু মানসং ॥ অন্যচ্চ—জন্মাদ্যং কর্ম্ম ততোঽপি দশমং সাংঘাতিকঞ্চ ষোড়শভম্। সমুদয়মষ্টাদশভং বিনাশসংজ্ঞং ত্রয়োবিংশং আদ্যাত্তু
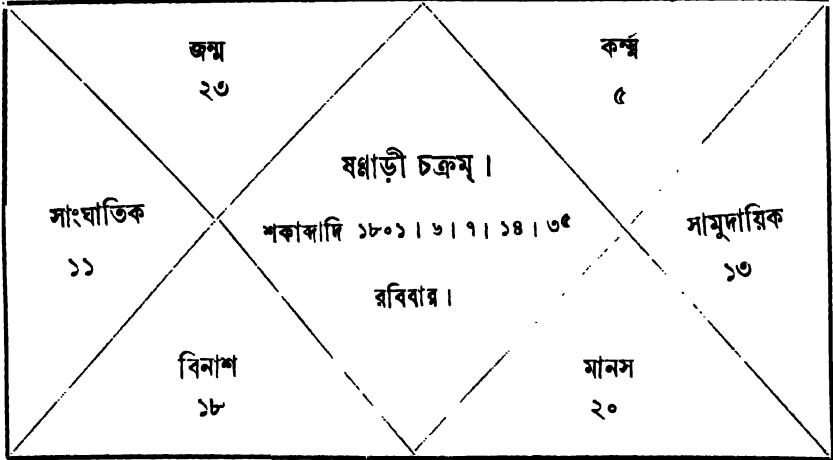
পঞ্চবিংশং মানসমেবং নরঃ ষড়্‌ঋক্ষঃ স্যাৎ ॥ * ॥ তজ্‌জ্ঞানপ্রয়োজনম্—
ঈহাদেহার্থহানিঃ স্যাজ্জন্মর্ক্ষে চোপতাপিতে। কর্ম্মর্ক্ষে কর্ম্মণাং হানিঃ পীড়া মনসি মানসে ॥ মূর্ত্তিদ্রবিণবন্ধুনাং হানিঃ সাংঘাতিকে তথা।

নবতারাচক্রম্।								
জন্ম	সম্পৎ	বিপৎ	ক্ষেম	প্রত্যরি	সাধক	বধ	মিত্র	পরমমিত্র
২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২

সন্তপ্তে সামুদায়িকে মিত্রভৃত্যার্থসংক্ষয়ঃ। বৈনাশিকে বিনাশঃ স্যাৎ দেহদ্রবিণসম্পদাম্ ॥ * ॥ অথ নবতারাচক্রম্ ॥ * ॥
জন্ম সম্পৎ বিপৎ ক্ষেমঃ প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ। মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ

নব তারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ” ॥ * ॥ তজ্জ্ঞানপ্রয়োজনম্—“সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মাণি ত্রিষু জন্মসু কারয়েৎ। বিবাদ-শ্রাদ্ধ-ভৈষজ্য-যাত্রা-ক্ষৌরাণি বর্জ্জয়েৎ ॥ * ॥ অথ ত্রিপাপচক্রম্ ॥ * ॥ পতাকী কুণ্ডলী কেতোঃ কুণ্ডলী চ বৃহস্পতেঃ। সর্ব্বত্র পাপসংযোগে সংশয়ো জায়তে মহান্ ॥ দ্বিরবৌ ক্লেশমাপ্নোতি দ্বিচন্দ্রে সুখমুত্তমম্। দ্বিকুজেঽগ্নিরুজা পীড়া দ্বিবুধে ধন-

সঞ্চয়ঃ ॥ দ্বিশনৌ সর্ব্বনাশঃ স্যাৎ দ্বিগুরৌ রাজভোগবৎ। দ্বিরাহৌ শস্ত্রভীতিঃ স্যাৎ দ্বিশুক্রে ভোগমক্ষয়ং ॥ ত্রিরবৌ বিত্তনাশং স্যাৎ ত্রিচন্দ্রে লভতে সদা। রজতং শুভ্রবস্ত্রঞ্চ ত্রিকুজো সংশয়প্রদঃ। ত্রিবুধে রত্নলাভ স্যাৎ ত্রিশনৌ বধবন্ধনম্। ত্রিগুরৌ চাতুলৈশ্বর্য্যং ত্রিরাহৌ শস্ত্রঘাতনম্। ত্রিশুক্রে সততং লাভস্ত্রিকেতৌ জ্বরপীড়নম্। ত্রিপাপবৎসরে কষ্টমিতি জ্যোতির্ব্বিদাম্মতম্ ॥ * ॥ অথ পঞ্চাঙ্গ ফলম্ ॥
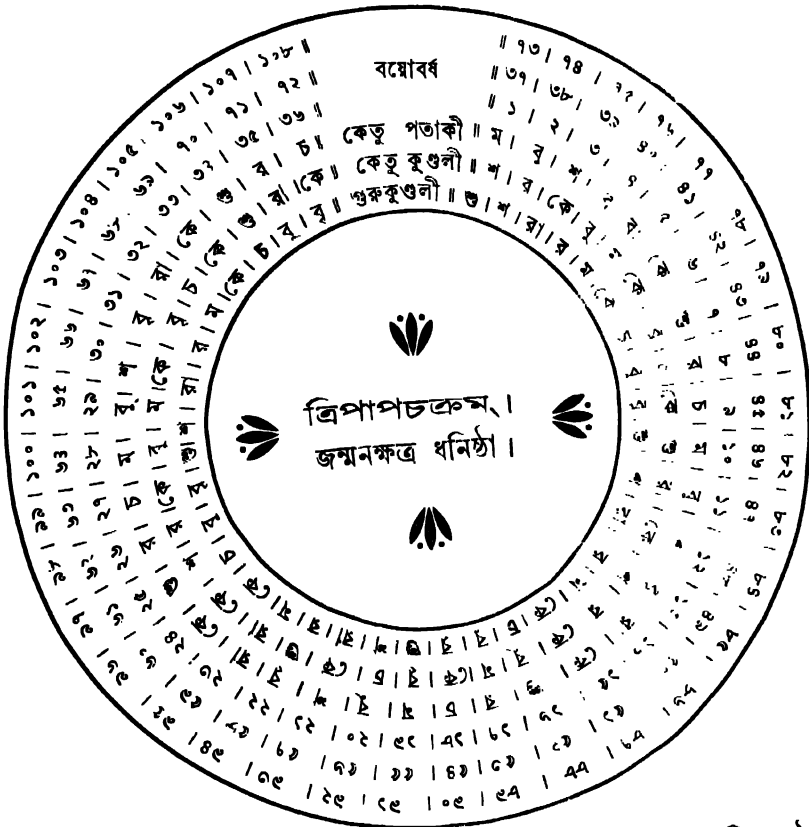
জ্ঞানেন্দ্র। ঐ পর্য্যন্ত এখন থাক্। দেখ, সেই ন'টার আগে ব'সেছি, আর দু'টো বাজে বোধ হয়। একটু বিশ্রাম কর্‌তে দাও। তোমার কি বল। নবানুরাগে দিনরাত জ্ঞান থাকে না।

আমি। তবে কিছু জলযোগ কর।

এই বলিয়া দোকান হইতে কিছু জলখাবার আনিয়া উভয়ে জলযোগ করিলাম। হায়! জ্ঞানেন্দ্রের পক্ষে আমার বাসায় সেই জলযোগই শেষ জলযোগ। আর তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই।

কংস-বধ।

মথুরায়—রাজসভা মাঝে—স্বর্ণ-সিংহাসনে—
আছে বসি' কংসাসুর হায়—ব্যাকুল অন্তর—
রাম কৃষ্ণে বধিবার তরে যুক্তি করি' মনে
মল্ল-যুদ্ধ দেখিবার ছলা, সভার ভিতর।
চানুর মুষ্টিক দুই বীর অতি বলবান
মল্ল-যুদ্ধে রাম-কৃষ্ণে তা'রা কৈল আমন্ত্রণ
নবনী-কোমল-দেহ দোঁহে—দামিনি সমান
চমকিয়া দশদিক তথা করে আগমন।
জলন্ত অনল সম সেই তেজঃপূর্ণ কায়
হেরিয়া নয়নে ভোজপতি গণিল প্রমাদ
ভাবে মনে, কৃতান্ত আমার, আসিয়াছে হায়!
চারিদিক দেখে অন্ধকার—হৃদে অবসাদ।
পলকে বালক দু'টি আসি' মল্ল দুই জনে
পাঠাইয়া দিল, দেখ ওই শমনের ঘরে।
হেরি' কংস উন্মত্তের প্রায় বলে বীরগণে—
সবে মিলি' ওই শিশু দু'টি নাশরে সত্বরে।
চক্ষের নিমিষে শ্যামচাঁদ মঞ্চোপরে উদিত হইয়া
ভোজরাজ কংসে, ত্বরা করি', করি' আক্রমণ,
সর্পে যথা ধরে খগরাজ—তেমতি ধরিয়া
অনায়াসে সভামাঝে আনি' ফেলিলা তখন।
কোথা গেল কিরীট সুন্দর—আলু থালু কেশ—
ভূতলে লুটায় ভোজরাজ—নাহি দেহে বল।
বিশ্বম্ভর-পদভারে তা'র ভগ্ন বক্ষোদেশ
প্রাণ-বায়ু গেল পলাইয়া—শরীর অচল!
প্রাণ-ভয়ে-ভীত কংস সদা—আহারে, বিহারে,
শয়নে, স্বপনে, জাগরণে—শ্যামল সুন্দর
কৃষ্ণচন্দ্রে ভাবিত—হেরিত—সদা চারিধারে।
ভাবনার ফলে, পদে তাঁ'র মিলিল সত্বর।
ভোজরাজ হত হ'লো হেরি শ্রীকৃষ্ণের করে,
স্বর্গ হ'তে দেবগণ, সুখে, পুষ্পবৃষ্টি ক'রে।

অকিঞ্চন।

মহাবিদায়।

পল্লবিত সুশ্যামল বিল্ববৃক্ষ মূলে,
মহাধ্যানে নিমগন মহাযোগীশ্বর,
বল্কলবসনা সতী বসি পদতলে
বিষণ্ণ-হৃদয়ে, যুক্ত করি' দুই কর,
পিত্রালয় যাত্রা আশে মাগিছে বিদায়
কৈলাসপতির পাশে। যজ্ঞবার্ত্তা শুনি'
স্নেহ প্রীতি যত্ন ভরা মাতৃ অঙ্কখানি
পড়েছে স্মরণে; ভ্রান্ত উন্মত্ত হৃদয়,
ছুটিয়াছে দক্ষালয়ে, তাই প্রাণপতি
পাশে, ভিক্ষা মাগে ভিখারিণী সতী।
বারেক নয়ন মেলি হের দিগম্বর,
সজল নয়না বালা দাঁড়াইয়া হায়!
মলিন আননে, ওগো ত্রিদিব ঈশ্বর,
হাসিমুখে পার্ব্বতীরে দাওগো বিদায়।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা বসু।

প্রেম।

প্রেম কি? পরিধেয় বস্ত্র? না বসন্ত সন্ধ্যায় বালক-বালিকার চিত্তাকর্ষক ক্ষুদ্র অলঙ্কার? ইচ্ছামত পরিলাম, আর খুলিয়া ফেলিলাম—তাই কি? ভাল দেখায়, খানিক পরিলাম—না হয় একটু রূপের উৎকর্ষ হইল; আর যদি না মানায় খুলিয়া রাখিলাম, খুলিয়া, অপরের জন্য—যাহাদের মানায় তাহাদের আদরের জন্য খুলিয়া, ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িলাম—একটু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়া লইয়া, আবার অনন্তের দিকে চলিলাম। ইহাই কি প্রেম? প্রেম কি? রূপ কি প্রেম? যৌবন কি প্রেম? ভামিনীর কৃষ্ণকুন্তল না অশীতিপর তাপসের পিঙ্গল জটাজাল?—প্রেম কি? প্রেম কি শুধু যৌবনের একায়ত্ত চঞ্চল কটাক্ষ—সুধু একটা বাহ্য আড়ম্বর মাত্র—অন্য দুই একটা আড়ম্বর যতদিন সাথী সুধু ততদিন তা'র জীবন—ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাগুচ্ছে একটি শুভ্ররেখা দেখা দেওয়া মাত্র ফুরাইবার জিনিষ—এই কি প্রেম? প্রেম কি? প্রেম কি ক্ষুদ্র তুলিকায় চিত্রিত সুদৃশ্য একখানি চিত্রপট—জলের ছিটা লাগিলেই ধুইয়া গেল—প্রখর রৌদ্রের কিরণে বিবর্ণ হইল, এই কি প্রেম? প্রেম কি কেবল যৌবনেরই সহচর? গৌরবর্ণ সুন্দর মুখশ্রীর একটা উপাধি? মরালগতির নিত্য অনুচর? কিম্বা দীর্ঘশ্বাসও হৃদিদাহের একমাত্র অধিষ্ঠাতা? তাই যদি প্রেম হয়, তবে ব্রহ্মাণ্ড যে **অনন্ত প্রেমে** নিয়মিত, প্রকৃতির রাজা বলিয়া যে প্রেমের পূজা হয়, **সেই বিশ্বরাট প্রেম** ত অর্ব্বাচীন বালকের আজ্ঞাবাহী দাস মাত্র! পুরস্কার মধ্যে মধ্যে সুভ্রূর ভ্রূকুটিভঙ্গী। যদি তাহাই হয় ত' প্রেমের নাম জগৎ হইতে লুপ্ত হউক—বসন্তের নবমল্লিকার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হউক—মধুকরের মধুর গুঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হউক—কোকিলার কূজনের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হউক—প্রতি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হইয়া যাউক—দিগ্ব্যাপী সমীরণ সেই ভস্ম অনন্তের প্রান্তে উড়াইয়া লইয়া যাউক! কিন্তু তাই কি? কখনও নহে।

প্রেমে মল্লিকা ফোটে, কোকিলা গায়। প্রেমের কণামাত্র লইয়া বিরাট্ সূর্য্য বিশ্ব আলোকিত করে [illegible]রা জীবন পায়। ক্ষুদ্র বটবীজ সেই বিরাট প্রেমের আধার, কিন্তু সুবিশাল ধরায় সে প্রেম ধরে না! শিশুর অদন্ত হাসিতে সে প্রেম ফুটে ওঠে, যৌবনের মহাপ্রলয়ে ভেসে যায়, জরার কুম্বনে, মুমূর্ষুর দুঃখ কালিমায় সে প্রেম শ্রান্ত পথিকের ন্যায় বিশ্রাম লাভ করে—মৃত্যুর করাল কবলে আবার জীবন লাভ করে। প্রেম লইয়া অণু পরমাণুর বিরাট্ খেলা, প্রেম লইয়া জীবদেহের ধ্বংস, প্রেম লইয়া সুষুপ্তি, প্রেম লইয়া নিদ্রা ও তন্দ্রা, প্রেম লইয়া প্রেমের গঠন, প্রেম লইয়া প্রেমের খেলা, আবার সেই প্রেম লইয়াই প্রেমের মৃত্যু!

প্রেমের মৃত্যু! সে কি? মহাপ্রলয়ের ধ্বংস! অমরের মরণ! মৃত্যুঞ্জয়ের মোক্ষ! যেখানে প্রেমের অধিষ্ঠান ভিন্ন কিছুই সম্ভবে না সেখানে প্রেমের অভাব! সে কি? আবার বলি প্রেমের অভাবই প্রেম! সর্ব্বভূতান্তর্গত ভূতত্বই প্রেম। মরণ ত ক্ষণিক পরিবর্ত্তন—যে মরণে ভূতের ভূতত্বও বিভূতির

বিভাব সে মরণ যদি প্রেম নয় তবে কি ?

প্রেম সৎ, প্রেম চিৎ, প্রেমই আনন্দ। অনিত্য জগতের অনিত্যতাই প্রেম। সচ্চিদানন্দ প্রেমের বিকাশ সর্ব্বত্র। আমার প্রত্যেক কণা, প্রত্যেক পরমাণু যখন সেই পূর্ণানন্দ চিন্ময় প্রেমের ডোরে বাঁধা তখন আমার অনিত্যতারই বা সম্ভাবনা কোথায় ? যদি আমার পরমাণু সমষ্টির রূপান্তর, পুনর্গঠন বা নূতন সজ্জাকে লইয়া আমার অনিত্যতা হয়, তবে সে অনিত্যতার মধ্যে যে নিত্য-নিয়ম আছে উহাই প্রেম। আমি অনিত্য হইয়াও প্রেমের দায়ে "নিত্যমুক্তস্বভাববান্"।

যে প্রেম আজ ক্ষুদ্র যুথিকার সৌরভ, কাল সেই প্রেমই প্রলয়ঙ্কর ইরম্মদ! আজ রাত্রে যে প্রেম স্নিগ্ধ কৌমুদী, কাল মধ্যাহ্নে সেই প্রেম প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের দিগদাহী অগ্নি-ময়ুখ! আজ যে প্রেম বিরহীর মিলনসুখ, কাল সেই প্রেম সুখসম্মিলিতের চিরবিচ্ছেদ। জীবন মরণ প্রেম, বিচ্ছেদ মিলন প্রেম, ধর্ম্ম প্রেম, অধর্ম্ম প্রেম, বিশ্বাস প্রেম, অবিশ্বাস প্রেম, সুখ প্রেম, দুঃখ প্রেম, স্থিতি গতি, উৎপত্তি ধ্বংস, বিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সকলই সেই বিরাট্ প্রেমের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র! প্রেমের জয়!

জীবের কথা দূরে থাক, নির্জ্জীব জড়ও প্রেমের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত নয়। অন্ধ রূপ বোঝে না বটে কিন্তু তৎস্থানে তাহার যে একটা অব্যক্ত অস্ফুট ধারণা থাকে তাহাই প্রেমের অঙ্কুর। বধির শব্দের বোধে অক্ষম, কিন্তু তাহার অন্তরে শব্দ বোধের স্থানে যাহা কিছু অধিষ্ঠিত থাকে তাহাই প্রেম। মরুদেশে বীজের উৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হয় কেন ? বৈজ্ঞানিকেরা বলিবেন "রসাভাবে"। বেশ কথা ; ঐ যে রসাভাবে উৎপত্তি শক্তির অভাব, এবং রসাল ও রসহীন ক্ষেত্রের বিভিন্নতার উপলব্ধি জড় বীজের অন্তরে গুপ্তভাবে আছে—ঐ ধর্ম্মই প্রেম। এক খণ্ড প্রস্তর উত্তাপসাহায্যে আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—উহার পরমাণু সমষ্টির পরস্পর আকর্ষণের হ্রাস ও তজ্জন্য উহাদের পার্থক্য —ক্রমে দৃঢ় হইতে তরল, তরল হইতে বাষ্প —এই সনাতন ধর্ম্মই প্রেম। প্রেম সকল পদার্থেরই সাধারণ ধর্ম্ম, পরমাণুর ধ্বংস হয় না—অনন্ত প্রেমে তাহারা অনন্ত কালের জন্য দৃঢ় আবদ্ধ! নায়ক, নায়িকার প্রতি যে প্রেমে আকৃষ্ট, সেই প্রেমেই এক পরমাণু অপর পরমাণুর প্রতি আকৃষ্ট—অতিনিয়ত আবদ্ধ। জড়ের এই সাধারণ আকর্ষণ প্রেমের বিকাশ নয় ত কি ?

বায়ুকণা প্রেমে নেচে নেচে ফুলের গন্ধ বহিয়া লইয়া যায়। দার্শনিকেরা বলিবেন অনুরণন (Vibration)। ভাল, তোমার এই অনুরণনটা কি ? কেন হয় ? আমি যদি সেই অনুরণন সর্ব্বত্র সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষ্য করি যদি সমস্ত ক্রিয়াই ঐ অনুরণনের জন্যই হইয়া থাকে, তবে উহাকে আমার প্রেমের নৃত্য বলাতে দোষ কি হইল ? তোমার অনুরণন আমার প্রেম! কোন্‌টা মধুর ? তুমি গতি লইয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পার, আমি না হয় উহার মহত্ব একটু উপলব্ধি করিলাম, সর্ব্বভূতে সমত্ব দেখিলাম। কাহার জিৎ ? তুমি, আমি ঘুরিতেছি উভয়েই, তুমি কেবল আমারই ঘুরপাক দেখিতেছ, আমি দেখিতেছি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঘুরণ—এখন বুঝলে প্রেম কি ?

প্রেম সমস্ত ক্রিয়ার মূল, সকল নিয়মের আদি নিয়ম, সকল বিধির মূল বিধি, সকল

ধর্ম্মের আদি ও মূল ধর্ম্ম। প্রেম সকল পদার্থের অস্তিত্ব, পরিবর্ত্তন ও বিনাশের একমাত্র মৌলিক কারণ। প্রেম অনুরণনের কারণ, প্রেম মাধুরী-(Harmony)-র কারণ, প্রেম সমস্বরের (Unison) কারণ। প্রেম সঙ্গীতের লয়, ক্রন্দনের অশ্রুজল, আনন্দের উচ্ছ্বাস। প্রেম অন্ধের দৃষ্টিহীনতা, বধিরের শ্রবণাভাব পদহীনের খঞ্জত্ব, অমৃতের সঞ্জীবনী-শক্তি। প্রেম আমার "আমিত্ব" তোমার "তুমিত্ব"—এক কথায় সর্ব্ব পদার্থের পদার্থত্বই প্রেম।

প্রেমের আধার পুরুষ ও প্রকৃতি। যে বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পুরুষ প্রকৃতি সমগ্র সৃষ্টির কারণ হইয়াছে, সেই অচ্ছেদ্য বন্ধন প্রেম। পুরুষ-প্রেমে প্রকৃতি ও প্রকৃতি-প্রেমে পুরুষ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া, যথাক্রমে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ সমস্ত লোক সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতির চৈতন্য প্রেম—পুরুষের বিকাশ প্রেম। প্রেমই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য! কর্ত্তা ও ক্রিয়ার সহিত কার্য্য যে সূত্রে বাঁধা, সেই সূত্রই প্রেমের ছায়া মাত্র।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইলেক্‌ট্রোন (Electron) নামক এক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। সমস্ত জড় জগৎ ঐ ইলেক্‌ট্রোনের সমষ্টি মাত্র। আবহমান কাল যাহা ঋণাত্মক তড়িৎ (Negative Electricity) বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিয়াছে, ঐ ইলেক্‌ট্রোন তাহারই ক্ষুদ্রতম অংশ। কিন্তু মূল উপাদান, কেন্দ্রস্থ একটু ধনাত্মক তড়িৎ (Positive Electricity)—এখনও উহার গবেষণা চলিতেছে। এখনও ঐ কেন্দ্রস্থ দ্রব্যের বিষয় ভাল করিয়া কিছু জানা যায় নাই। প্রকৃতির প্রকৃত তত্ত্ব কে কবে পাইয়াছে? গুহ্য প্রকৃতি চিরকাল গুহ্যই থাকিবে—আমরা ইলেক্‌ট্রোন রূপী পুরুষ লইয়াই ব্যস্ত। আরে অন্ধ! আরে মূঢ়! যে প্রকৃতির তত্ত্ব পরম দার্শনিক মহাযোগী পুরুষ আজিও পাইলেন না—সেই প্রকৃতির আবিষ্কার গোটা কতক কাচের নল ও খানিকটা পারদ লইয়া হইবে এ আশা রাখ? কি ভ্রান্তি! বুঝ না যে মহাতত্ত্ব অন্বেষণে কত শত যোগী ঋষি অনুক্ষণ ব্যস্ত—সেই তত্ত্ব তোমার অহমিকা পূর্ণ পূতিগন্ধময় যন্ত্রাগারে (Laboratory) সম্ভবে? তবে এটা একটু যত্ন করিলেই বুঝিবে যে, পুরুষ প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণ যাহাকে তড়িৎ বলিয়াই তুমি নিশ্চিন্ত, সেই মহাধর্ম্মই প্রেম। যত রাসায়নিক প্রক্রিয়া দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই সেই ইলেক্‌ট্রোন লইয়াই নাড়াচাড়া। পুরুষ বহু অংশে প্রকৃতিতে নাস্ত। আকর্ষণ বিকর্ষণ সংঘাত, আদি প্রেমের বহুতর শাখা নিয়মে নূতন পদার্থের উত্থান, পুরাতনের পতন—পুরাতন ও নূতন লইয়া প্রেমের বিরাট্ খেলা! প্রেমের হাত এড়াইবার যো নাই।

কোন কবি গাহিয়াছেন "প্রেম অভিধানে মানে ভালবাসা।" প্রেম "বড় বড় হাতি ঘোড়া মেরে দেয় ছেড়ে। প্রেম "পাহাড়কে করে কোণঠাসা।" কবি একটু আরও অগ্রসর হইলে দেখিতেন প্রেম মানে ভালবাসা ঘৃণা, আসক্তি, বিরক্তি, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি—আরও কত কি! হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৃত্তিগুলি সকলই সেই বিশ্বপ্রেমের রূপান্তর। বারি যেমন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তুষার, বৃষ্টি, কুজ্‌ঝটিকা, বাষ্প ইত্যাদি বিভিন্ন নাম ধরে—সূর্য্য রশ্মি যেমন ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া কখনও বা চন্দ্রিকা, কখনও বা প্রখর রৌদ্র, কখনও বা মনোহর রামধনু—একই বায়ু যেমন কখনও স্নিগ্ধ, কখন মৃদুমন্দ

কখনও বা প্রচণ্ড ঝড়—সেইরূপ এক প্রেম নানা অবস্থায় নানা আধারে নানারূপে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মূলে একই পদার্থ। প্রেম, যখন সহৃদয় সমধর্ম্ম আধার-দ্বয় সংশ্লিষ্ট করে, তখন উহার বিকাশ প্রীতি, ভালবাসা—একটু রূপান্তরে আসক্তি, প্রবৃত্তি, কাম,—আবার আধার বিশেষের গুণে লোভ, মোহ ইত্যাদি।

বিষমধর্ম্মী আধারে প্রেমের মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী—দ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ, ঈর্ষা—একটু নিস্তেজতর আধারে হয়ত নিবৃত্তি, বিরক্তি,—তেজোহীনে শোক, দুঃখ ইত্যাদি। সম্যক অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আমরা যাহাকে মনোবৃত্তি বলি উহাদের ক্রিয়া প্রেমের আংশিক অসম্পূর্ণ বিকাশ মাত্র। সম্পূর্ণ লিখিত ৪ (চারি) না দেখিয়া যদি উহার নিম্নার্দ্ধ মাত্র লিখিত দেখি তবে উহা ০ (শূন্য) বলিয়াই বোধ হইবে। না জানি কোন বিশ্বপ্রেমিক উহাকেই (∞) অনন্তের চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রেমের কিয়দংশ বিকসিত না হইয়া যদি অসম্পূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা হইলেই উহা রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি নিতান্ত বিরুদ্ধভাবে অনুভূত হইবে। প্রেম যখন সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে বিকশিত হয়, তখন আর কোনও অভাব থাকে না। জীব তখন আপনা হইতেই মনে করে

"সচ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।"

তখন সে পরিপূর্ণ, নিশ্চল, নিথর "পরম-হংস"—। তাহার অক্ষুব্ধ হৃদয় সর্ব্বদাই প্রসন্ন।

অধ্যাপক শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ; হাজারিবাগ

বর্ষশেষে নিবেদন।

দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ মাস অনন্তে বিলীন হইতে চলিল। দ্বাদশ মাস পূর্ব্বে, কোনও অজ্ঞাত দেশ হইতে একটি ক্ষুদ্র বীজ, বাত্যাতাড়িত হইয়া আমাদের উষর-হৃদয়ে পতিত হয়—সুনিপুণ মালী, সেই ক্ষুদ্র বীজটি, সে উষর-ভূমি হইতে উঠাইয়া, কর্ম্ম-ভূমিতে রোপণ পূর্ব্বক কৃপা-বারি সিঞ্চন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে এই ক্ষুদ্র অঙ্কুর গৃহস্থ উৎপন্ন হইয়াছিল।

সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি দেখিয়া, আমরা সভয়ে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে নিরন্তর অশ্রুজল ঢালিতাম—সেই জল, তাঁহার শ্রীচরণরজে পুষ্ট হইয়া, সেই অঙ্কুরটির উপর পতিত হইত, তাহার ফলে সে'টি, একটি ক্ষুদ্র গুল্মে পরিণত হইয়াছে—হয়ত কালে বিস্তৃত-শাখা-প্রশাখা-যুক্ত বিটপী হইতে পারে,—অথবা জলাভাবে শুষ্ক হইয়া যাইতেও পারে। সকলই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা!

তিনি বলিতেছেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে—"

আমরা কাতরে, তাঁহার কমল-চরণ পানে চাহিয়া বলি—"কর্ম্ম কে নাথ?—তুমি

নও কি?—কর্ম্ম কা'র? কর্ম্মও তোমার, আর আমরাও তোমার। যন্ত্রী তুমি—যন্ত্র চালাও, চলিবে। না চালাও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একধারে পড়িয়া থাকিবে।

সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় যন্ত্র ত এই দ্বাদশ মাস চলিয়াছে—যন্ত্রোত্থ-সলিলে সিঞ্চিত হইয়া দ্বাদশ মাসে সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র গুল্মে পরিণত হইয়াছে—সহস্রাধিক গ্রাহকের স্নেহবারি সেই গুল্মটির মূলে সিঞ্চিত হইতেছে—কত সুনিপুণ লেখক সেটিকে বদ্ধমূল করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। সকলি সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই আজ—সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি—দ্বাদশ পুষ্পশোভিত ক্ষুদ্র গুল্ম গৃহস্থ।

এস ভাই, আজ সকলে মিলিয়া সেই দ্বাদশ পুষ্পের পুষ্পাঞ্জলি শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ বলিয়া শিবময় শিবস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অর্পণ করি। গৃহস্থের জন্ম সার্থক হউক।

আমরা অকিঞ্চন। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় বহু বিজ্ঞ লেখকের অনেক সহৃদয় সহায়কের—সহস্রাধিক গ্রাহকের সহায়তা পাইয়াছি। আশা আছে ভবিষ্যতেও তাঁহাদের সকলের কৃপার অধিকারী থাকিতে পারিব। আমরা জ্ঞানতঃ তাঁহাদের নিকট অপরাধী হইব না। যদি অজ্ঞানে কোনও অপরাধ করি, সেজন্য তাঁহারা আমাদিগকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিবেন—কিন্তু কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

আমাদের যত্নের গৃহস্থ, যথাশক্তি সাধারণের পরিচর্য্যা করিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করুন সে যেন, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও বলশালী হইয়া আপনার কর্ত্তব্য যথাযথ সম্পন্ন করিতে পারে।

বশম্বদ—
শ্রীরামরাখাল ঘোষ।

সাময়িক সংবাদ, সঙ্কলন ও সমালোচন।

গ্রহ-সংবাদ।—আগামী ১৫ই আশ্বিন বেলা প্রায় ৮টা ৪২ মিনিটের সময় চন্দ্র শুক্রের, অপরাহ্ণ প্রায় ২টা ৩৬ মিনিটের সময় বুধের ১৬ই বেলা প্রায় ১০টা ৩৪ মিনিটের সময় মঙ্গলের সন্নিহিত হইবেন। ১৭ই বেলা প্রায় ৭টা ২২ মিনিটের সময় বুধ শুক্রের, অপরাহ্ণ প্রায় ৩টা ৫ মিনিটের সময় চন্দ্র বৃহস্পতির এবং ২৩এ শেষরাত্রি প্রায় ৩টা ৯ মিনিটের সময় বরুণ গ্রহের সন্নিহিত হইবেন। ২রা কার্ত্তিক বেলা ১০টা ৪৬ মিনিটের সময় গুরু শুক্রের মিলন হইবেক এবং বেলা প্রায় ১১টা ১৭ মিনিটের সময় চন্দ্র শনৈশ্চরের সন্নিহিত হইবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।—আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, নিম্নলিখিত পুস্তকাদির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ঐ গুলি ক্রমে ক্রমে যথাশক্তি সমালোচিত হইবেক।

১। পি, এম, বাগচির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার দ্বিতীয় খণ্ড ১৩১৭ সাল।

২। নেকলেস, শ্রীভবতারণ বসু প্রণীত। এবং পূর্ব্বস্বীকৃত পত্রিকাগুলি ব্যতীত ৫৬। কুশদহ ৫৭। কৃষি সমাচার।

জ্ঞানগর্ভ।—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দাশ কবিরাজ প্রণীত এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। পুস্তক খানিতে সংক্ষেপে আত্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা আর একটু সরল হইলে ভাল হইত। পুস্তকখানি তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের প্রীতিকর হইবে সন্দেহ নাই।

জাপানে মুক্তার চাষ—মুক্তার বংশবৃদ্ধির জন্য জাপানে অনেকে অনেকরূপ অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে শ্রীযুত কে, মিকিমোতো অগ্রগণ্য। ইনি ১৮৭৯ খৃঃ অঃ হইতে মুক্তাসম্পর্কীয় পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। সুদীর্ঘ পরীক্ষার পর ইনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জাপানের পার্শ্ববর্ত্তী সাগর উপসাগর সমূহে মুক্তার চাষ বেশ চলিতে পারে। তিনি যে স্থলের অধিবাসী, তথায় মুক্তার প্রচার বহুপূর্ব্ব হইতেই হইয়া আসিতেছে। জনশূন্য টাটুকুউ এজ্‌ডে দ্বীপে ১৮৯০ খৃঃ অব্দে শ্রীযুত মিকিমোতো সর্ব্বপ্রথম মুক্তার আবাদ আরম্ভ করেন। জাপানের উপকূল দিয়া 'রক্তিমাস্রোত' নামক সামুদ্রিক জলস্রোত বহিয়া যায়। এই স্রোতে শ্রীযুত মিকিমোতোর সমগ্র মুক্তাবংশ ভাসমান হইয়া সুদূর সমুদ্রে চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু নানা চেষ্টায় শ্রীযুত মিকিমোতো সেই মুক্তাবংশ রক্ষা করেন। মধ্যজাপানের দক্ষিণপ্রান্তীয় সমগ্র 'এগো' উপসাগর পূরিত করিয়া এই মুক্তাবংশ এখন 'গোখাসো' উপসাগর পর্য্যন্ত ৫০ মাইল বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত স্থানে লক্ষাধিক মুক্তাফল বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত সমুদ্রনীরে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। শুনা যাইতেছে, এই মুক্তাগুলি ৭ বৎসরের মধ্যে ফল প্রসব করিবে। ৩০০ স্ত্রীলোক ডুবারি' এই কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত আছে। মুক্তাগুলিকে আবার সযত্নে রক্ষা করিতে হয়, নতুবা সামুদ্রিক অষ্টপদী চাঁদা মৎস্যে ও আগাছায় এই মুক্তাবংশের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে। পূর্ব্বকথিত 'রক্তিমা স্রোতের' জন্যও বিশেষ সাবধানের সহিত মুক্তাবংশ রক্ষা করিতে হয়। কার্য্যক্ষেত্রে জানা গিয়াছে যে, এই সমুদয় মুক্তার অধিকাংশই মসৃণতার অভাবে ও আকৃতি-বৈষম্য হেতু পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।—(বসুমতী)

এলবার্ট ভিকটর হাসপাতাল—পরলোকগত বারিষ্টার রাজনারায়ণ মিত্রের স্মরণার্থে তাঁহার বিধবা পত্নী এলবার্ট ভিক্টর হাস্পাতালে ৫ জন রোগী থাকিবার উপযুক্ত একটি ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রধান বিচারপতি সার লরেন্স জেঙ্কিন্স ঐ গৃহ উন্মুক্ত করিয়াছেন। (সঞ্জীবনী)

দরিদ্রতার মহিমা—লর্ড রোজবেরী একদা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বিদ্যা বুদ্ধি বা ধনৈশ্বর্য্যের তাঁহার অভাব নাই। তিনি স্কটলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি বারন্স সম্বন্ধে কহিয়াছেন যে "বারন্স অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তিনি নিজের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য জামেকা দ্বীপে যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। যদি যাইতেন, তবে বেশ ধনী হইতে পারিতেন কিন্তু ইংরাজী সাহিত্য দরিদ্র হইয়া থাকিত। দরিদ্রতাই প্রতিভার জনক। ধন প্রতিভাকে বিনষ্ট করে।" ঠিক কথা। দরিদ্রতা বিধাতার দান। দরিদ্রের দ্বারাই জগতের কল্যাণ হইয়াছে। দরিদ্রতাকে তবে কেহ ঘৃণা করিও না। দরিদ্র যাহারা তাহারা আপনাদিগকে ছোট মনে করিও না।—(সঞ্জীবনী)

রাজপত্ন্যুবাচ।

হা বৎস কস্য পাপস্য অপধ্যানাদিদং মহৎ।
দুঃখমাপতিতং ঘোরং যস্যান্তোনোপলভ্যতে ॥১৮৭॥
হা নাথ রাজন্ ভবতা মামনাশ্বাস্য দুঃখিতাম্।
কাপি সন্তিষ্ঠতা স্থানে বিশ্রব্ধং স্থীয়তে কথম্ ॥১৮৮॥
রাজ্যনাশঃ সুহৃত্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ঃ।
হরিশ্চন্দ্রস্য রাজর্ষেঃ কিং বিধেন কৃতং ত্বয়া ॥১৮৯॥
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজা স্বস্থানতশ্চ্যুতঃ।
প্রত্যভিজ্ঞায় দয়িতাং পুত্রঞ্চ নিধনং গতম্ ॥১৯০॥
কৈষা নাম গৃহে যুক্তা মম যোষিদ্বরা ভবেৎ।
বালশ্চ স মৃতঃ কঃ স্যাদিতি রাজা বিচারয়ণ ॥১৯১॥
কষ্টং শৈব্যেয়মেষা হি স বালোঽয়মিতীরয়ন্।
রুরোদ দুঃখসন্তপ্তো মূর্চ্ছামভিজগাম চ ॥১৯২॥

কাঁদে রাণী হইয়ে বিকল,
অশ্রুধারা ঝরে অবিরল,
বলে' বৎস, গেলি কোথা হৃদয়েতে দিয়ে ব্যথা?
প্রাণ মোর হ'য়েছে চঞ্চল।

কি পাপে এমন দশা হলো?
পুত্র মোর মোরে ছেড়ে গেলো
হিয়া মোর ফেটে যায়　না দেখি কোন উপায়
হায় মোর, কেন হেন হ'লো? ১৮৭॥

হায় নাথ! কোথা প্রাণেশ্বর!
দিয়ে দেখা জুড়াও অন্তর।
তুমি না দিলে আশ্বাস　নাহিকো প্রাণের আশ
শোকানলে হৃদি জর জর। ১৮৮॥

হারাইয়ে রাজ্য ধন জন,
বহুদেশ করি' বিচরণ
অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে আসি'　পত্নী হ'লো পরদাসী
কোথা' তুমি রয়েছ রাজন?

হায় বিধি! একি তোর বিধি?
ধর্ম্মপথে থাকি' নিরবধি,
অযোধ্যা-রাজ্যের ইন্দ্র,　মহারাজা হরিশ্চন্দ্র
পথে পথে ফিরে নিরবধি! ১৮৯॥

হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ
রাজা, হেরে নারীর বদন
শৈব্যারে চিনিতে পারি' রোহিতাস্যে মৃত হেরি'
পড়ে' ঝড়ে কদলী যেমন। ১৯০॥

হায় হায় করে নররায়
শোকভরে ধূলায় লুটায়
বলে হায়! একি হ'লো? রোহিতাস্য কোথা' গেল
শৈব্যা দেহ এনেছে হেথায়।

কাঁদিতে কাঁদিতে নরেশ্বর
হইলেন অতীব কাতর;
দুঃখে রুদ্ধ-কণ্ঠ হ'য়ে　ভূতলে পতিত হ'য়ে
মূর্চ্ছিত হইল নৃপবর। ১৯১-১৯২॥

সা চ তং প্রত্যভিজ্ঞায় তামবস্থামুপাগতম্।
মূর্চ্ছিতা নিপপাতার্ত্তা নিশ্চেষ্টা ধরণীতলে ॥১৯৩॥
চেতঃ সংপ্রাপ্য রাজেন্দ্রো রাজপত্নী চ তৌ সমম্।
বিলেপতুঃ সুসন্তপ্তৌ শোকভারাতিপীড়িতৌ ॥১৯৪॥

রাজোবাচ।

হা বৎস সুকুমারং তে স্বক্ষিভ্রূনাসিকালকম্।
পশ্যতো মে মুখং দীনং হৃদয়ং কিং ন দীর্য্যতে ॥১৯৫॥
তাত তাতেতি মধুরং ব্রুবাণং স্বয়মাগতম্।
উপগুহ্য বদিষ্যেকং বৎস বৎসেতি সৌহৃদাৎ ॥১৯৬॥
কস্য জানুপ্রণীতেন পিঙ্গেন ক্ষিতিরেণুনা।
মামোত্তরীয়মুৎসঙ্গং তথাঙ্গং মলমেষ্যতি ॥১৯৭॥
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সম্ভূতো মনোহৃদয়নন্দন।
ময়া কুপিত্রা হা বৎস বিক্রীতো যেন বস্তুবৎ ॥১৯৮॥

শুনি' রাণী, নরেশের স্বর
হ'লো অতি ব্যাকুলা অন্তর
মূর্চ্ছিতা হইয়া হায় পড়িলা রাণী ধুলায়
সংজ্ঞাশূন্য হ'লো কলেবর। ১৯৩॥

কিছুক্ষণ পরে দুইজনে
সংজ্ঞা পেয়ে বসে সেইখানে
দোঁহে শোকে জর জর মুখে নাহি সরে স্বর
দোঁহে চেয়ে আছে দোঁহা পানে

ক্ষণেকের পরে পুনঃ হায়,
হেরে পুত্র ধুলায় লুটায়,
দেখে কাঁদে দুই জনে শোকাচ্ছন্ন খিন্ন মনে
মুখে সরে শুধু হায় হায়! ১৯৪॥

বলে রাজা হইয়া কাতর—
"কোথা পুত্র প্রাণের সোসর!
তোমার সুন্দর কায় হ'য়েছে মলিন হায়!
দেখে প্রাণ ফেটে যায় মোর। ১৯৫॥

"বাবা, বাবা, বলে কেবা আর
আসিবেরে নিকটে আমার
কা'রে আর লব কোলে তুষিব মধুর বোলে
কে জুড়া'বে এ হৃদয় আর? ১৯৬॥

আর কিরে লব বক্ষে তুলি'
তোমার দেহের যত ধুলি
লাগিবে দেহেতে মোর উত্তরীয়ে আমি তোর
দেহ ঝাড়ি' লইবরে তুলি'। ১৯৭॥

এই দেহ হইতে আমার,
যদিও রে জনম তোমার,
হেরিয়ে তোমার মুখ পাইতাম কত সুখ
হ'তো হৃদে আনন্দ সঞ্চার;
উপযুক্ত পিতা নই তোর
তাই পাই হেন কষ্ট ঘোর,
সামান্য দ্রব্যের প্রায়, বেচেছিনু তোরে হায়
তাই আজি হেন দশা মোর! ১৯৮॥

হৃত্বা রাজ্যমশেষং মে সবান্ধবধনং মহৎ।
দৈবাহিনা নৃশংসেন দষ্টো মে তনয়স্ততঃ ॥১৯৯॥
অহং দৈবাহিদষ্টস্য পুত্রস্যাননপঙ্কজম্।
নিরীক্ষমপি ঘোরেণ বিষেণান্ধীকৃতোঽধুনা ॥২০০॥
এবমুক্ত্বা তমাদায় বালকং বাষ্পগদ্গদঃ।
পরিষ্বজ্য চ নিশ্চেষ্টো মূর্চ্ছয়া নিপপাত হ ॥২০১॥

রাজপত্ন্যুবাচ।

অয়ং সুপুরুষব্যাঘ্রঃ স্বরেণৈবোপলক্ষ্যতে।
বিদ্বজ্জনমনশ্চন্দ্রো হরিশ্চন্দ্র ন সংশয়ঃ ॥২০২॥
তথাস্য নাসিকা তুঙ্গা অগ্রতোঽধোমুখঙ্গতা।
দন্তাশ্চ মুকুলপ্রখ্যাঃ খ্যাতকীর্ত্তের্মহাত্মনঃ ॥২০৩॥
শ্মশানমাগতঃ কস্মাদদ্যৈষ স নরেশ্বরঃ।
অপহায় পুত্রশোকং সাপশ্যৎ পতিতং পতিম্ ॥২০৪॥
প্রহৃষ্টা বিস্মিতা দীনা ভর্ত্তৃপুত্রাধিপীড়িতা।
বীক্ষন্তী সা ততোঽপশ্যৎ ভর্ত্তৃদণ্ডং জুগুপ্সিতম্ ॥২০৫॥
শ্বপাকার্হং মনোমোহং জগামায়তলোচনা।
প্রাপ্য চেতশ্চ শনকৈঃ সগদ্গদমভাষত ॥২০৬॥

দৈব বশে রাজ্য, ধন, জন,
নাহি কিছু আমার এখন,
সেই দৈব অহি হ'য়ে দংশিল তোরে আসিয়ে
হৃদে বাজ হইল পতন। ১৯৯॥

হেন দশা তোর নিরখিয়া
শোক-বিষে জর জর হিয়া
কি উপায় করি হায়, বুক যে রে ফেটে যায়
বলি' পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া।২০০-১॥

রাণী ভাবে—এই সেইজন
এই রাজা মোর প্রাণধন,
চিনিয়াছি কণ্ঠস্বরে অযোধ্যার নরেশ্বরে
হরিশ্চন্দ্র নিশ্চয় এ জন।

সে পুরুষ-ব্যাঘ্র এই হায়!
সর্ব্বজন পূজিত যাহায়!
সেই নাশা, সেই ভাষা, হৃদয় দিতেছে আশা,
এই সেই, চাই আমি যাঁ'য়।

কিন্তু একি দেখি অসম্ভব
যেথা চারিদিকে সব শব
রাজা কেন হেন স্থানে? ব্যথা বুঝি পেয়ে প্রাণে
হারা হ'য়ে পত্নী, পুত্র, সব!

দীনা শৈব্যা বিস্মিতা হইয়ে
পতি পানে দেখে চেয়ে চেয়ে
স্বামী-রূপ-বেশ হায়! চণ্ডালের দণ্ড তায়
দেখে কাঁদে আকুল হইয়ে।২০২-৬॥

ধিক্ ত্বাং দৈবাত্যকরুণং নির্ম্মর্য্যাদং জুগুপ্সিতম্ ।
যেনায়মমরপ্রখ্যো নীতো রাজা শ্বপাকতাম্ ॥২০৭॥
রাজ্যনাশং সুহৃত্ত্যাগং ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ম্ ।
প্রাপয়িত্বাপি নোমুক্তশ্চণ্ডালোঽয়ং কৃতো নৃপঃ ॥২০৮॥
হা রাজন্ জাতসন্তাপামিত্থং মাং ধরণীতলাৎ ।
উত্থাপ্য নাদ্য পর্য্যঙ্কমারোহতি কিমুচ্যতে ॥২০৯॥
নাদ্য পশ্যামি তে চ্ছত্রং ভৃঙ্গারমথবা পুনঃ ।
চামরং ব্যজনঞ্চাপি কোঽয়ং বিধিবিপর্য্যয়ঃ ॥২১০॥
যস্যাগ্রে ব্রজতঃ পূর্ব্বং রাজানো ভৃত্যতাং গতাঃ ।
স্বোত্তরীয়ৈরকুর্ব্বন্ত নীরজস্কং মহীতলম্ ॥২১১॥
সোঽয়ং কপালসংলগ্নঘটীঘটনিরন্তরে ।
মৃতনির্ম্মাল্যসূত্রান্তর্গূঢ়কেশে সুদারুণে ॥২১২॥

বলে একি করি নিরীক্ষণ
মহারাজ চণ্ডাল এখন !
এত বলি মহারাণী ললাটেতে কর হানি'
হাহাকারে করেন রোদন।

পড়ে ভূমে মূর্চ্ছিতা হইয়ে
কে তুলিবে মুখে জল দিয়ে ?
পড়িয়া রহিলা তাই দুজনেরি সংজ্ঞা নাই
কিছুকাল গেল ত কাটিয়ে।

পরে রাণী পাইয়া চেতন
বলে "একি বিধির লিখন !
হারে দৈব ! ধিক তোরে রাজারে এমন ক'রে
চণ্ডালত্ব করিলি অর্পণ ?

গেল রাজ্য, গেল ধন-জন,
পত্নী পুত্র দিলা বিসর্জ্জন
শুধু ধর্ম্ম রক্ষা তরে, ধর্ম্ম কি এমনি ক'রে
চণ্ডালত্ব করিলা অর্পণ ? ২০৭-০৮ ॥

উঠ নাথ ! উঠ মহারাজ
একি বেশ দেখি তব আজ ?
কাতরা হেরিয়া মোরে কেন না আদর ক'রে
সম্ভাষ করি'ছ আসি' আজ ?

কোথা রাজছত্র মনোহর ?
সে ভৃঙ্গার, ব্যজন, চামর
একি দৈব বিপর্য্যয় পাছে পাছে ভৃত্যচয়
ভ্রমণ করিত নিরন্তর ;

পৃথিবীর যত রাজাগণ
আসি' কাছে কিঙ্কর যেমন
উত্তরীয় বস্ত্র দিয়ে ধূলি দিত সরাইয়ে
আজি তাঁ'র শ্মশানে শয়ন ?

একাকী কাটেন দুঃখে কাল
চারিদিকে নরের কঙ্কাল,
শবোদ্দিষ্ট ঘটী ঘট আর যত ছিন্ন পট
বসা-রক্তে শ্মশান ভয়াল।

বসানিষ্যন্দসংশুষ্কমহীপুটক-মণ্ডিতে।
ভস্মাঙ্গারার্দ্ধদগ্ধাস্থিমজ্জাসংঘট্টভীষণে ॥২১৩॥
গৃধ্রগোমায়ুনাদার্ত্ত-নষ্ট-ক্ষুদ্র-বিহঙ্গমে।
চিতাধূমায়তিরুচানীলীকৃতদিগন্তরে ॥২১৪॥
কুণপাস্বাদনমুদা সংপ্রহৃষ্টনিশাচরে।
চরত্যমেধ্যে রাজেন্দ্রঃ শ্মশানে দুঃখপীড়িতঃ ॥২১৫॥

পক্ষিণ উচু।

এবমুক্ত্বা সমাশ্লিষ্য কণ্ঠং রাজ্ঞো নৃপাত্মজা।
কষ্ট-শোকশতাধারা বিললাপার্ত্তয়া গিরা ॥২১৬॥

রাজপত্ন্যুবাচ।

রাজন্ স্বপ্নোঽথ তথ্যং বা যদেতন্মন্যতে ভবান্।
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ মনো বৈ মুহ্যতে মম ॥২১৭॥
যদ্যেতদেবং ধর্ম্মজ্ঞ নাস্তি ধর্ম্মে সহায়তা।
তথৈব বিপ্রদেবাদিপূজনে পালনে ভুবঃ ॥২১৮॥
নাস্তি ধর্ম্মঃ কুতঃ সত্যমার্জবং চানৃশংসতা।
যত্র ত্বং ধর্ম্মপরমঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ ॥২১৯॥

চারিদিকে দগ্ধ কাষ্ঠরাশি
নিশাচর ফিরে অট্ট হাসি'
ভস্মাঙ্গারে ভরা ধরা অর্দ্ধদগ্ধ অস্থি ভরা
ভীষণ শ্মশানে ভয় বাসি।
ক্ষুদ্রদেহ যত পক্ষিগণ
হেথা নাহি করে বিচরণ
গৃধ্র-গোমায়ুর ভয়ে সকলে ব্যাকুল হ'য়ে
দূরদেশে কৈল পলায়ন।
চিতাধূমে দিগ্ দিগন্তর
সমাচ্ছন্ন হ'য়েছে অম্বর।
কৃষ্ণবর্ণ চারিধার হইয়াছে ঘোরাকার
হেথা নাথ ফিরে নিরন্তর! ২০৯-১৫॥

এত বলি' ধরি পতি-গলা
শ্মশানেতে কাঁদে সে অবলা।
বলে—রাজা, একি দেখি সত্য নয় স্বপ্ন নাকি!
বুঝাইয়ে দেহ এই বেলা।
বুদ্ধিলোপ হ'য়েছে আমার
চারিধারে দেখি অন্ধকার।
এ যদি সত্য ঘটন, ধর্ম্ম তবে অকারণ
ধর্ম্ম পথে কিবা ফল আর?
দেব আর ব্রাহ্মণ পূজন
করি কিবা হইবে রাজন?
পৃথ্বি-পালনের ফল এই কিহে মহাবল?
ধর্ম্ম—সত্য—সবি অকারণ!
চিরদিন থাকি' ধর্ম্ম পথে
পৃথিবী পালিলে ন্যায়মতে
তবু সেই রাজ্য গেল এ হেন দুর্দ্দশা হ'লো
ধর্ম্মফল বুঝিব কিমতে? ২১৬-১৯॥

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা নিশ্বস্যোষ্ণং সগদ্গদম্।
কথয়ামাস তন্বঙ্গ্যা যথা প্রাপ্তা শ্বপাকতা ॥২২০॥
রুদিত্বা সাপি সুচিরং নিঃশ্বস্যোষ্ণঞ্চ দুঃখিতা।
স্বপুত্রমরণং ভীরুর্যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ ॥২২১॥
শ্রুত্বা রাজা তদা বাক্যং নিপপাত মহীতলে।
মৃতস্য পুত্রস্য তদা জিহ্বয়া লেলিহন্মুখম্ ॥২২২॥

রাজোবাচ।

যমস্য ভিক্ষাং যাচাবঃ কৃপণৌ পুত্রগর্দ্ধিনৌ।
তস্মাচ্ছীঘ্রং ব্রজাবোদ্য পুত্রো যত্র প্রিয়ো গতঃ ॥২২৩॥
প্রিয়েন রোচয়ে দীর্ঘং কালং ক্লেশমুপাসিতুম্।
নাত্মায়ত্তশ্চ তন্বঙ্গি পশ্য মে মন্দভাগ্যতাম্ ॥২২৪॥
চণ্ডালেনাননুজ্ঞাতঃ প্রবেক্ষ্যে জ্বলনং যদি।
চাণ্ডালদাসতাং যাস্যে পুনরপ্যন্যজন্মনি ॥২২৫॥
নরকে চ পতিষ্যামি কীটকঃ কৃমিভোজনঃ।
বৈতরণ্যাং মহাপূয়-বসাসৃক্-স্নায়ু-পিচ্ছিলে ॥২২৬॥
অসিপত্রবনে প্রাপ্য ছেদং প্রাপ্স্যামি দারুণম্।
তাপং প্রাপ্স্যামি বা প্রাপ্য মহারৌরবরৌরবৌ ॥২২৭॥

শৈব্যার এ হেন কথা শুনি
একে একে বলে নরমণি
সেরূপে চণ্ডাল-দাস হ'য়ে শ্মশানেতে বাস
করি'ছেন হ'য়ে শব-দানী। ২২০ ॥

শুনি রাণী রাজার বচন,
দুঃখে বহু করিলা রোদন,
পরে তিতি' অশ্রুজলে রাজার নিকটে বলে
রোহিতের যেরূপে মরণ। ২২১ ॥

শুনি' রাজা বিষাদে কাতর,
বলে, প্রিয়ে, শুন, "অতঃপর
বহুদিন কষ্টে আর বেঁচে থাকা বড় ভার
ইচ্ছা হয় যাই যমঘর।

হেন মন্দভাগ্য আমি হায়
সুখ-স্বাস্থ নাহিক কোথায়!
নিজ দেহ নহে মোর হায় একি কষ্ট ঘোর
মরিবারও সাধ্য নাহি তায়।

চণ্ডালের অনুমতি বিনে,
নাহি পারি ত্যজিতে জীবনে,
নহিলে অনলে পশি' নাশিতাম দুঃখরাশি
কিন্তু তাহা ঘটিবে কেমনে?

যদি ছাড়ি এ দেহ আমার
তাতে ত যাবে না দুঃখ ভার,
দেহ ত্যেজি' নরকেতে নিশ্চয় হইবে যেতে
চণ্ডালত্ব পরেতে আবার।

মগ্নস্য দুঃখজলধৌ পারঃ প্রাণবিয়োজনম্।
একোঽপি বালকো যোঽয়মাসীদ্বংশকরঃ সুতঃ।
মম দৈবাম্বুবেগেন মগ্নঃ সোঽপি বলীয়সা ॥২২৮॥
কথং প্রাণান্ বিমুঞ্চামি পরায়ত্তোঽস্মি দুর্গতঃ।
অথবা নার্ত্তিনাক্লিষ্টো নরঃ পাপমবেক্ষতে ॥২২৯॥
তির্য্যক্ত্বে নাস্তি তদ্দুঃখং নাসিপত্রবনে তথা।
বৈতরণ্যাং কুতস্তাদৃগ্ যাদৃশং পুত্রবিপ্লবে ॥২৩০॥
সোঽহং সুতশরীরেণ দীপ্যমানে হুতাশনে।
নিপতিষ্যামি তন্বঙ্গি ক্ষন্তব্যং কুকৃতং মম ॥২৩১॥
অনুজ্ঞাতা চ গচ্ছ ত্বং বিপ্রবেশ্ম শুচিস্মিতে।
মম বাক্যঞ্চ তন্বঙ্গি নিবোধাদৃতমানসা ॥২৩২॥
যদি দত্তং যদি হুতং গুরবো যদি তোষিতাঃ।
পরত্র সঙ্গমো ভূয়াৎ পুত্রেন সহ চ ত্বয়া ॥২৩৩॥
ইহলোকে কুতস্ত্বেতৎ ভবিষ্যতি মমেঙ্গিতম্।
ত্বয়া সহ মম শ্রেয়ো গমনং পুত্রমার্গণে ॥২৩৪॥

নরকে রহিব যত দিন
ক্রিমি ভোজনেতে হ'ব ক্ষীণ!
বৈতরণী-তপ্ত-নীরে সিদ্ধ হ'তে হবে ধীরে
বসা রক্তে রহিব মলিন।

কিম্বা সেই অসিপত্রবনে
মহাকষ্ট পা'ব প্রতিক্ষণে
অথবা মহারৌরবে কিম্বা ঘোর সে রৌরবে
রব—তাপ পাব নিশি দিনে।

দুঃখের সাগরে ডুবে যারা,
কোন্ ভয় রাখে বল তারা,
ধন জন মন প্রাণ করে তারা তৃণ জ্ঞান,
প্রাণত্যাগে নাহি ডরে তারা।

ছিল সবে একটি কুমার,
দৈববশে গেল প্রাণ তা'র
অসীম দুর্গতি স'য়ে আছি পরাধীন হ'য়ে
প্রাণত্যাগে নাহি অধিকার!

দৈব বিড়ম্বিত যেই জন,
পাপ পুণ্য ভাবে কি কখন?
পুত্র বিয়োগেতে যত দুঃখ পা'ব অবিরত
তা'র কাছে অসিপত্রবন?

তির্য্যক্‌যোনিতে যদি যাই;
কষ্ট তাহে এর তুল্য নাই
কিম্বা বৈতরণী-নীরে তাপ পাই ধীরে ধীরে
সে কষ্টেও কোন চিন্তা নাই।

দিব প্রাণ চিতা হুতাশনে,
তাই যা'ব মৃত পুত্র সনে
শেষ কথা শুন মোর দিছি তোমা কষ্ট ঘোর
অপরাধ ক্ষম বরাননে।

শুচিস্মিতে, শুনহ বচন
বিপ্রাগারে করহ গমন
কর সেবা প্রাণপণে ধর্ম্ম-পথ রাখ মনে
জন্মান্তরে হইবে মিলন।

যন্ময়া হসতা কিঞ্চিদ্রহস্যে বা শুচিস্মিতে।
অশ্লীলমুক্তং তৎসর্ব্বং ক্ষন্তব্যং মম যাচতঃ ॥২৩৫॥
রাজপত্নীতি গর্ব্বেণ নাবজ্ঞেয়ঃ স তে দ্বিজ।
সর্ব্বযত্নেন তে তোষ্যঃ স্বামীদৈবতবচ্ছুভে ॥২৩৬॥

রাজপত্ন্যুবাচ।

অহমপ্যত্র রাজর্ষে দীপ্যমানে হুতাশনে।
দুঃখভারাসহাদ্যৈব সহযাস্যামি বৈ ত্বয়া।
সহ স্বর্গঞ্চ নরকং সহৈবায়াহি ভুঙ্‌ক্ষ্বহে ॥২৩৭॥
শ্রুত্বা রাজা তদোবাচ এবমস্তু পতিব্রতে ॥২৩৮॥

পক্ষিণ উচুঃ।

ততঃ কৃত্বা চিতাং রাজা আরোপ্য তনয়ং স্বকম্।
ভার্য্যয়া সহিতশ্চাসৌ বদ্ধাঞ্জলিপুটস্তদা ॥২৩৯॥
চিন্তয়ন্ পরমাত্মানমীশং নারায়ণং হরিম্।
হৃৎকোটরগুহাসীনং বাসুদেবং সুরেশ্বরম্।
অনাদিনিধনং ব্রহ্ম কৃষ্ণং পীতাম্বরং শুভম্ ॥২৪০॥

দান, হোম, আদি, নিরবধি
গুরুসেবা করে থাকি যদি
জন্মান্তরে তব সনে মিলিব এ পুত্রসনে
এ ঘটনা ঘটাইবে বিধি।

এ জনমে আমাদের আর
নাহি আশা, বাঞ্ছা পুরিবার।
কিম্বা এস দোঁহে মিলি দুঃখ পারে যাই চলি'
যত দোষ ক্ষমহ আমার।

কিম্বা যাও সেই বিপ্র-ঘরে
সেব তাঁ'রে ভকতি অন্তরে
পিতারে তনয়া যেন, সেবা তাঁ'র কর হেন,
পাবে পার এ দুঃখ দুস্তরে।

ছিলে তুমি রাজার মহিষী
এবে হইয়াছ পরদাসী,
তাই বলি, সে ব্রাহ্মণে অবজ্ঞা ক'রো না মনে
সেবা তাঁ'র কর দিবা নিশি।২২২-৩৬॥

রাণী বলে "শুন প্রাণেশ্বর,
পুত্রশোকে কাতর অন্তর
রাখিতে নারিব প্রাণ, তব সনে মতিমান
পশিব হে অনল-ভিতর।

এই স্থির করি' দুইজনে
চিতা সজ্জা করে সেইক্ষণে,
রাখি' পুত্রে তার'পরে দোঁহে কহে জোড়করে
ভক্তিভরে স্মরি' নারায়ণে

পরমাত্মা, ঈশ, পরাৎপর
বাসুদেব হে পরমেশ্বর,
পরব্রহ্ম, সুরেশ্বর, হে কৃষ্ণ, হে পীতাম্বর,
শুভপ্রদ, ওহে শুভঙ্কর, ২৪০ ॥